# ভূগোল-সূত্র।

[চারি মহাদেশ ও ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।]


কলিকাতাস্থ গবর্ণমেন্ট পাঠশালার ভূতপূর্ব্ব সুপ্রেন্টেণ্ডেন্ট

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক


সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

সপ্তবিংশ সংস্করণ।
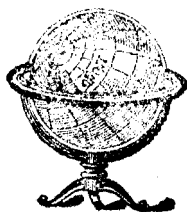
কলিকাতা।

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত।

২১ নম্বর, বহুবাজার ষ্ট্রীট।

শ্রাবণ, ১২৮৪। ইং আগষ্ট, ১৮৭৭।




[[illegible] ৵১০ আড়াই আনা মাত্র।]
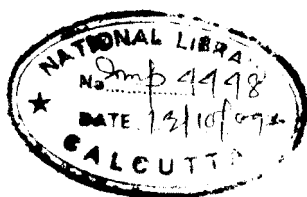
# ভূগোল-সূত্র

যাহা দ্বারা পৃথিবীর আকার, পরিমাণ, দেশ ও সাগরাদির বিবরণ জানা যায়, তাহার নাম ভূগোলবিদ্যা।

পৃথিবীর আকার গোল* কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে। যেমন কমলালেবুর উপরিভাগে ও নিম্নদেশে কিঞ্চিৎ চাপা, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণাংশেও সেইরূপ চাপা আছে।

পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৪,৮৫৬ মাইল, ব্যাস প্রায় ৭,৯১২ মাইল এবং পরিমাণ প্রায় ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গ মাইল। ইহার দুই প্রকার গতি; আহ্নিক ও বার্ষিক। ৬০ দণ্ড অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী যে আপন মেরুদণ্ডো

---

* পৃথিবীর গোলতার প্রমাণ—যখন কোন জাহাজ দূর হইতে আসে তখন তীরস্থ লোকেরা অগ্রে তাহার মাস্তুল দেখিতে পায়, পরে যত নিকটে আসে ততই তাহার তলা পর্য্যন্ত দেখিতে পায়। আবার যখন কোন জাহাজ দূরে গমন করে তখন তীরস্থ লোকেরা প্রথমে তাহার তলা পর্য্যন্ত সমুদয় দেখিতে পায় পরে ক্রমে যত দূরে গমন করিতে থাকে তত তলভাগ ও অন্যান্য অবয়ব ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়।

দ্বিতীয়তঃ নাবিকেরা কোন নির্দ্ধারিত স্থান হইতে ক্রমাগত পূর্ব্ব বা পশ্চিমমুখে গমনপূর্ব্বক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া শেষে সেই স্থানে উপস্থিত হয়। মেগেলন, ড্রেক, এনসন, কুক, প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় নাবিকেরা অনেকবার এইরূপে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, চন্দ্র-গ্রহণ হইবার সময়ে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের পড়ে। সেই ছায়া গোল দৃষ্ট হয়। পৃথিবী গোল না হইলে ইহার ছায়া গোলাকার হইত না।

†পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়া উত্তর অবধি দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে দণ্ড কল্পনা করা যায়, তাহাকে মেরুদণ্ড কহে। মেরুদণ্ডের উত্তর প্রান্তকে সুমেরু বা উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ প্রান্তকে কুমেরু বা দক্ষিণ মেরু কহে

একবার ঘোরে, তাহার নাম আহ্নিক গতি। এই গতি দ্বারা দিবা ও রাত্রি হয়। এবং আপন মেরুদণ্ডে ঘুরিতে ঘুরিতে ৩৬৫ দিবস ৬ ঘণ্টার* মধ্যে যে একবার সূর্য্যকে† প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে, তাহাকে বার্ষিক গতি বলে। এই গতিদ্বারা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুভেদ হয়।

---

### স্থল ও জলের বিবরণ।

পৃথিবীর স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ অধিক, ফলতঃ স্থল এবং জল উভয়কে বিভাগ করিতে হইলে, তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল হয়। স্থলের বিশেষ বিশেষ নাম যথা—

মহাদেশ—যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অনেক দেশ আছে, তাহার নাম মহাদেশ। যথা এসিয়া, ইয়ুরোপ, ইত্যাদি।

দেশ—মহাদেশের এক একটী অংশকে দেশ কহে।

রাজধানী—যে স্থলে রাজা অথবা রাজপ্রতিনিধির বাস, তাহাকে রাজধানী বলা যায়। যথা কলিকাতা।

নগর—যে স্থলে অধিক লোকের বসতি এবং নানা-দেশীয় বণিকেরা বাণিজ্য করে, তাহাকে নগর বলে।

বন্দর—সমুদ্র অথবা নদীতীরবর্ত্তী যে নগরে নানাদেশীয় বণিকেরা বাণিজ্য করে তাহাকে বন্দর বলে।

গ্রাম—যেখানে অল্প লোকের বাস, তাহাকে গ্রাম বলে।

---

* ৩৬৫ দিবসে এক বৎসর গণনা করা যায়, কিন্তু যে ছয় ঘণ্টা অবশিষ্ট বাকী থাকে তাহা জমা হইয়া প্রতি চারি বৎসরে ১ দিন হয়, প্রতি চতুর্থ বৎসরে এক দিন বাড়িয়া ৩৬৬ দিনে বৎসর হয়। এই বৎসরকে ইংরাজীতে 'লীপ ইয়ার' কহে।

† সূর্য্য তেজোময় পদার্থ। পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১৪,০৭,১২৪ গুণে বড়, এবং ইহা হইতে প্রায় ৯ কোটি ২০ লক্ষ মাইল অন্তরে অবস্থিতি করে। পৃথিবী শূন্যে থাকিয়া সূর্য্যের আকর্ষণ ও আপন বিয়োজন শক্তি দ্বারা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে।

দ্বীপ—যে স্থলভাগ চারি দিকে জলদ্বারা বেষ্টিত, তাহার নাম দ্বীপ।

উপদ্বীপ—যে স্থলভাগ প্রায় জলদ্বারা বেষ্টিত, তাহার নাম উপদ্বীপ।

অন্তরীপ—যে ভূমিখণ্ড ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া সাগরাদিতে বহির্গত হয়, তাহার অগ্রভাগের নাম অন্তরীপ।

যোজক—যে অপ্প-পরিসর ভূমিখণ্ড দুই বৃহৎ স্থলভাগকে সংযুক্ত করে তাহাকে যোজক বলা যায়।

পর্ব্বত—অত্যুচ্চ প্রস্তরময় যে স্থান, তাহার নাম পর্ব্বত। পর্ব্বতের শিখরদেশ প্রায় বরফে আচ্ছন্ন থাকে। কতকগুলি পর্ব্বত পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকিলে তাহাকে পর্ব্বতশ্রেণী বলে। পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে অন্তর্দেশ কহে। যে পর্ব্বত হইতে সময়ে সময়ে বাষ্প ও কর্দ্দমের সহিত অগ্নিশিখা নির্গত হয়, তাহাকে আগ্নেয় পর্ব্বত বলা যায়।

মরুভূমি—যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রায় বালুকা ও প্রস্তরময়, তাহার নাম মরুভূমি। মরুভূমির মধ্যস্থ উর্ব্বরা ভূমিখণ্ডকে ওয়েসিস কহে।

প্রান্তর। যে স্থলের উপরিভাগ প্রায় সমতল তাহার নাম প্রান্তর।

উপকূল—সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানকে উপকূল কহে;

জলের বিশেষ বিশেষ নাম যথা—

মহাসাগর—যে লবণাক্ত জলরাশি সমস্ত পৃথিবীকে

বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে মহাসাগর বলে। যথা উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণ মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, ইত্যাদি।

সাগর—মহাসাগরের ক্ষুদ্রাংশকে সাগর বলে। যথা ভূমধ্যস্থ সাগর, বঙ্গ সাগর, ইত্যাদি।

উপসাগর—মহাসাগরের যে অংশ প্রায় স্থল দ্বারা বেষ্টিত, তাহার নাম উপসাগর।

প্রণালী—যে অপ্রশস্ত জলভাগ দুই বৃহৎ জলভাগকে সংযুক্ত করে, তাহাকে প্রণালী বলা যায়।

হ্রদ—চতুর্দ্দিকে স্থলদ্বারা বেষ্টিত যে জল, তাহাকে হ্রদ বলা যায়। হ্রদ আকৃতিতে সরোবরের ন্যায়, কিন্তু মনুষ্য-খাত নহে অর্থাৎ স্বভাবজাত।

নদী—যে জলস্রোত কোন পর্ব্বত অথবা কোন হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া নানা দেশ বা জনপদ দিয়া বহিয়া প্রবল বেগে সাগরাদিতে পতিত হয়, তাহার নাম নদী। নদী যদি বহুমুখী হইয়া সাগরে পতিত হয় এবং যদি সেই বহুমুখ-অন্তর্গত স্থান 'ব' কারের ন্যায় হয় তাহা হইলে সেই স্থানকে ঐ নদীর 'ব' দ্বীপ কহে।

উপনদী—যে নদী অন্য কোন নদীতে আসিয়া মিশ্রিত হয়, তাহাকে উপনদী বলে।

শাখানদী। যে জলস্রোত অন্য কোন নদী হইতে নির্গত হইয়া সাগরাদিতে পতিত হয়, তাহাকে শাখানদী বলে।
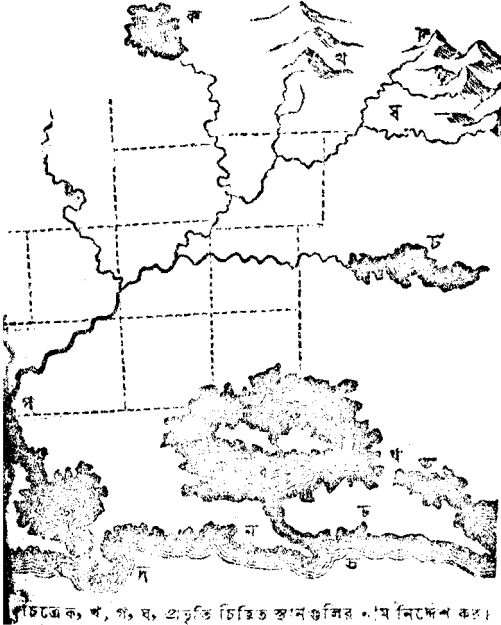
চিত্রে ক, খ, গ, ঘ, প্রভৃতি চিহ্নিত স্থানগুলির নাম নির্দেশ কর।

## মহাদ্বীপ ও মহাদেশের বিবরণ।

পৃথিবীর আকার গোল। গোলাকার বস্তু কাগজে ...কা যায় না, এই জন্য পৃথিবীকে দুইটী ভাগ করিয়া লয়। ...দুই ভাগকে মহাদ্বীপ কহে—পুরাতন ও নূতন। পুরাতন

মহাদ্বীপে এসিয়া, ইয়ুরোপ ও আফ্রিকা এই তিনটী মহাদেশ আছে এবং নূতন মহাদ্বীপে* কেবল আমেরিকা এই মহাদেশটী আছে। এই চারিটী মহাদেশ ভিন্ন উক্ত দুই মহাদ্বীপে যে সকল দ্বীপ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ওশ্যানিয়া নামে এক স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত। এসিয়া পরিমাণে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইয়ুরোপ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র**। সমুদয় পৃথিবীতে প্রায় ৫ কোটি ১০ লক্ষ বর্গ মাইল বসতি স্থান, এবং ১৪২ কোটি লোকের বাস আছে।

পৃথিবীস্থ লোক সমুদায় নানা জাতিতে বিভক্ত, যথা, ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, নিগ্রো বা কাফ্রি, মালাই এবং আমেরিক জাতি, ইত্যাদি। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকে; যথা—হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, য়িহুদীধর্ম্ম, মহম্মদধর্ম্ম, ইত্যাদি।

মহাসাগরের বিবরণ।

পৃথিবীতে পাঁচটী মহাসাগর আছে, যথা—উত্তর†, দক্ষিণ‡, আট্‌লাণ্টিক, প্রশান্ত§, এবং ভারত||। সমুদায়ের পরিমাণ ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গ মাইল।

---

## এসিয়া।

এসিয়ার উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণ সীমা ভারত মহাসাগর, পূর্ব্ব সীমা প্রশান্ত মহাসাগর, এবং পশ্চিম সীমা ইয়ুরেল পর্ব্বত, ইয়ুরেল নদী, কাস্পিয়ান

---

*কলম্বস নামে একজন ইয়ুরোপীয় নাবিক ইং ১৪৯২ সালে আমেরিকা প্রকাশ করেন, এই জন্য আমেরিকাকে নূতন মহাদ্বীপ বলে।

** এসিয়ার পরিমাণ ১,৮০,০০,০০০ বর্গ মাইল; আমেরিক ১,৫৩,১০,৫৫৫; আফ্রিকার ১,১৪,৫৬,১০০, ইয়ুরোপের ৩৮,০০,০০০

† আর্কটিক। ‡ আণ্টার্কটিক। § প্যাসিফিক। || ইণ্ডিয়ান।
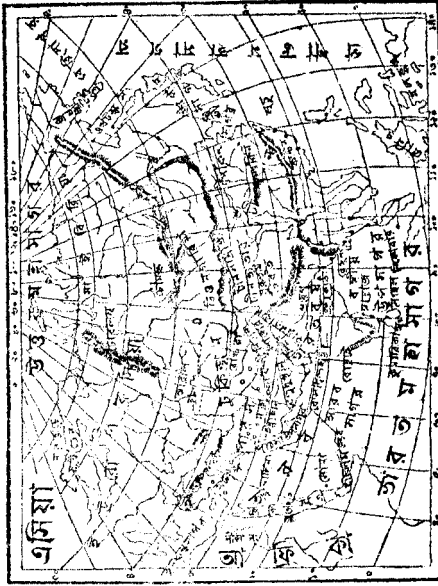
হ্রদ, ককেশস্ পর্ব্বত, কৃষ্ণসাগর*, মর্ম্মরা সাগর, আর্কি পিলেগো†, ভূমধ্যস্থ সাগর‡, সুয়েজ যোজক¶, লোহিত সাগর§। ইহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ৬,০০০ মাইল, এবং প্রস্থ উত্তর দক্ষিণে ৫,৪০০ মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় ৮২ কোটি ৪০ লক্ষ। ইহাতে নিম্নলিখিত কয়টী দেশ আছে-

---

* ব্লাকসী। † ইজিয়ানসী। ‡ মেডিটরেনিয়ান সী।

¶ সম্প্রতি লিসেপ্স নামে একজন ফরাসী সুয়েজ যোজকে একটা খাল খনন করিয়াছেন। ঐ খাল লোহিত সাগরকে ভূমধ্যস্থ সাগরের সহিত যোগ করিয়াছে। § রেড্‌সী।

| দেশ। | রাজধানী ও প্রধান নগর। |
| --- | --- |
| উত্তরে রুষিয়া ... ... | ওমস্ক, ইর্কটস্ক; টোবলস্ক, ওকটস্ক। |
| পশ্চিমে তুরস্ক* ... ... | স্মির্ণা, আলেপো; ডামাস্কস, জেরুজলেম, বসোরা, বাগদাদ। |
| আরব ... ... | মক্কা; মেদিনা, মস্কাট। |
| চীন সাম্রাজ্য — চীন ... ... | পেকিন; ন্যানকিন, ক্যাণ্টন। |
| তিব্বত ... ... | লাশা। |
| চীন তাতার বা পূর্ব্ব তুর্কিস্থান | ইয়ার্কন্দ, ক্যাশগর**, খোটেন। |
| মঙ্গোলিয়া ... ... | উর্গা; মেমাচিন। |
| মানচুরিয়া ... ... | মোকডেন। |
| কোরিয়া ... ... | কিঙ্কিটাও। |
| জাপান ... ... | জেডো; মিয়াকো। |
| মধ্যস্থলে তুর্কিস্থান বা তাতার ... | বোখারা; সমরকন্দ, বল্ক†, খোকন। |
| দক্ষিণে পারস্য ... ... | তিহরাণ, ইস্পাহান, সিরাজ। |
| আফগানিস্থান ... | কাবুল; কান্দাহার‡, হিরাট, পেসোয়ার, গিজনি। |
| বেলুচস্থান ... ... | কিলাট। |
| হিন্দুস্থান ... ... | কলিকাতা, মান্দ্রাজ¶, বোম্বাই, আগরা§, দিল্লী‖, বারাণসী, আলাহাবাদ, মুরসিদাবাদ। |

* কনষ্টান্টিনোপল এসিয়াস্থ এবং ইয়ুরোপীয় উভয় তুরস্কেরই রাজধানী। ** প্রাচীন উত্তর কুরুদেশ। † প্রাচীন বাহ্লিক দেশ। ‡ গান্ধার দেশ। ¶ মদ্র দেশ। § [illegible] বন। ‖ ইন্দ্রপ্রস্থ।

পূর্ব্ব উপদ্বীপ—

- ব্রহ্মদেশ ... ... মান্দালা; অমরাপুর, আবা।
- শ্যাম ... ... ... বাঙ্কক।
- মালয়... ... ... মালয়।
- আনাম ... ... হিউ; কেশো, সেগন।
- কাম্বোডিয়া ... প্নানম্পিং।
- লেয়স ... ... লান্চাং।

পর্ব্বত।

আলটেই পর্ব্বত—রুষিয়ার দক্ষিণাংশে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। আল্‌ডান—রুষিয়ার পূর্ব্বাংশে বেরিং প্রণালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। থিয়ানশান—চীনতাতারের (পূর্ব্ব তুর্কিস্থানের) উত্তরে এবং মঙ্গোলিয়ার পশ্চিমে। কিয়ুনলন—তিব্বৎ ও চীনতাতারের মধ্যে। কৈলাস—তিব্বত দেশে রাবণহ্রদের উত্তর। বেলুর টাগ—তুর্কিস্থান (বা তাতার) ও চীনতাতারের মধ্যে। হিন্দুকুশ ও ঘর—আবগানিস্থান ও তুর্কিস্থানের মধ্যে। সোলোমান—আবগানিস্থানের পূর্ব্বে। টরস—তুরস্ক দেশের অন্তর্গত এসিয়া মাইনর প্রদেশে। ককেশুস—কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান হ্রদের মধ্যে। এলবর্জ—কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণে। আরারাট—ককেশুসের দক্ষিণে। লিবেনন—তুরস্ক দেশের অন্তর্গত সিরিয়া প্রদেশে। সিনাই ও হোরেব—আরবের উত্তর। হিমালয়*—ভারতবর্ষের উত্তরে, বিন্ধ্য—মধ্যস্থলে, এবং নীলগিরি দক্ষিণে। সাতপুর বা ইন্দ্রজাদ্রি—নর্ম্মদানদীর দক্ষিণে। আর্বলী—আজমীর প্রদেশের উত্তর হইতে

---

*দেবতাত্মা (গৌরীশঙ্কর, এভরেষ্ট) কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলগিরি প্রভৃতি হিমালয়ের কতিপয় শৃঙ্গ পৃথিবীর সকল পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চ। দেবতাত্মা উচ্চে ২৯০০২, কাঞ্চনজঙ্ঘা ২৮১৫৬ এবং ধবলগিরি ২৬৮২৬ ফিট।

দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট—দক্ষিণ হিন্দুস্থানের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত।

উপদ্বীপ।

দক্ষিণ হিন্দুস্থান। গুজরাটের পশ্চিমাংশ। পূর্ব্ব উপদ্বীপ। আরবদেশ। কোরিয়া। কামস্কট্‌কা—রুসিয়ার পূর্ব্বাংশে। এবং এসিয়ামাইনর—তুরস্ক দেশের পশ্চিমাংশে।

যোজক।

সুয়েজ যোজক—এসিয়া ও আফ্রিকাকে সংযুক্ত করে। ক্রো—মালয় উপদ্বীপ ও শ্যাম দেশকে সংলগ্ন করে।

অন্তরীপ।

সিভিরো বা উত্তর পূর্ব্ব অন্তরীপ—এসিয়ার সর্ব্ব উত্তরাংশে। পূর্ব্ব অন্তরীপ—এসিয়ার পূর্ব্বাংশে। বেবা—এসিয়ার সর্ব্ব পশ্চিমাংশে, তুরস্কদেশে। লোপাট্‌কা—কামস্কট্‌কার দক্ষিণাংশে। নিম্পো—চীন দেশের পূর্ব্বাংশে। কাম্বোডিয়া—আনাম দেশের দক্ষিণাংশে। বজেডর—লুজনদ্বীপের* উত্তরাংশে। রমণীর—মালয়ের দক্ষিণাংশে। নিগ্রেশ—ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাংশে। কুমারী—হিন্দুস্থানের দক্ষিণাংশে। এবং রাসলহাদ ও মসেণ্ডম—আরব দেশের পূর্ব্বাংশে।

দ্বীপ।

ভূমধ্যস্থ সাগরে—সাইপ্রস এবং রোডস্।

বঙ্গ সাগরে—আণ্ডামান ও নিকোবর।

ভারত মহাসাগরে—সিংহল†, সিঙ্গাপুর, পিনাং, মালডিব‡, লাকেডিব§। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের

---

* লুজন দ্বীপ ফিলিপিন পুঞ্জের অন্তর্গত।
† ইহার প্রধান নগর কলম্বো, কাণ্ডী, ত্রিঙ্কমলী।
‡ মালদ্বীপ। § লাক্ষাদ্বীপ।

মধ্যে ভারতীয় দ্বীপ* নামে কতিপয় দ্বীপ আছে, তাহাদের মধ্যে বোর্নিও †, যাবা ‡, সুমাত্রা §, সিলিবিস ||, মোলক্কাস বা স্পাইস ¶, এই সকল দ্বীপ প্রধান।

প্রশান্ত মহাসাগরে—নিফন, যেসো, কিংসু এবং অন্যান্য কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তাহাদিগকে জাপান রাজ্য কহে; এতদ্ব্যতিরেকে কিউরাইল পুঞ্জ, সাগালিন, হানান, করমোজা, লুকু, ফিলিপিন পুঞ্জ**, এবং অন্য অন্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

সাগর এবং উপসাগর।

উত্তর মহাসাগরে—অবী উপসাগর ও কারা সাগর, রুসিয়ার উত্তরাংশে।

প্রশান্ত মহাসাগরে—কামস্কটকা বা বেরিংসাগর, কামস্কটকা ও উত্তর আমেরিকার মধ্যে। আনেডর উপসাগর, কামস্কটকা সাগরের পশ্চিমাংশে। ওকটস সাগর, রুসিয়ার পূর্ব্বাংশে কামস্কটকা ও মান্চুরিয়ার মধ্যে। জাপান, সাগর, জাপান ও মান্চুরিয়ার মধ্যে। পীত সাগর ††, কোরিয়া ও চীন রাজ্যের মধ্যে। পেচিলি উপসাগর, পীত সাগরের অন্তর্গত। পূর্ব্ব সাগর, চীন ও লুচু দ্বীপের মধ্যে। চীন সাগর, পূর্ব্ব উপদ্বীপ ও চীন দেশের পূর্ব্বে এবং ফরমোজা, ফিলিপিন, বোর্নিও ইত্যাদি দ্বীপের পশ্চিমে। টনকিন উপসাগর, চীন দেশের দক্ষিণে। শ্যাম উপসাগর, শ্যাম দেশের দক্ষিণে।

---

* ইণ্ডিয়ান আর্কিপিলেগো।  † প্রধান নগর বোর্নিও।

‡ প্রধান নগর বাটেভিয়া। § প্রধান নগর আচান ও বেঙ্কুলেন।

|| প্রধান নগর মাকেসর। ¶ প্রধান নগর আম্বয়না ও টার্নেট।

** ইহাদের মধ্যে লুজন ও মিণ্ডানেয়ো দ্বীপ প্রধান। প্রধান নগর মানিলা।  †† হোয়াংহো সী।

ভারত মহাসাগরে—বঙ্গ সাগর, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্ম দেশের মধ্যে। মার্টাবান উপসাগর, বঙ্গ সাগরের অন্তর্গত, পিগু ও টেনাসেরিম প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী। মানার উপসাগর, ভারতবর্ষ ও সিংহল দ্বীপের মধ্যে। আরব সাগর, ভারতবর্ষ ও আরব দেশের মধ্যে। সিন্ধু, কাম্বে, কচ্ছ, এই তিন উপসাগর ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে। পারস্য উপসাগর, পারস্য ও আরব দেশের মধ্যে। লোহিত সাগর, আরব ও আফ্রিকার মধ্যে। সুয়েজ ও আকাবা উপসাগর, লোহিত সাগরের উত্তরাংশে।

ভূমধ্যস্থসাগরে—লেবাণ্টসাগর, তুরস্কদেশের পশ্চিমে।

প্রণালী।

বেরিং প্রণালী—এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে। তাতার প্রণালী—সাগালিন ও মানচুরিয়ার মধ্যে। কোরিয়া প্রণালী—জাপান ও কোরিয়ার মধ্যে। ফরমোজা প্রণালী—ফরমোজা দ্বীপ ও চীন দেশের মধ্যে। মাকেসর প্রণালী—বোর্ণিও এবং সিলিবিসদ্বীপের মধ্যে। সাণ্ডা প্রণালী—যাবা ও সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যে। মালয় প্রণালী—মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যে। পক প্রণালী—হিন্দুস্থান ও সিংহলদ্বীপের মধ্যে। বাবেলমান্দব প্রণালী—লোহিত ও আরব সাগরের মধ্যে। আরমস্ প্রণালী—পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরকে যোগ করে।

নদী।

লীনা, অবী*, ইনিসী†—এই তিন বৃহৎ নদী আলটেই পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া রুষিয়া দেশ দিয়া উত্তর মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। আমুর—আলটেই পর্ব্বত

* ইর্টিস নামে ইহার একটী উপনদী তীরে টোবল্‌স্ক নগর অবস্থিতি করে। † অঙ্গারা নামে ইহার উপনদী তীরে ইর্কটস্ক নগর।

হইতে নির্গত হইয়া মঙ্গোলিয়া ও মানচুরিয়ার উত্তর দিয়া তাতার প্রণালীতে মিশ্রিত হইয়াছে। হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং*—এই দুই নদী তিব্বৎ দেশীয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া চীন দেশ দিয়া পীত ও পূর্ব্ব সাগরে পতিত হইয়াছে। মেকিয়াং†, মিনাম‡, সালুয়েন—এই তিন নদী তিব্বৎদেশীয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হয়; মেকিয়াং, লেয়স ও কাম্বোডিয়া দেশ দিয়া চীন সাগরে পতিত হয়; মিনাম, শ্যাম দেশ দিয়া শ্যাম উপসাগরে পতিত হয়; এবং সালুয়েন, ব্রহ্ম লেয়স ও শ্যাম এই তিন দেশের মধ্যস্থল দিয়া মার্টাবান উপসাগরে প্রবিষ্ট হয়। ব্রহ্মপুত্র, ঐরাবতী§ এবং সিন্ধু—ইহারা হিমালয়ের উত্তর হইতে নির্গত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র ও ঐরাবতী, বঙ্গসাগরে এবং সিন্ধু বা ইণ্ডস ‖, সিন্ধু উপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। গঙ্গা—হিমালয়¶ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া রামগঙ্গা, কালী, যমুনা**, গোমতী, ঘর্ঘরা††, শোণ, গণ্ডক, বাঘমতী, কুশী, এই সকল

---

* ইহার অন্য নাম কিয়াঙ্কু। এসিয়ার সকল নদী অপেক্ষা এই নদী বড়, দীর্ঘে প্রায় ৩২০০ মাইল। নান্‌কিন নগর ইহার তীরে।

† এই নদী তীরে কাম্বোডিয়া নগর।

‡ এই নদী তীরে বাঙ্কোক। § এই নদীতীরে আবা ও অমরাপুর।

‖ শতদ্রু (সট্‌লেজ), বিপাশা (বেয়া), ইরাবতী (রাবি), চন্দ্রভাগা (চিনব), বিতস্তা (জাইলম), এই পাঁচটি উপনদী সিন্ধুনদে মিলিয়াছে।

¶ হিমালয়ের যে উন্নত ভূমি হইতে গঙ্গা ও যমুনা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদিগকে গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী কহে। গঙ্গোত্তরীর দক্ষিণে যে গোমুখাকার স্থান হইতে গলিত তুষার সকল নির্গত হইয়া গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে সেই স্থানকেই গোমুখী বলা যায়। হরিদ্বার, কানপুর, বারানস, পাটনা, মুঙ্গের ও পাবনা, এই কয়েকটী নগর গঙ্গাতীরে। ** যমুনাতীরে আলাহাবাদ, আগরা, মথুরা ও দিল্লী। †† সরযূ। অযোধ্যা নগর ইহার তীরে।

উপনদী এবং ব্রহ্মপুত্র নদের এক শাখার সহিত মিলিত হইয়া সুন্দরবন* দিয়া বহু মুখে বঙ্গ সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। নর্ম্মদা ও তাপ্তী—হিন্দুস্থান অন্তর্গত গণ্ডয়ানাস্থ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিম মুখে কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। গোদাবরী, কৃষ্ণা, পুন্নার ও কাবেরী—পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে বঙ্গ সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। টিগ্রিস† ও ইয়ুফ্রেটিস—টরস পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া বসোরা নগরের উত্তরে পরস্পর মিলিয়া পারস্য উপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমু বা অক্সস—হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরস্থ সিরিকল হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া তুর্কিস্থান দিয়া আরাল হ্রদে পতিত হইয়াছে।

হ্রদ।

কাস্পিয়ান—তুর্কিস্থানের পশ্চিমে। আরাল, বল্‌কাস, বৈকাল ও চানি—রুসিয়া দেশে। টংটিং, টৈ, ও পোইয়াং—চীনদেশে। টেংগ্রিনর, পাল্‌টি, মানস সরোবর ও রাবণ হ্রদ—তিব্বৎ দেশে। কোকনর—মঙ্গোলিয়া দেশে। লবনর—চীন তাতারে (পূর্ব্ব তুর্কিস্থানে)। ভান ও মৃতহ্রদ ‡—তুরস্ক দেশে। উর্ম্মিয়া—পারস্য দেশে। চিল্কা, কোল্লের ও পালিকট্ট—হিন্দুস্থানে।

---

* এই বনের বৃক্ষ সকল কাটিয়া লোকে জ্বালাইবার জন্য লইয়া যায়। দীর্ঘে প্রায় ১৫৮ ও প্রস্থে ৭৫ মাইল। ব্যাঘ্র, বন্য মহিষ, বন্য শূকর, বানর ও হরিণ প্রভৃতি পশু এখানে বাস করে। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখানদী আছে তাহাতে ভয়ানক কুম্ভীর থাকে।

† বাগদাদ নগর এই নদী তীরে।

‡ এই হ্রদের জলে গন্ধক এবং লবণের ভাগ এত অধিক যে ইহাতে কোন জন্তু বাস করিতে পারে না এবং ইহার উপকূলে কোন প্রকার উদ্ভিদ জন্মে না এজন্য ইহার নাম মৃতহ্রদ।

পণ্য দ্রব্য।

হিন্দুস্থানে নীল, চিনি, তণ্ডুল, রেসম, কার্পাস, সোরা, লবণ, অহিফেন, পাট, কুসুমফুল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। চীনদেশ হইতে চা, রেসম, মখমল, গজদন্ত ও কচ্ছপের অস্থিনির্ম্মিত খেলনা, কাচের বাসন, কর্পূর, কাগজ, ফলের মোরব্বা ইত্যাদি দ্রব্য পাওয়া যায়। আরব দেশ হইতে ঘোটক এবং কাফি পাওয়া যায়। পারস্য দেশে গালিচা, রেসম, আতর এবং মদিরা উৎপন্ন হয়। তুরস্ক দেশ হইতে গালিচা, কিসমিস, ঘোটক ও চর্ম্ম, এবং সিংহল দ্বীপ হইতে গজদন্ত, মুক্তা, দারুচিনি, ও নারিকেল তৈলাদি আইসে। আবগানিস্থান হইতে দাড়িম্ব প্রভৃতি নানাবিধ সুখাদ্য ফল আইসে। ব্রহ্ম, আসাম ও নেপাল হইতে শাল ও সেগুন কাষ্ঠের আমদানী হয়। স্পাইস দ্বীপ হইতে মসলা এবং মালয় উপদ্বীপ হইতে চিনি আমদানী হয়। তিব্বৎ দেশে মহামূল্য ছাগলোম যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা কাশ্মীর দেশীয় শাল নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

---

# হিন্দুস্থান। *

হিন্দুস্থান অতি প্রাচীন দেশ। অতি পূর্ব্বকালে এই দেশে কোন্ জাতি বাস করিত, তাহাদের ব্যবহার কিরূপ ছিল ও তৎকালে কোন্ ভাষাই বা প্রচলিত ছিল তৎসমুদায় জানিবার কোন উপায় নাই। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, এদেশের আদিম নিবাসীরা অতি হীন অবস্থায় অরণ্য মধ্যে বাস করিত, পরে ইংরাজী শাক আরম্ভ হইবার অনেক সহস্র

* অল্পবয়স্ক বালকদিগকে হিন্দুস্থানের বিবরণ সবিস্তার শিখান না শিখান শিক্ষক মহাশয়দিগের বিবেচনাধীন।

বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তর প্রদেশ হইতে হিন্দুরা আসিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করেন, এবং যথাক্রমে সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, নাগকুল ও অগ্নিকুলোদ্ভব রাজারা রাজত্ব করিয়া যান। পরে সিন্ধু নদীর পশ্চিম পার হইতে যবনেরা আসিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং একে একে সকল প্রদেশ জয় করিয়া একাদিক্রমে ৫৬৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া যায়। পরিশেষে ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে ইংরাজেরা এই মহারাজ্য হস্তগত করিয়া শাসন করিয়া আসিতেছেন।

চন্দ্রবংশীয় ভরতরাজার নামানুসারে হিন্দুস্থান ভারতবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ। গ্রীকেরা এই ভারতবর্ষকে ইণ্ডিয়া ও মুষলমানেরা হিন্দুস্থান নাম প্রদান করেন, তদনুসারে ইংরাজেরা ইহাকে কখন ইণ্ডিয়া ও কখন হিন্দুস্থান বলিয়া থাকেন।

হিন্দুস্থানের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত। দক্ষিণ সীমা ভারত মহাসাগর। পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গসাগর। পশ্চিম সীমা সোলেমান ও হালাপর্ব্বত এবং আরব সাগর। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৮০০ মাইল এবং প্রস্থ পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ১,৫০০ মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় ২০ কোটি।

### প্রাকৃতিক বিভাগ।

হিন্দুস্থান দুই অংশে বিভক্ত, আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য। হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্ত। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ প্রদেশকে দাক্ষিণাত্য কহে। আর্য্যাবর্ত্ত আবার তিন অংশে বিভক্ত—হিমালয়প্রদেশ, সিন্ধুপ্রদেশ ও গাঙ্গ্যপ্রদেশ। কাশ্মীর, যম্মুর, গড়োয়াল, কামায়ুন, নেপাল, সিকিম, বুটান প্রভৃতি হিমালয় সন্নিহিত প্রদেশকে হিমালয়প্রদেশ কহে। লাহোর, মূলতান ও সিন্ধু প্রভৃতি

সিন্ধুনদের সন্নিহিত প্রদেশকে সিন্ধুপ্রদেশ কহে। আজমীর, দিল্লী, আগরা, মালব, আলাহাবাদ, অযোধ্যা, বেহার ও বঙ্গদেশ প্রভৃতি গঙ্গার সন্নিহিত প্রদেশকে গাঙ্গ্যপ্রদেশ কহে।

দাক্ষিণাত্যও দুই অংশে বিভক্ত — নর্ম্মদাপ্রদেশ ও কৃষ্ণাপ্রদেশ। গুজরাট, খানদেশ, আরঙ্গাবাদ, কোকন, বিজয়পুর, হয়দরাবাদ, বীরার, সরকার, উড়িষ্যা প্রভৃতি নর্ম্মদার নিকটবর্ত্তী প্রদেশকে নর্ম্মদাপ্রদেশ কহে। এবং মহীস্থর, কর্ণাট, কানাড়া,

মালবার, কোঙ্কী, ও ত্রিবাঙ্কোড় প্রভৃতি কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ-বর্ত্তী প্রদেশকে কৃষ্ণাপ্রদেশ কহে।

রাজকীয় বিভাগ।

অধুনা ভারতবর্ষ চারি ভাগে বিভক্ত, যথা (১) ইংরাজ-অধিকৃত রাজ্য; (২) করদ ও মিত্র বা আশ্রিত রাজ্য; (৩) স্বাধীন রাজ্য; এবং (৪) বিদেশীয় অধিকার।

## (১) ইংরাজ-অধিকৃত রাজ্য।

নেপাল ও বুটান ভিন্ন প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষই এক্ষণে ইংরাজদিগের অধিকৃত। অত্যল্পমাত্র ফরাশি ও পর্টুগিজ-দিগের অধিকৃত। এতাদৃশ বৃহৎ রাজ্য শাসন করা এক জনের পক্ষে সুকঠিন, অতএব রাজকার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য ইংরাজদিগের সমস্ত অধিকার ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই, এই তিন প্রেসিডেন্সিতে বিভক্ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহা নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত; যথা,—

বাঙ্গালা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মান্দ্রাজ, ও বোম্বাই, এই পাঁচটী গবর্ণমেণ্ট। এবং আসাম; অযোধ্যা; মধ্যপ্রদেশ; হয়দরাবাদ; মহীসুর ও কূর্গ; ব্রিটিশ বর্ম্মা; পোর্টব্লেয়ার ও নিকোবরদ্বীপপুঞ্জ; -ই কয়টী প্রদেশ বেবন্দোবস্তী অর্থাৎ ইহাদের রাজকার্য্য যথারীতি ও সাধারণ নিয়মানুসারে না হইয়া মোটামুটি প্রণালীতে চীফ কমিশ্যনর ও এজেণ্ট দ্বারা সম্পাদিত হয়।

বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ, ও পঞ্জাব, এই তিন গবর্ণ-মেণ্টের রাজকার্য্য তিন জন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর দ্বারা নির্ব্বা-হিত হয়। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের রাজকার্য্য নির্ব্বা-হার্থে এক এক জন গবর্ণর ও তাঁহাদের সহকারী তিন তিন

জন কৌন্সিলর বা অমাত্য নিযুক্ত আছেন, এবং আসাম, অযোধ্যা, প্রভৃতি কয়েকটী বেবন্দোবস্তী প্রদেশ এক এক জন চীফ্ কমিশ্যনরের কর্ত্তৃত্বাধীন, কেবল হয়দরাবাদে চীফ্ কমিশ্যনরের স্থলে এক জন এজেণ্ট আছেন। এই সকল গবর্ণর, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর, ও চীফ্ কমিশ্যনরের উপর এক জন গবর্ণর জেনেরল আছেন। আবার ইংলণ্ডে কৌন্সিল্ অব্ ইণ্ডিয়া নামে মহারাণীর যে সভা স্থাপিত আছে, এই গবর্ণর জেনেরলকে সেই সভার অনুমতি লইয়া কার্য্য করিতে হয়। এই সভায় ২৫ জন সভ্য এবং সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট্ নামে মহারাণীর এক জন অমাত্য ইহার অধ্যক্ষ।

রাজকার্য্যের এবং রাজস্ব আদায়ের স্ুবিধার নিমিত্ত আবার প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টে কয়েকটী করিয়া কমিশ্যনরী বিভাগ ও প্রত্যেক বিভাগে কয়েকটী করিয়া ডিস্ট্রিক্ট আছে। আবার প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে কতকগুলি মহকুমা আছে। কতকগুলি থানা লইয়া এক একটী মহকুমা হয়। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে এক এক জন মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর অথবা ডেপুটী কমিশ্যনর আছেন, এবং যে যে ডিস্ট্রিক্টে জজ থাকেন তাহাদিগকে জেলা বলে।

## বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট।

বাঙ্গালার লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীন। ইহার রাজধানী কলিকাতা। সমস্ত ভারতবর্ষেরও রাজধানী কলিকাতা। কলিকাতায় গবর্ণর জেনেরল এবং লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর উভয়েই বাস করেন। এখানে পুলিস এবং বড় আদালত ও ছোট আদালত নামে তিনটী বিচারালয় স্থাপিত আছে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীন যে সকল ডিস্ট্রিক্ট আছে তাহাদের নাম, যথা—

১। প্রেসিডেন্সি বিভাগে।

| ডিষ্ট্রিক্ট। | মহকুমা। |
| --- | --- |
| চব্বিশ পরগণা | ... আলিপুর, শিয়ালদহ, বসীরহাট, বারাসত, ডায়মণ্ডহার্ব্বর, বারুইপুর, সাতক্ষীরা, বারাকপুর, দমদমা। |
| নদিয়া ... | ... কৃষ্ণনগর, বনগাঁ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্ঠে, রাণাঘাট। |
| যশোহর... | ... যশোহর, নড়াল, খুলনে, ঝিনেদহ, বাঘেরহাট, মাগুরা। |
| মুরশিদাবাদ ... | বহরমপুর, লালবাগ, রামপুরহাট, জঙ্গীপুর। |

২। বর্দ্ধমান বিভাগে।

| | |
| --- | --- |
| বর্দ্ধমান ... | ... বর্দ্ধমান, কাটোয়া, কাল্না, বুদ্‌বুদ্, রাণীগঞ্জ, জাহানাবাদ। |
| বাঁকুড়া ... | ... বাঁকুড়া। |
| বীরভূম ... | ... বীরভূম। |
| মেদিনীপুর ... | মেদিনীপুর, তামলুক, গড়বেতা, কাঁতি। |
| হুগলী ... | ... হুগলী, শ্রীরামপুর। |
| হাওড়া... | ... হাওড়া, মহিষরেখা। |

৩। রাজসাহী ও কুচবেহার বিভাগে।

| | |
| --- | --- |
| দিনাজপুর | .. দিনাজপুর। |
| রাজসাহী | ... রাজসাহী, নাটোর। |
| রঙ্গপুর ... | ... রঙ্গপুর, ভবানীগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, বাগ্‌ডগ্রা। |
| বগুড়া ... | ... বগুড়া। |
| পাবনা... | ... পাবনা, সিরাজগঞ্জ। |
| দার্জ্জিলিং* ... | দার্জ্জিলিং, তেরাই। |

---

*বেবন্দোবস্তী।

| ডিষ্ট্রিক্ট। | মহকুমা। |
|---|---|
| জলপাইগুড়ি* ... ... | জলপাইগুড়ি, বক্সা। |
| কুচবেহার (করদ)* | |
| ৪। ঢাকা বিভাগে। | |
| ঢাকা ... ... ... ... | ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ। |
| ফরীদপুর ... ... ... | ফরীদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারিপুর। |
| বাকরগঞ্জ ... ... ... | বরিশাল, পিরোজপুর, দক্ষিণ শাবাজ্পুর, পাটুয়াখালি। |
| ময়মনসিং ... ... ... | ময়মনসিং, জামালপুর, আটিয়া, কিশোরগঞ্জ। |
| ত্রিপুরা ... ... ... | কমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ী। |
| ত্রিপুরা পাহাড় প্রদেশ।* | |
| ৫। চট্টগ্রাম বিভাগে। | |
| চট্টগ্রাম ... ... ... ... | চট্টগ্রাম, কক্সবাজার। |
| নওয়াখালি ... ... ... | ভুলুয়া। |
| চট্টগ্রামপাহাড়প্রদেশ* ... | রাঙ্গামাটি, সঙ্গু। |
| ৬। পাটনা বিভাগে। | |
| পাটনা ... ... | পাটনা, বেহার, বাড়, দানাপুর। |
| গয়া... ... ... | গয়া, আরঙ্গাবাদ, জিহানাবাদ, নওদা। |
| শাহাবাদ ... | আরা, শাসিরাম, বক্সার, ভাবুয়া। |
| মজঃফরপুর ... | মজঃফরপুর, হাজিপুর, সীতামারি। |
| দ্বারভাঙ্গা... ... | দ্বারভাঙ্গা, মধুবাণি, তাজপুর। |
| শারণ ... ... | ছাপরা, সেওয়ান, গোপালগঞ্জ। |
| চম্পারণ ... ... | মতিহারী, বেঁতিয়া। |
| ৭। ভাগলপুর বিভাগে। | |
| ভাগলপুর ... | ভাগলপুর, স্মপুল, মধুপুর, বাঁকা। |

* বেবন্দোবস্তী।

| ডিষ্ট্রিক্ট। | | | মহকুমা। |
|---|---|---|---|
| মুঙ্গের | ... | ... | মুঙ্গের, বগুসরাই, যমুই। |
| পূর্ণিয়া | ... | ... | পূর্ণিয়া, কৃষ্ণগঞ্জ, আরেরিয়া। |
| মালদহ | ... | ... | মালদহ। |
| সাঁওতাল পরগণা* | | | রাজমহল, দেবঘর, তুমকা, গদা। |
| | | ৮। উড়িষ্যা বিভাগে। | |
| কটক | ... | ... | কটক, যাজপুর, কেন্দ্রপাড়া। |
| পুরী | ... | ... | পুরী, খুরদা। |
| বালেশ্বর | ... | ... | বালেশ্বর, ভদ্রক। |
| কটক করদ মহল।* | | | |
| | | ৯। ছোটনাগপুর বিভাগে। | |
| হাজারিবাগ | | ... | হাজারিবাগ, পচুম্বা। |
| লোহার্ডাগা | | ... | লোহার্ডাগা, পালামো। |
| সিংভূম | ... | ... | চৈবাসা। |
| মানভূম | ... | ... | পুরুলিয়া, গোবিন্দপুর। |

## উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

এক জন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীন। ইহাতে যে সকল ডিষ্ট্রিক্ট আছে তাহাদের নাম—

| ডিষ্ট্রিক্ট। | নগর। |
|---|---|
| ১। মিরট বিভাগে। | |
| দেরাড়ুন ... | দেরা, মুশুরী। |
| শাহারণপুর... | শাহারণপুর, কড়কি, হরিদ্বার। |
| মোজঃফরনগর | মোজঃফর-নগর। |
| মিরট ... ... | মিরট। |
| বুলন্দশহর ... | বুলন্দশহর, খুরজা। |
| আলিগড় ... | আলি-গড়। |

* বেবন্দোবস্তী।

| ডিষ্ট্রিক্ট। | নগর। |
|---|---|
| ২। আগরা বিভাগে। | |
| মথুরা ... | মথুরা, বৃন্দাবন। |
| আগরা ... | আগরা, ফিরোজাবাদ। |
| ফরেক্কাবাদ ... | ফরেক্কাবাদ, ফতেগড়, কনৌজ। |
| মৈনপুরী ... | মৈনপুরী। |
| ইটোয়া ... ... | ইটোয়া। |
| ইটা ... ... ... | ইটা। |
| ৩। রোহিলখণ্ড বিভাগে। | |
| বিজনৌর ... ... | বিজনৌর, নজিরাবাদ। |
| মুরদাবাদ ... | মুরদাবাদ। |
| বদাউঁ ... ... | বদাউঁ। |
| বরেলী ... ... | বরেলী, পিলিভীত। |
| শাজিহাঁপুর ... | শাজিহাঁপুর। |
| ৪। আলাহাবাদ বিভাগে। | |
| কানপুর ... | কানপুর, বিঠুর। |
| ফতেপুর ... | ফতেপুর। |
| বাঁদা... ... | বাঁদা, কালিঞ্জর। |

| ডিষ্ট্রিক্ট। | নগর। |
|---|---|
| হামীরপুর ... | হামীরপুর। |
| আলাহাবাদ... | আলাহাবাদ। |
| জৌনপুর ... | জৌনপুর, সংগ্রামপুর। |
| ৫। বানারস বিভাগে। | |
| আজিমগড়... | আজিমগড়। |
| মৃজাপুর ... | মৃজাপুর, চুনার, (চণ্ডালগড়।) |
| বানারস ... | বারাণসী, রাম-নগর। |
| গাজিপুর... | গাজিপুর, আজিম-[পুর। |
| গোরখপুর... | গোরখপুর। |
| বস্তি ... ... | বস্তি। |
| ৬। ঝাঁসী বিভাগে।* | |
| ঝাঁসী ... ... | ঝাঁসী। |
| জালন...... | জালন, কাল্পী। |
| ললতপুর... | ললতপুর, চান্দরী। |
| ৭। কামায়ুন বিভাগে।* | |
| ব্রিটিস গড়োয়াল... | শ্রীনগর। |
| কামায়ুন... | আলমোড়া, রামেশ্বর, নৈনীতাল। |
| তেরাই ... ... | কাশীপুর। |

* ঝাঁসী ও কামায়ুন বিভাগ বেবন্দোবস্তী।

## পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট।

এক জন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীন। ডিষ্ট্রিক্ট যথা—

ডিষ্ট্রিক্ট। নগর।

১। দিল্লী বিভাগে।

দিল্লী......দিল্লী, সোণপথ।
গুড়গাঁও...রেবারি।
কর্ণাল বা পানীপথ...পানী-
পথ, কর্ণাল।

২। হিসার বিভাগে।

হিসার ... হিসার, হাঁসি।
সীর্সা ... সীর্সা।
রোহতক ... রোহতক।

৩। অম্বালা বিভাগে।

অম্বালা ... অম্বালা।
লুধিয়ানা...লুধিয়ানা।
শিমলা ...শিমলা।

৪। জলন্দর বিভাগে।

জলন্দর ... জলন্দর।
হুশিয়ারপুর...হুশিয়ারপুর।
কাঙ্গড়া...কাঙ্গড়া,ধর্ম্মশালা।

৫। অমৃতসর বিভাগে।

অমৃতসর ... অমৃতসর।
শ্যালকোট ... শ্যালকোট।
গুরুদাসপুর ... গুরুদাসপুর।

৬। লাহোর বিভাগে।

লাহোর...লাহোর, মিয়ানমীর

ডিষ্ট্রিক্ট। নগর।

গুজরাম্বালা... গুজরাম্বালা।
ফিরোজপুর... ফিরোজপুর।

৭। মূলতান বিভাগে।

মূলতান ... মূলতান।
ঝঙ্গ ... ... ঝঙ্গ।
মণ্টগমারি ... মণ্টগমারি।
মুজঃফরগড় ... মুজঃফরগড়।

৮। রাউলপিণ্ডী বিভাগে।

ঝিলম ... ... ঝিলম।
রাউলপিণ্ডী .. রাউলপিণ্ডী,
মুরি।
শাহপুর... ... শাহপুর।
গুজরাট... ... গুজরাট।

৯। দেরাজাত বিভাগে।

বন্নু ... ... কালাবাগ।
দেরাইস্মাইলখাঁ...দেরাইস্মা-
ইলখাঁ।
দেরাগাজিখাঁ...দেরাগাজিখাঁ।

১০। পেশোয়ার বিভাগে।

পেশোয়ার...পেশোয়ার।
কোহাট ...কোহাট।
হজারা... ...হরিপুর, অবো-
তাবাদ।

## মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট।

এক জন গবর্ণর ও তিন জন কৌন্সিলরের অধীন।

| ডিষ্ট্রিক্ট। | নগর। |
|---|---|
| ১। উত্তর বিভাগে। | |
| গঞ্জাম ... | শ্রীকাকুলম, বরহামপুর। |
| বিজিগাপাটান ... | বিজিগাপাটান। |
| জয়পুর ... ... | জয়পুর। |
| গোদাবরী ... | রাজমহেন্দ্রী, করঙ্গা। |
| কৃষ্ণা ... ... | মছলীপট্টন। |
| ২। মধ্য বিভাগে। | |
| নেল্লুর ... | নেল্লুর, অঙ্গোল। |
| কড়পা ... | কড়পা। |
| কর্ণুল... | কর্ণুল। |
| বল্লারী... | বল্লারী। |
| চেঙ্গলপট্টু ... | চেঙ্গলপট্টু, কঞ্জিবরম, (কাঞ্চীপুর।) |
| মান্দ্রাজরাজধানী... | মান্দ্রাজ। |
| উত্তর আর্কাড় ... | চিত্তোর, আর্কাড়। |
| ৩। দক্ষিণ বিভাগে। | |
| দক্ষিণ আর্কাড়... | কডালুর। |
| ত্রিচিনপল্লী ... | ত্রিচিনপল্লী। |
| তাঞ্জোর...... | তাঞ্জোর। |
| মত্থুরা... ... | মত্থুরা, দিন্দিগল। |
| ত্রিনিবল্লি... | পালামকোটা, ত্রিনিবল্লি। |
| ৪। পশ্চিম বিভাগে। | |
| শেলম ... | শেলম। |
| কোয়ম্বটুর ... | কোয়ম্বটুর। |
| উঃমালবার<br>দঃমালবার | কালীকট্ট, তেল্লিচরী, কোঞ্চী। |
| দক্ষিণকানাড়া... | মাঙ্গালোর। |
| নীলগিরি ... ... | উতকামণ্ড। |

## বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট।

এক জন গবর্ণর ও তিন জন কৌন্সিলরের অধীন।

| ডিষ্ট্রিক্ট। | নগর। |
|---|---|
| ১। সিন্ধুপ্রদেশে। (বেবন্দোবস্তী) | |
| হয়দরাবাদ ... | হয়দরাবাদ। |
| করাচি ... ... | করাচি। |
| শিকারপুর ... | শিকারপুর। |
| থর ও পার্কার... | অমরকোট। |
| ২। উত্তর বিভাগে। | |
| অহমদাবাদ ... | অহমদাবাদ। |

## ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্ট।

সিংহল, সিঙ্গাপুর, পিনাং, এবং মালাকার কিয়দংশ, এই গুলি মহারাণীর ইংলণ্ডীয়স্থ ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীন। সিংহলদ্বীপ, পক্ প্রণালী ও মানার উপসাগর দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে পৃথক, এখানকার রাজকার্য্য এক জন গবর্ণর ও পাঁচজন কৌন্সিলরের উপর অর্পিত। রাজধানী কলম্বো। প্রধান নগর গাল, ত্রিঙ্কমলী, জাফা ইত্যাদি। সিঙ্গাপুর ও পিনাং দ্বীপ মালয় প্রণালীতে অবস্থিত। মালাকাকে লইয়া ইহাদিগকে ষ্ট্রেটসেটেল মেণ্টকহে। রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ একজন গবর্ণর নিযুক্ত আছেন।

## (২) করদ ও মিত্র বা আশ্রিত রাজ্য।

ইংরাজ-অধিকৃত রাজ্য ভিন্ন ভারতবর্ষে অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য আছে, তাহারা কোন না কোন রূপে ইংরাজ-দিগের বশতাপন্ন। কোন রাজ্যের রাজা ইংরাজদিগকে বৎসর বৎসর কর দিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা আপন রাজ্যে ইংরাজ সৈন্য রাখিবার ব্যয় দিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা কেবল ইংরাজদিগের আশ্রিত হইয়া আছেন। রাজারা আপনারা আপনাদিগের রীতি নীতি অনুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন কিন্তু যথেচ্ছাচার করিতে পারেন না। কোন গর্হিত কার্য্য করিলে ইংরাজদিগকে জবাব দিতে হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন এক এক জন রেসিডেণ্ট বা এজেণ্ট বা সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাদের রাজসভায় থাকেন। ইঁহারা রাজাদিগের ব্যব-হারের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং তাঁহাদিগকে রাজ্য শাসন বিষয়ে পরামর্শ দেন। রাজপুতানা এবং মধ্য ভারতবর্ষে যে যে এজেণ্ট আছেন তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। এইসকল দেশীয় রাজ্যদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী প্রধান।*

* বালকদিগের পক্ষে কঠিন হইবে বলিয়া সমগ্র রাজ্যগুলির নাম লেখা হইল না।

স্থপ্রীম গবর্ণমেণ্টের সংস্রব।

১। মহারাষ্ট্রীয় অন্তর্গত

মালব বা সেন্ধিয়ার রাজ্য...গোয়ালিয়র; মহারাজ-পুর, উজ্জয়িনী।
ইন্দোর বা হুলকার রাজ্য...ইন্দোর; রামপুর, মৌ।
ভুপাল ... ... ... ...ভুপাল।
রেওয়া বা বঘেলখণ্ড .. ...রেওয়া।
বুন্দেলখণ্ড, ইত্যাদি ... ...ছত্রপুর, ইত্যাদি।

। নিজামরাজ্য হয়দরাবাদ...হয়দরাবাদ; গোলকণ্ডা, বিদর।

৩। রাজপুতানা অন্তর্গত

উদয়পুর ... ... উদয়পুর।
জয়পুর ... ... জয়পুর।
যোধপুর ... ... যোধপুর।
ভরতপুর ... ... ভরতপুর।
কোটা ... ... কোটা।
বিকানীর ... ... বিকানীর।
ধোলপুর প্রভৃতি ... ধোলপুর ইত্যাদি।

৪। ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমায় মণিপুর...মণিপুর।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সংস্রব।

(১) কুচবেহার বিভাগে কুচবেহার। (২) ঢাকা বিভাগে স্বাধীন ত্রিপুরা। (৩) সিকিম। (৪) উড়িষ্যা বিভাগে কটক মহল (ময়ূরভঞ্জ, কাঞ্জোড় ইত্যাদি। (৫) ছোট নাগপুর মহল (উদয়পুর, যশপুর, সরগুজা, ইত্যাদি।)

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সংস্রব।

(১) স্বাধীন গড়োয়াল। (২) আজমীর প্রদেশে শাহ্বা-পুর। (৩) রোহিলখণ্ড প্রদেশে রামপুর।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সংস্রব।

(১) বহাবলপুর, (২) কাশ্মীর, (৩) চম্বা, (৪) পাতিয়ালা, (৫) ঝিন্দ, (৬) নাভা, (৭) কর্পূরতলা, (৮) মণ্ডী, (৯) সর্মুর ইত্যাদি।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সংস্রব।

(১) কোর্চী। (২) ত্রিবাঙ্কোড়। (৩) পদুকাটা বা তণ্ডীমানের রাজ্য।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের সংস্রব।

(১)বড়োদা বা গুইকবাড় রাজ্য। (২)কাটীগড়। (৩)কচ্ছ। (৪) কোলাপুর। (৫) খয়েরপুর। (৬) সাবন্তবাড়ী ইত্যাদি।"

---

## (৩) স্বাধীন রাজ্য।

হিমালয়প্রদেশে নেপাল ও বুটান এই দুটী রাজ্য স্বাধীন।

---

## (৪) বিদেশীয়দিগের অধিকার।

ফরাসিদিগের অধিকার।

পণ্ডিচেরী ও কারিকল—কর্ণাট প্রদেশে, করমণ্ডল উপকূলে।

মাহী—মালবার প্রদেশে, মালবার উপকূলে।

চন্দননগর—বঙ্গদেশে, হুগলীর দক্ষিণ।

ইয়ানাও—উড়িষ্যার উপকূলে।

পর্তুগিজদিগের অধিকার।

গোয়া—কোকনের দক্ষিণ, মালবার উপকূলে।

দমায়ু—কোকনের উত্তর।

দিউ—কাটীগড় রাজ্যের দক্ষিণ অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ।

---

## ভারতবর্ষের জল বায়ু, উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

জল বায়ু।—ভারতবর্ষে সাধারণতঃ তিনটী ঋতু প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়—শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। কিন্তু স্থান বিশেষে এই তিন ঋতুর অধিকতর প্রবলতা দেখা যায়। করমণ্ডল উপকূলে এবং পশ্চিম প্রদেশের মরুভূমিতে গ্রীষ্মের

আতিশয্য। মালবার উপকূলে বর্ষা অধিক এবং পার্ব্বত্য স্থানে শীত সমধিক হয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে শীত গ্রীষ্ম উভয়েরই প্রাদুর্ভাব অধিক।

ভূমি।—দুই চারিটী স্থান ভিন্ন ভারতবর্ষের প্রায় সমুদায় ভাগই, বিশেষতঃ বঙ্গ ও বেহার প্রদেশের গঙ্গা-প্রবাহিত স্থানগুলি, অতিশয় উর্ব্বর। সিন্ধু ও গুজরাট বালুকাময় সুতরাং অনুর্ব্বর। উড়িষ্যা ও গণ্ডোয়ানার স্থানে স্থানে অনুর্ব্বর। মালবার ও করমণ্ডল উপকূল বালুকাময় সুতরাং শস্যাদি ভালরূপ জন্মে না।

উদ্ভিজ্জ।—তণ্ডুল, গোধূম, যব, ভুট্টা, চানা, নীল, অহিফেণ, শোণ, পাট, ধঞ্চা, চা, কাফি, তুলা, ইক্ষু, তামাক, ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, গুবাক, কলা, তেঁতুল, তাল, খেজুর, দাড়িম্ব, দ্রাক্ষা, পেয়ারা, নেবু, আলু, রাঙ্গালু প্রভৃতি সুস্বাদু ফল মূল; মরিচ, লঙ্কা, হরিদ্রা, কর্পূর, গোলাপ, চন্দন প্রভৃতি মশলা ও সুগন্ধি দ্রব্য; শাল, শিশু, সেগুণ, আবলুস, দেবদারু, বাঁশ, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষ নানাস্থানে অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে।

খনিজ।—হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, টিন, তামা, শীশা প্রভৃতি ধাতু; সিংহলে মুক্তা এবং নানাস্থানে অভ্র, লবণ, সৈন্ধবলবণ, পাথুরিয়া কয়লা, মার্ব্বেল ও সোরা জন্মে।

ইতর জন্তু। গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, মৃগ, ঘোটক, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, বিড়াল, ব্যাঘ্র, সিংহ, গণ্ডার, ভল্লুক, মহিষ, বরাহ, বনবরাহ, শৃগাল, খেঁকশিয়াল, কুক্কুর, হস্তী, বানর, কাঠবিড়াল, শশক, সজারু প্রভৃতি নানাপ্রকার পশু; শকুন, হাড়গিলা, চিল, কাক, বক, পেঁচা, কপোত, ময়ূর, কোকিল,

ময়না, শুক, হাঁস, সারস প্রভৃতি নানাপ্রকার পক্ষী এবং কুম্ভীর, হাঙ্গর, ভেক ও নানাপ্রকার সর্প পতঙ্গাদি।

অধিবাসী।—ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমান। ইহারা আবার আকৃতি প্রকৃতিতে নানাস্থানে নানারূপ। বাঙ্গালার বাঙ্গালী, উড়িষ্যার উড়িয়া, এবং মালবার ও ত্রিবাঙ্কোড়ের নেয়ারেরা ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল ও সাহসহীন। পঞ্জাবের শিখ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুস্থানী, মধ্য ও পশ্চিম প্রদেশের জাট, রাজপুতানার রাজপুত, পশ্চিম ভারতবর্ষের মার্হাট্টা, নেপালের গুরখা, ইহারা দীর্ঘকায়, বলবান, সাহসী ও তেজস্বী। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন পাহাড়ে সাঁওতাল, খন্দ, ভীল, কোল, খসিয়া, গারো, নাগা, লুসাই, ভুটিয়া, গোড়, কুকি, টুড়া প্রভৃতি জঙ্গলা অসভ্য জাতি বাস করে। ইহারা সর্ব্বত্রই বলিষ্ঠ ও ধনুর্ব্বিদ্যায় নিপুণ। বাণিজ্য ব্যবসায় করিবার জন্য ইংরাজ, ফরাসী, য়িহুদী, আর্মাণি, গ্রীক, চৈনীয় প্রভৃতি নানাজাতীয় বিদেশীয় লোকেরা এখানে বাস করে।

ভাষা।—হিন্দুদিগের ভাষা পঞ্জাবী, গুজরাটী, হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, এবং মার্হাট্টা—সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। তামলী, তৈলঙ্গী, কর্ণাটী—দ্রাবিড়ী ভাষা হইতে উৎপন্ন। এক্ষণে রাজভাষা ইংরাজীও সর্ব্বত্র প্রচলিত।

ধর্ম্ম।—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ বা নানকপন্থী, মুসলমান, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম এই কয়েকটী প্রধান ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত। হিন্দুধর্ম্মে আবার তিনটী প্রধান সম্প্রদায় আছে—বৈষ্ণব বা বিষ্ণু-উপাসক, শৈব বা শিবোপাসক ও শাক্ত বা শক্তি-উপাসক।

---

# ইয়ুরোপ।

ইয়ুরোপের উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর। পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর, দক্ষিণ সীমা ভূমধ্যস্থ সাগর, আর্কিপিলেগো, মার্মরা ও কৃষ্ণ সাগর এবং ককেশ্বস পর্ব্বত,

পূর্ব্ব সীমা ইয়ুরেল পর্ব্বত, ইয়ুরেল নদী ও কাস্পিয়ান হ্রদ। ইহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ৩,০০০ মাইল এবং প্রস্থ উত্তর

দক্ষিণে ২,৪০০ মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ। ইহাতে উনিশটী দেশ আছে, যথা—

| দেশ। | রাজধানী। | দেশ। | রাজধানী। |
|---|---|---|---|
| নরওয়ে ... | ক্রিস্টিয়ানা। | ফ্রান্স... | ...পেরিস। |
| সুইডন ... | ষ্টকহলম। | স্পেন... | ...মাদ্রিদ। |
| ডেন্মার্ক .. | কেপেনহেগেন। | পর্টুগেল ... | লিসবন। |
| রুসিয়া ... | সেণ্টপিটর্সবর্গ। | ইংলণ্ড | ...লণ্ডন। |
| জর্ম্মেনি* প্রসিয়া | বর্লিন। | স্কটলণ্ড | ...এডিনবরা। |
| অষ্ট্রিয়া ... | ভায়েনা। | আয়ার্লণ্ড | ...ডবলিন। |
| সুইজরলণ্ড... | বরণ। | ইটালি...... | রোম, ফ্লরেন্স। |
| বেলজিয়ম... | ব্রসেল্‌স। | তুরস্ক ... | কনস্টাণ্টিনোপল। |
| হলণ্ড ... | ...আমস্টার্ডেম। | গ্রীস ... | ..এথেন্স। |

পর্ব্বত।

ইয়ুরেল পর্ব্বত—ইয়ুরোপীয় রুসিয়া এবং এসিয়াস্থ রুসিয়ার মধ্যে। আল্পশ্রেণী†—ইটালি, ফ্রান্স, সুইজরলণ্ড, জর্ম্মেনি, এই চারি দেশের মধ্যস্থলে। আপিনাইন—ইটালির উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পিরেনিজ—ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যস্থলে। কার্পেথীয়—অষ্ট্রিয়া দেশে। বল্‌কান—তুরস্ক দেশে। দফ্রাইন বা দফ্রাফিল্‌ড—নরওয়ে দেশে। কোলেন—নরওয়ে ও সুইডনের মধ্যবর্ত্তী। উত্তর হাইলাণ্ড, গ্রাম্পিয়ান ও লাউথার শ্রেণী—স্কটলণ্ডের অন্তর্গত।

---

* জর্ম্মেনির অধিকাংশ এক্ষণে প্রসিয়া রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

† ব্লাঙ্ক, রোসা প্রভৃতি আল্পশ্রেণীর কতিপয় শৃঙ্গ ইয়ুরোপের সকল পর্ব্বতের মধ্যে উচ্চ। ব্লাঙ্ক উচ্চে ১৫,৭৩২ ফিট এবং রোসা প্রায় ১৫,১২২ ফিট।

শিথিয়ট—ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের মধ্যবর্ত্তী। পিনাইন্, ক্যাম্ব্রিয়ান ও ডিবোনিয়ান—ইংলণ্ড দেশে *।

উপদ্বীপ।

নরওয়ে ও সুইডন†; সুইডনের উত্তর লাপলাণ্ড; ডেন্মার্কের উত্তরে জটলাণ্ড; রুসিয়ার দক্ষিণে ক্রিমিয়া; স্পেন ও পর্টুগেল‡, গ্রীস রাজ্যের দক্ষিণে মোরিয়া; ও ইটালী।

যোজক।

করিন্থ যোজক—মোরিয়াকে গ্রীসরাজ্যের সহিত এবং প্রিকপ—ক্রিমিয়াকে রুসিয়া রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করে।

অন্তরীপ।

উত্তর অন্তরীপ §—নরওয়ের উত্তরে, নেজ—দক্ষিণে। এস্ক—ডেন্মার্কের উত্তরে। ডনক্যান্সবে-হেড—স্কটলণ্ডের উত্তরে, রাথ—উত্তর পশ্চিমে। ক্লিয়র—আয়র্লণ্ডের দক্ষিণে। লাণ্ডসেণ্ড ও লিজার্ড—ইংলণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমে। লাহোগ—ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিমে। আর্টিগেল ও ফিনিষ্টর—স্পেনের উত্তরপশ্চিমে, ট্রাফালগার—দক্ষিণে। সেণ্টভিন্সেণ্ট—পর্টুগেলের দক্ষিণ পশ্চিমে, সেণ্টমেরি—দক্ষিণে। স্পার্টিভেণ্টো—ইটালির দক্ষিণে, লুকা—দক্ষিণপূর্ব্বে। পাসারো—সিসিলিদ্বীপের দক্ষিণে। মাটাপান—মোরিয়া উপদ্বীপের দক্ষিণে।

দ্বীপ।

উত্তর মহাসাগরে—নবজিম্লা, স্পিজবর্গেন ও লফোডনপুঞ্জ। বলটিক সাগরে—জিলণ্ড, ফিউনেন, লালাণ্ড, গথলণ্ড, ওলণ্ড, এলণ্ড, ডেগো এবং ইসেল।

---

* সিসিলিদ্বীপস্থ এটনা, ইটালি দেশস্থ ভিসুবিয়স, এবং আইসলণ্ড দ্বীপস্থ হেক্লা, ইহারা ইয়ুরোপের মধ্যে প্রধান আগ্নেয় পর্ব্বত।

† নরওয়ে ও সুইডনকে স্কাণ্ডিনেবিয়া উপদ্বীপ কহে।

‡ স্পেন ও পর্টুগেলকে আইবীরিয়ান উপদ্বীপ কহে।

§ নর্থ কেপ।

আটলাণ্টিকমহাসাগরে—গ্রেটব্রিটেন*,আয়র্লণ্ড,আইস্‌লণ্ড, ফেরো, আর্কনি, স্বেটলাণ্ড, হিব্রাইডিস্ ও এজোর্স।

ভূমধ্যস্থ সাগরে—বেলিয়ারিক†, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, সিসিলি, এল্‌বা, লিপারি, মল্টা, গজো, এবং আইওনিয়ন‡।

আর্কিপিলেগো বা ইজিয়ন সাগরে—কাণ্ডিয়া, নিগ্রোপণ্ট, সাইক্লেড প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

সাগর এবং উপসাগর।

উত্তর মহাসাগরে—শ্বেতসাগর এবং আর্কেঞ্জল, কাণ্ডালাস্ক ও অনিগা উপসাগর, রুসিয়ার উত্তরে। ওয়ারাঙ্গর উপসাগর, লাপলাণ্ডের উত্তর।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে—জর্ম্মান সাগর, গ্রেটব্রিটেন ও ডেন্মার্ক রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী। আইরিস সাগর, ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের মধ্যে। বল্‌টিক সাগর, সুইডনের দক্ষিণ পূর্ব্বে ও রুসিয়ার পশ্চিমে। বথ্‌নিয়া, ফিনলণ্ড ও রিগা, এই তিন উপসাগর বল্‌টিক সাগরের অন্তর্গত। বিস্কে উপসাগর, ফ্রান্স রাজ্যের পশ্চিমে। ভূমধ্যস্থসাগর, ইয়ুরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে। লিয়ন উপসাগর, ফ্রান্সের দক্ষিণে। জেনোয়া উপসাগর, ইটালির উত্তর পশ্চিমে। ভিনিস বা এড্রিয়াটিক সাগর, ইটালি ও তুরস্ক দেশের মধ্যে। টেরেণ্টো উপসাগর, ইটালির দক্ষিণে। নেপল্‌স উপসাগর, ইটালির পশ্চিমে। করিন্থ বা লিপাণ্টো উপসাগর, গ্রীসের পশ্চিমে। আর্কিপিলেগো বা ইজিয়ান সাগর, গ্রীস ও এসিয়াস্থ তুরস্ক

---

* ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স, স্কটলণ্ড এই তিনটী দেশকে গ্রেটব্রিটেন রাজ্য কহে। † স্পেনদেশের পূর্ব্বস্থ মেজর্কা, মিনর্ক, ইবিকা, প্রভৃতিকে বেলিয়ারিক দ্বীপ কহে। ‡ গ্রীস রাজ্যের পশ্চিমে কর্ফিউ, পাক্‌সো, সেন্টমরা, ইথেকা, জান্টি, সিফালোনিয়া, সেরিগো, এই সপ্তদ্বীপকে আইওনিয়ান দ্বীপ কহে।

দেশের মধ্যে। মর্ম্মরা সাগর, ইয়ুরোপীয় তুরস্ক এবং এসিয়াস্থ তুরস্ক দেশের মধ্যবর্ত্তী। কৃষ্ণ ও এজফ সাগর, রুসিয়ার দক্ষিণাংশে।

প্রণালী।

সেণ্টজর্জ্জ প্রণালী—ওয়েল্‌স ও আয়র্লণ্ডের মধ্যে। উত্তর প্রণালী—স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের মধ্যবর্ত্তী। ব্রিটিস প্রণালী—ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যবর্ত্তী। স্কেজরাজ—ডেন্মার্ক ও নরওয়ের মধ্যবর্ত্তী। কাটিগাট—ডেন্মার্ক ও স্যুইডনের মধ্যবর্ত্তী। সাউণ্ড—জিলণ্ডদ্বীপ এবং স্যুইডনের মধ্যে। বৃহৎবেণ্ট—জিলণ্ড ও ফিউনেন দ্বীপের মধ্যে। ক্ষুদ্রবেণ্ট—ফিউনেন ও ডেন্মার্কের মধ্যে। ডোবর—ব্রিটিস প্রণালী ও জর্ম্মান সাগরকে সংযুক্ত করে। জিব্রল্টার—স্পেন ও আফ্রিকার মধ্যে। বোনিফেশিও—সার্ডিনিয়া ও কর্সিকার মধ্যবর্ত্তী। মেসিনা—সিসিলি ও ইটালির মধ্যে। ওট্রাণ্টো—এড্রিয়াটিক সাগরের অন্তর্গত। ডার্ডানেলিস বা হেলেস্‌পণ্ট—আর্কিপিলেগো ও মর্ম্মরা সাগরের মধ্যে। কনষ্টাণ্টিনোপল—কৃষ্ণ ও মর্ম্মরা সাগরের মধ্যে। এনিকেল বা কাফা—কৃষ্ণ ও এজফ সাগরের মধ্যে।

নদী।

পেচোরা—ইয়ুরেল পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া উত্তর মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। উত্তর ডুইনা—রুসিয়ার অন্তঃপাতি বলগ্‌ডা প্রদেশের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্কেঞ্জল উপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। নীভা—লাডোগা হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া ফিনলণ্ড উপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ ডুইনা ও বল্‌গা*—রুসিয়ার অন্তঃপাতি বল্‌ডাই পাহাড় হইতে নির্গত হইয়াছে। দক্ষিণ ডুইনা, রিগা উপসাগরে এবং বল্‌গা কাস্পিয়ান হ্রদে পতিত হইয়াছে। ডন ও নীপর—

* ইয়ুরোপের সকল নদীর মধ্যে এই নদী বৃহৎ। দৈর্ঘ্যে ২,২০০ মাইল।

রুসিয়া অন্তঃপাতি মস্কাউ ও স্মোলেন্সকো প্রদেশ হইতে নির্গতহইয়া এজফ ও কৃষ্ণসাগরে পতিত হয়। নীষ্টর–কার্পেথীয় পর্ব্বত হইতে এবং বগ্—একটী ক্ষুদ্র হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া কৃষ্ণসাগরে পতিত হইয়াছে। ইয়ুরেল—ইয়ুরেলপর্ব্বত হইতে নির্গতহইয়া কাস্পিয়ান হ্রদে পতিত হয়। ডেন্যুব*—জর্ম্মেনি অন্তঃপাতি বেডেনপ্রদেশ হইতে নির্গত হইয়া অস্ট্রিয়া ও তুরস্কদেশ দিয়া কৃষ্ণসাগরে পতিত হইয়াছে। নীমেন—রুসিয়ার অন্তর্গত মিন্স্ক প্রদেশের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া বল্‌টিক সাগরে পতিত হইয়াছে। ভিশ্চুলা—কার্পেথীয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া উত্তর মুখে পোলাণ্ড ও প্রসিয়াদেশ দিয়া বল্‌টিক সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ওডার—অষ্ট্রিয়া দেশস্থ মরেভিয়া প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া বল্‌টিক সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এল্‌ব—জর্ম্মেনির অন্তঃপাতী বোহিমিয়া প্রদেশের দক্ষিণ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সাক্‌সনি ও প্রসিয়াদেশ দিয়া জর্ম্মান সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। উইসার—বরা ও ফল্‌দা নদীর সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়া জর্ম্মান সাগরে পতিত হইয়াছে। রাইন†—আল্প্স শ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া স্যুইজর্লণ্ড, জর্ম্মেনি ও হলণ্ডদেশ দিয়া জর্ম্মান সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মিউস, স্কেল্‌ড ও সিন‡—ফ্রান্সদেশস্থ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হয়। মিউস ও স্কেল্‌ড, বেলজিয়ম দেশ দিয়া জর্ম্মান সাগরে এবং সিন, ব্রিটিস প্রণালীতে পতিত হয়। লয়র—ফ্রান্সের দক্ষিণে সিবেনি পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরপশ্চিম মুখে

* এই নদী তীরে ভায়েনা নগর।

† মেন নামে ইহার একটী উপনদী তীরে ফ্রাঙ্কফোর্ট নগর এবং আর নামে ইহার অন্য উপনদী-তীরে বরণ নগর।

‡ এই নদী-তীরে পেরিস নগর।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। গারোন—পিরেনিস পর্ব্বতহইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরপশ্চিম মুখে বিস্কে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। রোণ—আল্পপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ফ্রান্সদেশ দিয়া দক্ষিণমুখে লিয়ন উপসাগরে মিশ্রিত হইয়াছে। ইব্রো—স্পেনদেশস্থ আষ্টুরিয়া পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্বমুখে ভূমধ্যস্থসাগরে পতিত হইয়াছে। টেগস* ও ডাউরো—স্পেনের অন্তঃপাতী আরাগণ প্রদেশের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পর্টুগেল দেশ দিয়া পশ্চিম মুখে আটলাণ্টিক মহাসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মিন্‌হো—স্পেনদেশস্থ মণ্ডোনেডা প্রদেশ হইতে, এবং গোয়াডিয়ানা ও গোয়াডেলকুইবার—মধ্য প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। পো—মণ্টভিসো পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বমুখে ইটালিদেশ দিয়া এড্রিয়াটিক সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। টেম্‌স† এবং হাম্বর—এই দুই নদী ইংলণ্ডদেশের মধ্যে প্রধান; ইহারা জর্ম্মান সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। টে—স্কটলণ্ডদেশস্থ গ্রাম্পিয়ান পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া জর্ম্মান সাগরে পতিত হইয়াছে। শ্যানন—আয়র্লণ্ড অন্তর্গত এলেন হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া অন্য কয়েকটি হ্রদের মধ্য দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

হ্রদ।

লাডোগা ও অনিগা হ্রদ—রুসিয়ার উত্তরাংশে। ওয়েনর, ওয়েটর ও মিলার—স্যুইডনের দক্ষিণাংশে। হার্লেম—হলণ্ড রাজ্যে। কেস্‌উইক—ইংলণ্ডের উত্তরে। লকলোমণ্ড—

* লিসবন নগর ইহার তীরে এবং মানজানেরিস নামে ইহার একটী উপনদী তীরে মাদ্রিদ নগর।

† লণ্ডন নগর ইহার তীরে।

স্কটলণ্ডের মধ্যবর্ত্তী। নী, কিলার্নি, আলেন—আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত। জেনিভা, কনষ্টান্স, জগ্‌, জুরিচ, লুসারণ—সুইজর্লণ্ডে। কমো ও মাজোর—ইটালির উত্তরে।

পণ্যদ্রব্য।

ইংলণ্ডদেশ হইতে কার্পাস সূত্র ও বস্ত্র, নানাবিধ রেশমী ও পশমী কাপড়, তার নির্ম্মিত বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত নির্ম্মিত নানা প্রকার অস্ত্র ও যন্ত্র, অন্যান্য ধাতু ও কাচ নির্ম্মিত নানা প্রকার দ্রব্য, টিন, বোটক, ঘড়ী, চর্ম্ম, মৃণ্ময় পাত্র, মৃদঙ্গার, নানাবিধ খেলনা, কাগজ, মদ্য, সুরা, নানাবিধ সুগন্ধিদ্রব্য প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইংলণ্ড হইতে এক্ষণে যত প্রকার উত্তম উত্তম দ্রব্য পৃথিবীর নানাস্থানে নীত হয় তত প্রকার আর কোন দেশ হইতে হয় না। শিল্পকার্য্যে ও বাণিজ্যে ইংলণ্ড অন্য সকল দেশকে পরাজিত করিয়াছে। পৃথিবীতে এমন স্থান নাই যেখানে ইংলণ্ডীয় বণিক ও ইংলণ্ডীয় দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। স্কটলণ্ড দেশ হইতেও নানা-প্রকার কার্পাস ও পট্টবস্ত্র এবং লৌহদ্রব্য ও গো মেষাদি পশু রপ্তানি হয়। স্কটলণ্ডবাসিরাও বাণিজ্য বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ। আয়র্লণ্ড দেশ হইতে শস্য, গোলআলু, ব্রব, লবণাক্ত মাংস এবং ত্বচসূত্রবস্ত্র আইসে। রুসিয়া ও সুইডন হইতে চর্ম্ম, বসা, আলকাতরা, শণ, মসিনা, বাহাদুরী কাষ্ঠ, লৌহ ইত্যাদি দ্রব্য আসিয়া থাকে। নরওয়ে হইতে শালকাষ্ঠ, বসা, ফটকিরী, এবং তাম্র আমদানী হয়। হলণ্ড ও বেলজিয়ম হইতে গো মহিষাদি চতুষ্পদ পশু, এবং শণ, পাট, মসিনা, মাখন, পনির ও তিমিমৎস্যের তৈল পাওয়া যায়। ফ্রান্স হইতে মদিরা, রেশম, মখমল, নানাবিধ সুন্দর রেশমী ও পশমী কাপড়, আভরণ ও বিলাস দ্রব্য, নানা-প্রকার ছিট, ছবি ও লৌহদ্রব্য, কাচ, কাচের বাসন, কাগজ,

ঘড়ী, জরি, এবং ফলের মোরব্বা আইসে। স্পেন ও পর্টুগোল হইতে সুরা, পশম, গুবাক প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইটালি হইতে নানাপ্রকার ফল, রেশম, পশম, তৈল, মদিরা এবং মর্ম্মর প্রস্তর আসিয়া থাকে। তুরস্কদেশে গালিচা ও শাল, চর্ম্ম, রেশম, মসিনা এবং কাফি উৎপন্ন হয়। পোলণ্ড দেশে গম ও লবণ জন্মে।

---

# আফ্রিকা।

আফ্রিকার উত্তর সীমা ভূমধ্যস্থ সাগর। পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর। দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ মহাসাগর এবং পূর্ব্বসীমা ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর ও সুয়েজ যোজক। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫,০০০ মাইল। এবং প্রস্থ পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪,৭০০ মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় ১৯ কোটি ৯৯ লক্ষ। ইহা ছয় অংশে বিভক্ত, যথা—

১। বার্ব্বারি :—

মরক্কো...মরক্কো; মাগাডর।
ফেজ ... ফেজ; টিউটান, কিউটা।
সস... ... টাকডাণ্ট।
ডার্হা ... টাট।
সেগোলমেসা...সেগোলমেসা।
টাফিলেট ...টাফিলেট।
আলজিরা ...আলজিয়ার্স।
টিউনিস ... ...টিউনিস।
ত্রিপলী... ...ত্রিপলী।
বার্কা ... ...ডার্না।
ফেজান... ...মুর্জুক।

২। পশ্চিম আফ্রিকা :—

সেনিগাম্বিয়া* ...বাথর্স্ট ও সেণ্টলুই।

উত্তর গিনি :—

সায়েরা লিয়ন...ফ্রীটাউন।
লিব্রিয়া ও শস্যোপকূল...মনরোবিয়া।

---

* সেনিগল, গাম্বিয়া, ও রাইওগ্রাণ্ডি এই তিন নদীর অন্তর্গত দেশকে সেনিগাম্বিয়া কহে।

হস্তিদন্তোপকূল...লাহু।
স্বর্ণোপকূল...কোস্ট কাসেল অন্তরীপ।
দাসোপকূল ... হোয়াইডা।
আশাণ্টি... ... কুমাসী।
ডেহমি ... ... আবমী।
বেনিন ... ... বেনিন।
কালাবার... ... বঙ্গো।

দক্ষিণ গিনি :—

বিয়াফ্রা ... ... বিয়াফ্রা।
লোয়াঙ্গো ... লোয়াঙ্গো।
কঙ্গো ... ... সেণ্ট সাল্‌ভেডর।
আঙ্গোলা ... সেণ্টপাল বা লোয়াণ্ডা।
বেঙ্গুলা...সেণ্ট ফিলিপ ডি বেঙ্গুলা।

৩। দক্ষিণ আফ্রিকা :—

কেপ কলনি...কেপ টাউন।
নেটাল ... ...নেটাল বন্দর।
কাফ্রেরিয়া বা কাফরলাণ্ড ... বটরওয়ার্থ।
হটেণ্টট......

৪। পূর্ব্ব আফ্রিকা :—

সোমালী ... জেলা।
আজান ... ব্যাড।
জাঙ্গুইবর ... জাঞ্জিবর।
মোজাম্বিক ... মোজাম্বিক।
সোফালা ... সোফালা।

৫। উত্তর পূর্ব্ব আফ্রিকা :—

ইজিপ্ট (মিসর) ... কায়রো, আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া, রসেটা, ডামেটা।
নিউবিয়া...খার্টুম,ডঙ্গোলা।
আবিসিনিয়া...গণ্ডার,আঙ্কোবর।

৬। মধ্য আফ্রিকা* :—

শাহারামরু...সাকাটু, কেনো।
সুদন বা নিগ্রিশিয়া† ...সেগো, তিম্বক্টু, ফণ্ডা।

পর্ব্বত ও মরুভূমি।

আট্‌লাস পর্ব্বত—বার্ব্বরিরাজ্যে। লেপুটা—পূর্ব্ব আফ্রিকাতে। কং—উত্তর গিনির উত্তরে। চন্দ্রগিরি—আবিসিনিয়ার দক্ষিণে।

---

* মধ্য আফ্রিকার অধিকাংশ অদ্যাপি অপ্রকাশিত আছে।

† লুডেমার, বীরু, বণ্ড, কাশং, কার্টা, বাম্বারা, জেনি, তিম্বক্টু, জাক্কৈরি, বর্গু, মিফি, জরিবা, হুসা, কেনেম, বর্ণু, মন্দারা, আডামাবা, বাগার্মি, বর্গু, ডার্ফর, ফর্ব্বিট, কর্ডোফান, প্রভৃতি প্রদেশ গুলি সুদনের অন্তর্গত।

কামারুন—উত্তর গিনির অন্তর্গত বিয়াফ্রা দেশে। নিউভেল্ড ও টেবল—দক্ষিণ আফ্রিকাতে। টেনিরিফ*—কানারি দ্বীপে।

শাহারা† নামক বৃহৎ মরুভূমি একদিকে আটলাণ্টিক মহাসাগর অবধি ইজিপ্ট দেশ পর্য্যন্ত আর একদিকে বার্ব্বরি-দেশ অবধি সেনিগাল ও নীজর নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শেলিমা, লিবিয়া, বার্কা, এই তিন মরুভূমি মিসরদেশের পশ্চিমাংশে।

অন্তরীপ।

বন—টিউনিস রাজ্যের উত্তরপূর্ব্বে। স্পার্টেল—ফেজ রাজ্যের উত্তরে। কাণ্টিন ও নন্—মরক্কো রাজ্যের পশ্চিমে ও দক্ষিণে। বজেডর ও ব্ল্যাঙ্কো—শাহারার পশ্চিমে। ভার্ড—সেনিগাম্বি-য়ার পশ্চিমে। পাল্মাস্—হস্তিদন্তোপকূলের পশ্চিম প্রান্তে। ত্রিপয়েণ্ট(ত্রিশির)—স্বর্ণোপকূলের দক্ষিণ। ফর্মোসা—বেনিন উপসাগরের পূর্ব্বসীমা। লোপেজ—দক্ষিণ গিনির পশ্চিমে। নিগ্রো—বেঙ্গুলার পশ্চিমে। উত্তমাশা ও অগলস্—আফ্রি-কার দক্ষিণ প্রান্তে। করিয়েণ্টিস—সোফালার দক্ষিণে। ডেল-গেডো—মোজাম্বিকের উত্তর, গার্ডিফিউ—সোমালীর পূর্ব্ব।

---

* আগ্নেয় পর্ব্বত।

† পৃথিবীর তাবৎ মরুভূমির মধ্যে শাহারা অতি প্রকাণ্ড। দীর্ঘে ৩,০০০ এবং প্রস্থে ১,২০০ মাইল। ইহার কোন স্থানে লোকের বাস নাই, আশ্রয় নাই, কেবল অপার বালুকা ও কঙ্কররাশি চতুর্দ্দিকে ধু ধু করিতেছে। প্রখর সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হইয়া ঐ বালুকা ও কঙ্কর সকল বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া চারিদিক অন্ধকার করে, এবং মরীচি-কায় পথিকদিগের জলভ্রম হয়, বণিকেরা উষ্ট্রযানে এই দুস্তর সিকতা-সাগরে ভ্রমণ করে। ইহার মধ্যে মধ্যে দুই একটী ওয়েসিস আছে। পশ্চিম দিকে অতি অল্প মাত্র, কিন্তু মধ্যভাগে ও পূর্ব্ব দিকে অপেক্ষাকৃত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ওয়েসিসে শস্যাদি জন্মিয়া থাকে, লোকের বাসও আছে, এবং জলও পাওয়া যায়। ফ্রান্সদেশ নিবাসী জস নামে কোন ব্যক্তি আপন বুদ্ধি-কৌশলে এই বিস্তৃত মরুভূমিতে কতকগুলি কূপ খনন করিয়া প্রাণী সমূহের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

দ্বীপ।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে—মেদিরাপুঞ্জ, কানেরিপুঞ্জ, কেপভর্ড পুঞ্জ, ফর্নাণ্ডোপো, প্রিন্‌সেস দ্বীপ, আনোবন, সেণ্ট টমাস, আসেনসন ও সেণ্টহেলেনা। ভারতমহাসাগরে—মাডে-গস্কর, কমরোপুঞ্জ, আলদাব্রা, রিয়ুনিয়ান (প্রাচীন বোর্ব্বো), মরিসস, আডমিরাল্টি, সেচেল্‌স, জাঞ্জিবর, স্কথতর বা সকট্রা। লোহিত সাগরের প্রবেশ দ্বারে পেরিম দ্বীপ।

উপসাগর ও প্রণালী।

ভূমধ্যস্থসাগরে—সাইদ্রা উপসাগর, ত্রিপলীদেশের উত্তর। কেবস উপসাগর—টিউনিস রাজ্যের পূর্ব্বে। টিউনিস উপসা-গর—টিউনিসের উত্তর। আবুকার—মিসরদেশের উত্তরে। আটলাণ্টিক মহাসাগরে—গিনিউপসাগর, আফ্রিকার পশ্চিম। বেনিন ও বিয়াফ্রা উপসাগর—গিনি উপসাগরের অন্তর্গত। ওয়াল্বিস উপসাগর—দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিমে। সেণ্ট হেলেনা, সালডানা, টেবল, ফল্‌স, এবং আলগোয়া উপ-সাগর—দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণাংশে। ভারতমহসাগরে—ডেলগোয়া উপসাগর, কাফ্রেরিয়ার পূর্ব্বে। সোফালা উপ-সাগর, সোফালা রাজ্যের পূর্ব্বে।

মোজাম্বিক প্রণালী—আফ্রিকা ও মাডেগস্করের মধ্যে।

হ্রদ।

মারবী বা নিয়াসা বা কিলোয়া—লেপুটাপর্ব্বতের পশ্চিম। ডেম্বিয়া বা জানা—আবিসিনিয়া দেশে। ডিব্বো—তিম্বক্টুর দক্ষিণে। চাদ, ডিলোলা, টাঙ্গানিকা, বিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা এবং আলবার্ট নায়েঞ্জা—মধ্য আফ্রিকার অন্তর্গত।

নদী।

নাইল বা নীল নদী*—বহর এল আজ্‌রেক বা নীল

* আফ্রিকার সকল নদী অপেক্ষা এই নদী বড়। দীর্ঘে প্রায়

নদীর এবং বহর এল অবিয়দ বা শ্বেত নদীর পরস্পর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। বহর এল আজ্‌রেক, আবিসিনিয়া দেশস্থ পর্ব্বত হইতে নির্গত হয় এবং বহর এল অবিয়দ, মধ্য আফ্রিকার অন্তর্গত বিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া ১৫০ মাইল উত্তরে আলবার্ট নায়েঞ্জা হ্রদে পতিত হয়। আবার উক্ত হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া উত্তর মুখে প্রবাহিত হইয়া বহর এল গাজেল ও অন্যান্য নদীর সহিত মিলিয়া খার্টুম নগরের উত্তরে বহর এল আজ্‌রেকের সহিত মিলিত হয়। এইরূপে নাইল উৎপন্ন হইয়া বরাবর নিউবিয়া ও ইজিপ্ট দেশ দিয়া কায়রোর কিঞ্চিদ্দূরে দুটী প্রধান ও অন্য অন্য ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত হইয়া ভূমধ্যস্থ সাগরে পতিত হইয়াছে। নীজর বা কোয়ারা —কংপর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া উত্তর পূর্ব্ব মুখে তিম্বক্তুনগর পর্য্যন্ত জলিবা নাম ধারণ করিয়া পরে দক্ষিণপূর্ব্ব মুখে উত্তরগিনি দেশ দিয়া বেনিন উপসাগরে পতিত হইয়াছে*। সেনিগল, গাম্বিয়া ও রাইওগ্রাণ্ডি এই তিন নদী কংপর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া সেনিগাম্বিয়া দেশ দিয়া পশ্চিমমুখে আটলাণ্টিক মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে। আগাবে, কঙ্গো বা জেয়ার, ও কোয়াঞ্জা—দক্ষিণ গিনি দিয়া এবং অরেঞ্জ বা গারিপ — দক্ষিণ আফ্রিকা দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। জাম্বেজি—ডিলালো হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্ব-

---

৯,০০০ মাইল। আলেকজাণ্ড্রিয়া, কায়রো, ঘিজে, থিব্‌স্, ডঙ্গোলা, খার্টুম, সেনার, গণ্ডার, প্রভৃতি নগর ইহার তীরে। রসেটা ও ডামেটা নগর ইহার দুই শাখার তীরে। ঐ দুই শাখার অন্তর্গত স্থানটী বকারের ন্যায় বলিয়া তাহাকে নাইল নদীর বদ্বীপ কহে।

* বেনিন, বুসা, তিম্বক্তু, জেনো ও সেগো নগর নীজর নদী তীরে অবস্থিত।

মুখে মোজাম্বিক ও সোকালার মধ্য দিয়া ভারত মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। মাজের্ডা—আট্‌লাস পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া টিউনিস উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

বাণিজ্য দ্রব্য।

মিসর দেশে গোধূম, যব, তণ্ডুল প্রভৃতি নানা প্রকার শস্য এবং খেজুর, কার্পাস, কার্পাসবস্ত্র, নীল, চিনি, তাম্রকূট প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য অন্যান্য দেশে নীত হয়। বার্ব্বারি দেশ হইতে উর্ণা, চর্ম্ম, ঘোটক এবং নানা প্রকার শস্য প্রভৃতি পাওয়া যায়। গিনি ও জাঞ্জিবর প্রদেশে ইয়ুরোপীয়েরা স্বর্ণরেণু, গজদন্ত, মৃগনাভি, তৈল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকেন। উত্তমাশা অন্তরীপ ও কানেরি এবং মেদিরা দ্বীপ হইতে চিনি ও কাফি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

# আমেরিকা।

আমেরিকার উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর। দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ মহাসাগর। পূর্ব্ব সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর। এবং পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর। ইহা দুই অংশে বিভক্ত, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা। পানামা যোজক এই দুই বৃহদংশকে সংযুক্ত করিয়াছে।

# উত্তর আমেরিকা।

উত্তর আমেরিকার উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর। পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর। দক্ষিণ সীমা প্রশান্ত মহাসাগর, পানামা যোজক এবং মেক্‌সিকো ও কারিব সাগর। পূর্ব্ব সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর। দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫,৬০০ মাইল এবং প্রস্থ পূর্ব্ব পশ্চিমে, ৩,০০০ মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৫০ লক্ষ।

| বিভাগ। | | প্রধান নগর। |
| --- | --- | --- |
| ব্রিটিস আমেরিকা* | ... ... | অটবা; টরেণ্টো, কুইবেক। |
| ইউনাইটেড রাজ্য | ... ... | ওয়াসিংটন; নিউ ইয়র্ক। |
| মেক্‌সিকো | ... ... ... | মেক্‌সিকো; ভিরাক্রুজ। |
| মধ্য আমেরিকা | ... ... | নিউ গোয়াটিমালা। |

* হডসন্স বে রাজ্য ও লাব্রাদর, কানাডা, নিউফাউণ্ডলাণ্ড, প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ, কলাম্বিয়া, ও সাউদাম্পটন দ্বীপ ব্রিটিস আমেরিকার অন্তর্গত।

গ্রীনলণ্ড বা ডেন আমেরিকা* ... ... জুলিয়ানসাব।
পশ্চিম ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জ ... ... ... হাবানা।

পর্ব্বত।

আলিগেনি, ওয়াশিংটন, কাসকেড, সায়েরা নিবেডা, সেণ্ট হেলেন, রকি—ইউনাইটেড রাজ্যে। ইলিয়াস ও ফেয়ারওয়েদর—এলাস্কা রাজ্যের অন্তর্গত।

উপদ্বীপ।

বুথিয়া, মেল্‌ভিল, লাব্রাদর ও নবস্কোশিয়া—ব্রিটিস আমেরিকার উত্তরে ও পূর্ব্বে। ফ্লরিডা—ইউনাইটেড রাজ্যের দক্ষিণে। ইউকেটান—মেক্‌সিকোর দক্ষিণে, কালিফর্নিয়া—তাহার পশ্চিমে। এলাস্কা—এলাস্কা রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম।

অন্তরীপ।

ফেয়ারওয়েল—গ্রীনলণ্ডের দক্ষিণে। চিড্‌লি—লাব্রাদর উপদ্বীপের উত্তরে, চার্লস—পূর্ব্বে। সেবল—নবস্কোশিয়ার দক্ষিণে। কড, ফিয়ার, হাটারস—ইউনাইটেড্ রাজ্যের পূর্ব্বে। সেবল বা টাম্পা—ফ্লরিডার দক্ষিণে। কাটোক—ইউকেটানের উত্তরে। সেণ্টলুকাস—কালিফর্নিয়ার দক্ষিণে। প্রিন্স আব ওয়েল্‌স, আইসী ও বারো—এলাস্কার পশ্চিম ও উত্তর ভাগে।

দ্বীপ।

উত্তর মহাসাগরে—গ্রীনলণ্ড, নর্থ ডেবন, নর্থ লিঙ্কন, এলেস্‌মীর, পারি বা উত্তর জর্জ্জ দ্বীপপুঞ্জ, কৈাবরণ, কিংউইলিয়াম, প্রিন্স-আলবর্ট, ব্যাঙ্কলাণ্ড, সাউদাম্পটন ইত্যাদি।

---

* গ্রীনলণ্ড আমেরিকা হইতে পৃথক, ইহা ইদানীন্তন ভূগোলবেত্তারা স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ইহার উত্তর সীমা অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই। এই দেশ প্রস্তর ও তুষারময়। ইহার অতি অল্প স্থানে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে—নিউফাউণ্ডলাণ্ড ও কেপব্রিটন, প্রিন্স এডওয়ার্ড, এবং পশ্চিম ইণ্ডিয়ান দ্বীপপুঞ্জ*।

প্রশান্ত মহাসাগরে—কুইনচার্লিট ও বঙ্কবর।

সাগর এবং উপসাগর।

উত্তর মহাসাগরে—বুথিয়া, করনেশন, বাফিন, হড্‌সন, ও জেম্‌স উপসাগর, ব্রিটিস আমেরিকার উত্তর।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে—সেণ্টলরেন্স উপসাগর, লাব্রাদর উপদ্বীপের পূর্ব্বে। ফণ্ডি উপসাগর, নবস্কোশিয়া ও ব্রিটিস আমেরিকার মধ্যে। চেস্পিক উপসাগর, ইউনাইটেড্ রাজ্যের পূর্ব্বে। মেক্‌সিকো উপসাগর, মেক্‌সিকো, ও ফ্লরিডার মধ্যে। কাম্পেচি উপসাগর, ইউকেটানের উত্তরে; হণ্ডুরাস, তাহার দক্ষিণে। কারিব সাগর, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী।

প্রশান্ত মহাসাগরে—কালিফর্নিয়া উপসাগর, মেক্‌সিকো ও কালিফর্নিয়ার মধ্যে।

প্রণালী।

লাঙ্কাষ্টার, বারো, মেল্‌ভিল এবং ব্যাঙ্ক প্রণালী—বাফিন উপসাগরকে উত্তর মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। ফিউরি ও হেক্লা প্রণালী—কোবরণ দ্বীপ ও মেল্‌ভিল উপদ্বীপের মধ্যে। বেরিং প্রণালী—এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে। ডেবিস প্রণালী—বাফিন উপসাগরকে এবং হড্‌সন প্রণালী—হড্‌সন উপসাগরকে আটলাণ্টিক মহা-

* বাহামাপুঞ্জ, বৃহৎ আণ্টিলিজপুঞ্জ (কিউবা, সেটডমিঙ্গো, জেমেকা ও পোর্টরিকো), ক্ষুদ্র আণ্টিলিজপুঞ্জ এবং বার্ম্মুডা এই সকল দ্বীপপুঞ্জকে পশ্চিম ইণ্ডিয়ান দ্বীপ সমূহ কহে।

সাগরের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। বেলাইল প্রণালী—লাব্রাদর ও নিউফাউণ্ডলণ্ডের মধ্যে। ফ্লরিডা প্রণালী—ফ্লরিডা উপদ্বীপ ও বাহামা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে। ইউকেটান প্রণালী—ইউকেটান উপদ্বীপ ও বাহামাদ্বীপপুঞ্জের মধ্যে।

হ্রদ।

সুপিরিয়র, হিউরন, ইরি, অন্তেরিও, গ্রেটবেয়ার, গ্রেট-স্লেভ, আথাবাস্কা, উইনিপেগ, এবং মিস্টাসিন—ব্রিটিস আমেরিকায়। মিচিগান, গ্রেটসল্ট ও চামপ্লেন—ইউনাইটেড রাজ্যে। নিকারাগুয়া—মধ্য আমেরিকায়।

নদী।

মিসিসিপি—ইটাস্কা হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া মিসরী, ওহিয়ো, আর্কনাস, লোহিত, ইত্যাদি উপনদীর সহিত মিলিয়া ইউনাইটেড রাজ্য দিয়া মেক্সিকো উপসাগরে পতিত হইয়াছে*। সেণ্টলরেন্স—সুপিরিয়র হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া হিউরন, ইরি, অণ্টেরিও, ইত্যাদি হ্রদ দিয়া সেণ্টলরেন্স উপসাগরে পতিত হইয়াছে। হড্‌সন—অণ্টেরিও ও চামপ্লেন হ্রদের মধ্যস্থ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ মুখে ইউনাইটেড রাজ্য দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে পতিত হয়। রাইয়োডেলনর্ট ও রাইয়োকলরেডো—রকি পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া মেক্সিকো ও কালিফর্নিয়া উপ-সাগরে পতিত হয়। কলম্বিয়া ও মাকেঞ্জি—রকি পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া প্রশান্ত ও উত্তর মহাসাগরে প্রবিষ্ট হয়।

* মিসিসিপী আপনার উৎপত্তি স্থান হইতে সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত দীর্ঘে ৩,১৬০ মাইল কিন্তু ইহার উপনদী মিসরীর উৎপত্তি স্থান হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত ৪,২০০ মাইল।

বাণিজ্য দ্রব্য।

ব্রিটিস আমেরিকা হইতে গোধুম ও নানা প্রকার সুখাদ্য ফল এবং বাহাদুরী কাষ্ঠ ও কড প্রভৃতি মৎস্য প্রেরিত হয়।

ইউনাইটেড রাজ্যে গোধুম, আলু, কার্পাস, তণ্ডুল, নীল, তাম্রকূট, শোণ, পাট, চিনি, ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যের অন্তঃপাতী কারোলাইনা এবং কালিফর্নিয়া প্রদেশে বিস্তর স্বর্ণের আকর আছে এবং অন্যান্য নানা প্রদেশে কয়লা, তাম্র, লৌহ, পারদ, সীস, প্রভৃতি পাওয়া যায়। মেক্সিকো দেশে কাফি, চিনি, কার্পাস ও নীল জন্মে এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য রপ্তানি হয়।

---

## দক্ষিণ আমেরিকা।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর সীমা মধ্য আমেরিকা ও কারিব সাগর। পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর। দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ মহাসাগর এবং পূর্ব্ব সীমা আটলান্টিক মহাসাগর। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৪,৫০০ মাইল এবং প্রস্থ পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩,০০০ মাইল। লোক সংখ্যা ২ কোটি।

| দেশ। | প্রধান নগর। |
|---|---|
| কলম্বিয়া বা নবগ্রানাডা... | বগটা; কার্থাজিনা, পানামা। |
| ভেনিজুলা ... ... | কারেকস; লাগোয়েরা। |
| ইকোয়েডর ... ... | কিটো; গোয়াকুইল। |
| গায়েনা ... ... ... | জর্জ্জটাউন; পারামেরিবো, কেইন। |
| ব্রেজিল ... ... ..., | রাইওজেনিরো; পার্নাম্বুকো। |
| পেরু ... ... ... | লাইমা; কেলেও। |
| বলিভিয়া ... ... | চুকিসাকা; পটোসি, লাপাজ। |
| পারাগোয়ে ... ... | আসামসন। |

| | |
|---|---|
| লাপ্লাটা বা অর্জে-ণ্টাইন রিপব্লিক | বিউএন-আয়ার ; কর্ডোভা। |
| বেণ্ডাওরিএণ্টল বা ইয়ুরাগোয়া | মণ্টিভিডিয়ো। |
| চিলি... ... ... ... | সেণ্টিয়াগো ; ভালপারেসো। |
| পাটাগোনিয়া ... ... | পণ্টা এরিনাস। |

পর্ব্বত।

আন্দিজ*—দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর অবধি দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পারিম—ভেনিজুলা ও গায়েনা দেশের দক্ষিণে। ব্রেজিল পর্ব্বত—ব্রেজিল দেশের অন্তর্গত।

যোজক।

পানামা বা ডেরিণ যোজক—উত্তর দক্ষিণ আমেরিকাকে সংযুক্ত করিয়াছে।

অন্তরীপ।

সেণ্টরোক ও ফ্রাইয়ো অন্তরীপ—ব্রেজিল দেশের পূর্ব্বাংশে। সেণ্টমেরিয়ো—বেণ্ডাওরিএণ্টল দেশের দক্ষিণাংশে। সেণ্ট আণ্টেনিও—লাপ্লাটার পূর্ব্বাংশে। হরণ—টেরাডেলফিউগো দ্বীপের দক্ষিণাংশে।

দ্বীপ।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে—মার্গারিটা, মার্জো, ফক্লাণ্ডপুঞ্জ ও দক্ষিণ জর্জ্জিয়া। দক্ষিণ মহাসাগরে—টেরাডেলফিউগো এবং দক্ষিণ স্বেটলণ্ড। প্রশান্ত মহাসাগরে—পারলপুঞ্জ, গালাপেগসপুঞ্জ, জুয়ান ফর্নাণ্ডেস ও চিলু।

উপসাগর ও প্রণালী।

কারিব সাগরে—ভেনিজুলা ও ডেরিন উপসাগর। প্রশান্ত মহাসাগরে—পানামা উপসাগর, পানামা যোজকের দক্ষিণে। গোয়াকুইল উপসাগর, ইকোয়েডরের পশ্চিমে। দক্ষিণ মহাসাগরে—মাগেলান প্রণালী, আমেরিকা ও টেরাডেলফিউগোর মধ্যে।

---

* আন্টিসানা, কটপাকসি, পিচিঞ্চা, এই তিনটি আগ্নেয় পর্ব্বত আন্দিজ পর্ব্বতের শৃঙ্গ। একন্কাগুয়া নামে আর একটি আন্দিজশৃঙ্গ দক্ষিণ আমেরিকার সকল পর্ব্বতের মধ্যে উচ্চ। তাহার উচ্চতা প্রায় ২৩,২১০ ফিট।

হ্রদ।

মারাকেবো হ্রদ—ভেনিজুলার উত্তর। তিতিকাকা—পিরু ও বলিভিয়ার মধ্যবর্ত্তী।

নদী।

মাগদালেনা—আন্দিজ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া উত্তর মুখে কলম্বিয়া দেশ দিয়া কারিব সাগরে পতিত হয়। ওরিনোকো—পারিম পর্ব্বতস্থ একটি হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া উত্তর পূর্ব্ব মুখে ভেনিজুলাদেশ দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমাজন—আন্দিজ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া ইউকেলি, মেদিরা, নিগ্রো, এবং অন্যান্য নদীর সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ব মুখে আটলাণ্টিক মহাসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে*। পারা—টোকাণ্টিন ও আরাগোয়ে এই দুই নদীর সংযোগে উৎপন্ন হইয়া ব্রেজিল দেশ দিয়া উত্তর মুখে আটলাণ্টিক মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে। সানফ্রান্সিস্কো—ব্রেজিল অন্তঃপাতী পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া উত্তর পূর্ব্ব মুখে আটলাণ্টিক মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে। পারানা ও পারাগোয়ে—ব্রেজিল অন্তর্গত পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া অন্য কয়েকটী নদীর সহিত মিলিয়া লাপ্লাটা নাম ধারণপূর্ব্বক বেণ্ডাওরিয়েণ্টেলের পশ্চিম দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে।

বাণিজ্য দ্রব্য।

দক্ষিণ আমেরিকার নানা স্থানে স্বুবর্ণ, হীরক, রজত, লৌহ, তাম্র, সীস প্রভৃতি ধাতুর বিস্তর আকর আছে। কলম্বিয়া হইতে কাফি, কোকো, নীল, সিঙ্কোনা বল্কল প্রভৃতি; পিরুদেশ হইতে চিনি, সোরা, তুলা প্রভৃতি, বলিভিয়া

* পৃথিবীস্থ তাবৎ নদী অপেক্ষা আমাজন বৃহৎ। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,০০০ মাইল।

হইতে উর্ণা; ব্রেজিল হইতে তুলা, চিনি, কাফি, তামাক প্রভৃতি; এবং গায়েনা হইতে চিনি, কাফি, তুলা, রম, গুড়, কোকো প্রভৃতি অন্যান্য দেশে নীত হয়।

---

# ওশ্যানিয়া।

এসিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরে যে সকল দ্বীপ আছে তাহারা ওশ্যনিয়া বা সামুদ্রিকা নামে প্রসিদ্ধ। ওশ্যনিয়া তিন অংশে বিভক্ত, ম্যালেশিয়া, অস্ট্রেলেশিয়া ও পলিনেশিয়া।

## ম্যালেশিয়া।

এসিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে বোর্নিও, যাবা, সুমাত্রা, সিলিবিস, মোলকাস, ফিলিপিন প্রভৃতি যে সকল দ্বীপপুঞ্জ আছে তাহাদিগকে ম্যালেশিয়া বা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ কহে।

## অস্ট্রেলেশিয়া।

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্বে অস্ট্রেলেশিয়া। তাহাদিগের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া (বা নব হলণ্ড), টাসমেনিয়া (বা ভানডিমেন্সলাণ্ড), নব জীলণ্ড, নবগিনি (বা পাপুয়া), নব ব্রিটন, নব আয়র্লাণ্ড, নব হানোবর, আডমিরাল্টিপুঞ্জ, সলমনপুঞ্জ, নব কালিডোনিয়া, নব হেব্রাইডিস ও কুইন চার্লোটপুঞ্জ এই সকল দ্বীপ প্রধান। পৃথিবীর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ। দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৫০০ মাইল এবং প্রস্থ ১,৯৭০ মাইল।

## পলিনেশিয়া।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থ যে সকল দ্বীপ অষ্ট্রেলেশিয়ার উত্তর ও উত্তর পূর্ব্বে আছে, তাহারা পলিনেশিয়া নামে খ্যাত। তাহাদের মধ্যে পিলু, লাড্রোন, বনিন, কারোলাইন, মার্সাল, নাভিগেটর, গিলবর্ট, ফ্রেণ্ডলি বা টঙ্গা, ফিজি, হার্ভি বা কুক, অষ্ট্রাল, পিট্‌কেরণ, ইষ্টার, সোসাইটী, সাণ্ডউইচ ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জ প্রধান। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ প্রবালকীট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

সম্পূর্ণ।

নুতন মহাদ্বীপ
ভূচিত্র
পুরাতন মহাদ্বীপ

# পৰ্য্যটক।

বা
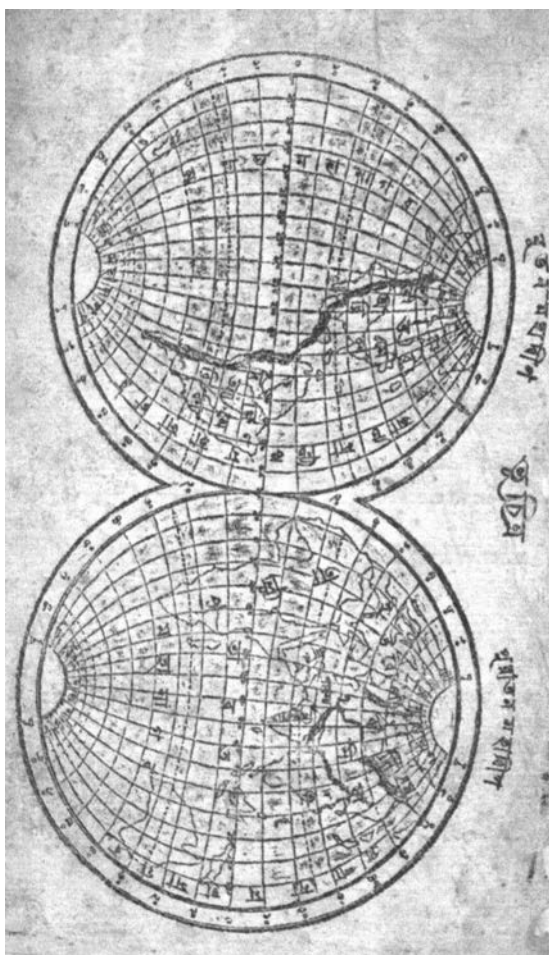
(হরকুমার শর্ম্মা নামক জনৈক
ভ্রমণকারীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত)

"পর্য্যটিয়া নানা দেশ নদ নদী বন
অবশেষে পর্য্যটক এ মহা নগরে
উপস্থিত হইলেন করিতে দর্শন
নগরের রিতিনিতি—আনন্দ অন্তরে।——"

শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার শর্ম্মা

প্রণীত।

কলিকাতা

শ্রীনন্দকৃষ্ণ সরকার দ্বারা
গণেশযন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৫ সাল।

# ভূমিকা।

—০০০—

বা

## (পাঠকগণের প্রতি গ্রন্থকারের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য।)

জনৈক ভ্রমণকাবির ভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়াই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়ন করা হইল। ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। পাঠকগণের চিত্তরঞ্জন বা আনন্দবর্দ্ধন করিতে ইহা যে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হইবে, রচয়িতা তাহা পূর্ব্বেই অবগত আছেন। কেন না ইহাতে শ্রুতিমাধুর্য্য, ভাবপারিপাট্য লালিত্য বা নূতনত্ব কিছুই নাই। তবে ইহা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যে কেন সাধারণে প্রকাশ করা হইল, জিজ্ঞাসিত হইলে, তদুত্তরে গ্রন্থকার আনন্দের সহিত বলিবেন,—"উত্তরের ভার পাঠকগণের স্কন্ধেই রাখিতে ইচ্ছা করি।"

গ্রন্থকারের আর একটী বক্তব্য আছে,—এই তাঁহার প্রথম ভ্রমণযাত্রা, এবং বয়ঃক্রম অল্প, তাহাতে আবার বিদ্যার সহিত চির-শত্রুতা! অপরিচিত পথের পথিক হইলে অনেক বিপদ ঘটে। বিপদে না পড়িলে মানুষ সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ শিক্ষা করিতে পারেনা। পর্য্যটকের প্রথম যাত্রাতেই যদি বিপদ হয়, তবে তিনি শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন; তাঁহার উপকার হইবে, এ পথের আর পথিক হইবেন না।

পাঠকগণের চিত্ত-রঞ্জন করা দূরে থাকুক, যদ্যপি তাঁহাদের ওষ্ঠপ্রান্তে একবার এক মুহূর্ত্তের স্বরেও হাঁসি উপস্থিত করাইতে পারেন তাহা হইলেই গ্রন্থকার আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইবেন।

অনেকে বলে মানুষ স্বভাবত প্রশংসা-অভিলাষী, ও নিন্দার বিরোধী, অর্থাৎ স্বীয় নিন্দা শুনিতে ভাল বাসে না।

এ গ্রন্থলেখক তাহা অনুমোদন করিতে পারেন না। মানুষে যদ্যপি নিন্দা ভাল না বাসিবে, তবে এই গ্রন্থের গ্রন্থকারের ন্যায় গণ্ডমূর্খগুলিন, অনর্থক কেন বই লিখিয়া মরিবে ?

গ্রন্থকার একটী বিষয়ের জন্য পাঠকগণের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার একটু একটু নেসা করা অভ্যাস আছে, স্থানে স্থানে দুই একটী অসম্ভব বর্ণনা হইয়া পড়িয়াছে,—কিন্তু সে যাহা হউক, গ্রন্থকার শপথ করিয়া বলিতে পারেন,—তিনি মিথ্যা কথা কহিবার লোক নহেন। যদিও স্থানে স্থানে বাহুল্য বর্ণনা ও অসম্ভব গল্প হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু স্থূলস্থূল বিষয়গুলিন সকলই সত্যমূলক।

পাঠকগণমধ্যে যদি কেহ কেহ অসম্ভব ও অসত্য বিবেচনা করেন, তবে তিনি অল্প মাত্রায় দেববাঞ্ছিত,—"আফিং" সেবন করিলেই দিব্য চক্ষে সমুদায় স্পষ্ট ও সত্য দেখিতে পাইবেন!

কবিরা বর্ণনা করিতে প্রকৃত ঘটনাকে নানা অলঙ্কারে বৃহৎ করিয়া তোলেন, ইহা বলা বাহুল্য। রেলওয়ের ঐ ব্যাপারটী যে সত্যই ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ ঠিক যে ঐ প্রকারই ঐ

দিবসে হইয়াছিল এমত নহে। স্বপ্ন গুলিন সত্যই, তবে সমুদয় গুলিন লিখা হয় নাই। কেন না গুটিকত স্বপ্নের পশ্চাতে দোষ ছিল, সে গুলিন সাধারণে উপস্থিত করিলে আইনানুসারে অশ্লিলতা দোষের জন্য দণ্ড পাইতে হয়।

একজন ইংরাজের চরিত্রে দোষ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া যেন পাঠকগণ সমুদয় ইংরেজ সম্প্রদায়কে দোষী বিবেচনা না করেন। ইংরাজদিগের ন্যায় পরোপকারী, দয়ালু-হৃদয় এবং ন্যায়পর ও পক্ষপাতশূন্য জাতি ভূমণ্ডলে অতি অল্পই আছে,—অনেক বাঙ্গালি ইংরাজজাতির প্রতি অনর্থক চটা; কিন্তু তাঁহারা অকৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞতা যে কি পদার্থ তাহা তাহারা জানে না।

পর্য্যটক অল্পদিবস পর্য্যটন করিয়া কলিকাতা সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখিতে পারিলেন না। কেবল মাত্র "আউট-লাইন" হইল,—দ্বিতীয় ভ্রমণ যাত্রায় বিশেষ বিবরণ লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

অবশেষে গ্রন্থকারের নিবেদন—এই গ্রন্থ খানি কোন ব্যক্তির প্রতি লক্ষ করিয়া লেখা হয় নাই,—পাঠকগণ ইহার যত সরল অর্থ করিতে পারেন তাহাই করিবেন; কথার অনেক অর্থ হয়, কিন্তু মহৎলোকে সৎ অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকেন!

---

# পর্য্যটক।

## উপক্রমণিকা।

নূতন রেল খুলেছে—চিরকাল মফস্বলে বাস, কাজেকাজেই কলিকাতা সুন্দরীর কটাক্ষযুক্তমুখখানি একবার দেখিতে বড় সাধ হইল। শুনেছি কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী বা ক্যাপিটেল্! কোন ক্রমে ধৈর্য্যের অধীন হয়ে থাক্তে সমর্থ হইলামনা—আর কেনই বা থাক্ব? এখন আমরা উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি—স্বাধীন জীবনের রস আস্বাদন করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছি,—কাজে কাজেই ধৈর্য্য দেবীর অধীন হয়ে থাকাটা আর তত ভাল বোধ হইল না।

অবশেষে ধৈর্য্য-দেবীর সহিত ভীমনাদে ঘুসোঘুসি (Fight) উপস্থিত হইল। একে অবলা তাহে কুলবালা আর কত সহ্য কর্ব্বে? ঘুসির প্রহারে ধৈর্য্য-দেবী বমি করে ফেল্লেন! বমির দুর্গন্ধে গ্রামস্থ বায়ু কলুসিত হয়ে এফিডেমিক্ কলেরার সূত্রপাত হল!!

ধৈর্য্য-দেবী বমি কর্ত্তে কর্ত্তে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালেন। অমনি অধৈর্য্য-সুন্দরীর এসে আমার সহিত গাড় আলিঙ্গন করে ফেল্লেন। আমি তাড়াতাড়ি ব্যাগ ঘাড়েকরে অধৈর্য্য সুন্দরীর সঙ্গে দৌড়িতে লাগ্‌লেম। রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইবা

মাত্রই, সভ্য-জগতের অলঙ্কারস্বরূপ বাষ্পীয় শকট চিৎকার করিতে করিতে এসে উপস্থিত হইল। টিকিট পূর্ব্বেই লওয়া হইয়াছিল; গাড়ী পৌঁছিবামাত্রই আরোহণ কল্লেম। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

---

# প্রথম দর্শন।

(রেলওয়ে।)

আমি যে গাড়ীতে ছিলাম, অবশ্য বুঝতে হবে সে খানি সেকেণ্ড্ ক্লাশ। গাড়ীর ভিতর দুই দিকে মুখ করে দুইজন সাহেব বসে ছিলেন, একজন পড়্ছিলেন, অপরজন চুরট্ টান্‌ছিলেন। কয়েক ষ্টেসন পর একটী বিংশতি বর্ষীয়া যুবতী জনৈক শ্মশ্রু শোভিত ও চস্‌মালঙ্কৃত বাবুর সহিত হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে, হাঁসিতে হাঁসিতে গাড়ীর ভিতর ঢুক্‌লেন।

বাবুটী আমাকে হয়ত ঘৃণা করিয়া সাহেবদ্বয়ের পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। যুবতী অম্লান বদনে লজ্জার সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া যুবকের সহিত হাস্যপরিহাসে মত্ত হইলেন।

পাঠক! তুমি কি যুবতীর রূপ বর্ণনা শুনিতে চাও? যদি চাও তবে আমি বলিব না, আর যদি শুনিতে না চাও তবেত বলিবার আবশ্যকই নাই।

যে সাহেবটী চুরট্ খাইতেছিল, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। পাঠক! তুমি যদ্যপি জিজ্ঞাসা কর, কিরূপ অগ্রসর? উত্তরে আমি বলিব,——চুম্বুক পাথরের আকর্ষণে লৌহ যেরূপ অগ্রসর হয়,—বাটীর আকর্ষণে ভেকেসনের সময় বিদেশস্থ ছাত্রগণ যে প্রকার অগ্রসর হয়, বা চারিটার পর আফিস

ফেরতা বাবুগণ গৃহিণীর আকর্ষণে যে প্রকার অগ্রসর হয়,—তদ্রূপ !!

কিম্বা ইহার কিছুই নয়।

সাহেব স্বীয় ব্যাগ হইতে একটী বোতল ও গ্ল্যাস বাহির করিয়া, নিজ মনে সুরাপানে প্রবৃত্ত হইল, এবং কথিত বাবুর সম্মুখে একপাত্র ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "Are you for it?" বাবু "No Sir," "Thank you Sir——I am not for it Sir" বলিয়া ভদ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। সাহেবের ওষ্ঠ প্রান্তে একটু হাসি শোভিল, এবং ঢুলিতে ঢুলিতে যুবতীরসম্মুখে এক গ্ল্যাস ধরিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাঁসিয়া উঠিল। "এ আবার একি ও—দেখনা," বলিয়া যুবতী যুবকের গাত্র স্পর্শ করিয়া ব্যাকুলভাবে উত্তরের ও সাহার্য্যের প্রতিক্ষা করিতে লাগিল। যুবক—"Sir;——what is that Sir? you ought not to abuse him——no no her" বলিয়া চক্ষু শ্বেত* বর্ণ করিয়া উঠিলেন। পাপাত্মা দন্ত ঘর্ষণ ও ঘুসি দর্শন করাইয়া বলিল "টফাট্——নেইটো" আর বাঙ্গলা আসিলনা ইংরাজিতে "Do you know you black Bangáli——with one stroke of my hand——" আর কথা আসিলনা, যুবকের মুখে ভীম-নাদে এক ঘুসি, পরক্ষণে আর এক ঘুসি। যুবক লাফাইয়া উঠিলেন (আমার বোধহইল তিনি মারিবেন) কিন্তু দৌড়াইয়া আমার নিকটে আসিলেন। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, কিন্তু আমি কি করিব, দুর্ব্বল বাঙ্গালি, বাঙ্গালির অস্ত্র

---

* বাঙ্গালির চক্ষু ইংরাজদের প্রতি রক্তবর্ণ হইতে পারে।

প্রয়োগ করিলাম——নিজে পারিনা অথচ উৎসাহ দিলাম, বলিলাম "আর্য্যরক্ত থাকেত লেগে যাও বাবা" তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "As he has done me no harm, there is no use in doing it to him." এমন সময় পাপাত্মা যুবতীকে আক্রমণ করিল, যুবতী ক্রন্দন করিয়া উঠিল; আমাদের যদিও হস্তপদ ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাহা চালনা করিবার ক্ষমতা দেন নাই, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অম্লানবদনে পশু আচরণ দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু যিনি এযাবৎ গম্ভীর ভাবে বসিয়া পাঠে রত ছিলেন, দণ্ডায়মান হইলেন, এবং মৃদুস্বরে বলিলেন——"তুমি জানিও গর্দ্ধভতুল্য বাঙ্গালিরা অসহায় হইলেও লর্ড (জিজ্‌সক্রাইষ্ট) তাহাদের সহায় আছে; তুমি এই নারীর প্রতি কুব্যবহার হইতে বিরত হও; নতুবা জানিও দুইটী পুত্তলিকা "ভিন্ন এখানে আর একজন মানুষ আছে"। পাপাত্মা কহিল, তুমিকে? এবং কেনইবা প্রতিবন্ধক হও? স্বামী যখন বাধা দিতেছেনা তখন তুমি বাধাদিলে ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবে," কথার শেষ হইতে না হইতেই লম্ফপ্রদান করিয়া সেই মহৎ অন্তঃকরণ, উদারচরিত, ইংরাজকুলগৌরব সেই সাহেবটী পাপাত্মার কেশাকর্ষণ করিয়া কহিল——"পাপি! পাপ কর্ম্ম তাহাও আবার ঈশ্বরের দোহাই।"

এমন সময়ে গাড়ী ষ্টেসনে পৌঁছিল। মদ্যপায়ীকে তিনি এমন বেগে ধাক্কা মারিলেন, যে সে গাড়ি হইতে প্রায় ৫।৬ হাত দূরে গড়াইয়া পড়িল।

গাড়ী চলিল, যুবক এখনও কাঁদিতেছেন——যুবতী এখনও কুণ্ঠিতভাবে এক কোনে বসিয়া কাঁদিতেছেন———সাহেব

এখনও আরক্তনয়নে ষ্টেসনের দিকে তাকাইয়া ওষ্ঠ দংশন করিতেছেন। আমি যুবককে কহিলাম "ভ্যাড়াকান্ত! যাও সাহেবকে ধন্যবাদ দেওগে"। যুবক ধন্যবাদ প্রদান করিলে, সাহেব একটু হাসিয়া যুবকের হস্ত ধারণ করিলেন, এবং কহিলেন "কাপুরুষ! তোমার ধন্যবাদ লইতে ও ঘৃণাবোধ হয়, ইউরোপে যদি এরূপ ঘটিত তাহা হইলে স্বামী প্রাণপর্য্যন্ত প্রদান করিয়াও স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইত——। ভীরু জাতি! যাহারা নিজে নিজেকে রক্ষা করিতে পারেনা, তাহারা কি প্রকারে স্ত্রীকে রক্ষা করিবে?——যাহারা নিজের স্বাধীনতা পায়না, হায় ঈশ্বর! তাহারাই আবার স্ত্রীস্বাধীনতা দিতে উদ্যত!!!" তিনি শেষ কথাগুলিন এক ঘৃণা ও ক্রোধের সহিত বলিতে লাগিলেন যে সকল বুঝাগেলনা। অবশেষে সেই ভীমহস্তে যুবকের স্কন্ধে এক চপেটাঘাত! তাঁহার চস্‌মা ভূমে পতিত হইল——তিনি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। যুবতীর ঘোমটার ভিতর হইতে বিদ্যুতের ন্যায় একটু হাঁসির আভা বাহির হইল। আমিও হাস্ত সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

এমন সময়ে গাড়ী কলিকাতায় উপস্থিত হইল। স্ত্রী স্বাধীনতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, এবং এই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তটী উন্নত ভায়াদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত আমার ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই বিষয়টী লিখিতে হইবে বিবেচনা করিয়া তাড়াতাড়ি নোটবুকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া গাড়ী হইতে কলিকাতার পবিত্র মাটিতে পা দিলাম।

---

# দ্বিতীয় দর্শন।

———ono———

## (কলিকাতা)

কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। কিন্তু কোথায় যাই? ষ্টেসনের পার্শ্বেই ভাড়াগাড়ীর আড্ডা, "কোথায় যাবে বাবু"? "ভবানীপুর" "বাগবাজার" "ধরমতলা" প্রভৃতি যাবতীয় স্বর আমার কর্ণকুহরে এক সঙ্গে হৈ হৈ করে ঢুকিতে লাগিল। আমি কোথা যাব? পাঠক! পথিককে কি আশ্রয় দেবে?——

তোপ পড়িল,—এক একখানি করিয়া গাড়ী চলিয়া যাইতে লাগিল,—আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আবার দাঁড়াইয়া, (পাঠক! মার্জ্জনা করিবেন,—নভেল লেখার হাত!) চিন্তাসাগরের তুফানের মধ্যে পড়িয়া গেলেম,—নাকে, মুখে, জল ঢুকিল,—আমি হাঁপিয়া উঠিলাম।

এমন সময়ে একজন পাহারাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "তোম্ কোন হায়?" আমার একটু পারসিতে দখল ছিল,—'পাঞ্চনামা' পর্য্যন্ত তবক্ লওয়া হইয়াছিল (আহা! এমন খাপ্-সুরাৎ ভাষা আর নাই) আমি কহিলাম "হাম্—হাম্ হায়"। সে হাঁসিয়া বলিল "ওতো হাম্ জানতা হায়"। আমি কহিলাম "তবে আর কা?"—পর্য্যটক হায়—কলিকাতায় এই সবে নূতন আসা হায়—কাঁহা যাব নাহি জানতে পারতা হায়—এই নিমিত্ত এই থানে একাকী চুপ্টী করে বইঠা হায়"।

পাহারাওয়ালা আমাকে উঠিয়া যাইতে কহিল, অগত্যা আমি তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। কিছু দূর যাইয়া একটী বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম, সাইন্‌বোর্ড পড়িয়া জানিলাম উহা একটী 'হোটেল'। দরজায় দাড়াইয়া ইতস্তত: করিতেছি, এমন সময়ে হটাৎ দুইটী বাবু বহির্গত হইলেন, একটীকে যেন পরিচিত বলিয়া বোধ হইল,—হাঁ ঠিক্ হইয়াছে,—এযে আমাদের ক্ষীরোদ বাবু, ক্ষীরোদ বাবু হটাৎ আমার মুখের দিকে তাকাইলেন, আমি হাঁসিয়া ফেলিলাম। ক্ষীরোদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়ের নাম? আমি বলিলে তিনি চমৎকৃত হইয়া কহিলেন,—"তুমি যে এখানে?"——

আমি বলিলাম "রেল খুলেছে একবার কলিকাতাটা দেখে যাই বলে এলেম" বাসার কথা জিজ্ঞাসা করায় এখন পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই অবগত হইয়া স্বীয় বাসায় থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তাহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করায়, ক্ষীরোদ বাবু আমায় গাড়ীতে উঠিতে বলিলেন।

পাঠক! এই অবসরে ক্ষীরোদ বাবুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক হইতেছে। ক্ষীরোদ বাবু আমাদের স্বদেশস্থ জনৈক জমীদার, এখানে বিদ্যা-শিক্ষার নিমিত্ত অবস্থিতি করিতেছেন, ইঁহার পিতা অতি ধার্ম্মিক, গোঁড়া বৈষ্ণব, মাছ, মাংস কিছুই আহার করেন না। তন্ত্রে পঞ্চ মকার আছে বলিয়া "ম" শব্দই ত্যাগ করিয়াছেন—প্রবাদ আছে তিনি বাল্যকালে মাকে "মা" বলিতেননা "মা" পরিবর্ত্তে "বাবা" বলিতেন।

একবার অত্যন্ত পিড়ীত হইয়াছিলেন, জ্বরে মা! আর

বাচিনে বলে "কেঁদে উঠেছিলেন। তাহার পর আরোগ্য হইলে "মা" বলা হইয়াছিল বলিয়া, মহাগণ্ডগোল ; পণ্ডিতেরা প্রায়শ্চিত্ত করিতে ব্যবস্থা দেওয়ায় বাবু প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। প্রায়শ্চিত্তে সাড়ে আড়াইলক্ষ মোন গোবর প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই অবধি এদেশে গোবরের ফেমিন্ হইয়াছে !!! শুনা যাই-তেছে ইংরাজেরা ইংলণ্ড হইতে গোবর রপ্তানি করিতেছেন। কেউ কেউ বলে "কাউড্যামট্যাক্স" হইবার প্রস্তাব হইতেছে।

ক্ষীরোদবাবুরও অত্যন্ত প্রশংসা ; গ্রামস্থ লোকে "বেয়াল্লিস কর্ম্মার বেটা তেতাল্লিস কর্ম্মা" বলিয়া ইঁহার সুখ্যাতি করে। ক্ষীরোদবাবু আমায় বলিলেন "আজ শনিবার,—মেঘনাদবধ য়্যাক্ট হচ্চে, চল দেখা যাগ্‌গে"। কিয়ৎক্ষণ পরে অভিনয়মন্দিরের সম্মুখে গাড়ী উপস্থিত হইল—আমরা টিকিট্ ক্রয় করিয়া মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্লে, কমেন্স হইয়াছে,—প্রমীলা মেঘনাদের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া সরলতা করিতেছে। চতুর্দ্দিক্ হইতে বাহবা, চমৎকার, Excellent, Encore, Oncemore, Again Louder, শব্দের শ্রাদ্ধ হইতেছিল।

অভিনয়মন্দির এক অপূর্ব্বস্থান—আমার বিশ্বাষ ছিল, অভিনেতারা অভিনয় করে, এবং দর্শকেরা দর্শন করে; কিন্তু দেখিলাম কতিপয় দর্শক মদ্যপায়ীর ও অভদ্রের অভিনয় করিতেছে ; এবং অভিনেতারা "মেঘনাদবধ" নাটকের অভিনয় করিতেছে। পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম পুরুষেই স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, কিন্তু শুনিলাম বারাঙ্গনাদের সহিত ভদ্রবংশীয় যুবকগণ, অম্লানবদনে সহস্রলোকের মধ্যে অভিনয় করিতেছে—কিন্তু আমার বিশ্বাস হইলনা।

অবশেষে যখন মেঘনাদ, লীলা সম্বরণ করিলেন, তখন প্রমীলাকে লইয়া মহামারি ব্যাপার! সকলেই বলে প্রমীলা! প্রমীলা! প্রমীলা!

আমার পার্শ্বে একটী বাবু বসিয়া ছিলেন তাহার মুখের দুর্গন্ধে আমার সেস্থানে বসিয়া থাকা কঠীন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল।

বাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কেমন দেখিলা তাহা কহোলো আমায়
হে—শ্বেতবস্ত্র পরিধারি বাবু
তুষারে আবৃত যথা ভীম হিমাচল
কিম্বা যথা হিরন্ময়ী হু-হু-হু-হু-রবে"!

আমি তাঁহার কথার ভিতর ঢুকিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি বল্‌ছেন?"

বাবু।— "বলিতেছি আমি যথা ভীমনাদে
ভীমাইলা ইন্দ্রজিত বীর
তেমতি কহতা মোরে—
কেমন দেখিলা আজি নাট্য অভিনয়"?

আমি বুঝিলাম, তিনি কিছুই বলিতেছেননা, তাঁহার উদরে রক্তবর্ণ যে একটী তরল পদার্থ তরঙ্গ খেলিতেছে, সেই বলিতেছে,—"কেমন অভিনয় দেখিলে?" আমি বলিলাম "মন্দনয়"। বাবু লাফাইয়া উঠিলেন; উঠিয়া উচ্চৈস্বরে কহিলেন "কি———

এতবড় কথা হায় আমার সাক্ষাতে
বিনাদোষে মারাগেল ভায়া ইন্দ্রজিত,

তুমি কি কহিলে ইহা মন্দ হয় নাই!
ধিক! ও পাষাণ বুকে—ধিক হিন্দুকুলে
কি প্রকারে আছ বল বীরধর্ম্ম ভুলে
বারেক তাকিয়ে দেখ প্রেয়সীর কথা রাখ"
(এই বলিয়া আমার চিবুক ধারণ করিল, আমি অবাক!)
"বারেক তাকিয়ে দেখ প্রেয়সীর কথা রাখ
মাথাখাও কথা রাখ ওগো প্রাণকানাই"

চতুর্দ্দিক হইতে ক্যাপিটেল্, ক্যাপিটেল্, শব্দ হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই "য্যাক্ট" ভেঙ্গে গেল। প্রভাতের তারার ন্যায় এক এক করিয়া সকলেই প্রস্থান করিতে লাগিল। আমি ক্ষীরোদবাবুর সহিত গাড়ীতে উঠিলাম, এবং মদ্যপায়ীর মুখ-নিস্থত অমিত্রাক্ষরছন্দের ও সভ্যতাভিমানী কলিকাতাবাসি-দিগের সভ্যব্যবহারের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে জোড়া-সাঁকো ক্ষীরোদবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

---

## তৃতীয় দর্শন।

( ধর্ম্মপ্রসঙ্গ )

আজ রবিবার—ক্ষীরোদ বাবু বলিলেন—"আজ্‌কে আমা—দের কলেজ বন্দ, চল তোমাকে কল্‌কেতা বেড়াইয়া আনি" আমি বলিলাম "আজ্‌কে Sabbathday একবার চার্চে গেলে হয়না? ক্ষীরোদ বাবু হাসিয়া বলিলেন "তোমার কি Christianity তে Faith আছে?" আমি বলিলাম "বিশ্বাস কিছুই নাই, কিন্তু, Christianityর দ্বারায় পৃথিবী অনেক পরিমাণে উপকৃত হইয়াছে"।

অঘোরবাবু ক্ষীরোদবাবুর ফ্রেণ্ড—তথায় উপস্থিত ছিলেন, বলিলেন—"মহাশয় যা বল্লেন তা অতি উত্তম হয়েছে Christianity অতি চমৎকার Principle ধারণ করে, কিন্তু Brahmosim এর ন্যায় পবিত্র বিশুদ্ধ শরল, কোমল, সাধু, সচ্চরিত্র এবং গভীর ধর্ম্ম ভূমণ্ডল কখন দেখে নাই!"

চার্চে আর যাওয়া হইলনা। আহারাদির পর আমরা বসিয়া আছি, ক্ষীরোদবাবু "ওথেলো" পড়িতেছেন, এবং ডেস্‌ডিমনার সহিত শকুন্তলার তুলনা করিতেছেন, আমরা শুনিতেছি। তিনটা বাজিল—একটী একটী করিয়া ফ্রেণ্ড আসিতে লাগিল। ক্ষীরোদবাবু আমাকে বলিলেন—"কেশব বাবুর সহিত মতান্তর হওয়ায় আমরা কতগুলি ফ্রেণ্ড একটী প্রাইভেট্ সমাজমন্দির স্থাপন করেছি—সেটী অঘোরবাবুর

বাড়ীতে, তোমাকে সন্ধের পর নেযাবখন;" আমি বলিলাম আজ্‌কে আমায় কেশববাবুর সমাজে যাইতে হইবে—

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই বন্ধুবর্গ লাফাইয়ে উঠিলেন; একজন চস্‌মাচকোবাবু বলিলেন—"যিনি বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রাচীর টোপ্‌কে বন্ধুবর্গের সার-উদর উপদেশ ঠেলে ফেলে, নিজকৃত নিয়ম ভঙ্গ করে, অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলেন, তাঁহার সমাজমন্দিরে যেতে কোন্‌ আর্য্যবংশ-সম্ভূত যুবকের সরল হৃদয় ব্যথিত না হয়? কোন যুবকের শিরায়, শিরায়, ধমনিতে ধমনিতে তাড়িতপ্রবাহ বাহিত নাহয়?" আমি বলিলাম "আপনারা কেশববাবুর উপর অনর্থক চটা।" চতুর্দিক হইতে হাততালি পড়িল, আমি অবাক!

বৃথা কথায় সময় নষ্ট না করিয়া কলিকাতা দর্শন অভিলাষে বহির্গত হইলাম। অল্পদূর যাইয়া পথিপার্শ্বে দেখিলাম জনকতক অল্পবয়স্ক ৮।১০ বৎসরের অধিক নহে, সামান্য বালক ক্রীড়া করিতেছে, সকলেই চকে আটাদিয়া ছুইটুকুরা কাগজ লাগাই তেছে; এবং দুই দল হইয়া মারামারি করিতেছে। একজন আদআদ স্বরে বলিল——"যা, আমি তোদের দলে থাক্‌ব না, পোড়েন্তের দলে যাব।" আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম, একটা দুষ্ট ছেলে এসে একজনের নাক কামড়াইয়া পালাইল—সে কেঁদে ফেল্লে।

আমি মনে করিলাম ইহারা বালক, খেলিতে খেলিতে কামড়াকামড়ি করে, কিন্তু উন্নত যুবকগণও কি ইহাদের ন্যায় বালক?

আমি তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। কলিকাতায় রাস্তার

ইয়ত্তা নাই—যে দিকে যাই সেই দিকেই রাস্তা ; এক রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে শুনিলাম, এই বড় বাড়ীটী রাজা দিগম্বর মিত্রের——হটাৎ কুমার কৃষ্ণচন্দ্রের কথা মনে পড়িল। মানুষের অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যাইতে লাগিলাম। আমার সময় উপস্থিত হইল, আমি এক মাত্রা সেবন করিলাম। এমন সময় দেখি—একটী পুষ্করণী, একজন গণেশ অবতার, উদর নাড়িতে নাড়িতে—রাজহংসের ন্যায় সেই সরোবরে একবার ডুবিতেছেন, একবার উঠিতেছেন—মধ্যে মধ্যে ডুবিয়াজল খাইতেছেন। পুষ্করণীর মধ্যে একখানি নৌকা—গগনভেদ করিয়া তাহার মাস্তল উঠিয়াছে। ( ইংলণ্ড, এমেরিকা দূরদেশ হইতেও বোধ হয় দেখা যাইতেছিল ; ) শ্মশ্রুবিশিষ্ট সহচরীগণ গণেষঅবতারের চতুপার্শ্বে নৃত্য করিতেছিল। নৌকাখানি ক্ষুদ্র, ইহাতে এত বড় প্রকাণ্ড-মাস্তল কি কৌশলে স্থাপিত করা হইয়াছিল, ইহা ভাবিয়া আমার চৌদ্দবৎসর ঘুম হয় নাই।

গণেশঅবতার আবার নাবিয়া যেমন ডুবে জল খাইবেন অমনি সহচরীরা চিৎকার করিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন আমার কহতব্য আছে। জল খাইয়া পরে বলিলেন, "কালীঘাটের কালী আমাকে স্বপ্নে মিনতি করে বলেছেন "বাছা জল খাও" তাই খেয়েছি"। সহচরীর মধ্যে কেহবা ক্রোধ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল, কেহবা গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। এমন সময়ে ভীমগর্জ্জনে গগনমণ্ডল অন্ধকার করিয়া মেঘ উঠিল, বাতাস বহিল, পতাকার সহিত মাস্তল ভাঙ্গিয়া পড়িল ; মেঘঘর্ষণে বিদ্যুৎ ছুটীল, এবং সেই বিদ্যুৎ হইতে এক

দেব মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল—সে গম্ভীর-নাদে নাসিকা দ্বারায় কহিল,——

"———The purest treasure, Mortal times afford,
is-spotless reputation : that away
men are but gilded Loam, or painted clay!!"

আমি তথা হইতে প্রস্থান করিলাম,——

কিছুদূর আসিয়া একটী বৃহৎ বাটী দেখিতে পাইলাম, শুনিলাম একটী সভা হচ্চে, সভার নাম "হিন্দুধর্ম্ম-কল্পদ্রুমমূলেবারি-প্রদায়িনী-সভা"। সভার উপস্থিত হইয়া দেখিলাম একজন রাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সভাপতি মহাশয় বড় ধাম্মিক—প্রতিদিন একটী মুরগীর বেসি খান্না, (তা আবার গঙ্গাজলে ধুয়ে) মদও একটু একুটু খান, অর্থাৎ ২।৪ বোতল! সভাপতির ধরণ দেখে সভার খুরে দণ্ডবৎ করে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া একটী মস্জিদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম—মোল্লা (বোধহয়) একটা-এক্সানম্বর টু রুমালেবেঁধে আল্লা আল্লা বলিতে বলিতে ঘরের ভিতরে ঢুকিল।

কলিকাতাবাসিদের ধর্ম্মানুরাগের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গোলদিঘীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম জনকতক উন্নতবাবু ভ্রমণ করিতেছেন——তাঁহারা পরস্পর বলাবলি কচ্চেন——"ঈশ্বর আবার কি? ঈশ্বর থাকিলেও তাঁহার উপাসনার আবশ্যক কি? ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্দেহ স্থল, ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর থাকিলেও অসম্পূর্ণ, কেননা পৃথিবীস্থ কোন বস্তুই সম্পূর্ণ নয়, কেবল অসম্পূর্ণ

সব নিষ্ঠুর———কেননা গর্ভযন্ত্রনা প্রভৃতি আমরা অনেক দেখতেপাচ্চি, আর আমার মতে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না” আমি শুনিতে শুনিতে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম, এবং বলিলাম “মহাশয়েরা মার্জ্জনা করিবেন যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে”——

সকলে। কি কি ?——

আমি। “ঈশ্বরের বিবেচনা শক্তি নাই—কেননা তোমাদের বুদ্ধি গর্দ্দবের তুল্য দিয়াছেন, অথচ ল্যাজ্ দেন নাই—কি অবিবেচকতা !!!”

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই চতুর্দ্দিক হইতে ঘুসি বৃষ্টি হইতে লাগিল। একবেটা উড়ে ম্যাড়া গোলদিঘীতে জল নিতে আসিয়াছিল, সে চিৎকার করিয়া বলিল “আরে—বাবুটীকে মারিকিরি যে পকাই দিলা !”

‘উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে’—আমাকে ত্যাগ করিয়া পাষণ্ডগুলি নির্দ্দোষী উড়ের প্রতি ধাবমান হইল ; আমি এই অবকাশে উচ্চস্বরে দৌড় !

গোলদিঘী হইতে রাস্তায় উপস্থিত হইয়াই দেখিলাম এক বেটা মাতাল-সেলার ঢুলিতে ঢুলিতে যাইতেছে, সে মারামারি দেখিয়া “গোলদিঘীতে” ছুটীল, বীরপুরুষ ভায়ারা সাদামুখ দেখিয়া “ঈশ্বর রক্ষাকর” বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পালাইলেন,——আমিও তথা হইতে প্রস্থান করিয়া আস্তে আস্তে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

# চতুর্থ দর্শন।

———ono———

## (চিকিৎসা বিভাগ)

বাসায় আসিরা শীরঃপীড়ায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। ক্ষীরোদবাবুর হমিওপ্যাথিতে যৎকিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি ছিল, তিনি বলিলেন "আমাদের মতে বলে বিষে বিষক্ষয়; তুমি যদি তাই সহ্য কর, তবে তোমার মাথায় একটু আঘাত করি—এই মুহূর্ত্তেই আরগ্য" আমি বলিলাম "মারটারনয় ঔষধ দেওত খেতে পারি" ক্ষীরোদবাবু অবিলম্বে বাক্স হইতে একটা ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিয়া, তন্মধ্যে একটী সূচাগ্রভাগ ডুবাইলেন এবং সেইটী এক ঘড়া জলের ভিতর নিক্ষেপ করিলেন। অঘোরবাবু (ক্ষীরোদ বাবুর ফ্রেণ্ড) বলিলেন "নানা ষ্টং ডাইলেশ্যান" এই বলিয়া সেই ঘড়া হইতে আর একফোটা জল লইয়া আর এক ঘড়ায় নিক্ষেপ করিলেন, এবং সেই ঘড়া হইতে এক ফোটা লইয়া একগ্ল্যাস জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন। এমন সময় একজন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন: ক্ষীরোদবাবু বলিলেন "আরে ভালই হোল ডাক্তারবাবু এসেছেন প্রমথবাবু! মাথার বেদনায় একটু Noxvomica দিলে হয়না?" ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন "আমাদের Alopathi কে আমার বোধ হয় দুইগ্রেন ক্যাট্রয়েল (চিন্তা) কেন কার মাথার বেদনা হইয়াছে"?

ক্ষীরোদবাবু আমার সহিতে প্রমথবাবুর পরিচয় করাইয়া দিয়া কহিলেন "ই'হার"।

প্রসন্নবাবু হাত দেখিয়া ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "এত পিওরপায়েল্ ফিবারের উপক্রম দেখ্‌ছি—অর্থাৎ যাহাকে ল্যাটিনে হেডেইকা-ইণ্ডিকা বলে। বিয়ারাম শক্ত, যাহউক খানিক্‌টে Tincture Iodine খাইয়ে দেও, আর তিন গ্রেন Castoroil এর সঙ্গে এক আউন্স Cincona. মিসিয়ে Iceএর সঙ্গে মাথায় লাগিয়ে দাও কিঞ্চিৎ Indianink দিলে আরো ভাল হয়। আর যদি গায়ের Inflamation হয় তবে একফোটা White varnish লাগিয়ে দিও"।

আমি যদ্যপিও ডাক্তার নহি, কিন্তু কতক কতক ঔষুধের গুণ জানাছিল—আমি তাঁহার ব্যবস্থা শুনিয়া অবাক্ হইলাম!

ডাক্তারখানায় লোক গেল এবং অল্পক্ষণ পরে আসিয়া বলিল "ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার বল্লে যে ডাক্তারের মুখে গোবর দিয়ে ছাঁচ তুলে আন, তবে ঔষধ পাবে" কষ্টের সময় আমার হাঁসি পাইল আমি হাঁসিয়া ফেলিলাম।

প্রমথবাবু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন "এদের নীচতা ভিন্ন কিছুই প্রকাশ হচ্চেনা—অতি নীচপ্রকৃতি, একজন রোগী মরে যায়, এরা কিনা রহস্যে মত্ত। আর বাঙ্গালিজাত কত হবে"। বাঙ্গালির নিন্দায় পাঁচ ছয় জন ফ্রেণ্ড লাফাইয়া উঠিলেন। মহাকলহ—অবশেষে প্রমথবাবু সকলকে নীচ, ও অভদ্র স্থির করিয়া বকিতে বকিতে প্রস্থান করিলেন।

---

# পঞ্চম দর্শন।

——ooo——

## ( বিদ্যা বিভাগ )

আমার শীরঃপীড়াটা অনেক পরিমাণে আরোগ্য হইল। পরদিবস প্রাতে আহারাদি করিয়া নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম।

অদ্য কলেজ, স্কুল প্রভৃতি দেখিবার মনস্ত করিয়া প্রথমে পটলডাঙ্গা Fifty five এ জনকতক ফ্রেণ্ডের সহিত সাক্ষ্যাৎ করিতে যাইলাম। সাক্ষ্যাতাদির পর খানকতক ভাল রকমের বাঙ্গালা পুস্তক ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়া ক্যানিং লাইব্রারিতে প্রবেশ করিলাম।

আমাদের "National Thakor-spink and Co." কিন্তু ছাই বাঙ্গালা ভাষায় কি বহি আছে? বহি আছে অনেক, কিন্তু বহি একখানিও নাই; নভেলের মধ্যে বিষবৃক্ষ, স্বর্ণলতা প্রভৃতি খানকতক, নাটকের ভিতর নীল-দর্পণ সুরেন্দ্রবিনোদিনী, সধবারএকাদশী, প্রভৃতি খানকতক। কাব্যের মধ্যে পলাশির যুদ্ধ; মেঘনাদ; হেমবাবুরকবিতাবলি প্রভৃতি খানকতক। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্যেরত কথাই নাই। বর্ণপরিচয়, শিশুশিক্ষা, কথামালা,!

এই সকল চিন্তা করিতেছি এমন সময় ঢংকরে একটা বাজিল, আর দক্ষিণ দিক হইতে গুড়ুম্ করে একটী শব্দ হইল। আমি আস্তে আস্তে গোলদিঘীতে উপস্থিত হইলাম। পিপী-

লিকার ন্যায় এক এক করিয়া অসংখ্য ছাত্রে গোলদিঘী পরি-পূর্ণ হইয়া গেল।

একে পূর্ব্ব দিবসের পর্য্যটন-শ্রম, তাহাতে শীরঃপীড়া, তাহাতে চৈত্রমাসের ভয়ানক রৌদ্র, তাহাতে আবার মিউনি-সিপালদের যত্ন সঞ্চিত ধুলায় আমার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল—পৃথিবী ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল—চক্ষু অন্ধকার হইয়া আসিল, আমি আর দাঁড়াইতে পারিলামনা—একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়িলাম।

মৃদুমন্দ উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন সমীরণে শরীরটা অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে ভাল বোধ হইল। আমি শরীর স্বতেজ করিবার নিমিত্ত অল্পমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলাম—ঔষধের গুণে কিঞ্চিৎ ঘুম আসিল—ঠিক্ ঘুমনয়, অথচ কেমন একটু ঢীপ্‌সিগোচ।

আমার বোধ হইল যেন—আমার সম্মুখস্থ গোলদিঘী ক্রমে ক্রমে দীর্ঘদিঘী হইতে লাগিল,—ক্রমে আরো বৃহৎ—ক্রমে সমুদ্র রূপে পরিণত হইল।

দেখিলাম যেন একখানি নৌকা; তাহার উপর আমি ভাসিতেছি। দেখিতে দেখিতে সমুদ্রে অনেক দ্বীপ মাথা ভাসিয়া উঠিল। কল্পনাদিদি আমায় হাওয়া কচ্ছিলেন—তিনি আমাকে একে একে সেই সাগরের ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। বল্লেন—

“এটা কলিকাতার ছাত্রমণ্ডল—ঐ যে কতকগুলিন অল্প বয়স্ক, লাটুহাতে পরস্পর ঘোড়া ঘোড়া খেলিতেছে; এর মুখে ও দড়ি লাগাইতেছে, এদের অবস্থাকে পোড্ডিম অবস্থা বলে।

আবার ঐযে এক জায়গায় কতগুলিন ছেলে মাথায় এল-

বার্ট ফ্যাসন পাথনা উঠেছে, বুকে কালাপেড়ে চাদর বাঁধা, গোলাপিখিলি চিবুতে চিবুতে নস্য নিচ্ছে,—আর পরস্পর ইয়ারকি দিচ্ছে ও রাজা উজীর মাচ্ছে, মুখে 'নারিরি,' 'হাঁ বাবা,' 'খুড়ো' 'সালা' প্রভৃতি শব্দের শ্রাদ্ধ কচ্চে,—এরাই ইয়ার অবতার। ইহাদের অপেক্ষা যাহারা আরো উন্নত হয়েছে; অর্থাৎ যাহারা দুই এক গ্লাস টান্‌তে শিখেছে; গলায় বেলফুলের মালা দিয়ে সন্ধ্যারপর চীৎপুর-রোডের সুমধুর হাওয়া খেতে শিখেছে, ক্রেপের চাদর, পিরান, ও লেডিসুজ ব্যবহার করিতে শিখেছে তাহারাই চূড়ান্ত ইয়ার অবতার।

এদিকে ঐ যে কতকগুলিন বওয়াটেছেলে আস্তেন গুটিয়ে, কোমরে চাদর বেঁধে, পাঞ্জাবি পিরান গায়ে দিয়ে, ছাতি ফুলিয়ে চলেছে; এবং নির্দ্দোষিকে মাচ্চে, সাদামুখ দেখে পালাচ্চে, মুখে চুরট্, সিদ্ধি, কার কার বা মদের গ্লাস, ওরাই গুণ্ডা অবতার।

আর ঐ যে কতকগুলিন ছাত্র চোকে চসমা, গালে ছাগল দাড়ী; গায়ে চোগা, চাপকান, প্রায়ই বেঁটে বেঁটে শীর্ণকায়, দুর্ব্বল ১০।৫টী করে এক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কেউ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তর্ক কচ্চে, কেউ কেউ সেক্ষপিরের সহিত কালিদাসের তুলনা কচ্চে, বাঁধা গদ আওড়াচ্চে, রাজনীতি লয়ে আন্দোলন কচ্চে, কেউ কেউ সমাজে যাচ্চে. ব্রাহ্ম হচ্চে, স্ত্রী-স্বাধিনতা, বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা প্রমাণ কচ্চে, এবং ভারতের উন্নতির জন্য গম্ভীরভাবে তর্ক বিতর্ক কচ্চে, ওরাই উন্নতদল মধ্যে গণ্য।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক হইলে তাহাদিগকে ইচড়েপাকা বলে।"

কল্পনাদিদি একটু হেঁসে বলিলেন; "আর ঐযে বটী হাতে, পটকা পকেটে, এবং পিচ্‌কিরি কোমরে বাঁধা, ওরাই ভারতোদ্ধার-বর্ণিত, স্বদেশ-বৎসল-দলমধ্যে গণ্য।*

আর কতকগুলিন গোঁড়াদলমধ্যে গণ্য, ঐ দেখ কেহ কেহ ইংরাজের গোঁড়ামি কচ্চে, কেউ কেউ কেশববাবুর গোঁড়ামি কচ্চে; কেউ কেউ আর কাহারো গোঁড়ামি কত্তে না পেরে নিজে নিজেরি গোঁড়ামি কচ্চে।"

কল্পনাদিদি বল্লেন "বাছা একটু ওঠত, অনেক বকেছি একটু জল খাব জল পিপাসা হয়েছে" এই বলে যেমন নৌকা হতে জলে হাত দিবেন অমনি ডিগবাজি খেয়ে ঝপাৎকরে জলে পড়ে গেলেন; আমি তাঁকে ধোত্তে যেমন ঝাঁপ দিব, অমনি এক পাশে অতিরিক্ত জোর হওয়ায়, সার আইজাক নিউটানের মতানুসারে নৌকাখানি ডুবে গেল। এমন সময়ে আমার টিপ্‌সি ছুট্‌লো, আমি উঠে গোলদিঘী ত্যাগকরে দ্রুতপদে পূর্ব্বমুখে চলিলাম। কতকদুর আসিয়া একটী বাগান দেখিলাম। দেখিলাম-তাহার মধ্যে জনকতক বালক কেহ ঘোড়ায় চড়িতেছে, কেহবা দৌড়াইতেছে, কেহ চীৎকার করিতেছে, কেহ কেহবা যুথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায় একাকী ভ্রমণ করিতেছে। একটী পথিককে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল এটী রাজেন্দ্র মল্লিকের চিড়িয়াখানা;

---

* ভারত-উদ্ধার নামক গ্রন্থ দেখ মূল্য।• আনা, ক্যানিংলাইব্রেরি।

আর একজন বলিল না এটা পাগলাগারদ। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম। আমার পার্শ্ব দিয়া একজন বালক ইংরাজি কবিতা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। তাহার গুটী-কতক আমার স্মরণ হইতেছে——

"—Home is the sacred rifuge of our life
secured from all approaches but a wife"

"————————Home is the resort
of love, of joy, of peace, and plenty where
supporting and supported polished friends
and dear relation mingle into bliss.
—When I think of my own native land
In a moment I seen to be there
but alas! recollection at hand
soon hurries me back to despair"

আমি তথা হইতে প্রস্থান করিলাম এবং আমার পরিচিত জনৈক বন্ধুর বাটীতে গেলাম। তথায় বাবু কেদারেশ্বর সান্যালের নিকট সেই স্থানের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বাসাভিমুখে গমন করিলাম। কিন্তু হটাৎ পশ্চাতে দেখি একখানা রেলওয়ে মেদিনী কাঁপিয়ে চলেছে, আমার অসাবধানতা প্রযুক্ত দুই একঘা চাবুকও যে খেতে না হয়েছিল, বলিতে পারিনা; তাহাদের আচার ব্যবহারে বোধ হইল যেন সহর তাহাদের ইজারা—ফল মরেলটিচিং (অর্থাৎ যাহাকে আমরা নীতিশিক্ষা বলি) বোধ হয় তাহারা অল্পই পাইয়া থাকেন।

## ( দেশীয় উচ্চসম্প্রদায়। )

পরদিবস প্রাতে আহারাদি করিয়া বহির্গত হইতেছি। ইচ্ছা, কলিকাতার বড়লোক গুলিন কেমন, একবার দেখিতে পাইলে হইত। এমন সময়ে ক্ষীরোদবাবু বলিলেন "আজকে একটা প্রকাণ্ড মিটিং দেখতে যাবে?" আমি উত্তম সুযোগ বুঝিয়া বলিলাম, 'চল'

মিটিং—হলে উপস্থিত হওয়া গেল, কিন্তু লোকের এতই ভিড়, হইয়াছে—বসিবার স্থান নাই। একজন বড়লোক বক্তৃতা করিতেছেন। আমি ক্ষীরোদবাবুকে বলিলাম "তুমিত অনেক জান, কার কি নাম বল দেখি?"

ক্ষীরোদবাবু বলিলেন———

"বক্তা একজন বিখ্যাত লোক, সিবিলিয়ান্, পূর্ব্বে ইংরাজদের বড় গোঁড়া ছিলেন, এখন বিপরীত। তার পাশে ময়মনসিং গৌরব।

ঐ যে তিনজন এক জায়গায় বসে আছেন, উহার মধ্যে যিনি অমাবস্যার পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল কাঞ্চন বর্ণের প্রভা বিস্তার করিতেছেন, উনি একজন সম্পাদক—বড় উচিত বক্তা; প্রাণান্তেও কাহারও খোষামদ করেননা। শীর্ণকায়, দুর্ব্বল, উনি একজন মহারাজা; ভার্ণেকিউলার বিল্লের দিন বেস বলেছিলেন, ইংরাজরা তাক্‌মেরে গিয়েছিল। আর ঐযে গম্ভীরমূর্ত্তি—দেখ্‌লে একজন বিদ্বান বলে বোধ হয়—মোড়াসা মাথায়—উনি স্বীয় কলমের জোরে, এতদূর উন্নতি করেছেন। পুরাবৃত্ত লিখিতে ভারতবর্ষে উহাঁর ন্যায় অতি কম লোকেই আছে! পূর্ব্বে বড় উচিত বক্তা ছিলেন। তিন জনে বেশ প্রণয় আছে।

চস্‌মা চোখে, মোটা—উনি একজন বড় বুদ্ধিমান্, স্বীয় চতুরতায় উনবিংশ শতাব্দীতে উনি যে পদে উপস্থিত হইয়াছেন অতি কম্ লোকেই তা পারে—বাহাদুরি আছে! কিন্তু পতিত ধরণীতলে।

আর ঐযেব্রাহ্মণ পণ্ডিত উনি একজন প্রকৃত দেশ-হিতৈষী।

ঐযে একজন বিবাহের বর সাজিয়া ঝিমচ্ছেন, উনি একজন রাজা।

ঐ যে শীর্ণকায়, উনি একজন ক্রিশ্চিয়ান্, বেশ বক্তা।

কোনায় দাঁড়াইয়া "জাতীয়তা জাতীয়তা 'বলিয়া' যে হাত নাড়িতেছে, ও একজন সম্পাদক; বড় 'ড্রইং' ভাল বাসেন"।

ভিড়ে আর থাকিতে পারিলামনা, আমরা বহির্গত হইয়া ইডেনগার্ডেন দর্শনাভিলাষে গমন করিলাম। ক্ষীরোদবাবু বলিলেন—"আর অনেক বড়লোক আছেন কিন্তু—"।

আমি বলিলাম "কলিকাতায় উচ্চসম্প্রদায় দেখিলাম, কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কাহাকে বড়লোক বলা যাইতে পারে"?

ক্ষীরো। "বড়লোক মানে কি"?

আমি। "মহতান্তঃকরণ, সচ্চরিত্র, দয়ালু, স্বদেশ-বৎসল, স্বার্থশূন্য, বিনয়ী-ব্যক্তি ইত্যাদি।" ক্ষীরোদবাবু হাসিয়া বলিলেন—"আমার বিবেচনায় তাহা নহে, সভ্যজগতে শঠ, প্রবঞ্চক, স্বার্থপর, লোভী, খোষামুদে, কপটী ব্যতীত অতিঅল্প লোকেই বড়লোক হইতে পারে"।

আমি। তবে এরা কি তাই?

ক্ষীরো। না, না, এঁরা বাদ

আমি মনে মনে বলিলাম,——

সভায় বড় বড় বক্তৃতা প্রদান করিলেই, বড়লোক হয়না। প্রজার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া, চাঁদার খাতায় লক্ষটাকা দান করিলেও বড়লোক হয়না। হাঁতে—হাঁ, নাতে—না, আপ্‌কি-ওয়াস্তে বলিয়া মহারাজ, ধীরাজ টাইটেল পাইলেও বড়লোক হয়না। খপরের কাগজের এডিটার হইলেও বড়লোক হয়না। ফেটিং চড়িলেও বড়লোক হয়না। স্নান করিবার সময় দুই বোতল গোলাপপানি ঢালিলেও বড়লোক হয়না।

যাহার চিত্তউদার, অন্তঃকরণ সরল, যে পর-উপকারী—নিস্বার্থ পারাপোকারী, দয়ালু, লোকের অজ্ঞাতসারে দান করে, ধর্ম্মপথে চলে, কপটতা, প্রবঞ্চনা ত্যাগ করে; প্রকৃতপক্ষে সেই "বড়লোক" নতুবা টাইটেল, ও অর্থ থাকিলে যদি বড়-লোক হইত তবে সিরাজদ্দৌলাও বড়লোক। টাকা থাকিলেই যদি বড়লোক হয় তবে আগরা ব্যাঙ্কও বড়লোক। উচ্চৈস্বরে সভায় চীৎকার করিলেই, যদ্যপি বড়লোক হয়; তবে কুকুরও বড়লোক,—বুদ্ধন সহিসও বড়লোক"। ক্ষীরোদবাবু বলিলেন—"তুমি এত বক্‌চ কেন? বড়লোক আবার কে? পৃথিবীতে যদি বড়লোক থাকে তবে, তুমি আর আমি।

আমি। আর আমাদের রসিক পাঠক!!!

---

## ( কলিকাতার সাধারণ দৃশ্য )

অদ্য ক্ষীরোদবাবুকে বলিলাম—"আর বেশি বিলম্ব করিতে পারিনা, কাল রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি—আজকে আবার এই মাত্র একখানা পত্র পেলেম,—তাঁর বড় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়েছে, পত্রপাঠমাত্র হুজুরে হাজির হবার হুকুম হয়েছে,—আমিত ভাই আর দেরি কত্তে পারিনে।"

ক্ষীরোদবাবু বল্লেন—"আর দুই একদিন পরে যেও।" আমি বলিলাম "না, আজকে সন্ধ্যের ট্রেনে যাব।" ক্ষীরোদ-বাবু হাসিয়া বলিলেন, "বাড়ীমুখো বাঙ্গালী, রণমুখো সেপাহি" কয়েকদিবসের পরিশ্রমে, ও রাত্রের দুঃস্বপনে শরীরটে বড় খারাপ হল। আজ আর বেরুলেমনা অল্পমাত্রায় মাত্রা চড়িয়ে, কয়েক দিবসে আহারের জাগর কাটিতে লাগিলাম—অর্থাৎ যাহাকে শাদা কথায় সমালোচনা কহে।

আমি কোমর বেঁধে, কলম, কাগজ নিয়ে কলিকাতার রিভিউ কত্তে লেগে গেলাম। পাঠকগণকে বলা উচিত, আমি এই অবসারে আর এক মাত্রা চড়ালেম।

কলিকাতায় কয়েক দিবস পর্য্যটন করিয়া কলিকাতাবাসি-দিগের সাধারণ স্বভাব সম্বন্ধে অদ্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কলিকাতা, গঙ্গা, ওরফে হুগলি নদীর পূর্ব্বপশ্চিম অংশে স্থাপিত। দ্বিশতবর্ষ পূর্ব্বে এই স্থানে ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্যপশুর আবাস স্থল ছিল,—এইক্ষণে নরবানরের আবাস স্থান হইয়া উঠিয়াছে। সভ্যজগতের প্রায় সমস্ত দ্রব্য এই স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাহা যাহা থাকিলে যে কোন স্থান সভ্যজগতের নগর মধ্যে গণ্য হইতে পারে, কলিকাতার তাহার কিছুরই অভাব নাই।

প্রায় প্রতি মোড়ে মোড়ে মদের দোকান, বারাঙ্গনার অভাব নাই,—রাজপথে গ্যাসলাইট, ওয়াটার পাইপ, ও ড্রেনের অভাব নাই। বিদ্বানের অভাব নাই,—মূর্খের অভাব নাই,—নূতন নূতন হুজুকের অভাব নাই,—নূতন নূতন অবতারের অভাব নাই—চোরের অভাব নাই,—মিথ্যাবাদীর অভাব নাই,—প্রবঞ্চকের অভাব নাই। অতএব কলিকাতা সভ্য জগতের মধ্যে গণ্য।

কপটতা সভ্যজগতের একটী অলঙ্কার—কপটতা কলিকাতারও একটী অলঙ্কার। অতএব Euclid এর মতে কলিকাতা সভ্যজগতের মধ্যে গণ্য, কেন না "Things which are equal to the same things are equal to one anothers"

অধিকাংশ কলিকাতাবাসি সভ্যতার অনুরোধে সচরাচর অধার্ম্মিক,—মিথ্যাবাদী ও পরনিন্দক। কলিকাতাবাসি ললনাদের স্ত্রীশিক্ষা অনুরোধে লজ্জা অতি কম। কলিকাতাবাসিরা স্বভাবত যৎকিঞ্চিৎ ফাজিল। কলিকাতা ইস্কুলবয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক প্রকার অভদ্রতা, ও কুরীতি প্রচলিত আছে,—অনেক শিক্ষকও ছাড়া যান না। লর্ডমেকলি যাহা বলিয়াছেন কলিকাতাবাসি দিগের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও কতকটা সত্য বটে।

কলিকাতায় সুবর্ণবণিকরা ধনী—প্রেসিডেন্সি কলেজের

ছাত্রগণ অন্ধ,—ও বড় লোকগণ খোষামুদে বা উচিত বক্তা।

কলিকাতার সকলেই বাবু——উকীলবাবু, মাষ্টারবাবু, ক্যারাণিবাবু, মুচ্ছদ্দিবাবু, য়্যাপ্রেণ্টিন্‌বাবু, ষ্টেসনমাষ্টারবাবু, পোষ্টাফিস্‌বাবু, টেলিগ্রাফবাবু, বুকিংবাবু, খানসামাবাবু, দ্বারবানবাবু, ভিস্তিবাবু, ঘোড়াবাবু, গাড়ীবাবু, বাবু,—বাবু,—বাবু।

রিভিউ করিতে করিতে আমার বোধ হইল যেন আমার পার্শ্বদিয়া পোঁ, পোঁ করিতে করিতে রেলওয়ে দৌড়াইতে লাগিল। আমি ক্ষীরোদবাবু! ক্ষীরোদবাবু! বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলাম। ক্ষীরোদবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে"?

আমি বলিলাম "রেলতো এখন যায়, উপায়? আজকে আমায় যেন তেন প্রকারেন যেতেই হবে,—তোমাকে একটু Trouble নিতে হচ্চে, আমাকে না হয় টেলিগ্রাফে পাঠাইয়া দেও, আমি পথে রেল ধরে নেব এখন"। ক্ষীরোদবাবু হাসিয়া বলিলেন "আজকে কি কিছুমাত্রা বেশি হয়েছে?" আমার তখন জ্ঞান হইল আমি তখন বুঝিলাম বেলা ১০টা।

ক্ষীরোদবাবুর সহিত আহারাদি করিয়া বেলা ৪টার সময় রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম।

---

## ( বিদায়। )

পাঁচটা বাজিল—সাড়ে পাঁচটা বাজিল—ক্রমে ক্রমে ছয়টা বাজিল—গাড়ী ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাড়াতাড়ি দ্রব্যাদি তুলিয়া রেলে একপা দিয়া ক্ষীরোদ বাবুর সঙ্গে Shakehand করিতে করিতে কহিলাম "ক্ষীরোদবাবু! তবে ভাই মনে টনে রেখ" বাঁসি বাজিল—পোঁ—পোঁ—পোঁ।

পাঠক! আর না—গাড়ীচল্লো Good-by বেঁচে থাকিত আবার দেখা হবে। পাঠক! তোমাদের ছেড়ে যেতে মনটা কেমন কচ্চে—চিঠী লিখো—ক্ষীরোদবাবুর কাছে আমার ঠিকানা যান্তে পারবে।

ক্ষীরোদবাবু! তবে এখন আসি। ( বহিপ্রদান ) এই বহিখানি আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত—হাজার কাপি ছাপাইও—ভাল কাগজে—মূল্য চারিআনা।

আর দেখ——

( গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। )

দৌড়—দৌড়—শুনে যাও।

ক্ষীরোদ। "পাগল নাকি? গাড়ীর সঙ্গে কত দুর দৌড়িব।

আমি। আচ্ছা Then good-by——

পাঠক! বিদায়।

গাড়ী চলিয়া গেল।

# পরিশিষ্ট।

——০০০——

আমি ক্ষীরোদ চন্দ্র মুজমদার।

পর্য্যটকের সহিত আপনাদের ষ্টেসন পর্য্যন্ত দেখা সাক্ষাৎ ছিল—তিনি নিরাপদে বাড়ী পৌঁছিয়াছেন—শারিরীক ভাল আছেন তজ্জন্য পাঠকগণ চিন্তা করিবেন না।

রেলের ভিতর যে যৎকিঞ্চিৎ ঘটনা ঘটীয়াছিল—গ্রন্থকারের পত্রে তাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে—পত্র পরে প্রকাশ করা হইতেছে————ইতি।

পুনশ্চ।

তাহার অনুমতি অনুসারে তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত সাধারণে প্রকাশ করা হইল—কিন্তু ইহাতে মাথামুণ্ডু কিছুই নাই।

আমার মতে ইহা পড়িবার উপযুক্ত গ্রন্থ নহে—অতএব পাঠকগণকে আমি উপদেশ দিতেছি তাঁহারা অনর্থক ছয়-আনা পয়সা নষ্ট করিয়া এ বহি কিনিবেন না—কিনিলে তাহারাই ঠকিবেন——ইতি

পুনশ্চ।

আর একটি কথা———

আমি গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ঐ গ্রন্থ সাধারণ প্রকাশের উদ্দেষ্য কি? উত্তরে তিনি যাহা কহিলেন পাঠক-গণকে যানাইতেছি প্রেসমেন কিছু পয়সা পায়, দোকানদারের কিছু কাগচ বিক্রয় হয়, আর তাঁহার অদৃষ্টে কিছু নিন্দা!!!

নিবেদন

ক্ষীরোদ বাবু

# শ্রীহট্টের ভূগোল।

শ্রীস্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত।

দেশের বৃত্তান্তে যার, নাহি অধিকার।
বিদেশের বিবরণে, কি ফল তাহার॥

দ্বিতীয় সংস্করণ।

ঢাকা-রঘুনাথযন্ত্রে
শ্রীনন্দকিশোর বসাক প্রিণ্টার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৩ সাল। ৯ই ভাদ্র।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

# বিজ্ঞাপন।

প্রজাবৎসল ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অপার অনুগ্রহে দেশীয় শিক্ষার উপায় স্বরূপ পাঠশালা আদির দিন দিনই শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। দরিদ্র সন্তানের বিনা বা অল্পব্যয়ে বিদ্যা শিক্ষার পথ আবিষ্কার হইয়াছে। যাহাদের পুরুষ পরম্পরা বিদ্যার বিমল বিভায় বঞ্চিত ছিল, তাহারাও বিদ্যাই উন্নতির মূল বুঝিতে পারিয়াছে। এখন এমন গ্রাম নাই, এমন পরিবার নাই, যাহাতে লিখা পড়ার আলাপ শুনিতে পাওয়া না যায়। আবহমান কাল হইতে বিদ্যার গুণে অমুন্নত উন্নত হইতেছে, দাসপুত্র ও প্রভু হইতেছে, ইহা এখন আর কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। কিন্তু দেশের লোক যেরূপ বিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, নিতান্ত খেদের বিষয় এইযে, অধুনাপি উপযুক্ত পাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যা তদ্রূপ বৃদ্ধি পায়নাই। গ্রন্থের অভাবে দেশীয়েরা বিদেশের মর্ম্মজ্ঞ হইতেছে। স্বকীয় পৈতৃক ভদ্রাসনের চতুঃসীমা না জানিয়া অন্যের জমিদারীর জমির পরিচয় প্রদান, যেরূপ উপহাসের বিষয় নিজ জন্মভূমির বৃত্তান্তে অনভিজ্ঞ থাকিয়া ভিন্নদেশের বিবরণ পাঠও সেইরূপ হাস্যকর সন্দেহ নাই। যেরূপ প্রথমে আত্মোন্নতি পরে ক্রমশঃ পরিবার, গ্রাম, দেশ ও পৃথিবীর উন্নতি সাধনে চেষ্টা বিধিসঙ্গত, সেইরূপ স্বজিলার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া, পরে সমস্ত পৃথিবীর বিষয় অবগত হওয়াও অন্যায় নহে।

পাঠশালা প্রথম শিক্ষার স্থান, ইহাতে দেশীয় তাবদ্বিষয়ের সম্যগালোচনা অতীব কর্ত্তব্য। অনেক দরিদ্র সন্তানের পাঠশালার শিক্ষাই জীবনের শেষ শিক্ষা রূপে পরিণত হয়, এমতাবস্থায় স্বদেশের বৃত্তান্ত জানা থাকিলে যত উপকারের সম্ভাবনা, ভিন্ন দেশের বিবরণ পাঠে তাহার শতাংশের একাংশ উপকারের আশা করা ও বিড়ম্বনা মাত্র। উচ্চ শিক্ষার আশা করিলে, ভিন্ন দেশের বিবরণ পাঠ করা যদি ও নিয়মসঙ্গত, তথাপি সকলেরই প্রথম, স্বদেশের বিবরণে অভিজ্ঞ হওয়া অতীব কর্ত্তব্য।

আমি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া "শ্রীহট্টের ভূগোল" নাম দিয়া এইক্ষুদ্র পুস্তক খানা প্রকাশ করিলাম। ইহাতে ভৌগোলিক ও আনুষঙ্গিক ঐতিহাসিক বিষয় সংক্ষিপ্ত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এইক্ষণ যদি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও শ্রীহট্টস্থ ভদ্রবিশিষ্ট জনগণ উৎসাহ প্রদান করেন, তবেই সমস্ত শ্রমের সার্থক হইল বিবেচনা করিব। ইতি।

শ্রীস্বরূপচন্দ্র রায়।

—:০:—

# শ্রীহট্টের ভূগোল।

যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে পৃথিবী কিংবা তা-হার কোনও অংশের জল স্থল, রাজকীয় বিভাগ, উৎপন্ন দ্রব্য, শাসন বাণিজ্য এবং আনুষঙ্গিক প্রাচীন ও নূতন ঐতিহাসিক বিবরণ ইত্যাদি জানা যায়, তাহার নাম ভূগোল বিদ্যা।

পৃথিবী গোল; কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে। উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কিঞ্চিৎ চাপা। পৃথিবীর উত্তরাংশের নাম সুমেরু, দক্ষিণাংশের নাম কুমেরু।

পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত প্রাচীন মহাদ্বীপ ও নূতন মহাদ্বীপ। প্রাচীন মহাদ্বীপে আসিয়া ইউরোপ, আফ্রিকা, নূতন মহাদ্বীপে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। আমেরিকা পূর্ব্বে প্রাচীন মহাদ্বীপবাসীদের নিকট অপরিচিত ছিল। ১৪৯২ খৃঃ অব্দে মহাত্মা কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছেন।

পৃথিবীর পরিমাণ ফল প্রায় ৫ কোটী ২২ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গক্রোশ। তন্মধ্যে জল ৩ কোটী ৯২ লক্ষ ১০ হাজার, স্থলের পরিমাণ ১ কোটী ৩০ লক্ষ ৭০ হাজার। লোক সংখ্যা শত কোটীরও অধিক।

---

পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ।

১। জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রমাণ আছে যে, পৃথিবীর ছায়া চন্দ্র ও সূর্য্যে পতিত হইয়া গ্রহণ হয়। গ্রহণ সময়ে সেই ছায়া গোল দৃষ্ট হয়। পৃথিবী গোল না হইলে তাহার ছায়া গোল হইতে পারে না।

২। ড্রেক্, এন্‌সন্, কুক্, মেগেলেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাবিকগণ—পরিভ্রমণ করিয়া স্থির করিয়াছেন পৃথিবী গোল।

---

পৃথিবী স্বাভাবিক নিয়মে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। জল ও স্থল।

জল—প্রধান এই কয় ভাগে বিভক্ত। মহাসাগর, সাগর, হ্রদ, নদী, প্রণালী—ইত্যাদি।

মহাসাগর—যে লবণ ময় জলভাগ পৃথিবী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে মহাসাগর বলে। মহাসাগর পাঁচটী। ভারত, উত্তর, দক্ষিণ আট্‌লাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর।

সাগর—মহাসাগরের এক এক ভাগের নাম সাগর। +

হ্রদ—যে স্বাভাবিক জলের চতুর্দ্দিকে স্থল তাহাকে হ্রদ বলে, যথা নবিগঞ্জের নিকটস্থ অমৃতকুণ্ড।

নদী—যে জলস্রোত পর্ব্বত বা হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া সাগরাদিতে পতিত হয়, তাহাকে নদী বলে।

শাখানদী—যে জলস্রোত নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া সাগরাদিতে পতিত হয়, তাহাকে শাখানদী বলে।

উপনদী—যে জলস্রোত পর্ব্বতাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া নদীতে মিলিত হয়, তাহাকে উপনদী বলে। খোয়াই, লোবা ইত্যাদি।

---

+ হিন্দুশাস্ত্রে সাতটী সাগরের উল্লেখ আছে—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ (ঘৃত) দধি, দুগ্ধ, জল।

প্রণালী—যে ক্ষুদ্র জলভাগ, দুই বৃহৎ জল ভাগকে সংযুক্ত করে, তাহাকে প্রণালী বলে।

স্থল—মহাদেশ, দেশ, দ্বীপ, পর্ব্বত, যোজক, এই কয় ভাগে বিভক্ত।

মহাদেশ—যে ভূখণ্ডে অনেক দেশ আছে, তাহাকে মহাদেশ বলে। আসিয়া, ইউরোপ, ইত্যাদি।

দেশ—মহাদেশের এক২ ভাগকে দেশ বলে। যথা আসিয়ার অন্তর্গত ভারতবর্ষ।

দ্বীপ—যে স্থলের চতুর্দ্দিগে জল, তাহাকে দ্বীপ বলে। উহার কোনও দিগে জল থাকিলে উপদ্বীপ বলে।

পর্ব্বত—অতি উচ্চ প্রস্তরময় স্থানকে পর্ব্বত বলে। ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর পর্ব্বতকে পাহাড় ও টিলা বলে। পর্ব্বত শৃঙ্গকে শিখর কহে। ছত্রচূড়া, ছাড়ার গজ ইত্যাদি।

যোজক—যে ক্ষুদ্র স্থল ভাগ, দুই বৃহৎ স্থল ভাগকে সংযুক্ত করে, তাহাকে যোজক বলে।

নগর—যে স্থানে বহুলোকের বাস ও নানা দেশীয় বণিকেরা বাণিজ্য করে এবং ফৌজদারী

ও রাজস্ব সম্পর্কীয় প্রধান বিচারক বাস করেন, তাহাকে নগর বলে যথা শ্রীহট্ট।

জিলা বা ডিষ্ট্রিক্ট—যে ভূভাগ একজন মাজেষ্ট্রেট কালেক্টর বা ডিপুটী কমিসনর দ্বারা শাসিত হয়, তাহাকে জিলা বা ডিষ্ট্রিক্ট বলে।

বন্দর বা বাণিজ্য স্থান—যে স্থানে বা যে স্থান হইতে নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী রপ্তানি হয়, এমন নদী তীরস্থ স্থানকে বন্দর বা বাণিজ্য স্থান বলে। হবিগঞ্জ, বালাগঞ্জ ইত্যাদি।

মহকুমা ও সব্‌ডিবিসন—প্রজার সুবিধার জন্যে জিলার কতক স্থানের আদালত সম্পর্কীয় বিচারার্থ মুন্সেফ যে স্থানে অবস্থিতি করেন, তাহাকে মহকুমা এবং ফৌজদারীর বিচারক থাকিলে সবডিবিসন বলে, ক্রমে যথা, নবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ ইত্যাদি।

থানা—প্রতি জিলার কতক স্থানের শান্তি রক্ষক পোলিস যে স্থানে অবস্থিতি করেন, তাহাকে থানা; তদধীন শান্তি রক্ষকের অবস্থিতি স্থানকে আউট পোষ্ট বলে।

পরগণা—জিলার প্রধান প্রধান ভাগকে বা যাহার মধ্যে অনেক গ্রাম বা মৌজা থাকে তাহাকে পরগণা বলে। তরপ, ভাটেরা, ইত্যাদি।

গ্রাম বা মৌজা—যে স্থানে অল্প সংখ্যক লোক একত্রে পরস্পর সহায়তায় বাস করে, তাহাকে গ্রাম বা মৌজা বলে। সুকর, বল, শ্রীগৌরী ইত্যাদি। গ্রামের এক এক ভাগকে পল্লী, পাড়া বা হাটী বলে।

হাট—কতক গ্রামের সুবিধার্থ সেই সেই গ্রাম বা নিকটবাসী ব্যবসায়ীরা সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক নিয়মে যে স্থানে বসিয়া খরিদ বিক্রয় করে, তাহাকে হাট বলে। পুটী জুরীর হাট।

মেলা—কোনও বিশেষ সময়ে জিলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উৎপন্ন ও শিল্পদ্রব্যের উৎসাহ প্রদানের কারণ, কতক দিনের জন্য বহুলোকের সংস্থানকে মেলা বলে। শ্রীহট্টের মেলা।

উপত্যকা—পর্ব্বত বা পাহাড়ের সমীপবর্ত্তী সম ভূমিকে উপত্যকা বলে। যথা প্রতাড় গড়।

অধিত্যকা—পর্ব্বতের উপরিস্থ সমভূমির নাম অধিত্যকা। যথা দোয়ারার সমভূমি।

পোষ্টাআফিস বা ডাকঘর—যে আফিস হইতে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে পত্র পত্রিকাদি প্রাপকের নিকটে পহুঁছান অথবা অন্যত্র পাঠান হয়, তাহাকে পোষ্টআফিস বলে।

খোয়ার বা পাউণ্ড—শস্যাদি নাশক গো, মেষাদির দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ যে স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া ঐ সকল পশুর প্রতি নির্দ্দিষ্ট জরিমানা আদায় করা হয়, তাহাকে খোয়ার বলে।

—:০:—

## বিশেষ বিবরণ।

### শ্রীহট্টের সীমা।

শ্রীহট্টের উত্তরে খাসিয়া ও জন্তিয়া পর্ব্বত, দক্ষিণে পার্ব্বতীয় ত্রিপুরা, পশ্চিমে ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা, পূর্ব্বে—কাছাড় প্রদেশ। ইহার পরিমাণ ফল ৫৪১৪ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১৯৬৯০০৯।

—:০:—

রাজকীয় বিভাগ।

শ্রীহট্ট পাঁচ বিভাগে ( সবডিবিসনে ) বিভক্ত। (১) সদর বা শ্রীহট্ট, (২) সুনামগঞ্জ, (৩) হবিগঞ্জ, (৪) করিমগঞ্জ, (৫) মৌলবী বাজার।

| সদর সব ডিবিসন | লোক সংখ্যা | পরিমাণ ফল বর্গমাইল |
|---|---|---|
| বা শ্রীহট্ট | ৪৪৬৭৬৭...... | ১০৩৬ |
| সুনামগঞ্জ | ৩৮২৫৬০...... | ১৪৭১ |
| হবিগঞ্জ | ৪৮১০৫১. .... | ৯৮০ |
| করিমগঞ্জ | ৩৪৩৪২১...... | ১০৬৮ |
| মৌলবীর বাজার | ৩১৬২১৫...... | ৬৬৭ |
| নদী সমূহের | ...... | ৩১ |

রাজস্ব।

এই শ্রীহট্ট হইতে গবর্ণমেণ্টের নিম্নলিখিত বিষয়ে নিম্নলিখিত রূপ বার্ষিক আয় হইয়া থাকে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভূমির কর | ৬১০০৮৯ | বনকর ইত্যাদি বিবিধ | ১৩১৮ |
| জল কর | ২১১৯৮ | আবগারী | ১৪৫৩৮৭ |
| চূণার আকর | ৪০০০ | ষ্টাম্প | ৫৭৯৭৯৮ |

পোলিস

পাঁচ ডিবিসনের অধীনে মোট ১৫টি থানা ও তদধীনে ১৫টি আউটপোষ্ট ( ফাঁড়ি থানা )

আছে। পূর্ব্বোক্ত ডিবিসন, থানা ও আউটপোষ্ট ব্যতিরেকে সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট তিন স্থানে তিনটী গারদ রাখিয়াছেন। আলী নগর হিঙ্গাজিয়ার, আদমপুর—রাজনগরের, লঙ্গাই করিমগঞ্জ বা পাথার কান্দির অধীনে অবস্থিত।

এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট জলপথবাহী প্রজার নিরাতঙ্কে গমন এবং জলদস্যু তস্করাদির দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ চারিখানা পেট্রোলবোট, রাখিয়াছেন। উহার দুই খানা হবিগঞ্জ ও দুই খানা সুনামগঞ্জের পোঃ ইনিস্পেক্টরের অধীনে পরিচালিত হয়। ইহাকে সাধারণতঃ জল পোলিস বলে।

ছোট বড় তাবৎ পোলিস বা শান্তি রক্ষক কর্ম্মচারী—চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) সিবিল পোলিস ৪১৮ জন (২) ফ্রন্টিয়ার ৩০৬ জন (৩) টাউন পোলিস ৩২ জন। (৪) গ্রাম্য পোলিস বা চৌকিদার ৪৫০০ জন। চৌকিদারের বেতন গবর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়া হয় না। সকল পোলিসের জন্য গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ১২১৭৩৫ টাকা ব্যয় দিতে হয়।

## প্রাচীন বিভাগ।

### সদর থানার অধীন।

সহর বা নিজ শ্রীহট্ট
পিত্তা পরগণা
শুদরালী ”
গঙ্গানগর ”
উত্তর কাচ ”
দক্ষিণ কাচ ”
ছন পাইড ”
ফুরকাবাদ ”
ভাদেশ্বর ”
রেঙ্গা ”
জলালপুর ”
বরায়া ”
মামুদাপুর ”
রানা পিঙ্গ ”
দোবাগ ”
চৈতন্য নগর ”
ঢাকা দক্ষিণ ”
ইছামতী ”
বাদে দেওরালী ”
বানাউট ”
পঞ্চখণ্ড কালা ”
আরেঙ্গাবাদ ”
মাটি কাটা ”
সাবাজপুর ”
বাহাদুরপুর ”
প্রতাপগড় ”
জফর গড় ”
পলড় চর ”
কুসিয়ার কুল ”
ডৌরাদী ”
এগার শতী ”
বারপাড়া পরগণা ”
রফি নগর ”
চোড় পাইড ”
আগিয়া পান ”
বার হাস ”
ঢাকা উত্তর ”
চৈতন্য নগর ”
সাহাবাদ ”
পাথারিয়া ”

---

### জলচুপের অধীন।

চাপঘাট পরগণা
ফতেছান নগর ”
ভুরণ ”

## রাজ নগরের অধীন।

ইটা পরগণা ”
সমসের নগর ”
আলী নগর ”
ইন্দেশ্বর ”
হাং পানি সাইল ”
ইটা পানি সাইল ”
ঘিলা ছড়া ”
ইন্দা নগর ”
ভানুগাছ ”
চৈতন্য নগর ”
ছয় ছিরি ”
আদমপুর ”

---

## নোওয়াখালির অধীন।

চুয়ালিশ পরগণা
সায়েস্তা নগর ”
চৌতলী ”
বালী শিরা ”
সাত গাঁও ”
সমসের নগর ”
চৈতন্য নগর ”

---

## ছাতকের অধীন।

(জাতুয়া) ”
হাং সুনাইতা ”
চৈতন্য নগর ”
ছাতক ”
চুহালিয়া ”
সিংচাপের ”
পাণ্ডুয়া ”
কৌড়িয়া ”
হাসনাবাদ ”
ইচা কলস ”
রফি নগর ”
গয়ার ”

---

## হিঙ্গাজিয়ার অধীন।

নঙ্গলা
ব্রহ্মচাল
কানি হাটা
ভাটেরা (ভট্টপাঠক) ”

---

## নবিগঞ্জের অধীন।

কসবা ”
বাজু সতর শতী ”
বাজু সুনাইতা ”
জলসুখি ”

দিনারপুর ”
সুজাবাদ ”
মান্দার কান্দি ”
চৌকী ”

---

## বালাগঞ্জের অধীন।

ডুলালী ”
হরিনগর ”
করণসী ”
শিকান্দরপুর ”
অরঙ্গপুর ”
বোয়াল জোর ”
বেত্রিকুল ”
লক্ষ্মীপুর ”
মোক্তারপুর ”
কুড়ুয়া ”
শহরপুর ”
আলিসাবনভাগ ”
বাজু বন ভাগ ”
কসাকাবাদ ”
চৈতন্য নগর ”

## মাধবপুরের অধীন।

লাখাই ”
বেজুড়া ”
উচাইল ”
মুড়াকড়ি ”
গয়েশ নগর ”
রিচি ”
কাসিম নগর
বাঘৈ

---

## হবিগঞ্জের অধীন।

তরফ ”
ফয়জা বাদ ”
গদাহাসন নগর ”
রঘুনন্দন ”
কুসাই নগর ”
আনন্দপুর ”
রেয়াজপুর ”
দাউদ নগর ”
নুরুল হাসন নগর ”
পুটীজুরী ”

### কানাই ঘাটের অধীন।

মূনাগুল ”
ফালজোর ”
সাতভাগ ”
জন্তিয়াপুর ”
ঝর্ণাফোঁদ ”
বাউর বাগ ”
বড়দেশ ”
পশ্চিমভাগ ”
বাজে বাজ ”
খরিল ”
চতুল ”
চাটিচা ”
জয়ন্তিপুরীরাজ ”
পাঁচভাগ ”

---

### সুনামগঞ্জের অধীন।

লক্ষণ ছিরি ”
পাগলা ”
চামতলা ”
পলাশ ”
লাউড় ”

### দিরাইর অধীন।

আতুয়া জান ”
খালিসা বেতাল ”
নৈগাঙ্গ ”
নাওরা বেতাল ”
জোয়ার বানিয়াচুঙ্গ ”
সিকসনাইতা ”

---

### ধর্ম্মপাশার অধীন।

সুখাইড় ”
ছেলবরস ”
বংশী কুণ্ডা ”
আটগাঁও ”

---

### করিমগঞ্জের অধীন।

লাতু ”
পাথারিয়া ”
বড়লেখা ”
ছোট লেখা ”

---

### বানিয়াচুঙ্গের অধীন।

বীথঙ্গল ”
জোয়ান সাহী ”
জলসুকা ”
বানিয়া চুঙ্গ ”

---

## নদী।

শূর্ম্মা, কুসিয়ারা, মড়কা ও বিবিয়ানা, বরাক, কালনী, ভেরামোহনা, লুবা, হাইর, বার, লাইন, গোয়ান, পিয়ান, খাসীমারা, পিনি, মাসিঙ্গ, কংশ, বৌলায়, লঙ্গাই, মনু, গোব্‌লা, বিজ্‌না, খোয়াই, শুতাং, কলকল্যা, বুড়িবরাক, বলভদ্র, কচুয়া, মাগ নটিয়া খাল, ধলাই, করাঙ্গী, সিংলা, আখালিয়া, শর্ষপনালী ইত্যাদি।

শূর্ম্মা — হরিটিকরের নিকট বরাক হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহা এই স্থানে কাটাগাঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই নদী বিয়াবাইল, লেবার পোতা কালীগঞ্জ, আটগাও, মুলাগুল, কানাইর, ঘাট, ছাগলী, রামদা, গোলাপগঞ্জ, শ্রীহট্ট, গোবিন্দগঞ্জ, ছাতক, দুহালিয়া, দোয়ারা, ব্রাহ্মণগাও, সুনামগঞ্জ, পাথারিয়া, ঠাকুরভোগ, গচিয়া, রনারচর, চরনারচর, শ্যামারচর, শ্রীয়াল, হইয়া আজমিরীর উজানে ভেরামোহনায়, পতিত হইয়াছে। দিরাইর উজান হইতে ভেরামোহনায় পতিতাংশে বারমাস নৌকাদির চলন হইতে পারে না।

২। কুসিয়ারা—মালুয়ার নিকট হইতে ভাঙ্গা, করিমগঞ্জ, বৈরাগী বাজার, ফেচুগঞ্জ, বালাগঞ্জ, বাহাদুর পুর আসিয়া একাংশ মড়কা ও বিবিয়ানা অপরাংশ বরাক নাম ধারণ করিয়াছে।

৩। মড়কা ও বিবিয়ানা —— বাহাদুর পুরের নিকট কুসিয়ারা হইতে নির্গত হইয়া সের-পুর, ইনাদগঞ্জ, আমড়াখাই, বসন্তপুর, হইয়া মনাখলীর উজানে ভেড়ামোহনায় পতিত হইয়াছে।

৪। বরাক——বাহাদুর পুরের নিকট কুসিয়ারা হইতে নির্গত হইয়া সরকারের বাজার, হায়দর গাজির বাজার, নবিগঞ্জ, শিবগঞ্জ, মান্দারকান্দী, নয়াবাজার, হবিগঞ্জ, রতনপুর, সুজাত পুর, হইয়া কড়িয়া আদম পুরের দেবালয়ের নিকট ভেরা মোহনায় মিলিত হইয়াছে।

৫। কালনী —— দিরাইর উজানে সুর্ম্মা হইতে নির্গত হইয়া দিরাই, রণভুঞি, তাড়ল, ধল, হইয়া মনাখলীর উজানে ভেড়ামোহনায় পতিত হইয়াছে।

৬। ভেড়ামোহনা —— মূল নদী নহে। কালনী, সুর্ম্মা, বিবিয়ানা প্রভৃতি নদীর সংমিলনে

উৎপন্ন। মসাখুলীর উজান হইতে আরম্ভ হইয়া পাহাড়পুর, সাহাগঞ্জ, আজমিরি কাকাইলছেও, যাইয়া দুই স্রোতে বিভক্ত হইয়াছে; এক স্রোত বীথঙ্গল, ও অন্য স্রোত ময়মনসিংহ জিলার মধ্য-দিয়া কালনার বাঁকের উজানে পুনরায় একত্র মি-লিত হইয়া কড়িয়া আদমপুর দিয়া লাখাইর নি-কটে ধলেশ্বরী নাম ধারণ করতঃ মেঘনায় মিলিত হইয়াছে।

লুবা—জৈন্তা পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া মু-লাগুলের নিকট শুর্ম্মাতে পতিত হইয়াছে।

হাইর—জৈন্তিয়া পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া জৈন্তিয়া প্রদেশের মধ্যদিয়া গোয়াইন ঘাট আং পোষ্টের উজানে গোয়াইন নাম ধারণ করিয়াছে।

বার—হাইর নদী হইতে নির্গত হইয়া পশ্চি-মাভিমুখে কতক দূর ধাবিত হওতঃ হাইর নদী গোয়াইন নাম ধারণ করার পূর্ব্বে পুনরায় তাহা-তেই পতিত হইয়াছে। জৈন্তিয়া ইহার তীরে অ-বস্থিত।

লাইন নদী—জৈন্তিয়ার হাওর হইতে নির্গত হইয়া হাইর নদীতে পতিত হইয়াছে।

গোয়াইন নদী — বারনদী হইতে নির্গত হইয়া গোয়াইনঘাট দিয়া শালুটিকরের উজান পর্য্যন্ত ঐ নামে ও তৎপরে শালুটিকর, রাজারগাও পীটারগঞ্জ হইয়া চেঙ্গার খাল নামে কালারুখার বাঁকে শূর্ম্মায় পতিত হইয়াছে।

পিয়াইন নদী—খাসিয়া পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ঠারিয়া ঘাট ও কোম্পানিগঞ্জের নিকট দিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিমাভিমুখে ছাতকের নিকট শূর্ম্মার পতিত হইয়াছে।

খাসিমারা—খাসিয়া পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া শূর্ম্মাতে পতিত হইয়াছে।

পিনি—শূর্ম্মা হইতে নির্গত হইয়া ধর্ম্মপাশার এলাকা দিয়া ময়মনসিংহ জিলায় প্রবেশ করিয়াছে। নির্গমন স্থান হইতে আমারি পর্য্যন্ত পদ্ম্যা নদী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হরিপুর, আমারি, কলকতখাঁ, ভাটীপাড়া ইহার তীরে অবস্থিত।

মাসিঙ্গ——ভরল বিল বা দেখার হাওর হইতে নির্গত হইয়া পান্না, ধরমপুর, দৌলতপুর হইয়া ধালীর নিকট শূর্ম্মাতে পতিত হইয়াছে।

কংশ—গারো পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া ধর্ম্মপাশা, রাজাপুর, দিয়া বৌলাইতে মিলিত হইয়া ধনুনাম ধারণ করতঃ পুনরায় ময়মনসিংহে প্রবেশ করিয়াছে।

বৌলাই—লাউড়ের নিকটস্থ খাসিয়া পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া তাহিরপুর, হরিপুর, সুখাইড়, রামপুর, দিয়া কংশে মিলিত হওতঃ ধনু নাম ধারণ করিয়াছে।

লঙ্গাই—দক্ষিণে জম্পাই বা ত্রিপুরা পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া তরকারবন্দ, পাথারকান্দি, নিলাম বাজার, দিয়া করিমগঞ্জের দক্ষিণ পশ্চিমে কুসিয়ারা নাম ধারণ করতঃ সুন্দরগঞ্জ, লাতু, জলঢুপ ইত্যাদি স্থান হইয়া অন্যান্য নামে বড়লেখা দিয়া জুরী নদীর সহিত মিলিত হইয়া হাকালুকিতে পতিতানন্তর ফেঞ্চুগঞ্জের উজানে কুসিয়ারায় পতিত হইয়াছে

মনু——কয়লা সহরের নিকটস্থ ত্রিপুরা পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া দত্তগ্রাম, লালবাগ, তারাপাশা, ভাঙ্গারহাট, কদমহাটা, মৌলবীর হাট, নওয়াখালী, আখাইকুড়া কাজিরবাজার দিয়া

বাহাদুরপুরের উজানে কুসিয়ারা নদীতে মিলিত হইয়াছে।

গোবলা——বালিশীরা ও সপ্তগ্রামের পর্ব্বত হইতে নির্গত ছড়া সমষ্টির জল হাইল হাওর হইতে বহন করিয়া সমসেরগঞ্জ আথানগিরী ইমামগঞ্জ, দেবপাড়া হইয়া হায়দরগাজীর বাজারে বরাকে পতিত হইয়াছে।

বিজনা—গোবলা হইতে নির্গত। থাগাউরা বাজার হইয়া সুঙ্গিয়াজুরী দিয়া বরাকে পতিত হইয়াছে।

খোয়াই——ত্রিপুরা হইতে নির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে আসাম পাড়া, রাজার বাজার, কলিমগঞ্জ, মুচিকান্দা, গাজীগঞ্জ চাঁদভাঙ্গা, তুঙ্গেশ্বর, লস্করপুর, বাছিরগঞ্জ, সাইস্তাগঞ্জ, কালীগঞ্জ, মসাজান, মাছুলিয়া, হইয়া হবিগঞ্জে বরাকে পতিত হইয়াছে।

সুতাং—খোপানী মুড়া কারী থানার নিকটস্থ পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া সাহাজির হাট, শঙ্করপাশা, বেকীটেকা, বুল্লা, দিয়া নাখাইর নিকট ধলেশ্বরীতে মিলিত হইয়াছে।

কলকল্যা—লাখাইর নিকট ভেড়ামোহনায় হইতে নির্গত হইয়া ত্রিপুরা জিলায় প্রবেশ করিয়াছে।

বুড়ি বরাক—আমিরুদ্দিন খাল হইতে নির্গত হইয়া তাজপুর দিয়া মরকাতে পতিত হইয়াছে। ইহার তীরে সাদীপুর।

বলভদ্র—বেজুড়ার নিকটস্থ লক্ষীপতি পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া মূড়াকইর দিয়া কলকল্যাতে পতিত হইয়াছে।

—:०:—

পর্ব্বত।

বিশ গায়ের পাহাড়——দক্ষিণে ত্রিপুরা পর্ব্বত হইতে আরম্ভ হইয়া পুটীজুরী দিয়া দিনারপুর পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত আছে। দক্ষিণে চাবাই ছাড়া নামে ইহার একটী উন্নত টীলা আছে। এই পর্ব্বতের দক্ষিণাংশের নাম রঘুনন্দন।

লক্ষীপতির পাহাড়—তরফ ও বেজুড়ার মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বিস্তৃত আছে। ইহার অন্য নাম ইটাখলার পাহাড়।

বালীশিরার পাহাড়—দক্ষিণ উত্তর, নোওয়াখালী ও রাজনগরের মধ্যে। ইহার প্রধান শৃঙ্গ চূড়ামণি টীলা।

বাড়ুয়া পাহাড়—দক্ষিণ হইতে উত্তর, রাজনগর, হিঙ্গাজিয়ার মধ্যে। ইহার পশ্চিমে ইটা, আলীনগর, সমসের নগর, ইন্দেশ্বর, ইনানগর, পানিনাইল, পূর্ব্বে কঙ্গলা, ব্রহ্মচাল, ভাটেরা, কানীহাটী, ইত্যাদি স্থান। ইহার প্রধান শৃঙ্গ পাকীবার টীলা। এই পাহাড়ে রাজা সুবিদ নারায়ণের দুর্গ ছিল।

ছত্রচূড়া—দক্ষিণ হইতে উত্তর, শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের মধ্যে। চাড়ার গড়—লংলার পূর্ব্ব দিগস্থ পাহাড়ের অত্যুচ্চ টীলা।

জম্পাই—লাতু ও রাজনগর থানার এলাকার দক্ষিণ। বারউলনী টীলা—গোগান ঘাটের উত্তর হইতে পশ্চিমে। লাউড়ের পাহাড়—লাউড় পরগণার উত্তরে। পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এই পর্ব্বতে হিন্দুদের পণা ও দেওয়ানশীল, মুসলমানদের—বরদরগা বলিয়া প্রসিদ্ধ স্থান আছে।

এতদ্ভিন্ন নিজ শ্রীহট্টে অনেক টীলা আছে। তন্মধ্যে মনারার টীলা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই টীলায় শ্রীহট্টের শেষ রাজা গৌর গোবিন্দ বাস করিতেন।

——:০:——

মাঠ বা হাওরের নাম।

সুনামগঞ্জে——দেখার হাওর, মাটিয়াইন, শনির হাওর। হবিগঞ্জে—ঘুঙ্গিয়াজুরী। নওয়াখালীতে হাইল হাওর। নবিগঞ্জে—কাউয়াপাশা। রাজনগরে——কেওরাদিঘীর হাওর। হিঙ্গাজিয়ায়—হাকালুকী। করিমগঞ্জে—শন, রাতা হাওর। তাজপুরে—লেঙ্গুরার হাওর। এতদ্ভিন্ন আরিকামানী, ঝাছা, টাঙ্গুয়া, জঙ্গিয়া, ভানুবিল, খইয়াউড়া, দীঘাবিল, চাতলবিল, ভুরলবিল, বড়ধুরা, ধলিয়া এবং জলডুবের হাওরও অনতিপ্রসিদ্ধ।

——:০:——

প্রাকৃতিক শোভা।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে শ্রীহট্ট প্রাকৃতিক শোভায় অগ্রগণ্য। ইহাতে সুবিস্তৃত শ্যামল

অনেক মাঠ বিদ্যমান রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও পর্ব্বত শ্রেণী নানা জাতীয় ফল ফুল ও পাদপে পরিপূর্ণ হইয়া জনগণের মানসমুগ্ধ করিতেছে। এসমস্ত পর্ব্বতাদি দিনহীন লোকের পিতৃস্থানীয়। এইসকল পর্ব্বতোৎপন্ন স্বভাব জাত দ্রব্যজাতে দরিদ্রগণ নিয়ত প্রতিপালিত হইতেছে। মাঝে ২ অনতিউচ্চ শিখর (টীলা) দণ্ডায়মান থাকিয়া বীরপুরুষের ন্যায় সগর্ব্বেই যেন শ্রীহট্টের একতা তেজস্বিতা প্রদর্শন করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রস্রবণ, * লোকের —পশুপক্ষী প্রাণী মাত্রের অকাতরে তৃষ্ণাদূর করিতেছে। নদ, নদী, খাল, বিল, অনতিপ্রখর ভাবে, সতত লোকের হিত সাধনে বিরত রহিয়াছে। এঅঞ্চলে পদ্মার ন্যায় সর্ব্বগ্রাসিনী নদী নাই, সুন্দর বন অথবা ভাওয়ালের জঙ্গলের ন্যায় অপকারী অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়না। অনেক পর্ব্বতের জলবায়ু রোগীর পক্ষে ঔষধ, শোকীর পক্ষে শান্তিদায়ক।

---

* দিনার পুরের নিকটবর্ত্তি ফুলতলার টীলায় একটি প্রস্রবণ আছে। এতদ্‌ভিন্ন স্থানেং আরো অনেক প্রস্রবণ আছে।

খনিজ ও শিল্প।

লাউড়ের পর্ব্বতে লোহা, লাউড় ও জন্তিয়ার অধীন জাফ্‌লঙ্গ ছাতকের অধীন ওত্‌মা প্রভৃতি এবং আগুয়ার অধীন বরম্‌ পর্ব্বতে অপর্য্যাপ্ত চূণাপাথর ও কাছাড়ের সীমায় মীরআর্‌ফিন্‌ নামক দরগার নিকটবর্ত্তী ঝান্না ছড়ায় মেটেতৈল পাওয়া যায়। এতদ্‌ভিন্ন অনেকানেক স্থানে নদীজলে নানাবিধ ধাতুর রেণুকা দৃষ্ট হয়। অনেকে অনুমান করেন, এপ্রদেশে লবণ * সোণা, রূপা, পাথরিয়া কয়লারও † আকর আছে; কিন্তু কবে কাহার দ্বারায় উচিত রূপে আবিষ্কৃত হইয়া রত্নগর্ভা নামের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে কে বলিতে পারে?

শিল্প দ্রব্যের মধ্যে হাতীর দাঁতের পাটী,

---

* এগারশতী পরগণায় ডলু চাঁদ খাণীর পাহাড়ে সুপ্রসিদ্ধ জমীদার গিরিশ বাবুর অধিকারে লবণের আকর আছে। স্থানীয় লোক উহাকে খুণীর লবণ বলে। ঐ পাহাড়ের ছড়া বিশেষের জল জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে এই লবণের আকর খুনীর বংশীয়দের ব্যবসায়ের অধীন ছিল।

† ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে লক্ষ্ণলায় কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়।

বাক্স, চিরুণী, বগুলা, পাশা, পাখা, শঙ্খ। বেত ও বাঁশের মোড়া, পেটেরা, লস্করপুরের উর্ণীচাদর, কুপ্তের কার্য্য, সোণার তবক্, লবঙ্গ ইত্যাদির উপর সোণারূপার গিল্‌টি; রাজনগরের লোহার জিনিস্, লাউড়ের কাষ্ঠ নির্ম্মিত হুকার নল, এতদ্ভিন্ন সাধারণ পাটী, শপ, মণিপুরী খেস, মশারী, তালের পাখা, খেলনা, ফুলের মালা, নিতি লাঠি, কাগজের ছাঁদ নির্ম্মাণ প্রভৃতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

---

রপ্তানি ও আমদানী।

ধান্য, চূণ, চর্ম্ম, মহিষের সিং, দারুচিনী, চাউলমুগরীর তৈল, গন্ধমাত্রা, বুরী, কয়লা, আলু, সর্ষপ, তিসি, চাউল, কমলা, কমলামধু, আগর, আগর তৈল, লা, পাটী, পেটারা, কাপড়, ও লোহার জিনিস, মোম, লালী গুড়, হাতীর দাঁত, তৈল, ঘৃত, ছন, মূলীবাঁশ, চাঁচ, তেজপাত, বারকোষ, শুষ্ক মাছ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

আমদানীর মধ্যে লবণ, তৈল, ডাইল, তামাকু

কাপড়, নারীকেল, বিলাতি নানা প্রকার দ্রব্য, সোণারূপার অলঙ্কার, তুলা, মাটীর জিনিস্, চিনী, গন্ন, বাঙ্গালাকাগজ, নারীকেলের হুঁকা প্রভৃতি প্রধান।

---

গ্রাম্য ও আরণ্য জন্তু।

গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে গো, মেষ, মহিষ, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি প্রধান। আরণ্য জন্তুর মধ্যে হস্তী,* হরিণ, মহিষ, বরাহ, শৃগাল, শজারু, নেউল, ব্যাঘ্র, বনরোহিত, শশক। পাখীর মধ্যে তোতা, তোতী, শ্যামা, ময়না, রাজহাঁস, শালিক, বন্যকুক্কুট, কোকিল, ডাহুক, কোরা, দইঐল ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

---

ফল ও মূল।

আতা, পেয়ারা, ডালিম, বাদাম, জলডুবের আনারস, কলা, লেবু, সাতকড়া লেবু, থৈকল, কমলা এবং নানাবিধ বনজ ফল, প্রধান। তর-

---

* লঙ্গাই, শিংলা, মুলাগুল, লাউড় প্রভৃতি স্থানে বৎসর২ অনেক হস্তী ধৃত হইয়া থাকে।

কারীর মধ্যে মূলা, আলু, বেগুণ, সীম, পানি-কচু ও মান কচু, নানা জাতীয় কুমড়, শাক, সব্জী, মৎস্যের মধ্যে রোহিত, চিতল, কাতল, বোয়াল, মাগুর, মহাশৈল, কই, শৈল, চাপিলা, ইচা, রাণী মৎস্য প্রধান।

---

বৃক্ষাদি।

গর্জ্জন, গামাইর, আনোয়ারকলী বা মাউ, চাম, জারৈল, নাগেশ্বর, কুর্ত্তা, জালনা, কাইমূলা, রাতা, কাঁঠাল, কাকলা ইত্যাদি গজারী ও চৌদ্দ-দস্তীর পরিবর্ত্তে গৃহ ও নৌকা এবং নানাবিধ দারী কাষ্ঠের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

ধর্ম্ম।

শ্রীহট্টে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম প্রধান। হিন্দুর মধ্যে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, কিশোরী ভজন প্রভৃতি। মুসলমানের অধিকাংশই সুন্নি। নিজ শ্রীহট্ট ও চাপ ঘাটের চাপড়া গ্রামে কতক গুলি দেশীয় খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়। নব্য সম্প্রদায়ীদের মধ্যে ব্রাহ্ম-

ধর্ম্মও দিন ২ প্রচলিত হইতেছে। ১৮৬২ খৃঃ অব্দের অক্টবর মাসে শ্রীহট্টে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়।

---

প্রসিদ্ধ পথ।

শ্রীহট্ট হইতে এক সড়ক কাছাড় পর্য্যন্ত গিয়াছে। বারমাস এই গবর্ণমেণ্ট সড়কে নির্ব্বিঘ্নে হাটীয়া গমনাগমন করা যায়। শ্রীহট্ট হইতে কাছাড় ৭০ মাইল।

শ্রীহট্ট—হইতে—হিলালপুর, গোলাপগঞ্জ, রামদা, চোরখাই, ছাপ্‌নী, সাতপাড়ী, আটগাও, মালুয়া, শ্রীগৌরী, বদরপুর, প্রভৃতি প্রধান২ চটী হইয়া কাছাড় পহুঁছা যাইতে পারে।

—:০:—

শ্রীহট্ট হইতে শিলং ৭২ মাইল অন্তর। নিম্ন লিখিত কয়েক আড্ডায় বিভক্ত। শ্রীহট্ট, রাজার গাও, কোম্পানীগঞ্জ, পাণ্ডুয়া, বুড়িবাজার, চেরা-পুঁজি, চেরাডিম, মোবেলেখার, মফ্‌লঙ্গ, সাধু, শিলং।

শ্রীহট্টের ঘাটে নৌকায় উঠিয়াও ভোলাগঞ্জ

পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, তদনন্তর ঠারিয়াঘাট, চেরা-পুঁজি, মফ্লঙ্গ হইয়া শিলং যাইবার সুবিধা আছে। ঠারিয়া ঘাট হইতে হাটীয়া ঊর্দ্ধদিগে গমন কষ্টকর বিবেচিত হইলে থাবায়ও (নর-বাহনে) যাইতে পারাযায়। খাসিয়া জাতীয় লোকেরা ঘোড়ার মত একরূপ আসনে করিয়া পথিক ও দ্রব্য সামগ্রী পৃষ্ঠে বহন করে। ইহাকেই থাবা বলে। সুখের বিষয় এই যে, ১৮৮৬ ইং সাল হইতে কোম্পানীগঞ্জ হইতে চেরাপুঞ্জি পর্য্যন্ত রেলপথ খোলা হইয়াছে।

শ্রীহট্ট হইতে গবর্ণমেণ্টের এক চিহ্নিত পথ (বান্ধানয়) ঢাকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহার প্রধান২ চটীর নাম উল্লেখ করা গেল।

শ্রীহট্ট, লালা বাজার, পুরকায়স্থ বাজার, তাজপুর গোয়ালা, সেরপুর, অমৃতকুণ্ড, নবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ, বেকাটেকা, হরিণবেড়, মজলিস্ পুর, বারপুরা, নরসিংহদী, বৈদ্য নাথের মঠ খোলা ঢাকা।

তাজপুর হইতে এক শাখাপথ গোয়ালা, বুরুঙ্গা, সরকারের বাজার, বাহাদুর পুর, ইমাম-

গঞ্জ, দেওপাড়া, পুটীজুরী, বাহুবল, মীরপুর হইয়া বিশগাও পর্য্যন্ত গিয়াছে।

শ্রীহট্ট হইতে সুনামগঞ্জ যাইতে হইলে আখালিয়া, লামাকাজির বাজার, গোবিন্দ গঞ্জ, ছাতক, দোয়ারার বাজার, আমবাড়ীর বাজার, প্রভৃতি প্রধান ২ আড্ডা পাওয়া যায়।

শ্রীহট্ট হইতে করিম গঞ্জ—হিলালপুর, গোলাপ গঞ্জ, মামুদপুর, চোর খাই, সুতার কান্দী, করিম গঞ্জ।

শ্রীহট্ট হইতে মৌলবীর বাজার যাইবার প্রধান২ আড্ডা-জালালপুর, বালা গঞ্জ, মনু মুখ, আখাল কুড়া, মৌলবীর বাজার।

---

পাশ্চাত্য শিক্ষোন্নতি।

মৃত মহাত্মা পাদরী প্রাইজ সাহেবের যত্ন ও পরিশ্রমে শ্রীহট্ট প্রথম পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোকে আলোকিত হইতে থাকে। তৎসমকালে একটী জিলাস্কুলও ছিল বটে, কিন্তু নানা কারণে তাহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। পরে ১৮৬৯ইং সালে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপিত

হয়। এবং দেশে থাকিয়া শ্রীহট্ট বাসীদের অল্প ব্যয়ে ইংরেজী শিক্ষার পথ ক্রমশঃ বিবিধ প্রকারে আবিষ্কার হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে শ্রীহট্ট, কাছাড়, ময়মনসিংহ ও কোমিল্লার স্কুল ডেপুটী ইনিস্পেক্টরের পরিদর্শনাধীনে ছিল। সেই সময়ে এই দুই জিলার প্রতি শিক্ষাসম্বন্ধে উচিত দৃষ্টি ছিল কিনা সন্দেহ। পরে ১৮৬৫ অব্দে শ্রীহট্টে স্বতন্ত্র ডেপুটী ইনিস্পেক্টর নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই শিক্ষার ক্রমশঃ বিস্তার হইতে থাকে; এখন সকল শ্রেণীস্থ লোক, বিদ্যাশিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, বিদ্যাহীন জীবনের আদর নাই, বিদ্যাই উন্নতির মূল, ইহা বুঝিতে পারিয়াছে।

---

জল ও বায়ু।

শ্রীহট্টের জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর। সময়ে সময়ে গ্রীষ্মের আধিক্য হয় বটে, কিন্তু কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত শীতানুভূত হয়। বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রায়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে।

এ জিলায় জোয়ার ভাটা নাই। নদী সকল অনতিবেগে একধারা বহিতেছে। মিসর (আফ্রিকার অন্তর্গত দেশ) যেরূপ নদী মাতৃক দেশ, শ্রীহট্টকে সেইরূপ বৃষ্টিমাতৃক দেশ বলা যাইতে পারে। এদেশে রোগের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল, কিন্তু এইক্ষণ সাময়িক জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত, উদরাময় এবং অর্শ রোগ সচরাচর হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট প্রতি সব্‌ডিভিসনে এক একটী দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়াছেন, উহাতে বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হওয়া যায়।

---

সামাজিক অবস্থা।

শ্রীহট্ট অতি ধনী বা অতি দরিদ্রের স্থান নহে। ইহার অধিবাসিগণ মধ্যবিত্ত। অধিকাংশের স্বক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যে পরিবার প্রতি পালিত হইয়া থাকে। প্রায় সকলেরই কিছু ২ জমাজমি আছে। অনেক জমীদার আজ কাইল চা বাগান করিতেছেন। যদি স্বদেশীয়েরা ক্রমে ক্রমে ধনাগমের উপায় স্বরূপ স্বাধীন বাণিজ্য ব্যবসায়ী হইতে

থাকে, তবে দেশের যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এদেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য প্রধান ভদ্র। কায়স্থ প্রধান ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র দেখিতে পাওয়া-যায়না। বৈদ্য কায়স্থ দুই পৃথক বর্ণ নহে, উভয়তঃ আদান প্রদান হইয়া থাকে। অসবর্ণে বিবাহের প্রচলন ভারতে ভাবী উন্নতির মূল কারণ। এজিলায় দাস নামে এক পৃথক্ জাতি আছে, উহাদের সঙ্গে বৈদ্যাদি ভদ্র শ্রেণীর নব শাখের ন্যায় চলন দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিক সম্মানে কায়স্থের পরেই যাহা শ্রেণী পরিগণিত করা যাইতে পারে। মিঃ ওয়ালটন ও নিজ রিপোর্টে ইহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

---

[illegible]

এপ্রদেশে লক্ষ্ণৌ আদি মুসলমান প্রধান স্থানের ন্যায়, ঘাটুর নাচ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। নীচ শ্রেণীস্থ অশিক্ষিত লোকই ঘাটুর নর্ত্তক ব্যবসায়ী হইতে দেখাযায়। কিন্তু শিক্ষার উন্নতির সহিত দিন২ এই বালক নর্ত্তন ব্যবসা উঠিয়া

যাইতেছে। শ্রীহট্টের হরিসংকীর্ত্তন ও বংশী বাদন অতি প্রসিদ্ধ।

—:০:—

### ঔপনিবেশিক জাতি।

ব্রহ্মার সহিত মণিপুর রাজের যুদ্ধ হওয়ার সমকালে যুদ্ধ দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া তদ্দেশবাসী অনেক মণিপুরী নিজ শ্রীহট্ট, জফর গড়, প্রতাপ গড়, উলু, হিংলা, লংলা, ধামাই, পাথারিয়া, গৌরনগর, ভানুগাছ, সুনামগঞ্জে আসিয়া স্থায়ী রূপে বাস করিতেছে। ইহারা সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহের প্রচলন নাই। কুমারীরা সভাস্থলে নৃত্যগীত করিতে লজ্জা জ্ঞান করে না। এই জাতি অর্জ্জুন পুত্র বভ্রু বাহনের সন্তান। বোন্দাশীলের খৃষ্টানগণও এপ্রদেশের বহুকালের ঔপনিবেশিক।

—:০:—

### প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ।

প্রাচীন সংস্কৃত পীঠ মালা গ্রন্থে শ্রীহট্টের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় *। সতীর

* শ্রীহট্টে বামবাহুমে দেবী সাকুমাকা স্মৃতা।
বিশেশো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বাভীষ্টং প্রদায়কঃ॥

( শিব ঘরণী লক্ষ্মী অংশের ) বাম বাহু শ্রীহট্টের বর্ত্তমান দরগা মহল্লা ( যে স্থানে সাহাজালালের কবর অদ্যাদি বর্ত্তমান আছে ). নামক স্থানে পতিত হইয়াছিল। যবনগণ স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া সেই চিরপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তি বিলুপ্ত করিয়াছে।

বহুকাল হইতে শ্রীহট্ট আর্য্য বংশীয়দের আবাস ভূমি ছিল. ইহা ভাটেরা ( ভট্টপাঠক ) নামক স্থানের তাম্র ফলকে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে, ভাটেরা যে তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে তাহার বয়স দুই হাজার বৎসর। অনেক স্থানে সংস্কৃতে লিখিত ভূমিবিক্রয় পত্রাদিও দেখা গিয়াছে। * এদেশে যে আর্য্য ভাষার ভূরি প্রচলন ছিল, তদ্বিষয়ে দ্বৈধ জন্মিবার কারণ নাই। আজও এদেশে অনেক সংস্কৃত ও সংস্কৃত মূলক শব্দের ব্যবহার শুনিতে পাওয়া যায়। † এই স্থানে

---

* শ্রীহট্ট ধর্ম্মপুর নিবাসী বাবু সনৎকুমার চৌধুরীর বাড়ীতে বহু প্রাচীন একখানা সংস্কৃতে লিখিত কবালা দেখা গিয়াছে।

† এ অঞ্চলে আপামর সাধারণ সকলেই কাষ্ঠকে দারু ও নকুলকে নেউল বলিয়া থাকে ইত্যাদি।

বহুকাল হইতে আর্য্য জাতির আবাস ভূমি না থাকিলে, আর্য্য ভাষার প্রচলন সম্ভবপর হইত না।

এই শ্রীহট্ট জিলার ভিন্ন২ অংশে ভিন্ন২ স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায় ইহারও প্রাচীন ইতিবৃত্ত নিতান্ত অপরিজ্ঞেয়।

জৈন্তিয়া প্রদেশের ফালজোর * নামক স্থানেও একটী পীঠ স্থান আছে; এই স্থান এইক্ষণে কানাইর ঘাট থানার অধীনে। অনেক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মৃত্তিকার স্তর দৃষ্টেও প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীহট্ট বহু প্রাচীন প্রদেশ সন্দেহ নাই।

জৈন্তিয়া বহুকাল হইতে একজন স্বাধীন রাজা দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছিল। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে রাজা রাজেন্দ্র সিংহের অধিকার কালে উহা ইংরেজ অধিকার ভুক্ত হয় *। এইক্ষণ এই প্রদেশ আঠার পরগণায় বিভক্ত এবং গবর্ণমেণ্টের

---

* জৈন্তায়াং বামজঙ্ঘাচ ক্রমদীশ্বরস্তু ভৈরবঃ।

* কতকগুলি ইংরেজ প্রজা কালীর নিকট বলীপ্রদান করেন বলিয়া ঐ সূত্রে উহা সুসভ্য ইংরেজ অধিকারে আনীত হয়।

ইলাম মহাল রূপে গণ্য। গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী রাজবংশধরগণ এখনও জৈন্তিয়ায়ই বাস করিতেছেন।

সময়ে২ খাসিয়া রাজ শ্রীহট্টের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত জয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, † ত্রিপুরাধিপতিগণও শ্রীহট্টের কোন২ স্থান করদ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক হণ্টর সাহেব কোথাকার জন শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন যে, (আমরা বহু সন্ধানেও ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি নাই) বঙ্গাধিপতি আদিশূর কর্ত্তৃক একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কতিপয় ব্রাহ্মণ শ্রীহট্টে নির্ব্বাসিত হয়। ঐ সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত গণনা করিলে নয়শত বৎসর চলি-

---

† খাসিয়া জাতিকে সাধারণতঃ খাই বলে ও তদ্ ভাষায় লা শব্দের অর্থ সীমা। শ্রীহট্টের পশ্চিমাংশে লাখাই নামে এক পরগণা আজও বর্ত্তমান আছে, ইহাতে এক সময়ে খাসিয়া রাজ ঐ পরগণা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন বলিয়া নিশ্চিত হয়।

তেছে দেখা যায় কিন্তু তাম্রফলক দৃষ্টে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ও যে, এদেশে আর্য্যদের বসতি ছিল, তাহাতে আপত্তি উত্থাপনের উপায় নাই। যাহা হউক ঐ নির্ব্বাসিত ব্রাহ্মণ হইতে যে এদেশে ব্রাহ্মণের বিস্তৃতি হয় নাই, ইহা বলা বাহুল্য। নয়শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টস্থ স্বাধীন রাজাদের পরিশুদ্ধ দেববিৎ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলনা, ইহা অসম্ভাবিত বিবেচিত হয়।

১৩৮৪ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্টের শেষ রাজা গৌর গোবিন্দ ফকির সাহাজালাল কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন। এই গৌর গোবিন্দও যে, সমস্ত শ্রীহট্টের একাধিপতি ছিলেন এমননহে। লাউর, জন্তিয়া রাজ নগর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্ন রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছিল। কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে লাউড়ের শেষ রাজা গোবিন্দ দিল্লীতে নিমন্ত্রিত হন এবং মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। তাহার পৌত্র আবিদুর রজা বানিয়াচুঙ্গে বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া বাস করেন। পরে মুসলমান অধিকার কালে অনেক বড়২ হিন্দু পরিবার মহম্মদ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পশ্চিম হইতে ৩৬০ জন

মুসলমান ধার্ম্মিক প্রবর ( আওলিয়া ) এদেশে আগমন করেন, এজন্য শ্রীহট্টকে তিনশত ষাইট আওলিয়ার মুল্লুক বলে। এই আওলিয়াগণই যুদ্ধ করিয়া শ্রীহট্টে মুসলমানজয়পতাকা উড্ডীন করেন। যাহার ঈশ্বরাসক্তি, ভক্তি ও প্রেমের গুণে সমস্ত ভারত একদিন ওতপ্লুত হইয়াছিল, যিনি বক্তৃতায় ও স্বকীয় জীবনে সংসার অসার দর্শাইয়া ছিলেন, যিনি সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য খ্যাতি প্রতিপত্তি লোষ্ট্রবৎ পরিবর্জ্জন করিয়া, আচণ্ডাল ম্লেচ্ছ সমস্তের প্রতি সমদর্শী হইয়াছিলেন; সেই চৈতন্য জনক জগন্নাথ মিশ্র, শ্রীহট্টের অন্তর্গত ঢাকা দক্ষিণ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই স্থানে আজও মহাপ্রভুর প্রতিকৃতি সংস্থাপিত আছে এবং রথযাত্রা উপলক্ষে নানা দেশহইতে আগত অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। চৈতন্যের সমকালে শ্রীহট্টে শ্রীরাম পণ্ডিত, মুরারী গুপ্তও ভক্তিমার্গের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য ১৪৮৪ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন চাপঘাটে সিদ্ধেশ্বর, সাতগাও নির্ম্মাই শিব, মাছুলীয়া ও বীতলঙ্গ প্রভৃতি স্থানে কৈবর্ত্ত বংশীয়

রামকৃষ্ণ গোসাঞিের আখেড়া বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে শ্রীহট্টও ইংরেজাধিকার ভুক্ত হইয়া বাঙ্গালার সহিত শাসিত হইয়া আসিতেছিল. পরে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে হইতে ইহা আসামের প্রধানতম শাসন কর্ত্তার অধীনে ন্যস্ত হইয়াছে। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে এ প্রদেশে ভূমির উপরে পথকর (রোড্‌-সেস) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই করোৎপন্ন অর্থের অধিকাংশ রাস্তা ঘাট খাল নদী ও শিক্ষা কার্য্যের দরুণ ব্যয়িত হইবে; অবশিষ্ট নানা স্থানের দুর্ভিক্ষ প্রশমনার্থ সঞ্চিত থাকিবে।

সমাপ্ত।

—৪—

# পদ্যভূগোল কথা।

কাটীপাড়া নিবাসী

শ্রীমোহিতকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্কলিত

এবং

খলিসখালি নিবাসী

শ্রীযুক্ত বাবু ছত্রধর মিত্র মহোদয়ের সাহায্যে

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা

নূতন আর্য্য যন্ত্রে

মুদ্রিত।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ সাল।

# বিজ্ঞাপনম্।

বাঙ্গালা ভাষায় বালক পাঠ্য ভূগোল গ্রন্থের অভাব মোচন এ পুস্তক লিখনের উদ্দেশ্য নহে। কেননা, এ ভাষায় এরূপ পুস্তক ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক গুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে এটী নূতন পথাবলম্বন হইয়াছে মাত্র সুপথ কি কুপথে গতি হইয়াছে দর্শকগণের পরীক্ষা সাপেক্ষ। *

---

* যে সময় আমার পদ্যভূগোল এবং এই বিজ্ঞাপন লিখন সম্পূর্ণ হয়, সে সময় সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোন বালক-পাঠ্য-গ্রন্থ পদ্যে গ্রন্থন প্রচলিত ছিল না; তাই পদ্যে ভূগোল গ্রন্থন নূতন পথাবলম্বন বলিয়া বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে এডুকেশনে পদ্য ব্যাকরণের বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইল; তখন ও আমার গর্ব্ব ছিল, অন্ততঃ পদ্যে ভূগোল রচনার ও প্রথম পথ প্রচারক হইতে পারিব, কিন্তু গত ১২৯২ সালের ২৮শে অগ্রহায়ণের বঙ্গবাসীতে এক খানি পদ্য-ভূগোলের সমালোচন দেখিয়া সে গর্ব্ব দূর হইল। (দরিদ্রের সগর্ব্বোক্তি পরিশেষে উপহাসেরই কারণ হয়)। প্রতিযোগী বা অনুগামী আখ্যা আমার বাঞ্ছনীয় নহে, তাই পুস্তক প্রচারের ইচ্ছা ও একেবারে দূর করিলাম; কিন্তু কতিপয় বন্ধুর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এবং অর্থসাহায্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের সহিত পদ্য

সাধারণতঃ দেখা যায় বালকেরা গদ্য অপেক্ষা পদ্য পড়িতে ভাল বাসে ; পদ্যে লিখিত পাঠগুলি গমনে, ভোজনে, স্নানে, ক্রীড়নে সকল সময়ই আবৃত্তি করিতে থাকে, এবং কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলে। প্রকৃত পক্ষে ছন্দোবদ্ধ বিষয় সকল, সকলেরই শীঘ্র কণ্ঠস্থ এবং অভ্যস্ত হইয়া যায়। এই জন্য বালকগণের সুখশিক্ষাহেতু প্রচলিত এবং সমাদৃত কয়েক খানি ভূগোলগ্রন্থ ও মানচিত্র অবলম্বন করতঃ সংক্ষেপে পয়ার ছন্দে এই ক্ষুদ্র ভূগোল খানি সংকলিত হইল। এখন বালকগণের উপকার এবং শিক্ষাকর্তৃপক্ষীয়গণের অনুকূল দৃষ্টি প্রাপ্তি হইলেই সংকলকের শ্রম সাফল্য বোধ হইবে।

অক্ষমতা হেতু অনেক স্থল ছন্দোভঙ্গ এবং কাঠিন্য দোষে দুষ্ট রহিয়াছে ; সুতরাং ক্ষমা প্রর্থনাই চরম উপায়। যদি পুনর্মুদ্রাঙ্কন ঘটে

---

ভূগোল প্রচারে বাধ্য হইতে হইল। ইহা নিশ্চয় যে যদি খলিসথালী নিবাসী সুশীল জ্ঞানবৃদ্ধ দেশোজ্জ্বলকারী শ্রীযুক্ত বাবু ছত্রধর মিত্র প্রভৃতি মহোদয়গণ আমায় অর্থসাহায্য না করিতেন তবে টীকাকারে এ ক্রন্দন স্বরে মনোবেগ দূর করিতেও পারিতাম না।

সাধ্যমতে সংশোধিত হইবে ; নতুবা এই পর্য্যন্ত।

ছন্দ এবং সংক্ষেপানুরোধে স্থানে স্থানে অনেক শব্দ সংক্ষিপ্ত বা সাঙ্কেতিক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহাদের তালিকা দেওয়া গেল,—

অঃ, অন্তঃ=অন্তরীপ। উং উপ (যেমন উং দ্বীঃ উপদ্বীপ)। উংরেঃ=উপসাগরে। উঃ= উত্তর। উঃ পূঃ=উত্তর পূর্ব্বাংশে। উঃ, পূঃ= উত্তর ও পূর্ব্বে (উভয় দিকে)। অন্যান্য ও ঐরূপ। গঃমেণ্টঃ, গভঃমেণ্টঃ গভারঃ=গভর্ণমেণ্ট। দঃ=দক্ষিণ। দ্বীঃ=দ্বীপ। নঃ=নদী। পং= পর্ব্বত। পঃ=পশ্চিম। পূঃ=পূর্ব্ব। প্রঃ= প্রণালী। প্রঃনঃ=প্রধান নগর। বিঃ, বিভাঃ= বিভাগ। মঃ=মহা (যেমন মঃসাঃ=মহাসাগর) যোঃ=যোজক। সাঃ সাঃর=সাগর। হ্রঃ= হ্রদ। + উভয়ের যোজক বা মধ্যে অবস্থিত। ×=সম্বন্ধ অর্থাৎ 'র' বা 'এর' (যেমন জাপান দ্বীঃ × দঃপঃ=উক্ত দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম।

বিশেষ বিশেষ স্থানে টীকা আছে।

১২৯৩<br>বৈশাখ<br>কাটীপাড়া } শ্রীমোহিতকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# পদ্যভূগোল কথা।

## সাধারণ বিবরণ।

শিক্ষক। মনোযোগ দিয়া শুন ওহে শিশুগণ!
সংক্ষেপে ভূগোল কথা করিব বর্ণন।
ভু অর্থ পৃথিবী, গোল অর্থ গোলাকার,
তাই সে 'ভূগোল' নাম হয়েছে ধরার।
যে বিদ্যায় জানা যায় ইহার বিষয়।
জানিহ ভূগোল-বিদ্যা বলয়ে তাহায়।

ছাত্র। ধরাগোল? চারিকোণা করেছি শ্রবণ!

শি। সে ভুল। আকার গোল ওহে শিশুগণ!
কিছু চাপা জানা যায় উত্তর দক্ষিণ,
কমলা লেবুর বোঁটা তলা যথা ক্ষীণ।

ছা। সমান ভূমিতে সবে বেড়ায়ে বেড়াই,
ইহারে ত গোল মোরা দেখিতে না পাই!

শি। পৃথিবী অত্যন্ত বড় মোরা ক্ষুদ্র প্রাণী,
তাই সে সমান বলি পৃথিবীরে জানি,
অনেক প্রমাণে পণ্ডিতেরা কৈলা স্থির,
সহজ প্রমাণ তার শুন কিছু ধীর!

পড়ে চন্দ্রে গোল ছায়া গ্রহণ সময়,
বস্তু গোল নৈলে কভু ছায়া গোল হয় ?
দেখিও বিস্তৃত মাঠে দাঁড়াইয়া সবে,
নক্ষত্র সকল চারি দিকে ঝুলে রবে,
মনে হবে যদি কিছু সমুখেতে যাও,
যেন সে নক্ষত্র গণে ধরিবারে পাও,
কিন্তু যদি যাও তাহা ধরিবার তরে
অতি উচ্চে ছিল যাহা মাথার উপরে,—
এখন তাহাই যেন পুনঃ নামিয়াছে,
ধরিতে গিয়াছ যাহা উচ্চে উঠিয়াছে।
পৃথিবী সমান হলে সব তারাগণ,
সমান উচ্চেতে পেতে করিতে দর্শন।
আরও অনেক যুক্তি আছয়ে ইহার,
বুঝিবে না বলি শিক্ষা নাদিলাম তার।
এক মাত্র বলি,—কামাস্কাট্কা বাসিগণ,
যখন সূর্য্যের মুখ করেন দর্শন,
তার পাঁচ ঘণ্টা পরে মোরা দেখি সবে,
পৃথিবী না গোল হলে কিপ্রকারে হবে ?
সমান হইলে পৃথ্বী সমান সময়
দেখিতাম সবে সূর্য্য নাছিল সংশয়।

ছা। উদয় অচলে সূর্য্য প্রভাতে উঠয়,
পরে যায় অস্তাচলে সন্ধ্যার সময়,
পুনঃ কোন্ পথ দিয়া উদয় অচলে,
আবার উদয় হয় ? পথ আছে তলে ?

শি। সূর্য্য, পৃথ্বী ঘেরি ঘোরে বটে বোধ হয়,
কিন্তু পণ্ডিতেরা স্থির কৈলা, ইহা নয়।
নৌকা চড়ি কোন স্থানে গমন সময়,
দৌড়িছে তীরের বৃক্ষ যেন বোধ হয়,
কিন্তু দেখ তরণীই চলিছে নিশ্চিত,
যেখানের বৃক্ষ আছে সেই খানে স্থিত ;
ইহাও সেরূপ, সূর্য্য ও নক্ষত্র গণ
আছে স্থির, পৃথিবীই করিছে ভ্রমণ।
এইরূপে সূর্য্যে পৃথ্বী, করে প্রদক্ষিণ,
ইহাতেই ঋতু বর্ষ আর রাতি দিন।

ছা। ঘুরিছে পৃথিবী, মোরা আছি তাহে চড়ি,
তবে নাহি কেন মোরা গড়াইয়া পড়ি ?

শি। মধ্য-আকর্ষণ গুণ পৃথিবীর আছে।
তাহাতেই আমাদের টেনে রাখিয়াছে।

ছা। পৃথিবী, সূর্য্যেরে ঘেরি করয়ে ভ্রমণ,
ই'তে দিন, রাত্রি, ঋতু সে আর কেমন ?

শি। পৃথিবীর দুই গতি,-আহ্নিক, বার্ষিক ;
এক দিবসের গতি জানহ আহ্নিক।
দেখেছ গাড়ির চাকা চলিবার কালে,
সেইরূপ পৃথিবীও গড়াইয়া চলে,
যে সময়ে একবার পৃথিবী গড়ায়,
সে সময়ে একদিন এক রাত্রী যায়।
সূর্য্য আলো যেই পাশে তাহে দিন হয়,
অপর দিকেতে রাত্রি-অন্ধকারময়।

এইরূপে পৃথ্বী গড়াইয়া প্রতি দিন,
সূর্য্যকে যে একবার করে প্রদক্ষিণ,
তাহাকে বার্ষিক গতি বলেন সকলে,
( এই এক বারে এক বর্ষ লাগে বলে ) । *
ইহাতেই গ্রীষ্ম বর্ষা আদি ঋতু ছয়,
একই নিয়মে ক্রমে হয় সমুদয় ।
পৃথিবীর এই পথ কক্ষ নাম ধরে ।

ছা । পৃথিবীটা কত বড় ? বলুন আমারে ।

শি । প্রায় পঁয়ত্রিশ শত ক্রোশ ব্যাস, আর
এগার হাজার ক্রোশ পরিধি ইহার ।

ছা । কাহাকে বা ব্যাস বলে, কাহাকে পরিধি ?

শি । লওহে বাঁটুল এক বুঝিবেক যদি ।
ছ্যাঁদা করে সূতা তায় দেও দেখি পূরে,
ক আঙুল সূতা লাগে মাপিতে ভিতরে ?
একাঙুল ? ঐ উহার ব্যাস জেনে নিবে,
বেড়মাপ যাহা তাহা পরিধি জানিবে ।

ছা । সূর্য্যের সে ব্যাস কত ? একহাত হবে ?
থালা খানি যেন বড় ভাল দেখি সবে ।

শি । চৌদ্দলক্ষ পৃথ্বীসম সূর্য্য পরিমাণ,
অতি দূরে বলি দেখ থালার সমান ।
চারিলক্ষ আর এক চল্লিশ হাজার—
পাঁচ শত ক্রোশ ব্যাস জানিও উহার ।

---

* ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় পৃথিবী, সূর্য্যকে একবার আবর্ত্তন করে ।

পৃথিবীতে যত জল স্থল দেখা যায়,
তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল তায়।
প্রত্যেকের ভিন্নরূপ দেখিয়া গঠন,
ভিন্ন ভিন্ন নাম তাই দিলা বিজ্ঞ গণ।
পৃথিবীকে মোটামুটি যত ভাগ করা।
তাহাকেই "মহাদেশ" বলেন বিজ্ঞেরা।
মহাদেশ পুনঃ ভাগ করি "দেশ" বলে।
দেশভাগ করি বলে "প্রদেশ" সকলে।
বহুল বন্দর, লোক, বিচার-আলয়,
আছয়ে যাহাতে তাহা "নগর" বলয়।
নদীতীরে যথা পণ্য বেচাকেনা করে—
সবে মিলে, বলে সবে "বন্দর" তাহারে।
যে নগরে রাজা কিম্বা প্রতিনিধি তাঁর,
বাস করি রাজ্য মাঝে করেন বিচার,
"রাজধানী" নাম হয় সেই নগরের—
( যে দেশের মাঝে তারি, ন-অন্য দেশের )।
অল্পলোকাবাস 'গ্রাম'। ক্ষুদ্র 'উপগ্রাম'।
জলে বেড়া স্থল ভাগ ধরে 'দ্বীপ' নাম।
'মহাদ্বীপ' দ্বীপ বড় হলে পরে বলে।
'উপদ্বীপ' দ্বীপ এক দিক ফাক হলে।
'যোজক' আপন চেয়ে দুই বৃহত্তর—
ভূখণ্ড যুড়িয়া থাকে তাহার ভিতর।
প্রবেশে ভূখণ্ড যদি সাগরের জলে—
শক হয়ে, অগ্র তার 'অন্তরীপ' বলে।

'উপকূল' সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থান।
'পর্ব্বত' প্রস্তরময় স্থান চূড়াবান্।
'পাহাড়' চূড়াদি হীন ছোট হলে পরে।
'জ্বালা মুখী' * বলে তারে যাহার ভিতরে—
অগ্নি, ভস্ম, ধূম, ধাতু দ্রব বাহিরায়—
প্রবল বেগেতে বহুদূর চলি যায়।
'সমতল' অতিদূর বিস্তৃত যে স্থানে—
পর্ব্বতাদি নাহি দৃষ্ট হয় কোন খানে।
পর্ব্বত পার্শ্বস্থ নিম্ন—ভূমি 'উপত্যকা'।
উহার উর্দ্ধস্থ ভাগ বলে 'অধিত্যকা'।
সংকীর্ণ যে উপত্যকা সে 'গিরি সঙ্কট'।
তৃণ, লতা, জলহীন ( বিষম সঙ্কট )—
সকল সময় তপ্ত বালু ধূ ধূ করে—
যেই স্থানে, 'মরুভূমি' বলয়ে তাহারে।
মধ্যে ২ ক্ষুদ্র ২ মাঝে মরু ভূমি—
যে উর্ব্বরা ক্ষেত্র, 'ওয়েসিস্' সেই ভূমি।
স্থলের মতন জল নানা নাম ধরে,
বলিতেছি পুনঃ শুন মনোযোগ করে।—
যেই লবণাক্ত বারি রাশি পৃথিবীরে,
( লয়ে বহু অংশ ) চারি ধারে আছে ঘিরে,
'মহাসিন্ধু' বলে তারে। যেই ক্ষুদ্রতর
মহাসিন্ধু অংশ, তাহা জানহ 'সাগর'।

---

* আগ্নেয় পর্ব্বত।

সাগরের যেই অংশ প্রায়স বেষ্টিত
স্থল দ্বারা জান ‘ উপসাগর ’ সেই ত।
যে সাগর গর্ভ বহু দ্বীপের মালায়
আছয়ে বিচ্ছিন্ন ‘ আর্কিপেলেগো ’ বলয়।
যে সংকীর্ণ জল ভাগ দুই বৃহত্তরে,
যুক্ত ক’রে আছে বলে ‘ প্রণালী ’ তাহারে।
বেষ্টিত স্থলে যে জল তারে ‘ হ্রদ ’ বলে ;
‘ সাগর ’ বলয়ে হ্রদ সুবৃহৎ হলে।
যে জল প্রবাহ জন্মি হ্রদে কি পর্ব্বতে,
নানা দেশ দিয়া দূরে যায় বহি স্রোতে
সাগর আদিতে প’লে বলে ‘ বৃহন্নদী ’ ; *
‘ উপনদী ’ অন্য নদী মাঝে পড়ে যদি ,
‘ শাখানদী ’ বৃহন্নদী হতে জনমিয়া
ভূমে পশে কিম্বা যায় সাগরে নামিয়া।
‘ ডেল্টা ’ † বহু মুখী নদী যে ভূভাগ করে,
ক্রমে ক্রমে পরিণত বকার আকারে
পুরাতন পৃথ্বী চেয়ে নূতন পৃথ্বীতে,
জলের অধিক অংশ স্থল অল্প ইতে।

ছা। পৃথিবী কি দুটী ? মোরা কোন্ পৃথিবীতে ?

শি। দুটী নয়। এক পৃথ্বী বিভক্ত দুয়েতে।
প্রত্যেক ভাগের নাম ‘ মহাদ্বীপ ’ হয়
‘ এসিয়া, আফ্রিকা, ইয়ুরোপ ’ যাতে রয়.

---

* সাগরগা, প্রধানা নদী। † ব দ্বীপও বলে।

তারি নাম পুরাতন। 'আমেরিকা' যায়
বলেন সকলে নব মহাদ্বীপ তায়।
অই ভাগ অজানিত ছিল বহু দিন,
পরে কলম্বস্ নামে নাবিক প্রবীণ,
'আট্‌লাণ্টিক' পার হয়ে করিয়া যতন,
প্রকাশিলা, তাই নাম পৃথিবী নূতন।
প্রায় দুই কোটি বর্গ ক্রোশ পরিমাণ,
প্রায় দেড় শত কোটি লোক বাসস্থান।
ককেশীয়, মাঙ্গোলীয়, নিগ্রো ও মালাই,
আমেরিক আদি জাতি আর বহু পাই।
ধর্ম্ম নানা বিধ পুনঃ 'হিন্দু, বৌদ্ধ' আদি,
'খৃষ্ট, মুসলমান' আর জানহ 'ইহুদী।'
ইহাদের ভাষা, পরিচ্ছদ, ব্যবহার,—
নানা রূপ, আর নানা আকৃতি, আচার।
বলিয়াছি যে বিস্তীর্ণ জলরাশি ঘিরে,—
( কোমর বন্ধের ন্যায় ) আছে পৃথিবীরে
সে মহাসাগর। তাহা পাঁচ ভাগ করা,
প্রত্যেকের যে যে নাম শুনহ তোমরা,—
যেই অংশ পৃথিবীর দক্ষিণেতে থাকে,
'ভারতীয় মহাসাগর' বলয়ে তাহাকে।
'প্রশান্ত' যে এসিয়ার পূর্ব্ব দিকে রয়।
'আট্‌লাণ্টিক' য়ুরোপের পশ্চিম বলয়।
পৃথ্বীর উত্তরে 'মহাসাগর উত্তর।'
দক্ষিণে 'দক্ষিণ' নামে সুমহাসাগর।

পুরাতন পৃথিবীতে আমাদের বাস,
অন্য কি জিজ্ঞাস্য আছে করহ প্রকাশ।

---

## এসিয়া।

ছা। পুরাণ পৃথ্বীতে মোরা কোন্ মহাদেশে?
শি। এসিয়ায়। সীমা তার বলি শুন শেষে;—
উত্তরে, উত্তর মহা সাগর ইহার;
পূর্ব্বেতে, প্রশান্ত—স্থির সু মহাসাগর;
দক্ষিণে, ভারত মহাসাগর মহান্;
পশ্চিমে, য়ুরোপ, আফ্রিকা; সীমাস্থান।
জান ত্রিংশশত ক্রোশাধিক দৈর্ঘ তার,
সপ্তবিংশ শত ক্রোশাধিক সে বিস্তার।
তির আশি কোটী কুড়িলক্ষ লোক প্রায়
আছে নানারূপ ধর্ম্ম যুক্ত এসিয়ায়।
এগারটী দেশে* সুবিভক্ত এ এসিয়া,
ক্রমে ক্রমে বলিতেছি শুন মন দিয়া।—
(দেশ) দক্ষিণে (১) ভারতবর্ষ—তার রাজধানী,
'কলিকাতা' হুগলীনদী তীরে স্থিত জানি।
আমাদের জন্মভূমি 'বঙ্গ' মাঝে তার
সময়ে বলিব তাহা করিয়া বিস্তার।

---

* কেহ কেহ বারটী কেহ কেহ তেরটী ইত্যাদিও বলেন কিন্তু বর্ত্তমান রাজ্য অনুসারে অনেকের মতে এগারটী। প্রকৃত পক্ষে দেশ ২১। ২২টী।

এর পূর্ব্বে ( ২ ) পূর্ব্ব উপদ্বীপ – যার নাম
ব্রহ্ম, শ্যাম, লেয়স, মালয় ও আনাম
এই কটী প্রদেশেতে নির্ম্মাণ ইহার ;
প্রঃ নগর ‘ আবা অমরাপুর ’ সে আর
‘ নানচাং, বঙ্কক ’ আর ‘ মালয়, টঙ্কিন ’
আর জান এর মাঝে ‘ হিউ, টীউরিণ।’
ইহার উত্তরে ( ৩ ) চীন সাম্রাজ্য—স্থাপন
( এক চীন রাজ রাখে শাসনে আপন )
চীন, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও তিব্বত,
তাতারের পূর্ব্বভাগ এর মধ্যগত ;
‘ পিকিন, ক্যাণ্টন ’ আর ‘ ফুচুফো নঙ্কিম
হাংচুফো, ইয়ারকন্দ’ আর ‘মেমাচিন,
কাসগর, লাসা, টেঙ্গলম্ব ’ প্রঃ নগর।
( ৪ ) জাপান—ইহার পূর্ব্বে, মাঝারে সাগর—
‘ জেডো ’ ও ‘ মেয়াকো ’ এর নগর প্রধান
চীনের উত্তরে পুনঃ সে ( ৫ ) রুশিয়া—জান
‘ টোবলস্ক, ইর্কটস্ক, ওকটস্ক ’ আর
‘ টীফ্লিস ’ প্রঃ নগর মাঝারে ইহার।
চীন সাম্রাজ্যের পঃতে ( ৬ ) স্বাধীন তাতার—
‘ বুখারা, সমরকন্দ, বল্ক ’ প্রঃ নঃ তার।
(৭) আফ্গানস্থান—(৮) বেলুচিস্থান—তৎপঃতে
‘ কাবুল, হিরাট, কান্দাহার, গজ্নী ’ এতে ;
দ্বিতীয়ে ‘ খিলাত’ ( দ্বয়ে ) প্রধান নগর।
ইহার পশ্চিম দিকে (৯) পারস্য—সে ধর—

প্রধান নগর ' তিহারাণ ' ও ' স্পাহান,
সিরাজ।' পশ্চিমে তার সে (১০) তুরস্ক—জ্ঞান
' স্মীর্ণা, ডামাস্কাস, আলেপো, জেরুজেলম,
বাবিলন, বোগদাদ ' ও ' বেথেলহেম,
মোসল, বসোরা, ট্রেবিজণ্ড ' প্রঃ নঃ স্থির।
তার দঃতে সে (১১) আরব—প্রঃ নঃ শুন ধীর—
' মক্কা, মেদিনা, মস্কট, এডেন ' সে তার।
এই দেশ গুলি, আছে বহুদ্বীপ আর।

ছা। অনুগ্রহে দ্বীপগুলি করুন বর্ণিত।

শি। পূর্ব্বে সাগরাদি বলি যাতে তারা স্থিত।—
ভারতবর্ষের দক্ষিণেতে ' বঙ্গাখাত ;'
পূর্ব্বোপদ্বীঃ×পঃ দঃ ' মার্টাবান, শ্যাম' খ্যাত ;
' টঙ্কিন ' টঙ্কিন প্রঃ নঃঃ×পূর্ব্বে অবস্থিত ;
' চীনসাঃ ' পূর্ব্বোপদ্বীঃ×পূঃ ও চীন×দঃস্থিত ;
' পূর্ব্ব, পীত ' ও ' পিচিলি, নিয়াংওটাং ' আর
চীনের পূঃউঃতে ; জাপান+মাঞ্চুরিয়ার
মধ্যেতে ' জাপান ' ; ' ওকটস্ক, আনাডার
ও ' কামাস্কাট্কা ' পূঃতে, ' ওবি, কারাসার '
উঃতে সাইবিরিয়ার ; টর্কিউঃ পূর্ব্বেতে
' লিবাণ্ট, ভূমধ্য, কৃষ্ণ ' ; ' লোহিত ' মধ্যেতে
আরব ও আফ্রিকার ; আরব+ভারত
মধ্যেতে 'আরব' ; পারস্য+আরব গত
' পারস্য ' ; ' কাম্বে ' ও ' কচ্ছ ' ভারত পশ্চিম ;
' মানার ' ভারত আর লঙ্কা করে ভিন।

এই যত সাগরোপসাগর বর্ণিত,
কিম্বা মহাসাগর যা এর সন্নিহিত,
বহুদ্বীপ উপদ্বীপ মধ্যগত তার,
ক্রমে ক্রমে বলি শুন স্থিতি সে সবার।—
ভারত মঃসাঃরে ' লঙ্কা, পিনাং, লাক্ষাদ্বীপ,
সিংহপুর,* আণ্ডেমান পুঞ্জ, মালদ্বীপ,
নিকোবর'; প্রশান্ত মঃ সাগরে ' হেনান,
হঙ্কং, ফরমোজা, মেকাও, লুচু, জাপান,
মাগেলিয়ন্, কিউরাইল '; ভূমধ্য সাগরে
' সাইপ্রস ' ও ' রোডস '। উপদ্বীপ পরে,—
ভারতবর্ষের ' দক্ষিণাংশ ' উপদ্বীপ;
বঙ্গ+চীন সাঃর×মাঝে 'পূর্ব্বউপদ্বীপ;'
' কোরিয়া ' জাপান+পীত সাগর×মাঝার;
' কামাস্কাট্কা ' কামাস্কট্কা+ওখটস্ক সাঃর× ;
' এসিয়া মাইনর ' এসিয়ার পশ্চিমেতে;
' আরব ' লোহিত ও পারস্য সাঃ×মধ্যেতে।

ছা। যতদ্বীপ উপদ্বীপ বলিলা কৃপায়
সাগর তরঙ্গে কেন ভাঙ্গিয়া না যায়।

শি। অস্থি যথা মনুষ্যের দেহ রক্ষা করে
সেইরূপ গিরিগণ পৃথিবীরে ধরে।
যত দ্বীপ কিম্বা সিন্ধু সন্নিহিত স্থান,
পর্ব্বতের বলে প্রায় করে অবস্থান।

---

* সিঙ্গাপুর।

অনেক পর্ব্বত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে,
এসিয়ার বড় গুলি শুনহ বিশেষে;—
ভারত উত্তরে 'হিমালয়' শ্রেণিরাজ,
'বিন্ধ্য' মধ্যে, 'ঘাট,* , নীল গিরি' দঃ বিরাজ
'অর্ব্বলী, ইন্দ্রাদ্রি, সলিমান' এভারতে।
'পিলিং, নাংলিং' ও 'ইয়াংলিং' চীন উঃ,পঃ, দঃতে,
'থিয়ানসান, মঙ্গোলিয়া, কিয়ুনলন' আর,
'বেলুরতাগ' হয় চীন সাম্রাজ্য মাঝার।
'আলটাই, আলডান, ইয়ুরাল' গিরিচয়
সাইবিরিয়ার দঃ, পূঃ,পঃ দিকেতে রয়।
'হিন্দুকুশ, ঘর' আফগানস্থানের উত্তর।
'এলবর্জ' পারস্যে। ককেশস কৃষ্ণসাগর ×
ও কাস্পিয়ান্ সাগরের মধ্যে। 'লিবেনন,
আরারাট' ও 'টরস' টর্কিতে গণন।
আর শুন জ্বালামুখী 'এওয়াট্সা' নাম
কামাস্কাট্কা মাঝে। 'হুটিয়ান' ও 'পিসান'
'থিয়ানসান গিরি'পরে। 'ফুনী, শিরোজামা'
জাপান দ্বীপের মাঝে হয় খ্যাতনামা।
প্রায় সর্ব্ব গিরি বহু নদী-জন্মস্থান।

ছা। বলুন কোথায় কোন্ নদী বহমান?

---

* ঘাট গিরি দুই ভাগে বিভক্ত পূর্ব্ব ঘাট ও পশ্চিম ঘাট। ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব্বে পূর্ব্ব ঘাট; ঐরূপ দঃ পঃতে পঃ ঘাট।

শি। ‘ গঙ্গা, সিন্ধু’ হিমালয়ে জন্ম লাভ ক’রে
গঙ্গা পড়ে বঙ্গে*, সিন্ধু, আরব সাগরে।
( যমুনা, গোমতী, বাগমতী, কুশী, শোণ,
সরজু, গণ্ডোক, এর উপনদী গণ।
ভাগীরথী, মাথাভাঙ্গা; মধুমতী আর,
জলিঙ্গী, প্রধান শাখানদী সে গঙ্গার )।
‘ ব্রহ্মপুত্র’ মানস সরসে জনমিয়া
পড়ে বঙ্গাখাতে ভারতের পূর্ব্ব দিয়া। †
‘ মহানদী, তাপ্তী ’ ও ‘ নর্ম্মদা ’ নদীগণ,
গণ্ডোয়ানা প্রদেশেতে লভেছে জনন ;
মহানদী বঙ্গাখাত সহিত মিশেছে,
অন্য দ্বয় কাম্বে উপসাগরে পশেছে।
‘ গোদাবরী, কৃষ্ণা ’ ও ‘ কাবেরী ’ ( নদীত্রয় )
পঃ ঘাটে জনমি বঙ্গ অখাতে পড়য়। ‡
পূর্ব্ব উপদ্বীপে,—‘ মেকং, সালুয়েন্, মিনাম,
ইরাবতী ’ তিব্বতীয় পংতে জন্ম স্থান,
মেকং চীন সাঃরে, সালুয়েন মার্টাবানে,
মিনাম শ্যাম উংরে, ইরাবতী বঙ্গ পানে।
চীন সাম্রাজ্যে,—‘ আমুর ’ আল্টাই পর্ব্বতে

* বঙ্গ অখাত বা সাগরে।

† দিবঙ্গ, দিহঙ্গ, চম্পা, দেবক, বনাস, তর্ষা, মানসী, তিস্তা, অত্রী, উংনদী প্রকাশ।

‡ ভীমা, তুঙ্গভদ্রা, অর্ণা, ঘাটপর্ব্ব আর, মালপর্ব্ব সুবিখ্যাত উংনদী কৃষ্ণার ; পরা, মানহৃত ও মঞ্জিরা ( গোদাবরী × ) হীনাবতী, অরবতী উংনদী ( কাবেরী × )।

জন্মি ওখটস্ক সাঃরে পড়ে ; ও তিব্বতে,—
‘ ছোয়াংহো, য়াংসিকিয়াং ’ পড়ে পীত সাঃরে,
‘ পেহো ’ মঙ্গোলিয়া হতে পিচিলী উং সাঃ রে।
‘ ক্যান্টন ’ উনান প্রদেশেতে সমুত্থিত,
চীন সাগরের সহ হয়েছে মিলিত।
সাইবিরিয়ায়,—জন্মি য়ুরাল পর্ব্বতে
পড়িছে ‘ য়ুরাল ’ নদী কাস্পিয়ান সাঃতে।
‘ ওবি, লিনা’ ও ‘ ইনিসি ’ আল্টাই মাঝারে
জনমি পড়িছে যেয়ে উত্তর মঃ সাঃরে।
স্বাধীন তাতারে,—‘ আমু ’ ও ‘ শির দরিয়া ’
আরাল হ্রদের জলে গিয়াছে মিলিয়া।
আফ্‌গানস্থানে,—‘ হেলমণ্ড ’ আর ‘ ফরা’
জন্মি ঘোর গিরি হতে পড়ে হ্রদে যারা।
পারস্যে,—‘ কিজিলোজেন ’ এলবর্জ্জ হতে
জনমি পড়িছে কাস্পিয়ান সাগরেতে।
টর্কিদেশে,—‘ টাইগ্রীস্ ’ টরস পর্ব্বতে
ও ‘ ইউফ্রেটিস্ ’ জন্মি বাণ হ্রদ হতে
কোর্ণা নগরের কাছে হয়ে সমিলিত
পারস্যোপসাগরেতে হয়েছে পতিত।
আর জন্মি আর্মিনিয়া প্রদেশে ‘ আরাস্ ’
ও ‘ কর ’ জনমি হতে সে পঃ ককেসস্,
পারস্য উত্তরে মিলি, কাস্পিয়ান হ্রদে
পড়িছে। ‘ জর্ডন’ জন্মি গালিলিয় হ্রদে,
মিলিয়াছে যেয়ে মরুহ্রদ সন্নিধান।

ছা। তবে কি হ্রদও নদীগণ জন্মস্থান ?

শি। হাঁ বাপু! পর্ব্বতে হ্রদে হয়ে জন্মে নদী।

ছা। বর্ণনা করেন অনুগ্রহে হ্রদ যদি।

শি। ভারতবর্ষেতে,—'চিল্কা,' পলিকট, সীর,
মম্বর, দিহ্বলা, রণ' আর 'কলাইর'।
চিন সাম্রাজ্যে,—'মানস, পাল্টি, লবণর'
ও 'রাবণ, টেংগ্রী, টংকিং, পোয়াং, কোকোনর।'
সাইবিরিয়ায়,—'চানি, বৈকাল' সে জান।
তাতারেতে,—'কাস্পিয়ান, আরাল, বলখাস।'
আফগানস্থানে,—'জারা।' 'উর্মিয়া' পারস্তে।
টর্কিদেশে,—'ভন, মরু সাগর' সে বৈসে।

ছা। হ্রদমাঝে কেন দেব! সাগর বর্ণন ?

শি। হ্রদ বড় হলে প্রায় এ নামে গ্রহণ।
মহাসাগরের সহ যাহারা মিলিত
অংশরূপে, প্রণালী বা মধ্যে ব্যবস্থিত,
তাহারা প্রকৃত উপসাগর, সাগর,
( কভু নাহি হতে পারে হ্রদ আখ্যাধর )।
কিন্তু সাধারণ হ্রদে হেন হতে পারে,
নদী যোগেতে ও নাহি মিশে মহাসাগরে,
এইরূপ হলে পরে সবে বলে হ্রদ
কেবল বৃহৎ হলে পায় দুই পদ।*

ছা। প্রণালী গুলির কথা বলুন আমারে
কি কি নাম আছয়ে বা কাহার মাঝারে ?

---

* হ্রদ ও সাগর এই দুই পদ বা নাম।

শি: । লঙ্কা ও ভারত মাঝারে ' পক ' প্রণালী,
' মলাক্কা ' সুমাত্রা + মালয়ের মধ্যস্থলী,
' সণ্ডা ' সুমাত্রা ও জাবা মাঝারে বিরাজ,
' মাকেসস ' বর্ণিও ও সিলিবিস মাঝ ;
' টেবান ' হেনাম আর চীন মধ্যগত ;
' ফর্ম্মোজা ' ফর্ম্মোজা + চীন করে ব্যবহিত ,
' কোরিয়া ' ( জাপান + পীত সাঃকে করে যুক্ত ;
অথবা ) জাপান + চীন করয়ে বিভক্ত ;
' সাঙ্গারা ' নিফন + যেসো মাঝে ( দ্বীপদ্বয় ) ;
' ল্যাপেরুস ' যেসো + সাগেলিয়ন ছেদয় ;
' টারাকি ' সাগেলিয়ন + মাঞ্চুরিয়া ছেদে ;
' বেরিং ' আমেরিকা আর এসিয়াকে ভেদে ;
লোহিত + আরব যোক্তা ' বাবেল মাণ্ডেব ' ;
' আর্ম্মস ' যুড়িছে সাঃর পারস্য + আরব;
কিছু দিন হল গত সুয়েজ যোজকে
কাটি মিলায়েছে ভূমধ্য ও লোহিতকে,
সুতরাং এটীকে ও প্রণালী বলা যায়
এইত প্রণালী গুলি আছে এসিয়ায় ।

ছা । কোথা বা সুয়েজ অন্য যোজক বা কোথা ?

শি । বলিতেছি শুন মন দিয়া যথা যথা,—
' সুয়েজ ' এসিয়া + আফ্রিকাকে প্রয়োজিত ;
' ক্রো ' শ্যাম + মালয় প্রদেশের মধ্যস্থিত ।
এরি দক্ষিণাংশ অন্তরীপ রোমানিয়া ।

ছা । অন্য অন্তঃ গুলি বলি দিন বিবরিয়া ।

শি। ‘ কুমারিকা ’ ভারতের দঃ অংশটী হয়,
‘ কল্‌মিয়র ’ এর দঃ পূঃ উপকূলে রয়।
‘ নিগ্রেস ’ সে ব্রহ্মদেশ দঃ পঃ অংশ নিয়া,
( বলেছি মালয় দক্ষিণাংশে রোমানিয়া )।
‘ কাম্বোডিয়া ’ আনামের দঃ। ও ‘ বক্সেডার
নুজন দ্বীঃ উঃ। ‘ কিং ’ জাপানের দঃ পূঃ ধার।
‘ লোপাটকা ’ দক্ষিণাংশ সে কামাস্কাট্‌কার।
‘ পূর্ব্ব অন্তরীপ ’ পূর্ব্ব অংশ এসিয়ার ;
‘ সিবারো ’ এসিয়া উঃ, ‘ টাইমর ’ এর পঃতে,
‘ বেবা ’ এসিয়া মাইনর পশ্চিম অংশেতে।
‘ রাসেলহাড ’ আরবের পূর্ব্ব অংশ হয়
( যে আরবে সাইমুম বায়ু বিষময় )।

ছা। সে কি দেব ? বায়ু বিষময় কি প্রকার ?

শি। মাঝে মাঝে বহে মরুভূমির মাঝার।
যেই সে নাসিকা পথে নীত হয় বায়ু
শ্বাস রোধ কষ্টবোধ হয় শোষ আয়ু।
আছয়ে এস্থানে এক মরু ভয়ঙ্কর,
জনমে সে বিষবায়ু তাহার ভিতর।

ছা। নাহি অন্য স্থানে মরু বিষ জন্ম স্থান ?

শি। মরু আছে বিষ বায়ু না করে প্রদান।
পারস্যেতে আর আরবীয় মরু স্থলে
বিমিশ্রিত আছে বায়ু হায় হলাহলে।
হইত সকল স্থান যদ্যপি সমান
তাহলে কি জন্তুগণ রৈ'ত জীবৎমান !

ছা। কোথা কি প্রকার ভূমি আছে এসিয়ায় ?

শিঃ। শুন মন দিয়া প্রিয় বালক সবায়,—
এসিয়ার দঃ পূঃ ধার উষ্ণ সুউর্ব্বর,
ধান্য, গম আদি শস্য জন্মে বহুতর,
চা, চিনি, মসলা, কাফি, তূলা, নীল, মান,
নানা ধাতু, বহুমূল্য প্রস্তর প্রধান।
( জন্তু ) হস্তী, ব্যাঘ্র, চিতা, টেপর, গণ্ডার,
কুম্ভীর, বানর, সর্প, এণ, কৃষ্ণসার,
শৃগাল ইত্যাদি নানা দ্রব্য পাওয়া যায়।
উঃ পঃ দিক প্রায় ঢাকা তুষার মালায়,—
দেবদারু জাতি বৃক্ষ ও শৈবাল দল,
( অন্য শস্য অল্প, ইহা ) প্রধান সম্বল
কৃষ্ণ, নীল, লোহিতাদি নানা খ্যাক্‌শিয়ালী,
তরক্ষু, ভল্লুক, বল্‌গা হরিণ মণ্ডলী ;
ইহা ভিন্ন নানা মীন সুবৃহৎকায়।
মধ্যভাগ ও দঃ পঃতে মরুময় প্রায়,—
তাতার, তুরস্ক, বেলুচিস্থান, আরব
ও পারস্য, অধিকাংশ বালুক, মারব।
মধ্য, সম শীত উষ্ণ, শুষ্ক অতিশয়,
যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণ শস্য এতে হয় ;
এয়াক, দ্বিকুব্জ উষ্ট্র, কস্তুরিক, মেষ,
জন্মে শালজন লোমী ছাগল বিশেষ।
দঃ পঃ অধিকাংশ মরু কিন্তু পারস্যেতে,
নানা জাতি ফল, আর আরব দেশেতে

গম, গন্ধরস, কাফি, হায়না, শৃগাল,
উষ্ট্র, সিংহ, কারিকল, খ্যাত সর্ব্বকাল।

ছা। কলিকাতায় ত এর সকলি আছয় ?

শি। বাণিজ্যের গুণে ইহা জানিও নিশ্চয় ;
এক দেশ হতে পণ্য লয়ে অন্য দেশ
সাধারণের সুবিধা করে সবিশেষ।

ছা। পণ্য কি ? সুবিধা তাহে হয় কি প্রকার ?

শি। একদেশ জাত দ্রব্য অন্যেতে প্রচার ;
যে দেশেতে যাহা নাই, সে দেশে যা থাকে,
তার সহ পরিবর্ত্ত ক'রে তাহা রাখে ;
কিন্তু যে দেশে যে দ্রব্য সুপ্রচুর হয়
তাই অন্য দেশে যায়, তাহা নৈলে নয়।

ছা। কোন্ দ্রব্য সুপ্রচুর জনমে কোথায় ?
কিম্বা পণ্য গণ্য হয়ে অন্য দেশে যায় ?

শি। শুন বৎসগণ বলি নিকটে সবার
উৎপন্ন ও পণ্য দ্রব্য এই এসিয়ার ;—
ভারতে,—তণ্ডুল, গম, ওট. পোস্তদানা,
চিনি, চা, লবণ, কাফি, ও মসল্লা নানা,
রেশম, কার্পাস, পাট, তিসি ও আতর,
কুচলে, গোলাপজল, নীল সে বিস্তর,
ঢাকাই কাপড়, লাক্ষা, বিবিধ ঔষধ,
হীরকাদি বহুমূল্য প্রস্তর বিবিধ ;
কুলেল, এরণ্ড আদি তৈল, মুক্তা, কড়ি,
নানাবিধ রসারসি, জালি, ঝুড়া, দড়ি।

সোরা, গজদন্ত, থলে, আর নানা শৃঙ্গ,
পণ্য সে কুসুমফুল, তামাক, আফিঙ্গ।
পূর্ব্ব উপদ্বীপ হতে,—টাটু ও তণ্ডুল,
মসলা, মৃণ্ময়পাত্র, মোমাদি বহুল,
চিনি, বেত, গজদন্ত, ধাতু, সাগুদানা,
নারিকেল, আবলুস আদি কাষ্ঠ নানা।
চীনে,—চা, কাচের দ্রব্য, কাগজ, কর্পূর,
মক্‌মল, মোরব্বা নানা, মিছরী প্রচুর,
গজদন্ত, কচ্ছপের খোলা, ও রেশম
শাল-জন-লোম-যুত ছাগ অনুপম।
জাপানে,—কর্পূর, তাম্র, বার্ণিস, চা, মোম,
তরবারি, মৃৎপাত্র, আর যে রেশম।
রুসিয়ার,—অধিকাংশ বরফ আচ্ছন্ন,
সীস ও পসন পণ্য (যৎসামান্য অন্য)।
স্বাধীন তাতারে,—অশ্ব, উষ্ট্র, ঊর্ণা, আর,
রেশম, পশম, চর্ম্ম, বাণিজ্যে বিস্তার।
আফগানস্থানে,—পেস্তা, দাড়িম্ব, আঙ্গুর,
হিঙ্গু, রসাঞ্জন পণ্য যায় বহুদূর।
বেলচিস্থানের,—হিঙ্গু, নীল, রাউচিনি,
ও তামাক অন্য দেশে হতেছে রপ্তানী।
পারস্যে,—রেশমীবস্ত্র, সূত্রবস্ত্র আর
গালিচা, ডুলিচা, অস্ত্র, শস্ত্র ও আতর,
আঙ্গুর, আকুরোট, পীচ, জাফ্‌রান, মদিরা,
হিঙ্গু আদি বাণিজ্যোপযোগী বস্তু এরা।

টর্কি হতে,—কামলট, গালিচা, কিস্‌মিস্‌,
পরিষ্কৃত চর্ম্ম, অশ্ব যায় বহু দিশ।
আরব হইতে,—পিণ্ডখর্জ্জুর, বাদাম,
আক্‌রট, দাড়িম্ব, কাফি, তুলা, উষ্ট্র, গম,
আর অত্যুত্তম অশ্ব বাণিজ্য গণনে।
আর এসিয়ার নিকটস্থ দ্বীপ গণে,—
গজদন্ত, মুক্তা, আবলুস কাষ্ঠ আর,
বিবিধ মসল্লা, তৈল পণ্যেতে বিস্তার।
এই এসিয়ার স্থূল স্থূল বিবরণ,
কিছু বিস্তারেতে শুন ভারত এখন
পড়িবে যখন বাপু ভূগোল বৃহৎ
সুবিস্তৃত রূপে শিক্ষা পাবে এর মত।

---

## ভারতবর্ষ।

ভারতের উত্তরের সীমা হিমালয়,
পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ বঙ্গ সাগর বলয়,
দক্ষিণে ভারত মহাসাগর মহান,
পশ্চিমে আরব সাগর অফ্‌গানস্থান।
পরিমাণ চারি লক্ষ বর্গ ক্রোশ লয়
এরি মাঝে আমাদের সুখের আলয়।
লোক সংখ্যা পঞ্চবিংশ কোটীর উপর,
নহে কোন দেশ হেন সর্ব্ব সুখাকর,—

সমভাবে বহে সুখকর সর্ব্বঋতু
নাহি গ্রীষ্ম শীতাধিক্য শমনের সেতু।
ভারতের উর্ব্বরতা খ্যাত চিরদিন,
তাই সদা বিদেশীয়গণে করে দীন।
বহুরত্ন ধন হায়! উদরে ইহার,
তাই মোরা পরিয়াছি অধীনতা হার!

ছা। কিসে গুরো পরিয়াছি অধীনতা হার?

শি। হাঃ বাছা, বলিতে হয় হৃদয় বিদার!
মোরা আর্য্যজাতি, যবে আর্য্য রাজ গণ,
করিত ভারতবর্ষ প্রতাপে শাসন,
সেইত সময় (বাছা শিহরয় কায়)
স্বাধীনতা মণিমালা ছিলরে গলায়!
মুসলমান গণ ধর্ম্ম-প্রচার-ছলন,
সে মণি হৃদয় হতে করিল হরণ!
বিনিময়ে তার হায় বিনিময়ে তার,
পরাইয়া দিল গলে এই সর্পহার!!!
স্বেচ্ছাচারে, অত্যাচারে শাসি কিছুদিন,
সুসভ্য ইংরাজ রাজ হাতে হল হীন।
সে অবধি মোরা সবে ইংরাজ রাজার,
সুশাসনে সুশাসিত সুখে অনিবার।

ছা। সমুদয় ভারত কি ইংরাজ অধীন?

শি। নেপাল, ভুটান মাত্র আছরে স্বাধীন।

ছা। কোথা সে নেপাল আর কোথা বা ভুটান?

শি। হিমালয় প্রদেশেতে জান অবস্থান।

ছা। সে বা কোথা ? কৃপা করে বলুন আমায়।

শি। প্রাকৃতিক ভাগ তবে শুন সমুদায় ;—
সমুদায়ে দুইভাগে ভারত বিভক্ত
তাহাদের নাম 'আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য,'
"হিমালয় হতে বিন্ধ্য পর্ব্বত্য" গ্রহণে,
আর্য্যাবর্ত্ত নাম এর দেন ভূবিদগণে।
বিন্ধ্য হতে কুমারিকা অন্তরীপ ধরে,
দাক্ষিণাত্য নাম দান করিলা ইহারে।
পুনঃ আর্য্যাবর্ত্ত ভক্ত চারি প্রদেশেতে,
'হিমালয়, মধ্য, প্রাচ্য, প্রতীচ' ক্রমেতে,—
হিমালয়েতে,—'ভূটান, সিকিম, নেপাল,
সর্ম্মুর, কাশ্মীর, কমায়ুন, গড়োয়াল।'
মধ্যে,—'দিল্লী, অজমীঢ়, রীবাঁ, রাজবারা, *
মালব, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগরা,
ও বুঁদেলখণ্ড,'। বাপু শুন পুনঃ আর
প্রাচ্যপ্রদেশে,—'আসাম, বাঙ্গালা, বিহার'।
প্রতীচ্যে,—'পঞ্জাব, সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট'।
দাক্ষিণাত্য পুনঃ চারি অংশ (সুবিরাট),—
"নর্ম্মদা, কাবেরী, কৃষ্ণা, গোদাবরী" চা'র,—
নর্ম্মদা, 'খান্দেশ, গোণ্ডবন,' ও 'বিরার'
ও 'উড়িষ্যা'। গোদাবরীতে,—'আরঙ্গাবাদ'
কঙ্কন, বিদর' আর 'হায়দরাবাদ,

---

* রাজপুতনা।

উত্তর সর্কার'। কৃষ্ণা মাঝে,—'বালাঘাট,
বীজাপুর' আর জান 'উত্তর কর্ণাট'।
কাবেরী—'কানাড়া, মহীশূর, মলবার,
দ্রাবিড়, কোচিন, ত্রিবাঙ্কোড়' জান আর
'দক্ষিণ কর্ণাট'। এই বিভাগ শুনিলে,
নেপাল ও ভুটানাবস্থানত বুঝিলে ?
এই দুটী ভিন্ন সব ইংরাজাধিকৃত,
কেহবা কেহবা মিত্র কেহবা আশ্রিত,
আর যৎসামান্য অন্যদেশীয়াধিকার

ছা। তবে কটী রাজ রাজ্য ভারতে আবার ?

শি। এক ত 'বৃটিস রাজ্য (ইংরেজ রাজার—
গভর্ণর জেনেরাল প্রতিনিধি যাঁর),
স্বাধীন (স্বাধীন রাজগণের রাজত্ব),
করদ ও মিত্র (বৃটিস আশ্রিত কথ্য),
অন্য বিদেশীয় রাজ্য (কিছু অল্প আছে)
এই কটী রাজ রাজ্য ভারত হয়েছে।

ছা। কোন্ অংশ হয় দেব, কাহার শাসনে ?

শি। অগ্রে শুন বৃটিসের, ক্রমে অন্যগণে ;—
তেরটী বিভাগে ভক্ত বৃটিসাধিকার,
(মূলকর্ত্তা গভর্ণর জেনেরাল যার);—
"বাঙ্গালা, উঃপঃও অযোধ্যা, পঞ্জাব" আর
"বোম্বাই, মান্দ্রাজ" গভর্ণমেণ্ট প্রচার।—
'আসাম, বিরার মধ্যদেশ, আজমীর,

ও 'মেহেরবরা, কুর্গ, বৃটিসব্রহ্ম' ধীর ! *
'আণ্ডেমান, নিকোবর (এই দ্বীপ দ্বয়)'
ভারত গভর্ণমেণ্ট রাজ্য এই হয়।
প্রথম তিনেতে লেপ্টনেণ্ট গভর্ণর—
তিনজন সুশাসন করেন প্রজার ;
চতুর্থ, পঞ্চম, দুই গভর্ণরাধীন
(লেপ্টেনেণ্ট হতে কিছু ক্ষমতাধারিন্) ;
অবশিষ্ট প্রত্যেকই এক এক জন
কমিশনরের দ্বারা হতেছে শাসন।
পূর্ব্বে আর্য্যরাজ্য ভাজ্য প্রদেশাদি যত,
এক এক গভঃমেণ্ট তারি গুটী কত,—
'বাঙ্গালা, বেহার, ছোটনাগপুর' আর
'উড়িষ্যা' বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টাধিকার ;
'আগরা, এলাহাবাদ,' আর 'কমায়ুন,
গড়োয়াল' ও 'অযোধ্যা' আর লয়ে পুনঃ
কোন কোন অংশ 'রাজপুতানা, মালব'
উঃ পঃ প্রদেশীয় গভর্ণমেণ্ট এসব ;
'পঞ্জাব' ও 'দিল্লী' আর কতিপয় স্থান
পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট নামেতে বাখান।
জন্যে সুবিধায় করাদায়, সুশাসন,
গবর্ণমেণ্ট 'বিভাগে হয় বিভাজন ;

---

* ১৮৮৬ খৃঃঅব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে সমস্ত ব্রহ্মদেশ ভারত গভর্ণমেণ্ট ভুক্ত হইয়াছে।

বিভাগ বিভক্ত পুনঃ ডিষ্ট্রিক্ট আকারে,
'মহকুমা' রূপে ভাগ আবার ইহারে।
বাংলা গভঃমেণ্টে-প্রেসিডেন্সি বিভাগে,
ডিষ্ট্রিক্ট ও মহাকুমা বলি শুন আগে,—
চব্বিশ পর্গণা,—'আলিপুর, শ্যালদহ'
ও 'বসিরহাট, বারাসাত' এর সহ,
'ডায়মণ্ড হারবার,' ও 'বারুইপুর'
আর আছে 'দমদমা' ও 'বারাকপুর'।
নদীয়া, 'কুষ্টিয়া রাণাঘাট, চুয়াডাঙ্গা'
ও 'মেহেরপুর, কৃষ্ণনগর, বনগাঁ।' *
যশোহর,—'যশোহর, নড়াল, মাগুরা,
ঝিনেদহ'। খুল্‌নামাঝে,—খুল্‌না, সাতক্ষীরা'
ও 'বাগের হাট'। মুরসিদাবাদে (পুর),—
'কান্দি, জঙ্গীপুর, লালবাগ, বরম্পুর'।
বর্দ্ধমান বিভাগেতে,—বর্দ্ধমানে জান,—
'কাটোয়া, কাল্‌না, রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান।
বাঁকুড়া,—'বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর' (ধরপাঠ)।
বীরভূমে,—'বীর ভূম, রামপুরহাট।'
মেদিনীপুরে,—'মেদিনী পুর' আর 'কাঁতি,
তমলুক' ও 'ঘাটাল' শুনহ সম্প্রতি।
হুগলী,—'হুগলী, শ্রীরামপুর, জাহানাবাদ।'
হাবড়া,—'হাবড়া, উলুবেড়িয়া' সে সাত।

* বনগাঁ এখন যশোহরের অন্তর্গত।

রাজসাহী ও কুচবিহার বিভাগেতে,—
দিনাজপুরেতে,—সে 'দিনাজপুর' এতে।
রাজসাহী—'বোয়ালিয়, নওগাঁ, নাটোর'।
রঙ্গপুরে,—'গাইবাঁধা, রঙ্গপুর' ধর,
'কুড়িগ্রাম, নিলফমারী (বা বাগডগ্রা)।
পাবনা,— পাবনা, সিরাজগঞ্জ! বগুড়া,—'বগুড়া'।
দার্জিলিং,—'দার্জিলিং।' জলপাইগুড়ি,—
'জলপাইগুড়ি, আলিপুর।' কুচবিহারী *
ঢাকাবিভাগে, ঢাকায়,—'ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ,
নারায়ণ গঞ্জ' আর সে 'মানিক গঞ্জ'।
ফরিদপুরে,—'ফরিদপুর, গোয়ালন্দ'
ও 'মাদারীপুর'। বাকরগঞ্জেতে (বন্দ),—
'বরিশাল, পিরোজপুর, দঃসাবাজপুর'
ও'পটুয়াখালী'। ময়মনসিংহে (পুর),—
'আটিয়া, জামালপুর, ময়মনসিংহ,
ও 'কিশোর গঞ্জ'। চট্টগ্রাম বিভাঃ লহ,—
ত্রিপুরা,—'কমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়ী, চাঁদপুর'।
চট্টগ্রামে,—চট্টগ্রাম, কক্সবাজার' (পুর)।
নওয়াখালী,—'ভুলুয়া, ফেণী'। চঃপাঃ,—সমু †
পাটনাবিভাগে আছে পাটনায় (যে ভু),—
পাটনা,—'পাটনা, দানাপুর' ও 'বেহার,
বাড়'। গয়াতে,— আরঙ্গাবাদ, গয়া' আর

---

* করদ—বেবন্দবস্তি। † চট্টগ্রাম পাহাড় প্রদেশ।

'নওদা, জাহানাবাদ ;' শাহাবাদে পাচ্ছে,—
'বক্সার, ভাবুয়া, আরা, শাসিরাম' আছে !
মুজফরপুরে,—মুজঃফর পুর পুনঃ
'হাজীপুর, সীতামারী' দ্বারবঙ্গে শুন,—
'দ্বারাভাঙ্গা, মধুমতী, তাজপুর' আছে
শারণে,—'ছাপরা, সাওয়াল' আর পাচ্ছে
সে 'গোপালগঞ্জ'। চম্পারণে,—'মোতিহারী,
বেতিয়া'। ভাগলপুর বিভাগ বিবরি,—
ভাগলপুরে,—'সুপুল, মধুপুর, বাঁকা'
ও'ভাগলপুর'। শেষে মুঙ্গেরেতে লেখা,—
'মুঙ্গের, যমুই, বেগুসরাই' সে নিয়া।
পূর্ণিয়ায়,—'কৃষ্ণগঞ্জ, কদোয়া, পূর্ণিয়া'
আর 'আরারিয়া'। মালদহে,—'মালদহ।'
সাঁওতাল পরগণামাঝে,—'গদা' সহ *
'নরাদুম্‌কা, দেওঘর, যামতাড়া' আর
'পাকুড়' আর যে 'রাজমহল' ইহার।
উড়িষ্যা বিভাগে,—সে কটকে,—'কেন্দ্রপাড়া,
যাজপুর' ও 'কটক'। পুরীমাঝে ধরা,—
'পুরী' ও 'খুরদা'। বালেশ্বরেতে,—'ভদ্রক'
আর ধর সে 'করদ মহল কটক'।
পরে শুন ছোটনাগপুর সে বিভাগ,—
হাজারিবাগে,—'গিরিধি' ও 'হাজারিবাগ'।

---

* বেবন্দোবস্তি।

লোহার্ডগা মাঝে,—'রাঞ্চী, পালামো' কথিত।
সিংহভূমে 'চৈবাসা'। ও মালভূমে স্থিত,
'পুরুলিয়া' ও ' গোবিন্দপুর '। কিছু আর
করদ মহল এই বাঙ্গালা গভার।
অন্যান্য গভর্ণমেণ্টে যে ডিষ্ট্রিক্‌ট আছে,
সংক্ষেপার্থে মহকুমা ত্যাজি বলি পাছে ;—
উঃপঃপ্রঃ অযোধ্যা গভঃ,—বিভাগ মিরটে,—
'দেরাডুন, সাহারাণপুর' আর বটে
'আলীগড়, মজঃফর নগর' মিরট,
বলন্দসহর'। বিভাঃ আগরা প্রকট,—
'ইটায়া, ফরক্কাবাদ, ঈটা.' ও ' মথুরা,
মৈনপুরী' আর আছে ইহাতে 'আগরা'।
বিভাগে রোহিলখণ্ডে,—'বিজনৌর' বলি
'বদাউ, মুরদাবাদ, পিলিভীত, বেরেলী'
ও 'সাজাহাপুর'। এলাহাবাদ বিভাগে,—
সে ' এলাহাবাদ, কাণপুর' শুন আগে
'ফতেপুর, জৌনপুর, হমীরপুর, বাঁদা'।
বেণারস বিভাগেতে শুন জেলা বাঁধা,—
' বালিয়া, আজমগড়, বস্তি, মির্জ্জাপুর,
বেণারস, গাজীপুর' ও ' গোরোক্ষপুর'।
ঝাঁসীবিভাঃ,—'ঝাঁসী, ললিতপুর, জলন'।
কমায়ুন বিভাগে,—'তিরুই, কমায়ুন'।
ও 'বৃটিস গড়োয়ান'। লক্ষ্ণৌবিভাগেতে,—
'লক্ষ্ণৌ' বারবেঁকী ও 'উনাও' আছে এতে।

সীতাপুর বিভাগেতে,—'সীতাপুর, ক্ষেরী'
ও 'হর্দ্দুয়ী'। রায় বেরেলী বিভাগে ধরি,—
'রায় বরেলী, সুলতানপুর, প্রতাপগড়।'
ফয়জাবাদ বিভাগে,—'বহরেচ' ধর
ও 'ফয়জাবাদ, লোণ্ডা' উঃ পঃ বিভাঃ হ'ল।
পঞ্জাব গবমেণ্টে, দিল্লী বিভাগে সকল,—
'কর্ণাল বা পানিপথ, দিল্লী, গুড়গাঁও'।
হিসার বিভাগে,—'সিরসা বা ভাটী' লও
ও 'হিসার, রোহতক'। বিভাগে অম্বলা,—
'লুধিয়ানা,' ও 'অম্বলা' আর যে 'সিমলা'।
জলন্ধর বিভাঃ,—'জলন্ধর' ও 'কাঙ্গড়া'
হুসিয়ারপুর'। অমৃতসর বিঃ ধরা,—
'গুরুদাসপুর' ও 'অমৃতসর' পুনঃ
সে 'শিয়ালকোট'। লাহোর বিভাগে শুন,—
'লাহোর, ফিরোজপুর, গুজরণবালা'।
মুলতান বিভাঃ,—'মুলতান' যায় বলা
ও 'মন গোমির, ঝঙ্গ, মজঃফর গড়'।
রাওলপিণ্ডীবিঃ,—'শাহপুর' আর ধর
'ঝোহলম, ও 'রাওলপিণ্ডী, গুজরাট'।
'ডেরাজাত বিভাঃ,—'বন্নু' আর শুন পাঠ
'ডেরাগাজী খাঁ, ডেরাস্মাইল খাঁ' আর।
পেশাবর বিভাগে,—'হজরা, পেশাবর'
ও 'কোহাট'। এপঞ্জাব গঃমেণ্টের নাম।
মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টে ;—উঃবিভাঃ,—' গঞ্জাম,

বিশাখা পট্টন, কৃষ্ণা' আর 'গোদাবরী'।
মধ্যবিভাগে,—'নেল্লুর, কড়পা, বল্লরী,
কর্ণুল, চেঙ্গল পট্ট, আর্কাড়ু-উত্তর,
ও 'মান্দ্রাজ রাজধানী' দঃবিভাগে ধর,—
'দক্ষিণ আর্কাড়ু, তিনেবল্লী' ও 'মদুরা,
তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী'। পঃ বিভাগে ধরা,—
'সালেম, কোয়ম্বাটুর' আর 'মলবার,
দঃকানাড়া, নীলগিরি'। মান্দ্রাজ গভার।
বোম্বাই গভর্ণমেণ্টে,—সিন্ধুপ্রদেশেতে,—
'হায়দরাবাদ' ও 'শিকারপুর' এতে
'করাচী, থর ও পারকর' আর পুনঃ
সে 'উত্তর সিন্ধুসীমা'। উঃ বিভাগ শুন,—
'অহমদাবাদ, খেড়া, ভরোচ, সুরট,
কুলাবা বোম্বাই দ্বীপ' ও 'টানা' প্রকট
ও 'পঞ্চমহল'। মধ্য বিঃ,—'সিতারা, পুনা,
খান্দেশ, নাসিক, শোলাপুর' আর জানা
'অহম্মদনগর'। দঃবিভাঃ,—'রত্ন গিরি,
বেলগাঁও, কলাদগী, ধারবাড়' ধরি
ও 'কানাড়া' সে বোম্বাই গভঃমেণ্টে রয়;
অন্যান্য সংক্ষেপে এবে বলিব সভায়।
( কমিশনরি প্রদেশে ) আসামে এগার,
মধ্য প্রদেশেতে জেলা উনবিংশ আর।
এইত বৃটিস রাজ্য হয়ে গেল শেষ।

ছা। কই শেষ হল কমিশনরী প্রদেশ?

শি। আর গুলি ক্ষুদ্র বিশেষেতে কাজ নাই,
করদ ও মিত্র রাজ্য গুলি শুন তাই,—
ছোট বড় ধরে ছয় শতাধিক হবে
বড় বড় দেখে গুটীকত বলি তবে,—
'পাতিয়ালা, রাজপুতানা, শিকিম, কাশ্মীর,
"গোয়ালিয়র, বুঁদেল খণ্ড, সুসহির,
ভূপাল, ইন্দোর, রীবাঁ, বহাওলপুর,
কোলাপুর,' ও 'নিজাম রাজ্য, মহীশূর
বরদা ভরতপুর, কচ্ছ, ঢৌল পুর
ক্রোঞ্চী' ও 'সাবন্তবাটী' আর ' ত্রিবাঙ্কুর'
আর ' পডুকট্ট' । বহুক্ষুদ্র আছে আর
পরে বলি শুন বিদেশীয় অধিকার
'কারিকল, পণ্ডিচারী, চন্দন নগর,
আর 'মাহী' অধিকারে ফরাসীদিগর।
'ভডাডম, ডিউ, গোয়া' পর্টু গীজাধীন,
এসিয়া ( ভারত ) শেষ হ'লহে প্রবীণ।
ছা। অন্য মহাদেশ গুলি শুনি ইচ্ছা মম।
শি। বলি ইয়ুরোপসীমা শুন প্রিয়তম !—
উত্তরে উত্তর মহাসাগর ইহার,
পুর্ব্বে ও দক্ষিণে এসিয়া, ভূমধ্যসাগর ;
পঃতে আটলাণ্টিক মহাসাগরাবস্থান,
অষ্টত্রিংশলক্ষ বর্গমাইল্ পরিমাণ ;
লোক সংখ্যা হবে ত্রিংশকোটীর উপর,
এই মহাদেশ এক বিংশ-দেশ-ধর,—

'বৃটন, নরবে, সুইডেন, আয়র্লণ্ড,
রুশিয়া, জার্ম্মাণরাজ্য ডেন্মার্ক, হলণ্ড,
বেল্‌জিয়ম, ফ্রান্স, সুইজার্লণ্ড, অষ্ট্রীয়া,
পর্টুগ্যাল, স্পেন, গ্রীস, ইটালী, সর্ব্বিয়া,
তুরস্ক, মণ্টেনেগ্‌রো,' আর 'রুমাণীয়া'
এই কটী দেশ আর আছে 'বলগেরিয়া'।

ছা। সাগরাদি কৃপাকরি করুন্‌ বর্ণন।

শি। বলিতেছি শুন তবে প্রবেশিয়া মন,—
রুশিয়ার উত্তরেতে সে 'শ্বেত সাগর,'
বৃটন ও ডেন্মার্কের মাঝারে 'উত্তর,'
বল্টিক' রুশিয়া আর সুইডেন মাঝে,
'আইরিস' আয়র্লণ্ড+ইংলণ্ডে বিরাজে;
'ভূমধ্য' আফ্রিকা+ইউরোপের মাঝার,
ইটালী+তুরস্ক মাঝে 'ভিনিস উঃসাঃর,'
'ইজিয়ান' গ্রীস+তুরস্কেরে করে ভিন,
'মর্ম্মর' কৃষ্ণসাঃ+তুরস্কের মধ্যে চিন,
'আজব সাগর' রুশিয়ার দঃ গণন,
'বোথনিয়া' সুইডেন+রুশিয়া মগন,
'কাট্টিগাট, স্কাগারাক' ডেন্মার্ক পূঃ, উঃতে,
'বিস্কে, লিয়ঁ' ফ্রান্সপঃতে আর দক্ষিণেতে,
'জেনেবা, টরেণ্টো, ইটালীর উঃপঃ, দঃয়,
'ইজিয়ানা' ও 'করিন্থ' গ্রীসের পূঃ, পঃয়,
'সালোনিকা উপসাঃর' তুরস্ক দক্ষিণে।
দ্বীপ শুন, আটলাণ্টিকের মধ্যস্থানে,—

'আইসলণ্ড, ফেরো' ও 'বৃটন, আয়র্লণ্ড,
আংগ্লীসি, আর্কনি, হেব্রাইডিজ, সেট্‌লণ্ড,'
ও 'এজোর্স'  আর শুন ভূমধ্যসাগরে,—
'ইভিস', মাজর্কা, সার্দ্দিনিয়া এলবা 'পরে,
'মিনর্কা, কর্সিকা, মাণ্টা, লিপারি, সিসিলি,
আইয়োনিয়ান্স, গোজো, কন্দিনো' যে বলি,
আর যে 'কন্দিয়া'। পরে ইজিয়ান সাগরে,—
'ইউবিয়া, সিক্লাডিজ'। বল্টিক মাঝারে,—
'ওলণ্ড, য়ুসেল, ডাগো, উলণ্ড, লালণ্ড,
বরন্‌হলম্‌, গটলণ্ড, ফিউনেন, জিলণ্ড,।
উঃ মঃ সাগরে,—'নবজেম্ব্লা, পুঞ্জ-লফোডেন'
স্থিত তথা আছে আর 'স্পিট্‌র্সবর্গেন্‌;
উপদ্বীঃ—'ইতালী, পর্ত্তুগ্যাল' আর 'স্পেন,
ডেন্মার্কেতে, 'বহলণ্ড, নরবে, সুইডেন ;'
রুশিয়া দঃতে 'ক্রিমিয়া ;' গ্রীস দঃ 'মোরিয়া।'
যোজক—'কোরিন্থ' যোড়ে গ্রীস ও মোরিয়া ;
'পেরেকপ' ক্রিমিয়া ও রুশিয়া যোজিছে।
প্রঃ—'সাউণ্ড' সুইডেন+জিলণ্ড ভেদিছে,
'গ্রেটবেল্ট' ফিউনেন+জিলণ্ড ভেদক,
'লিটলবেল্ট' সেইরূপ ফিউনেন+ডেন্মার্ক,
'সেণ্টজর্জ্জ' কাটে গ্রেটব্রিটন+আয়র্লণ্ড,
'ইংলিস, ডোবর' কাটে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড,
জিব্রল্টার' আটলাণ্টিক+ভূমধ্য সাঃ মাঝে,
'বনিফাসো' কর্সিকা ও সার্দ্দিনিয়া ভাজে,

'মেসিনা' ইটালী ও সিসিলি দ্বীপ কাটে,
'দার্দ্দেনেল্‌জ' ঈজিয়ান ও মর্ম্মর আঁটে,
'কনস্তান্তিনোপল' ও 'ইনিকালে' আর—
মর্ম্মর, আজব দ্বয়ে সহ কৃষ্ণ সাগর।
হ্রদ,—'ওয়েনর, ওয়েট্টর, হেলমর'
ও 'মেলার' সুইডেনে; রুসিয়ায় পর,—
'লাডোগা, ওনেগা'; সুইজার্লণ্ডেতে গণ—
'জেনেব, য়ুরিচ, কনস্তান্স, লুসরণ;
ইতালীতে,—'কোমো, গার্দ্দা, মাদজোরে' শুন;
আয়র্লণ্ডে,—'নে, রী, ডার্গ;' স্কটলণ্ডে পুনঃ—
'লোমণ্ড' ও 'কেটরিণ, অ, টে' আদি সব।
পর্ব্বত শুনহ,—'আল্পশ্রেণী' আগে কব—
এর এক দিকেতে ইটালী, অন্য দিকে
জর্ম্মনী, সুইজার্ল ও আর ফ্রান্স থাকে;
'পিরেনিজ' ফ্রান্স + স্পেন মধ্যেতে বিরাজে,
'কান্তিবার, সিয়েরা-নেবেদা' স্পেন মাঝে,
অষ্ট্রীয়ার উঃ পূঃ দিকে সে 'কার্পেথিয়ান,'
'ব্লাকৃফরেষ্ট, সুদেতিক' জর্ম্মনিতে জান;
'গ্রাম্পিয়ান্‌জ' স্কটে; 'চীভিয়ট' ইংলণ্ড, স্কটলণ্ডে,
জানহ 'ডোবরেফেল্‌ড' সে নরবে খণ্ডে,
'বল্কান, পিন্দস্‌' হয় সে তুরস্ক দেশে।
প্রধান আগ্নের গুলি বলি পরিশেষে,—
ইতালীতে 'বিসুবিয়স;' 'এতনা' সিসিলিতে;
লিপরি পুঞ্জে 'ষ্ট্রম্বোলী;' হেক্লা আইস্‌লণ্ডেতে;

আর নবজেম্বলাতে 'সারিচেপ গিরি'।
নদী বহু এই দেশে সংক্ষেপে বিবরি,—
ইংলণ্ডে 'টেমস্' পড়ে জর্ম্মান সাগর,
স্পেনে জন্মি 'গ্বাদিয়ানা, গ্বাদালকিবার,
'দুরো' আর 'তেজো' আটলান্টিকেতে মিলে,
'ইব্রো' পড়িছে ভূমধ্য সাগর সলিলে,
'সেন, রোণ' ও 'লোয়ার' ফ্রান্সে জন্মি পরে
ইংলিস প্রঃ, ভূমধ্য সাঃ, বিস্কে উপসাঃরে,
ইতালীতে 'পো' পড়িছে বেনিস্তিয়া সাঃয়,
স্যুইজার্লণ্ডে ' রাইন ' জর্ম্মান সাঃরে যায়,
জর্ম্মনীতে 'দানিয়ুর' কৃষ্ণ সাঃরে বহে,
অষ্ট্রিয়ায় 'এল্‌ব, ওডর, বিস্টিয়ুলা' পরে
'নিষ্টর' প্রথম পড়ে জর্ম্মন সাঃ আর
দ্বি, তৃ, দ্বয় বাল্টিকে, চতুর্থ কৃষ্ণ সাঃর ;
নরবেতে সে 'লমন' পড়ে স্কাগারাকে,
রুসিয়ায় 'বল্‌গা' কাস্পিয়ানে মিলে থাকে ;
'ডন' আজবে, 'নিপর' কৃষ্ণ সাঃ প্রবেশে,
'ডুইনা, পেশোরা' শ্বেত ও উঃ মঃ সাঃ মেশে।
অন্তরীপ,—'নর' আইসল্যাণ্ড উঃ পশ্চিম,
'ডন্‌কান্স বাইহেড, রাথ' স্কটল্যাণ্ড উঃ সীম,
'ক্লয়ার' আয়র্লণ্ডের দঃকে, 'ফোরল্যাণ্ড'
ইংলণ্ডের দঃ পূঃ, দঃ পঃ 'লিজার্ড, ল্যাণ্ডস্‌এণ্ড ;
'উঃ অন্তঃ' নরবে উঃতে, দঃতে, 'নেজ অন্তঃ'
দেন্মার্কের উঃ 'স্ক' ; 'লাহোগ' ফ্রান্স উঃ অন্ত,

স্পেন উঃ পঃ 'আর্ত্তেগাল' আর 'ফিনিষ্টর,'
'ত্রাফাল্‌গার' দঃতে ; 'রোকা' পর্ত্তুগাল পঃর
'সেন্তবিনসেন্ত' পুনঃ দক্ষিণের দিকে ;
সিসিলি দ্বীপের দক্ষিণে 'পাসারো' থাকে :
'স্পার্ত্তিবেন্তো, দিলিউকা' ইতালির দঃয় ;
'মাটাপান' গ্রীস দেশ দক্ষিণেতে রয়।
জলবায়ু, নাতি শীত উষ্ণ সাধারণ,
উঃতে শীত দঃতে উষ্ণ এই বিবরণ।
উৎপন্ন,—উত্তরে যব, আলু, পীচ, রাই,
আপেল প্রভৃতি স্বাদি ফল মূল পাই।
দঃতে ধান্য, ভুট্টা, ইক্ষু, গোধূম, তামাক,
দাড়িম্ব, কলম্বালেবু, দ্রাক্ষা, তুলা, শাক।
মধ্যে দ্রাক্ষা আর শাক নানা খ্যাতনামা
আকরিক স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, সীস, তামা,
পারদ, কয়লা, টিন, লবণ সে সহ।
জন্তু,—বন্যমেষ, মেষ ও বন্য বরাহ,
নেকড়ে, ভল্লুক, লামিং, বল্‌গা হরিণ,
উল্কামুখী ও কুকুর, ঘোটক ও মীন,
সিংহ, ব্যাঘ্র জন্তু দ্বয় নাহি দেখা যায়।
পণ্য দ্রব্য বলি তবে শুনহ সবায়,—
আয়র্লণ্ডে—নানাবিধ শস্য আলু আর,
সুরা, বৃষ নানা দিশ রপ্তানী বিস্তার।
স্কটলণ্ডেতে— কার্পেট আদি বস্ত্র চয়,
কার্পাসী ও ঊর্ণা বস্ত্র অতি সুখময়।

ইংলণ্ডে কার্পাসী, লোম নির্ম্মিত বসন,
নানা যন্ত্র, গন্ধ দ্রব্য, কাগজ, লবণ,
সীস, লৌহ, টীন, কাচ, সূতা, পুস্তকাদি,
আর নানাবিধ বস্তু খাদ্য অতি স্বাদি।
পর্ত্তুগ্যাল, স্পেন হতে মদ্য ও পশম,
লবণ, বিবিধ ফল ও কারা রেশম।
ফ্রান্স হতে নানাবিধ ছিট, মকমল,
রেশমী, পশমী বস্ত্র, কাচ এসকল,
কাচের বাসন, ঘড়ি, মদ্য, অলঙ্কার,
কাগজ ইত্যাদি পণ্য রূপেতে বিস্তার।
সুইজারলণ্ডে—ঘড়ি, বিবিধ খেলনা।
ইতালীও গ্রীসে মদ্য, ফলমূল নানা,
মার্ব্বেল প্রস্তর, তৈল, পশম রপ্তানি।
অষ্ট্রিয়া হইতে লৌহ, কাচবস্তু জানি,
ইস্পাত, পশম আর রেশম প্রচুর।
জর্ম্মনিতে,—যন্ত্র, বস্ত্র, তামাক ( সুদূর )।
বেলজিয়ম ও হলণ্ডে,—তিমিতৈল, শোন,
পাট ও মসিনা আদি। দেন্মার্কেতে শোন,-
যব, রাই, গম, ওট, চর্ম্ম, মদ্য পণ্য।
নরবে ও সুইডেনে,—আল্‌কাতরা গণ্য,
বাহাদুরীকাষ্ঠ, লৌহ, তাম্র ভরা ভরা।
রুশিয়ায়,—যব, ওট, পাট, আল্‌কাতরা,
শোন, শৃঙ্গ আদি যত। তরস্কে,-রেশম,
গালিচা, মসিনা, কাফি, চর্ম্ম ও পশম।

এইত য়ুরোপ বাপু! হয়ে গেল শেষ।

ছ। একটী জিজ্ঞাস্য ইথে আছয়ে বিশেষ;

শি। সেটী কিহে বাছা! বল করিয়া প্রকাশ।

ছ। শুনেছি আমরা দেব! আপন সকাশ,
য়ুরোপে ইংলণ্ড দেশে রাজা আমাদের
শুনিতে বিশেষ তাহা বাসনা মনের।

শি। কিঞ্চিৎ বলিব বাছা! শুন হয়ে স্থির
যথাবাস ভিক্টোরিয়া সে মহারাজ্ঞীর—
বৃটন বলেছি? গ্রেট বৃটন প্রকৃত,
তাহার মাঝার দেশ ইংলণ্ড কথিত;
তাহার মাঝার মহা সহর লণ্ডন,
ইহারি মাঝারে মহারাণীর ভবন।
যতটী সহর আছে পৃথিবী মাঝার
লণ্ডন সহর হয় প্রধান সবার।
ইংলণ্ডের অধিবাসী বিদ্যাবুদ্ধি যুত
সমৃদ্ধি ক্ষমতা পুনঃ আছয়ে প্রভূত।
এর মধ্যে লিবরপুল, বৃষ্টল ও হল,
বাণিজ্য বন্দর বলি প্রসিদ্ধ সকল;
পোর্ট্‌স্‌ মাউথ, প্লিমাউথ, উলুইচ, চাথাম,
যুদ্ধ জাহাজাদি থাকিবার এই স্থান।
মাঞ্চেষ্টর, বর্মিংহাম, সেফিল্‌ড, নটিংহাম,
লিড্‌স্‌, ডার্বি, নরউইচ, শিল্পহেতু নাম।
কেম্ব্রিজ, ডর্হাম, অক্সফোর্ড এই সব
বিশ্ব বিদ্যালয় হেতু প্রসিদ্ধ বহব।

লণ্ডন. লিবরপুল, পোর্টসমাউথ,
জাহাজ নির্ম্মাণ তরে খ্যাত প্লিমাউথ।
আজি এপর্য্যন্ত পরে শুনিও বিশেষ,
এখন শুনহ বলি আফ্রিকা দেশ,—
উত্তরে 'ভূমধ্য', পূর্ব্বে 'লোহিত, ভারত',
দক্ষিণে 'দক্ষিণ', পশ্চাতে 'আটলাণ্টিক' রত।*
কোটী বর্গ মাইলের বেশি পরিমাণ,
প্রায় কুড়িকোটী লোক এতে অবস্থান।
'বার্ব্বরি, মিশর. আবিসিনিয়া' যে বলি
'মোজাম্বিক, জঙ্গেবার, সেফালী, সোমালী,
কেপ্‌কলনি, ট্রান্সবাল, কাফ্রেরিয়া' আর
'নাতাল' ও 'জুলুলণ্ড' শুন পুনঃ সার
'উত্তর, দক্ষিণ' নাম ভেদে 'গিনিদ্বয়'
'সেনিগাম্বিয়া' ও 'নিগ্রোসিয়া' আদি হয়।
মোটামুটি ভাগগুলি বলিনু তোমায়,
উত্তরাদি পূর্ব্ব দিয়া পার্শ্বে পার্শ্বে রয়।
কিন্তু মধ্য স্থলে অধিকাংশ ভয়ঙ্কর—
সাহারা নামেতে সুবৃহৎ মরুবর।
উপদ্বীপঃ,—'কাবেস্, সীড্র' আর 'সাল্দানা,
দেলাগোয়া, সোফালা, টেবল, সেণ্টহেলনা,
ফল্‌স, আলগোয়া, গিনি' এর পার্শ্বে চারি।
বলিদ্বীপ গুলি যারা নিকটে ও ভারি,—

---

* প্রত্যেকটীকে সাগর বুঝিতে হইবে।

ভারতে 'সকোত্রা' কমোরা, মাদাগাস্কার,
বুর্ব্বোঁ, মরিশস, আমির'ন্তে দ্বীপ' আর
'সে-শেল পুঞ্জাদি,' আট্‌লাণ্টিকে শুন দ্বীপ,—
'মাদেরি কানেরি, কেপবাদ, ফর্ণান্দোপো,
গোরে, সেণ্টটমাস্, আসেনশন' আর
'সেণ্ট হেলিনা' সে দ্বীপ নিকটে ইহার।
প্রণালী,—আফ্রিকা+মাদাগাস্কারের মাঝে—
'মোজাম্বিকা প্রণালী ( বা চ্যানেল ) বিরাজে :
হ্রদ,—'ভিক্টোরিয়া-নিয়ঞ্জা' ও 'তঙ্গালিকা,
ন্যাসা, আলবার্ট-নিয়ঞ্জা' ( মাঝে আফরিকা )
'সরবা, দিলোলো, বাঙ্গুইওলো, দেম্বিয়া'
আর চাঁদহ্রদ' খ্যাত ইহাতে' বলিয়া।
পর্ব্বত,—'আট্‌লাস, কং, কেমরুণ' ধর
'লুপাতা, ড্রাকেন বর্গ, কিলিমান জারো,
আবিসিনিয় পর্ব্বত, নিউবেণ্ট' পুনঃ,
' তেনারিফ' গিরিগুলি। নদী গুলি শুন—
'নীল' ভিক্টোরিয়া নিয়ঞ্জাহ্রদ হতে
জন্মি, বহি বহু দূর পড়ে ভূমধ্যেতে ;
'নীজর, রোকেল, রিওগ্রান্দে' ও ' গাম্বিয়া,
সেনিগাল' এরা কং পর্ব্বতে জনমিয়া,
' কঙ্গো, কোয়াঞ্জা', অরেঞ্জ' দঃ আফ্রিকাদেশে
হ্রদে ও পর্ব্বতে জন্মি আট্‌লাণ্টিকে মেশে ;
'জাম্বেজি' দিলোল হ্রদে জন্ম লাভ করে
মজাম্বিক প্রণালীতে মিশিয়াছে পরে।

এই নদীগুলি। শুন অন্তরীপ গণ,—
বর্ব্বরী রাজ্যের উত্তরের দিকে 'বন';
দঃতে ' নন ' পঃতে ' ব্ল্যাঙ্কো, স্পার্ত্তেল, কান্তিন,
বোজাডর' সে সাহারা মরুর পশ্চিম;
' বার্দ ' সেনিগাম্বিয়া পঃ; গিনিদ্বয় কাছে,—
'পালমস, লোপেজ, ফরমোজা, নিগ্রো' আছে;
'উত্তমাশা, অন্তুলস' আছয়ে দঃ দিক;
'কোরিয়েন্তেস, দেলগেদো' দঃ, উঃ মজাম্বিক×;
'গার্দ্দাফুই' আফ্রিকার পূরব দিকেতে;
'আম্বর' 'শাঁবরি' মাদাগাস্কার উঃ, দঃতে।
জল বায়ু,—সুউত্তপ্ত, গ্রীষ্ম বর্ষা সার,
কভু বৃষ্টি নাহি হয় সাহারা মাঝার।
উৎপন্ন,—উত্তরে গম, যব, ডোরা' আর
খর্জ্জুর, কমলালেবু, দাড়িম্ব (সুসার),
নানা শস্য, ফল, মূল, খাদ্য। পঃতে বলি,—
ধান্য, ভুট্টা, নারীকেল, তেতুল, কদলী,
ও আদ্রক। পূর্ব্বে কাফি অন্য শস্য পুনঃ।
দঃতে নানা খাদ্য, ফল, শস্য বহু শুন।
জন্তু,—সিংহ, জলহস্তী, মহিষ, গণ্ডার,
হস্তী, জীব্রা, আর বন মানুষ, বানর;
মরুতে জঙ্গলে সাধারণ দেখাযায়।
উষ্ট্র, মেষ, ছাগ, গরু, গ্রাম্য জন্তু চয়।
বাণিজ্য, বর্ব্বরীরাজ্যে তৈল ও পশম,
স্পঞ্জ, শৃঙ্গ। মিশরেতে তুলা নীল, গম,

ও তণ্ডুল। আবিসিনিয়া ও গিনি হতে
স্বর্ণ, গজদন্ত, পণ্য বিভিন্ন দেশেতে।
সেনিগাম্বিয়াতে গম, মোম, স্বর্ণ ধর,
হস্তিদন্ত, বাহাদুরীকাষ্ঠ বহুতর।
কানেরি, মদিরা আদি দ্বীপ চয় হতে,
মদ্য, নানাফল, মূল, পণ্য গণ্য এতে।
এইত আফ্রিকা মহাদেশ বিবরণ।
আমেরিকা মহাদেশ বলিব এখন,—
কলম্বস আবিষ্কার বহুদিন পর
আমেরিগো বেসপুসী পর্য্যটকবর
নূতন বহব পার্শ্বস্থিত দ্বীপচয়
প্রকাশিলা, তাঁরি নামে আমেরিকা হয়।
উত্তরে উত্তর মঃসাঃ, পূর্ব্বে আট্‌লাণ্টিক,
দক্ষিণে দক্ষিণ মঃসাঃ, প্রশান্ত পঃ দিক।
আমেরিকা মধ্যস্থল শরু অতিশয়
সে কারণে দুইনামে অভিহিত হয়,—
উত্তরাংশে উত্তরামেরিকা, দুঃ দক্ষিণ,
প্রথমে শুনহ উত্তরামেরিকা চিন ;—
উত্তরে উত্তর, পূর্ব্বদিকে আটলাণ্টিক,
কারিব, মেক্সিকো উংসাঃ দক্ষিণের দিক,
পানামাযোজক (যোড়ে দক্ষিণ+উত্তর,)
পশ্চিমে প্রশান্তনাম সু মহাসাগর।
পরিমাণ আশিলক্ষ বর্গ মাইল্ প্রায়,
লোকসংখ্যা পঞ্চকোট্যাধিক জানা যায়।

উত্তরামেরিকা ছয় ভাগে ভক্ত হয়,
' বৃটিসামেরিকা, মেরু প্রদেশ' যে রয়
'ইউনাইটেডষ্টেটস, মধ্য আমেরিকা,
মেক্সিকো, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ' লেখা।
সাগর,—'কারিব' দঃ+উঃ আমেরিকা মাঝে ;
উপসাঃ.—'বেফিন' গ্রীনলণ্ড পঃতে রাজে ;
'হডসন, বথিয়া, করোনেশন' এগুলি
বৃটিস আমেরিকার উত্তরে যে বলি ;
'জেমস' হডসনের দঃতে ; 'সেণ্ট্‌লরেন্স্' আর -
নিউফৌণ্ডলণ্ড+নিউব্রনজুইক্ মাঝার ;
য়ুনাইটেডষ্টেটস্ পূর্ব্বে ' ডেলাওয়ার' পুনঃ
' চেসাপিক' ; দঃদিকেতে 'মেক্সিকো' যে শুন ;
'কাম্পিচি' মেক্সিকো দঃপূঃ. 'কালিফর্ণিয়া' পঃ ;
'হন্দুরাস' গোয়াতেমালার পূর্ব্বে বাপ !
বহুদ্বীপ আমেরিকাদ্বয় সন্নিধান,
গোটাকত বলি তার প্রধান প্রধান,—
'গ্রীনলণ্ড, পারি পুঞ্জ, ব্যাঙ্কসলণ্ড' আরে
'ককবরণ, সাউদামটন' উত্তর মঃসাঃরে ;
'নিউফৌণ্ডলণ্ড, আণ্টিকোষ্টি, কেপ্‌ব্রটন,
প্রীন্স এডওয়ার্ড, পঃ ভারত' দ্বীপ গণ
আটলাণ্টিক মঃসাঃরে। প্রশান্ত মঃসাঃরে,—
'বঙ্কুবর, কুইনচারলূট্, ফক্স পুঞ্জ' ধরে।
উপদ্বীঃ,—'বুথিয়া, মেলবিল' এই দ্বয়
বৃটিস আমেরিকার উত্তরেতে রয় ;

'লাব্রাদোর' ও ' নোবাস্কোসিয়া' পূর্ব্বে এর ;
'ফ্লোরিদা' আটলান্টিক্ + মেক্সিকো মঃসাঃরের
মধ্যে ; 'য়ুকাতান' মেক্সিকো + কারিব মাঝে ;
'কালিফর্ণিয়া' মেক্সিকো পশ্চিমে বিরাজে ;
'আলাস্কা' আলাস্কাদেশ পশ্চিম দক্ষিণ।
যোজক,—'পানামা' উভয়ের মধ্যচিন্।
প্রণাঃ,—' বেরিং' আমেরিকা+এসিয়ার মাঝে ;
'ব্যাঙ্কস্' ব্যাঙ্কস্লণ্ড্+পারিদ্বীপ মাঝে রাজে ;
'হেকলা' মেলবিলি উঃদ্বীঃ+ককবরণ দ্বীঃকাটে ;
'ডেবিস' বেফিণ উঃসাঃ+আট্লাণ্টিক আঁটে ;
'হড্সন' হড্সন উঃসাঃ+আটলাণ্টিক যোক্তা ;
'বেলিল' লাব্রাদোর+নিউফৌণ্ডসণ্ড ভক্তা।
হ্রঃ,-'সুপীরিয়র, ঈরি' আর 'মিসিগণ,
হিউরণ, আন্তেরিও' রঃআঃ দঃতে গণ ;
'উড, ইউনিপেগ' ও 'আথাবাস্কা' আর
এসকলো ব্রিটসামেরিকার মাঝার ;
'গ্রেটস্লেব,গ্রেটবিয়র' উহার উঃপঃতে ;
'শ্যামপ্লেন' নিউইয়ার্ক উত্তর পূর্ব্বেতে ;
'নিকারাগুয়া' সে মধ্য আমেরিক গত ;
গ্রেটসণ্ট' য়ুনাইটেডস্টেটের উঃ পঃ ত।
পং,—সে 'ইলিয়স' আর 'ফেয়রওয়েদর'
দক্ষিণ পূর্ব্বেতে স্থিত জান আলাস্কার ;
'আলিগিনি, রকি' য়ুনাইটেডে'র পূঃ, পঃ ;
'সিয়ারানেবাদা, কাসকেদ' এইরূপ

কালিফর্ণিয়ার পূর্ব্ব পঃতে অবস্থিত ;
'মেক্সিকো' মেক্সিকো মাঝে হয় যে কথিত।
নঃ,—'মেকেঞ্জি, গ্রেটফিস্, কপার মাইন্' যায়
উঃ মঃ সাঃরে ; 'সেণ্টলরেন্স' স্বনাম উঃসাঃয় ;
'হডসন, সসকুইহানা' আটলাণ্টিকবরে ;
'মিসিসিপি, ডেলনোর্ট' মেক্সিকো উঃসাঃরে ;
'কলোরাদো' কাকিফর্ণিয়া উপসাঃ ধায় ;
'ও রিগন' ও 'ফেজর' প্রশান্ত মঃ সাঃয়।
অঃ,—'ফেয়রওয়েল' গ্রীনলণ্ড দঃতে বলে ;
লাব্রাদোর উঃদ্বীঃ×দঃ, উঃ 'চার্লস, চডলে' ;
নিউফৌণ্ডলণ্ড দঃ পূঃ ' রেস' অবস্থান,
'কড, হাটারাস' য়ুনাইটেডঃপূঃ জান ;
ফ্লোরিডার দঃ ' সেবল ' শুন পুনঃ আর,—
'সেণ্টলক্স' দঃ দিকেতে কালিফর্ণিয়ার ;
'মেণ্ডোসিনে, ব্ল্যাঙ্কো' য়ুনাঃ ষ্টেটের পঃ হয় ;
'প্রিন্স অব্ওয়েল্স' আলাস্কার পঃতে রয় ,
'লিস্বরণ, আইসি, বরো, এর উত্তরেতে ;
'বাথর্ষ্ট' আছয়ে কানাডার উঃদিকেতে।
জল বায়ু পূর্ব্ব মহাদ্বীঃ চেয়ে শীতল,
কোনো স্থানেওবা নাহি পড়ে বৃষ্টিজল।
উৎপন্ন,—তামাক, চিনি, ভুট্টা, তুলা আর
মেহগনি আদি কাষ্ঠ ব্যাপ্ত চারিধার।
আকরিক,—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ (গণ)
হীরক, পারদ, টীন, কয়লা, লবণ।

পণ্য, - দেবদারু বৃক্ষ, মৎস্যতৈল পুনঃ
নানাবিধ শস্য, বাহাদুরীকাষ্ঠ শুন,
কড ও অন্যান্য মৎস্য, তূলা, নীল, চিনি,
তামাক, তণ্ডুল, মেহগনি কাঠ জানি,
সার্জ্জা প্যারেলা, কোকোয়া, স্বর্ণ, রৌপ্য আর
কাফি, রম, আদা, চুরটাদি সুপ্রচার।
হইল উত্তর। দঃ আমেরিকা বলিব,—
উত্তর সীমায় এর সাগর কারিব,
পূর্ব্বে আট্‌লাণ্টিক, দঃ দক্ষিণ, পঃপ্রশান্ত।
সত্তর লক্ষসে বর্গ মাইল সীমান্ত।
দুকোটীর উর্দ্ধে লোক করয়ে বসতি'
দশটীরাজ্যেতে ভক্ত প্রধানতঃ তথি, —
উত্তরে 'গায়েনা, কলম্বিয়া,' অবস্থান,
মাঝারে ' ব্রাজিল, পেরু, বলিভিয়া, জান.
পুনঃ ' পারাগোয়' ; দঃ ' য়ুরুগোয়, লাপ্লাটা,
প্যাটাগোনিয়া' ও 'চিলি' এই দেশ কটা।
উপসাঃ—'মারাকাইবো, ডেরিয়ান' আর
কলম্বিয়ার উত্তরে ; পশ্চিমে ইহার—
'পানামা, গোয়াকুইল ; প্যাটাগোনিয়ার
পূর্ব্বে' 'সেণ্টজর্জ' ; ব্রাজিলের পূর্ব্বধার, —
'অলসেণ্টস' উপসাঃ। পরে দ্বীপ চয়,
শুন যাহা বড় পুনঃ নিকটেতে রয়,—
অবস্থিত 'মার্গারিটা' কারিব সাগরে,
পারল বা মুক্তা পুঞ্জ' পানেমা উংসাঃরে,

'গালাপেগস্' আছে কলম্বিয়ার পশ্চিম ;
'জোয়ান, ফর্ণাণ্ডেজ, চিলো' চিলি পঃদঃ সীম ;
'টেরাডেল ফিউগো' ও 'ফকলণ্ড' আর
'ষ্টেটন' দঃ ও দঃপূঃদিকে প্যাটাগোনিয়ার ;
'ম্যারেজা' যে আমেজ*ননদী মোহনায় ;
এ দ্বীপ। প্রণালী গুলি শুনহ ইহার,—
'ম্যাগেলন' প্যাটাঃ+টেরাডেল ফিউগোমাঝে ;
'লিমেয়র' টেরাডেলঃ+ষ্টেটন মঃবিরাজে।†
হ্রঃ-'ম্যারাকাইবো' কলম্বিয়াতে প্রচার ;
'টিটিকাকা' পেরু+বলেভিয়ার মাঝার।
পর্ব্বত,—আন্দিস' ( দীর্ঘ উত্তর দক্ষিণ
পশ্চিমের পার্শ্ব দিয়া তরঙ্গ রক্ষিন্
আণ্টিসানা, কোটাপাক্সি, পিচিঞ্চ যে আর
ভয়ানক স্থ আগ্নের শৃঙ্গ সে ইহার ) ;
'পারিম' গায়েনা+কলম্বিয়া মধ্যগত ;
ব্রাজিল মাঝারে আছে 'ব্রাজিল' পর্ব্বত।
নদী, 'ম্যাগ্ডেলেনা' পড়ে সাগরে কারিব ;
'ওরিনকো, আমেজান' ও 'এসিকইবো,
পারো, সানফ্রান্সিস্কো, কলারেডা' ও'লাপ্লাটা'
আট্লাণ্টিক মহাসাগর সহ মিলিতা।
অন্তঃ,—'সেণ্টরোক ফ্রিও' ব্রাজিলের পূঃতে ;
'সেণ্টমেরিয়া' য়ুরেগোয়ার পূঃদিকেতে ;

* প্যাটাঃ=প্যাটাগোনিয়া।
† টেরাডেলঃ=টেরাডেল ফিউগো। মঃ=মধ্যে।

'আণ্টেনিও' লাপ্লাটা পূঃ ; 'হরন' টেরাঃদঃয় ;
পেরুর উত্তরে ' ব্লাঙ্কো' নামে অন্তঃরয়।
জল বায়ু উত্তরামেরিকা চেয়ে হয়
কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত এ দক্ষিণামেরিকায়।
এভাগ উর্ব্বরা অতি উৎপন্ন বলি—
ভূট্টা, চিনি, তুলা, আলু, কাকোয়া কদলী।
নীল, কাফি, ও কমলালেবু সুমধুর,
মেহগ্নী প্রভৃতি কাষ্ঠ জনমে প্রচুর।
একবৃক্ষ গোপাদপ নামে সুপ্রকাশ
গব্য দুগ্ধ সম খাদ্য তাহার নির্যাষ।
আকরিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক. এ ভিন
আর পাওয়া যায় লৌহ, তাম্র, সীস, টীন।
পণ্যদ্রব্য কুইনাইনের চারা, ত্বক,
কাফি, চিনি, আরারুট, তামাক, হীরক,
তুলা, নীল, শৃঙ্গ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রম,
রসাঞ্জন, মূল্যবান প্রস্তর, পশম।
এই মহাদেশ গুলি হইল বর্ণিত,
গুটিকত দ্বীপ অবস্থিত এব্যতীত,—
আসিয়া দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রশান্ত মহসারে, —
'ওশেনিয়া পুঞ্জ' নাম প্রদত্ত ইহারে,
ক্রমশঃ বলিসে শুন সংক্ষেপে সকলি,
'সুমাত্রা, বর্ণিও, যাবা, সিলিবিস, বালি,
মলকস, সুলু, ফিলিপাইন্ দ্বীপাবলি,'
ম্যালেসিয়া মাঝে এরা খ্যাত বড় বলি।

অষ্ট্রেলেসিয়ায়—অষ্ট্রেলিয়া' সুপ্রধান
'বাণ্ডিমাঙ্গলণ্ড, পাপুয়া নব বৃটন,
নব আয়লণ্ড, সলমন্স পুঞ্জ' আর
আডমিরাল্‌টী, কুইন সর্লট, নবহ্যানোবর,
হ্যাব্রাইটিস্, নবক্যালিডোনিয়া, নর্ফক।
পলিনেশিয়ার দ্বীপ শুনহ বালক !—
'লাড্রোন, ক্যারোলাইন, পিলু, মার্কুইস,
মলগ্রেভ, সোসাইটী, কুক্‌, সাণ্ডউইচ্‌,
ফ্রেণ্ডলি, ন্যাভিগেটর' পলিনেশিয়ায়
( আগ্নেয় গিরি বা কাকে প্রবালে জন্মায় )।
বহুবিধ দ্রব্য হয় ইহাতে উৎপন্ন,
আর নানাবিধ দ্রব্য হয় এর পণ্য।
সম্প্রতি দক্ষিণমেরু দেশ সন্নিকট,
এণ্টার্টিকা নামে দ্বীপ হয়েছে প্রকট,
শ্রেষ্ঠ তার 'ভিক্টোরিয়াল্যাণ্ড' দ্বীপবর
( ভয়ানক 'এরিবস' জ্বালামুখী ধর )।
এইত সংক্ষেপে সব শুনিলে বর্ণন,
বলিব বিস্তারে বড় হইবে যখন।

---

PRINTED AND PUBLISHED BY G. M. DOSS AT THE NEW ARYA PRESS,
43-1 BHOWANI CHURN DUTT'S LANE, CALCUTTA.

# শুদ্ধিপত্র।

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ। | শুদ্ধ। |
|---|---|---|---|
| ১০ম | ১ম | যার নাম | 'ব্রহ্ম, শ্যাম, |
| ১০ম | ২য় | ব্রহ্ম, শ্যাম | কাম্বোডিয়া, |
| ১০ম | ১০ম | তাতারের পূর্ব্বভাগ এর মধ্যগত | কোরিয়া' ও 'পূর্ব্ব-তুর্কিস্থান' দেশ যত ; |
| ১১শ | ১৯শ | উঃ পূর্ব্বেতে | × পঃ ও উঃতে |
| ১৬শ | ৮ও৯ম | সাইবিরিয়ায়—'চানি, বৈকাল' সে জান তাতারেতে,—'কাস্পিয়ান, আরাল, বলখাস, | রুশিয়া সাম্রাজ্য মাঝে—'চানি' ও 'বৈকাল', কাস্পিয়ান, বলখাস' আরবে 'আরাল'। |

---

আসামের ডাইরেক্টর সাহেব বাহাদুর কর্তৃক বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট।

# আসাম-প্রদেশের

## বিশেষ বিবরণ।

আসামস্থ হাইস্কুল, মধ্যশ্রেণী ও উচ্চ-প্রাইমারী
স্কুলের বালক বালিকাদের শিক্ষার্থ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত ও শ্রীগঙ্গাগতি দাস
প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত,
ও ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক প্রকাশিত।

চৈত্র, ১৩০৫ সাল।



মূল্য ।০ আনা।

# বিজ্ঞাপন।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই অগ্রে জন্মভূমির অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পশ্চাৎ দেশান্তরের বিবরণ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। স্বদেশের অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া অগ্রেই ভূমণ্ডলের নানা স্থানের বিবরণ শিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। ফলতঃ এরূপ শিক্ষা কখনও প্রকৃত ফলোপধায়িনা হইতে পারে না; সুতরাং তাহাকে কখনই শিক্ষা বলা যাইতে পারে না।

আসাম একটী বিস্তীর্ণ প্রদেশ। অধুনা পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য জনপদ সমূহ বৃটিশগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত ও আসামের সহিত সংযুক্ত হওয়ায়, ইহা ক্রমেই বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ ইহাতে অনেকানেক প্রাকৃতিক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও প্রাচীন কীর্ত্তি প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। সম্প্রতি আসামের এক খানা উৎকৃষ্ট মানচিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে এবং শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণও স্কুল পরিদর্শনে আসিয়া প্রতিবারেই এ প্রদেশের বিবরণ সম্বন্ধে ছাত্রদিগের পরীক্ষা করিয়া থাকেন। অথচ এ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শিক্ষোপযোগী ইহার কোন ভৌগোলিক বিবরণ সঙ্কলিত হয় নাই। এই অভাবের দূরীকরণ মানসে কতিপয় বহুদর্শী শিক্ষক মহাশয়গণের উপদেশানুসারে আমরা বহু অনুসন্ধানে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানার প্রণয়ন করিলাম। যদি এতৎপাঠে পাঠার্থিগণের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার লাভ হয়, তবেই আমরা আমাদের শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তকের প্রণয়ন বিষয়ে হবিগঞ্জের স্কুল সমূহের সবইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র ঘোষ ও তত্রত্য হাইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু ফণিভূষণ সেন মহাশয় আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, এমন কি ইঁহাদের সাহায্য ভিন্ন আমরা এই পুস্তকের উপস্থিতরূপ আকার প্রদান করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। তজ্জন্য আমরা ইঁহাদের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ রহিলাম ইতি।

হবিগঞ্জ।<br>১৪ইআগষ্ট, ১৮৯৬ খৃঃ। } গ্রন্থকার।

এই পুস্তক সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মন্তব্য ও ভদ্রমণ্ডলীর প্রশংসা পত্র সমূহ।

আসাম প্রদেশের বিশেষ বিবরণ—শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত ও শ্রীগঙ্গাগতি দাস প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। পুস্তকখানির ছাপা পরিষ্কার, ভাষা বিশুদ্ধ। ইহাতে প্রয়োজনীয় কথা অনেক আছে। পুস্তকখানি ছাত্রগণের উপযোগী। যাঁহারা ছাত্র নহেন, তাঁহাদিগের নিকটেও এ গ্রন্থ অনাদৃত হইবে না। বিশেষতঃ আসামবাসী ও পর্য্যটকদিগের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপকারী হইয়াছে।

১৩০৩ সাল, ২৪ আশ্বিন। — হিতবাদী।

---

আসাম প্রদেশের বিশেষ বিবরণ—শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত ও শ্রীগঙ্গাগতি দাস প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা, ১/১ শঙ্কর ঘোষের লেন, নব্যভারত প্রেসে প্রাপ্তব্য। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সবিশেষ প্রীত হইয়াছি। ৯০ পৃষ্ঠার মধ্যে যত দূর সম্ভব, আসামের সকল কথাই লিখিত হইয়াছে, পুস্তকের বিষয়-বিন্যাস এবং ব্যবস্থা অতি উত্তম। পুস্তকখানি পাঠ করিলে, আসামের সকল তত্ত্বই মোটামুটী জানা যায়। পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

১৩০৩ সাল, ২৩ কার্ত্তিক। — বঙ্গবাসী।

---

আসাম প্রদেশের বিশেষ বিবরণ—শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত ও শ্রীগঙ্গাগতি দাস প্রণীত, মূল্য ।৵০, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট এম্ এম্ মজুমদারের দোকানে প্রাপ্তব্য। আমরা এই পুস্তকখানি পড়িয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আসাম প্রদেশের সমস্ত জ্ঞাতব্য কথা ইহাতে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। এত সংক্ষেপে কোন দেশের সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যায়, আমাদের ধারণা ছিল না। লেখকগণের ক্ষমতা দেখিয়া আমরা

মোহিত হইয়াছি। পুস্তকখানি শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করিলে আমরা সুখী হইব।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল। } নব্যভারত।

---

The present treatise, a Geography of Assam compiled by Pundits S. Dutta and G. Dass, seems to be an exhaustive and comprehensive work, best suited to the purpose for which it is intended. The authors appear to have consulted the most recent and trustworthy authorities on the subject and spared no pains to make the brochure useful. I may safely aver that it is the best production of its kind and its merits can not be too highly spoken of.

DATED, HABIGANJ. *The 8th July, 1896.* } (*Sd.*) PHANI BHUSHAN SEN, B. A. *Head Master, Habiganj High-school.*

---

* * * It contains, on a comprehensive scale an account of all the things that may be necessary for pupils for this part of the country to learn. The materials * * * are no doubt * * * quite trustworthy.

HABIGANJ, *6-9-94* } (*Sd*) SYAMA CHARAN DAS GUPTA, B. A. *Second master, High-school, Habiganj.*

---

* * * The book methodical and comprehensive though concise * * * the language is good and very easy of grasp.

(*Sd*) Md. ABDULLA. B. A.
*6th September, 94.* *Sub-Deputy Collector, Habiganj, Sylhet.*

---

* * * The book is well suited for the purpose * * * It is systematically arranged and concisely written. In my opinion, it is a good book of its kind.

HABIGANJ. *16-9 94.* } (*Sd.*) MAHIM CHANDRA DUTT, M. A., B. L. *Late Head Master, Pakur H. E. School.*

# সূচী।

# উপক্রমণিকা।

আসাম প্রদেশটী একটী বিস্তীর্ণ উপত্যকা। ইহা ভারতের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে অবস্থিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় ইহারও অতি প্রাচীন সময়ের কোন ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত বর্ত্তমান নাই; সুতরাং এই প্রদেশের অতি প্রাচীন কালের প্রকৃত অবস্থা নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। অধুনা মহাভারত, যোগিনীতন্ত্র, আহম ও কোচ রাজাদিগের বংশাবলী, জনশ্রুতি, দেবালয় প্রভৃতিতে অঙ্কিত লিপি এবং বিদেশীয় পর্য্যটকদিগের লিখিত বিবরণ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া অনুমান ও যুক্তির উপর নির্ভর করত আসামের যথাসম্ভব প্রাচীন স্থূল ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়া থাকে।

এরূপ অনুমান হয় যে, পূর্ব্বে এই প্রদেশটী অনার্য্য অসভ্যদের অধিকৃত ছিল। আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া যখন চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন দলের অধিনায়কগণ চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীনরাজ্য সংস্থাপন করিতে থাকেন, ক্রমে যখন বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকৃত হয়, তখন তাঁহাদের কোন কোন সম্প্রদায় এই উপত্যকাভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া কয়েকটী হিন্দুরাজ্যের সংস্থাপন করেন। এইরূপে আসামে এক সময়েই হউক আর ভিন্ন ভিন্ন সময়েই হউক, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, শোণিতপুর ও কৌণ্ডিল্য নগরে তিনটী স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এককালে এই তিনটী রাজ্যই অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর

প্রাচীন কামরূপরাজ্যের রাজধানী এবং তাহা বর্ত্তমান গৌহা-টীরই নামান্তর মাত্র। পূর্ব্বে এস্থানে ভগদত্ত নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগদত্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র বজ্রদত্ত যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব আবদ্ধ করায়, অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার ভয়ানক যুদ্ধ হয়। তিনি অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শোণিতপুর তেজপুরের অন্য নাম এবং তাহা ঊষার পিতা বাণরাজার রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৌণ্ডিল্য নগর কুণ্ডিল নদীর তীরে, বর্ত্তমান সদিয়ার নিকটে ছিল। এরূপ প্রবাদ যে, এস্থানে রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক নরপতি রাজত্ব করিতেন। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, এক সময়ে আর্য্যবল ও আর্য্যসভ্যতা বর্ত্তমান আসামের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। কিন্তু বোধ হয়, আর্য্যরাজগণ কখনই সমগ্র আসাম প্রদেশ একচ্ছত্র এবং সমস্ত আসামবাসীকে সম্পূর্ণরূপে আর্য্যভাবাপন্ন করিতে পারেন নাই। অথবা পার্শ্ববর্ত্তী অনার্য্য ও অসভ্যদিগের আক্রমণে এবং বৌদ্ধ-বিপ্লবে আসামে আর্য্যরাজ্য বিধ্বস্ত ও আর্য্যসভ্যতা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সে সময়ের কোন ইতিহাস এবং সেই প্রাচীন রাজগণের কোন জাজ্বল্যমান কীর্ত্তি অধুনা বিদ্যমান নাই। সে সমস্তই অনন্ত কাল গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

এইরূপে আসামে হিন্দুশক্তি নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িলে, বহু কাল পরে, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ অধিকার প্রবিষ্ট হয়। বোধ হয়, মহারাজ অশোকের সময়েই আসাম প্রদেশ সর্ব্ব প্রথমে বৌদ্ধ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ

ভূপতিগণ দ্বারা আসামে অনেক অনেক বৌদ্ধ দেবালয় ও দেববিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অশোকের মৃত্যুর পরে, বৌদ্ধ ভূপতিগণ নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িলে, আসামে হিন্দু-রাজগণ এবং হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রবল হইয়া উঠে ও বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে লুপ্ত প্রায় হইয়া যায়।

এই সময়ে আসামে ভাস্করবর্ম্মা নামে একজন মহাপরাক্রান্ত হিন্দুরাজা ছিলেন। তিনি কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ শীলাদিত্যের পরম মিত্র। শীলাদিত্য প্রয়াগে এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। তাহা সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব নামে প্রসিদ্ধ। এই উৎসব-কার্য্যে ভাস্করবর্ম্মা তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থ্‌সঙ্গের ভারত-ভ্রমণ বিবরণে উক্ত উৎসবের বিবরণ সবিস্তার বর্ণিত আছে। কিন্তু ভাস্করবর্ম্মার সবিশেষ বিবরণ তাহাতে উল্লিখিত হয় নাই। তিনি সপ্তম শতাব্দীতে আসামের কোনও অংশের রাজা ছিলেন।

ইহার পর আসামে কোচবংশীয় ও আহমবংশীয় নৃপতিগণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। ইঁহারা হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ঐ ধর্ম্মের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন। ইঁহাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আসামের প্রকৃত উন্নতি সংঘটিত হই-য়াছে। বস্তুতঃ ইঁহারাই আসামের প্রকৃত উন্নতি ও গৌরবের মূল। আসামের স্থানে স্থানে স্থাপিত দেবালয় এবং বৃহৎ বৃহৎ সরোবর, পুরাতন রাজপ্রাসাদ ও জয়দুর্গ প্রভৃতি এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া ইঁহাদেরই মাহাত্ম্য ও কীর্ত্তিকলাপ ঘোষণা করিতেছে। আসামে আর্য্যসভ্যতা, আর্য্যরীতিনীতি ও সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা বিলুপ্ত হইলে, ইঁহারাই বহুচেষ্টায় তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

কোচবংশীয়গণ আপনাদিগকে শিববংশ এবং আহমগণ আপনাদিগকে ইন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আহমগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রহ্মার অন্তর্গত শান-প্রদেশ হইতে আসিয়া, উপর আসামে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সময়ে আসামের পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জিলা বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বারভূঁইয়াদের দ্বারা শাসিত হইত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। অবশেষে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোচবিহারের একদল কোচ, হাজোনামক একজন সেনাপতির অধীনে আসিয়া আসামের পশ্চিমাংশ অধিকার করে। হাজোর হীরা ও জিরা নামে অবিবাহিতা দুই কন্যার গর্ভে শিবের সংযোগে শিশু ও বিশু নামে দুই বালক জাত হয়। কালক্রমে এই দুই বালক অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া, শিশু শিবসিংহ এবং বিশু বিশ্বসিংহ নামে পরিচিত হইয়া উঠেন। বিশ্বসিংহ কামরূপ রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া তথায় একাধিপত্য স্থাপন করেন। এই বিশ্বসিংহই শিববংশীয় রাজাদের আদিপুরুষ। বিশ্বসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরনারায়ণ অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী, বীর, রাজনীতিজ্ঞ এবং হিন্দুধর্ম্মে একান্ত আসক্ত ছিলেন। নরনারায়ণ আসামের প্রসিদ্ধ মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শঙ্করদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সাহায্যে দেশমধ্যে হিন্দুধর্ম্ম পুনঃপ্রবল এবং সংস্কৃত বিদ্যা প্রচলিত করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার সময়ে কামরূপরাজ্যের সীমা পশ্চিমে করতোয়া হইতে পূর্ব্বে দিক্রাং নদী পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় বিস্তৃত এবং ঐশ্বর্য্য, সভ্যতা, বিদ্যা ও ধর্ম্মানু-

ষ্টান প্রভৃতি দ্বারা রাজ্যের অত্যন্ত গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। যোগিনীতন্ত্রনামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই সকল বিবরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

কালক্রমে কামরূপের শিববংশীয় রাজগণ নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়েন। এই বংশের রাজা রঘুদেবের সময়ে সাজাহান বাদসাহের মধ্যমপুত্র বাঙ্গালার নবাব সুজাউদ্দিন কর্ত্তৃক কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ বর্ত্তমান গৌহাটী পর্য্যন্ত অধিকৃত হয়। কিন্তু তখনও আসামে শিববংশীয়দের আধিপত্য একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। মুসলমানদিগ-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া কামরূপের রাজা, দরঙ্গ নগরে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করেন। অবশেষে আহম-দিগের অভ্যুদয়ের সময়ে ইঁহাদের রাজত্বের অবসান হয়।

এপর্য্যন্ত আহমরাজগণ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; ইঁহারা অল্পে অল্পে ক্রমেই পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং অতি সুশৃঙ্খলরূপে আপন আপন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতে-ছিলেন। মুসলমানেরা বর্ত্তমান গৌহাটী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ক্রমে আরও পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা পান। ঐ সময়ে আহমগণও পশ্চিমদিকে ক্রমেই আপন আপন রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছিলেন। ইঁহারা মুসলমানদিগ-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই; প্রত্যুত অবশেষে তাঁহাদিগকে পরাজিত ও তাড়িত করিয়া সমস্ত ব্রহ্ম-পুত্র উপত্যকায় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে আহমবংশীয় রাজা চুতুম্ন হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ এবং জয়ধ্বজসিংহ নাম ধারণ করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গীব বাদসাহের সেনাপতি এবং বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা মিরজুম্লা আসাম

আক্রমণ ও অধিকার করেন; কিন্তু বর্মার আক্রমণে শীঘ্রই তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর হইতে ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত আহমরাজগণ অব্যাহতভাবে আসামে একাধিপত্য করিয়াছেন।

আসামে আহমদিগের আগমনের পর হইতেই ইহার প্রকৃত উন্নতি সংঘটিত হইতে থাকে। আহমরাজগণ হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সভ্যতা গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্যশাসনের সুনিয়ম ও যুদ্ধের সুরীতি সংস্থাপন, এবং স্থানে স্থানে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, সরোবর খনন ও পথ প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা রাজত্বের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন। ইঁহাদের কোন একজন রাজা দেশমধ্যে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা ও নানা বিদ্যার অনুশীলন জন্য, গৌরেশ্বরের নিকট হইতে ৬ জন সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদের সঙ্গে ৬ জন সুশিক্ষিত কায়স্থও আনীত হয়। আসামের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ অনেকেই তাঁহাদের সন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। আহম জাতির বাসস্থান বলিয়া এই প্রদেশ আসাম নামে অভিহিত হইয়াছে।

কালক্রমে আহমবংশীয়গণ নিতান্ত হীনবীর্য্য হইয়া পড়েন। এই সময়ে ব্রহ্মবাসিগণ আসাম অধিকার করিয়া নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করে। আহমরাজ এই অত্যাচার নিবারণে অসমর্থ হইয়া ইংরেজদিগের শরণাপন্ন হন। অবশেষে ব্রহ্মদেশীয়েরা ইংরেজদিগের অধিকৃত চট্টগ্রামের নিকটস্থ একটী দ্বীপ অধিকার করিয়া লইলে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের দমনে কৃতসঙ্কল্প হন এবং ঘোরতর যুদ্ধে ব্রহ্মীয়দিগকে পরাস্ত

করিয়া অন্যান্য প্রদেশের সহিত এই আসাম প্রদেশটী অধিকার করেন; ১৮২৬ খৃঃ আসামে ব্রহ্মীয়দিগের এই অত্যাচার মানের অত্যাচার বলিয়া প্রসিদ্ধ। তৎকালে আহমবংশীয় পুরন্দরসিংহ আসামের রাজা ছিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টে তাঁহার রাজ্য একেবারে আত্মসাৎ না করিয়া, উপর আসামের পুরন্দর সিংহকে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত এই সন্ধি বন্ধন করেন যে, আসামরাজ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকা কর প্রদান পূর্ব্বক, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের করদস্বরূপ উক্ত প্রদেশ ভোগ করিবেন এবং বিশ্বনাথে ইংরেজদিগের একজন পলিটিকেল এজেণ্ট থাকিবে। গোয়ালপাড়া প্রভৃতি নিম্ন আসাম বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইয়া যায়। ইহার পর পুরন্দরসিংহ নির্দ্ধারিত কর দিতে অসমর্থ হওয়ায়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক ৫০০৲ টাকা বৃত্তি দিয়া সমস্ত আসামভুক্ত প্রদেশ স্বাধিকার করিয়া লন। পুরন্দরসিংহকে উত্তর লক্ষীমপুর হইতে গৌহাটীতে স্থানান্তরিত করা হয়। অবশেষে তাহার একমাত্র বংশধর একটী শিশুকে তথা হইতে শ্রীহট্টে অপসারিত করা হইয়াছিল, কিছুকাল হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৩০ খৃঃ কাছাড়, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে খাসিয়া পাহাড়, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তিয়া পাহাড়, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর কাছাড়, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গারো পাহাড়, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নাগা পাহাড়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইয়া বাঙ্গালার অধীনে শাসিত হইয়া আসিতেছিল। অবশেষে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জিলাকে ঐ সকল প্রদেশের সহিত সামিল করিয়া, আসাম গবর্ণমেণ্ট্ নামে এক স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট্ খোলা হইয়াছে। এই

সকল জিলার ঐতিহাসিক বিবরণ জিলার বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে। একজন চিফ্ কমিস্নর সমস্ত প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা।

লুসাইজনপদ অনেকদিন যাবৎ স্বাধীন ছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া তাহার উত্তরাংশে আসাম গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত হইয়াছে। ইংরেজাধিকৃত এই আসাম প্রদেশের ভৌগোলিক ও তদানুষঙ্গিক ঐতিহাসিক বিবরণের উল্লেখ করাই এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

---

# আসামের বিশেষ

## বিবরণ।

---

### প্রথম অধ্যায়।

সীমা—আসামের উত্তরে ভূটান, তোবাঙ্গ, আকা, দফ্‌লা, মিরি আবর ও মিস্‌মিদিগের পাহাড়; পূর্ব্বে মিস্‌মি, সিংপো, পাটকৈ-পাহাড়, স্বাধীন নাগা পাহাড়, মণিপুর ও ব্রহ্মদেশ; দক্ষিণে দক্ষিণলুসাই, স্বাধীন ত্রিপুরা পাহাড় ও ত্রিপুরা জিলা; পশ্চিমে ময়মনসিং, রঙ্গপুর, কোচবিহার এবং জল্পাইগুড়ি।

দৈর্ঘ।—গোয়ালপাড়ার পশ্চিমসীমা হইতে লক্ষীম্‌পুরের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত প্রায় ৩৯২ মাইল।

বিস্তার—দরঙ্গ জিলার উত্তরপ্রান্ত হইতে উত্তরলুসাই পাহাড়ের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত প্রায় ২৪৮ মাইল।

পরিমাণ ফল—৪৯০০৪ বর্গ মাইল; তন্মধ্যে সমতলের পরিমাণ ২৮৭৫৫ বর্গ মাইল এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের পরিমাণ ২০২৪৯ বর্গ মাইল।

লোকসংখ্যা—১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে ৫৪৭৬৮৩৩।

---

## প্রদেশ বিভাগ।

আসামের উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ তিন দিকই পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত। পশ্চিম হইতে একটী পর্ব্বতশ্রেণী দেশের মধ্যদিয়া পূর্ব্বপ্রান্তের পাহাড়ের সহিত যাইয়া মিলিত হইয়াছে। উত্তর ও মধ্যের পর্ব্বতশ্রেণীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূমি একটী উপত্যকা; ব্রহ্মপুত্র নদ এই উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। মধ্য ও দক্ষিণের পাহাড় শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী ভূমি আর একটী উপত্যকা; সুর্ম্মা নদী তাহার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই দুই উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী ভূমি পর্ব্বতময় ও অত্যন্ত উচ্চ।

অতএব প্রকৃতিভেদে আসাম প্রদেশটী তিন-ভাগে বিভক্ত।

যথা—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, সুর্ম্মা উপত্যকা এবং পার্ব্বত্য প্রদেশ।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা—লক্ষীম্‌পুর, শিবসাগর, দরঙ্গ, নওগাঁ, কামরূপ এবং গোয়ালপাড়া; এই ৬টী জিলা ব্যাপিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা।

সুর্ম্মা উপত্যকা—শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জিলা ব্যাপিয়া সুর্ম্মা উপত্যকা। ইহাকে আসামের বঙ্গপ্রদেশ বলা যায়।

পার্ব্বত্যপ্রদেশ—নাগাপাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, গারোপাহাড়।

কাছাড়ের উত্তরাংশ এবং উত্তরলুসাই জিলা পর্ব্বত-সমাকীর্ণ; অতএব তাহাও পার্ব্বত্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা আবার ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা—

উপর আসাম—লক্ষীমপুর এবং শিবসাগর জিলা।

মধ্যম আসাম—দরঙ্গ ও নওগাঁ।

নিম্ন আসাম—কামরূপ ও গোয়ালপাড়া।

দ্বীপ (১)—মাজুলিচর শিবসাগর জিলার উত্তর সীমায়, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র এবং উত্তরে লৌহিত্য নদ-দ্বারা বেষ্টিত।

হ্রদ বা বিল (২)—উপদ গোয়ালপাড়ায়; গরঙ্গা, কাছধরা, মের, মরিকলঙ্গ নওগাঁয়; চাতল বিল ও বাকৃরি হাওর কাছাড়ে; হাকালুকি, রাতা, হাইল, কাউয়াদিঘীর হাওর, দেখার হাওর, মকার হাওর, ঘুঙ্গিয়াজুরি প্রভৃতি শ্রীহট্টে।

---

## পর্ব্বত। (৩)

গারো পর্ব্বত গারো পাহাড় জিলা, খসিয়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বত খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় জিলা, নাগা পর্ব্বত নাগা পাহাড় জিলা এবং লুসাই পর্ব্বত লুসাই জনপদ ব্যাপিয়া আছে। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আসামের অনেক স্থানে বর্ত্তমান আছে।

---

(১) যে ভূখণ্ড স্বভাবতঃ চারিদিকে জলদ্বারা বেষ্টিত, তাহার নাম দ্বীপ।

(২) যে স্বাভাবিক জলভাগ চতুর্দ্দিকে স্থলদ্বারা বেষ্টিত, তাহার নাম হ্রদ।

(৩) পৃথিবী পৃষ্ঠস্থ অত্যুচ্চ প্রস্তরময় স্থানের নাম পর্ব্বত। পর্ব্বত আকারে ছোট হইলে তাহার নাম পাহাড়।

মধ্যে—পাটকৈ, মিকির ও বরাইল প্রধান।

পাটকৈ পাহাড়—আসামের পূর্ব্ব সীমায় লক্ষীম্‌পুর জিলার দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে; মিকির পাহাড়—নাগা পাহাড় জিলার উত্তর প্রান্তস্থ কল্যাণী নদী হইতে নওগাঁর মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বরাইল পাহাড়—কাছাড়ের উত্তরাংশ দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত।

উপত্যকা (১)—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং সুর্ম্মা উপত্যকা।

অধিত্যকা (২)—খাসিয়া পাহাড়ের উপরিস্থ শিলং নামক স্থান একটী অধিত্যকা। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র অধিত্যকা পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আছে।

## নদনদী। (৩)

ব্রহ্মপুত্র এবং বরাকই এই প্রদেশের প্রধান এবং মূল নদনদী। অপরাপর নদনদী ইহাদের উপনদী এবং শাখাপ্রশাখা মাত্র।

ব্রহ্মপুত্র (৪)—আসামের উত্তর পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বত হইতে

---

(১) পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সমতল নিম্ন ভূমির নাম উপত্যকা।

(২) পর্ব্বতের উপরিস্থ সমভূমির নাম অধিত্যকা।

(৩) যে জলপ্রবাহ পর্ব্বতাদি হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্র কিংবা কোন হ্রদে পতিত হয়, তাহার নাম নদ বা নদী।

(৪) তিব্বত হইতে শাম্পূ নামে যে জলপ্রবাহ পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে হিমালয় ভেদ করিয়া ডিহংনাম ধারণ পূর্ব্বক সদিয়ার কিছু পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া পতিত হইতেছে, তাহা দ্বারাই ব্রহ্মপুত্র পুষ্ট আছে। এইজন্ত অধুনা ইহাকেই অনেকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই মত

একটী জলপ্রবাহ বহির্গত হইয়া, মিস্‌মিপাহাড়ের মধ্যে ব্রহ্ম-কুণ্ডে আসিয়া পতিত হইতেছে। তৎপর ঐ জলপ্রবাহ পুনর্ব্বার ব্রহ্মকুণ্ড হইতে নির্গত হইয়া, ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ পূর্ব্বক লক্ষীম্‌-পুর জিলার মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া লক্ষীম্‌পুর ও শিবসাগর জিলার মধ্যভাগে দুই প্রবাহে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তরের প্রবাহকে লোহিত্য এবং দক্ষিণের প্রবাহকে ব্রহ্ম-পুত্র বলে। তৎপরে উভয় প্রবাহ মাজুলিচরকে বেষ্টন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার মিলিত হইয়া নওগাঁ জিলায় আবার দুই প্রবাহে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তরের প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র এবং দক্ষিণের প্রবাহ কলঙ্গ নামে অভিহিত। এই দুই প্রবাহ নওগাঁর পশ্চিমাংশে যাইয়া পুনর্ব্বার মিলিত হইয়া ক্রমে কামরূপ ও গোয়ালপাড়ার মধ্যস্থল দিয়া প্রবাহিত হইয়া ময়মনসিংহ জিলার পশ্চিমোত্তর কোণে দেওয়ানগঞ্জে পুনর্ব্বার দুই প্রবাহে বিভক্ত হইয়াছে।

প্রধান প্রবাহ—যমুনা বা ঝিনাই—দেওয়ানগঞ্জ হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বগুড়া, ময়মনসিং ও পাবনা জিলা দিয়া দক্ষিণে গোয়ালন্দে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে।

ক্ষীণপ্রবাহ—পুরাতনব্রহ্মপুত্র—দেওয়ানগঞ্জ হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে ময়মনসিং জিলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুই প্রবাহে বিভক্ত হইয়া এক প্রবাহ উক্ত জিলার অগ্নিকোণে

---

কখনই সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। কারণ, যে জলপ্রবাহ আবহমান কাল হইতে ব্রহ্মপুত্র নামে অভিহিত অধুনা তাহা অস্বীকার করিয়া অপেক্ষা-কৃত প্রবল স্রোতঃ বলিয়া অন্য একটী স্রোতকে কিরূপে ব্রহ্মপুত্র বলা যাইতে পারে? অতএব এই গ্রন্থে ব্রহ্মকুণ্ড হইতে নির্গত জল প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র নামে অভিহিত হইল।

ভৈরব বাজারে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় শাখা মৃতপ্রায় হইয়া ঢাকা জেলায় সোণারগাঁ পরগণার দক্ষিণে লাঙ্গলবন্ধের নিকট মেঘনায় পতিত হইয়াছে।

আসামস্থ ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ নগর-সদিয়া, ডিব্রুগড়, বিশ্বনাথ, তেজপুর, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া এবং ধুবড়ী।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণপার্শ্বস্থ উপনদী (১)—ডিগারু, কুণ্ডিল, ডিহং, ভরলী, ঘিলাধারী, জিয়াধনশ্রী ননই, বড়-নদী, লাখাইতারা, মনাস, বামনাই, টিপকাই,

---

পুরাণে উল্লিখিত আছে, পরশুরাম যে পরশুদ্বারা নিজমাতা রেণুকাকে বধ করিয়াছিলেন, তাহা কোনক্রমে তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত না হওয়ায়, তিনি এই কুণ্ডের জলে স্নান করিয়া পরশুমুক্ত হন। এই জন্য তিনি এই পবিত্র তীর্থকে ভারতে আনয়নার্থ কুঠার দ্বারা তাহার তটদেশ বিদীর্ণ করেন। কুণ্ডের জল সেই মুক্তপথে প্রবাহিত হইয়া পথিমধ্যে লোহিতসরোবরে আসিয়া পুনর্ব্বার বদ্ধ হইয়া থাকে। তৎপর তিনি কুঠার দ্বারা পুনর্ব্বার সেই সরোবরের তট বিদীর্ণ করিয়া কামরূপের মধ্যদিয়া তাঁহাকে নিম্নে অবতারিত করেন। লোহিত সরোবরে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার অপর নাম লৌহিত্য হইয়াছে।

পুরাণে বর্ণিত আছে, শান্তনুমুনির পত্নী অমোঘার গর্ভে ব্রহ্মার সংযোগে একটী জলময় সন্তান জন্মে। তাহাকে একটী পর্ব্বত-বেষ্টিত গহ্বরে নিক্ষেপ করা হয়। তাহাই ব্রহ্মকুণ্ড নামে অভিহিত। ব্রহ্মার ঔরস সন্তান বলিয়া উক্ত কুণ্ড হইতে নির্গত জলস্রোতের নাম ব্রহ্মপুত্র হইয়াছে।

(১) যে জলপ্রবাহ পর্ব্বতাদি হইতে নির্গত হইয়া অন্য কোন নদীতে পতিত হয়, তাহার নাম উপনদী।

চাম্পামতী, গদাধর বা গঙ্গাধর, সংকোষ বা সুবর্ণ-কোষ।

ব্রহ্মপুত্রের বামপার্শ্বস্থ উপনদী—টেঙ্গাপানী, নবডিহিং ডিব্রু, বুড়িডিহিং, ডিমু, দ্বারিকা, জাঞ্জী, কোকিলা, ডিসাই,কাকোডাঙ্গা, ডিকু ডিসাং,ধনশ্রী বা ধনেশ্বরী, সোনাপুর, বাটা, কুলসী, সিংগ্রা, কালাদরণী, জিঙ্গিয়াম, দুধ্‌নাই, কৃষ্ণাই, জিনারী, কালু, ভোগাই, প্রভৃতি।

ডিগারু— } মিস্‌মিপাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া সদি-
কুণ্ডিল— } য়ার নিকটে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইতেছে

ডিহং—হিমালয়ের উত্তর হইতে আসিয়া ডিবং প্রভৃতি উপনদীর সহিত মিলিত হইয়া লক্ষীম্‌পুর জিলায় ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইতেছে।

ভরলী—আকাপাহাড় হইতে নির্গত হইয়া তেজপুরের নিকটে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইতেছে।

ঘিলাধারী, ননই, জিয়াধনশ্রী—দরঙ্গের উত্তর-পার্শ্বস্থ পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া দরঙ্গ জিলায় ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইতেছে।

বড়নদী— } ভুটানের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া
লাখাইতারা } কামরূপ জিলায় ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে।

মনাস—ভুটানের পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জিলার মধ্যদিয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িতেছে। তাহার উপনদী চাউলখওয়া—ভুটানের পাহাড় হইতে বাহির হইয়া

বড়পেটার কিছু নিম্নে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার তীরে বড়পেটা। চাউলখওয়া নদীর উপনদী—পাগলামনাস মরুমনাস, পহুমরা, কলদিয়া, নয়া নদী ও বড়লিয়া প্রভৃতি নদী ভূটানের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া চাউলখওয়া নদীতে পড়িতেছে।

বামনাই, টিপকাই ও চম্পামতী—ভূটানের পাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া গোয়ালপাড়ায় ব্রহ্মপুত্রে পড়িতেছে।

গদাধর—ভূটানের পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া জল্লাইগুড়ি দিয়া গোয়ালপাড়ায় ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইতেছে।

সংকোষ—ভূটানের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া কোচ বিহার দিয়া গোয়ালপাড়ায় ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইতেছে।

টেঙ্গাপানী ও নবডিহিং—সিংপোপাহাড় হইতে আসিয়া লক্ষীম্‌পুর জিলা দিয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িতেছে।

ডিব্রু—লক্ষীম্‌পুরের পূর্ব্বাংশের পাহাড় হইতে আসিয়া ডিব্রুগড়ের ৪ মাইল নীচে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইতেছে। তীরস্থ নগর ডিব্রুগড়।

বুড়িডিহিং—পাটকৈ পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া টিংরাই ও শাগু আদি উপনদীর সহিত মিলিত হইয়া লক্ষীম্‌পুর জিলায় ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইতেছে।

ডিগাং, ডিকু কোকিলা, জাঞ্জী, ডিসাই, কাকোডাঙ্গা, ডিমু ও দ্বারিকা—নাগাপাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া শিবসাগর জিলায় ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইতেছে। ডিকুনদীর তীরে শিবসাগর, ডিসাইনদীর তীরে যোড়হাট। ধনশ্রী—বারেল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরে বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে,

ইহার তীরে গোলাঘাট। ইহার নাগা পাহাড়ের উপনদী যথা—দয়াঙ, কালিয়ানী নম্বর, দেওপানী ও ডিফুপানী। দয়াঙের—উপনদী রেঙ্গমাপানী, জালু, মিজু।

সোণাপুর, বাটা, কুলসী, সিংগ্রা—খাসিয়া পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া কামরূপ দিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইতেছে।

কালাদরণী, জিঙ্গিরাম, দুধনাই, কৃষ্ণাই, জিনারী, ভোগাই—গারোপাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরাভিমুখে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইতেছে। সোমেশ্বরী ও নেতাই নদী তুরা পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া সোমেশ্বরী ময়মনসিংহ জিলায় নেতাইর সহিত মিলিত হইয়া কংস নদীতে পতিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের আসামস্থ শাখাদ্বয় (১)—লোহিত্য এবং কলঙ্গ। লোহিত্যের উপনদী—সুবর্ণশ্রী, রঙ্গ, ডিক্রং, ঢোল হারহি, ডিজমুর, প্রভৃতি। কলঙ্গের উপনদী—মিচা, ডিজু, ননই, সোনাই, কপিলী, কিলিঙ্গ, প্রভৃতি এবং তাহার তীরস্থ নগর নওগাঁ।

সুবর্ণশ্রী—তিব্বত দেশীয় পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে উত্তরলক্ষীমপুর দিয়া লৌহিত্য নদীতে পতিত হইতেছে।

রংঙ্গ, ডিক্রং, ঢোল, হারহি, ডিজমুর—লক্ষীমপুরের উত্তরদিক্‌স্থ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া লৌহিত্য নদীতে পতিত হইতেছে।

মিচা, ডিজু ননই—মিকির পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া কলঙ্গ নদীতে পতিত হইতেছে।

---

(১) যে জলস্রোতঃ নদী হইতে বহির্গত হইয়া সাগর, হ্রদ কি অন্ত কোন নদীতে পতিত হয়, তাহার নাম শাখানদী।

কপিলী ও কিলিঙ্গ—জয়ন্তিয়ার পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া নওগাঁ দিয়া কলঙ্গ নদীতে পতিত হইতেছে। কপিলীর উপনদী যমুনা নাগাপাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া উক্তজিলায় তাহার সহিত মিলিত হইতেছে। যমুনার উপনদী—ডিখরু, নয়গতি, পথ্রাদেশ।

বড়পাণী—জয়ন্তিয়ার পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া দিমাল নদীতে এবং দিমাল কিলিঙ্গ নদীতে পতিত হইতেছে।

সোনাই—ব্রহ্মপুত্র হইতে নির্গত হইয়া চাপরি ও রহার মধ্য দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া কলঙ্গ নদীর সঙ্গমস্থলের নিকট উক্ত নদীতে পতিত হইতেছে।

বরাকনদী—মণিপুরের উত্তরসীমায় অঙ্গামী নাগার পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণাভিমুখে মণিপুর দিয়া কাছাড়ের পূর্ব্ব-প্রান্তে টিপাই উপনদীর সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে। তৎপর কাছাড় জিলার পূর্ব্বস. া দিয়া উত্তরাভিমুখে অনেকদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া অবশেষে পশ্চিমাভিমুখে সিলচর দিয়া শ্রীহট্ট জিলায় করিমগঞ্জ মহকুমার কিছু পূর্ব্বে ভাঙ্গার নিকট আসিয়া সুর্ম্মা ও কুশিয়ারা নামে দুই প্রবাহে বিভক্ত হইয়াছে। লক্ষ্মীপুর, সিলচর ও কাটিগড়া ইহার তীরে।

সুর্ম্মা—ভাঙ্গার নিকট হইতে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া অবশেষে পশ্চিমাভিমুখে শ্রীহট্ট ও ছাতক হইয়া সুনাম-গঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে কিছু দক্ষিণে যাইয়া পৈন্দা ও কালনী নামে দুই শাখা বিস্তার পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে বহিয়া আজমিরীগঞ্জের উত্তরে পুনর্ব্বার কালনীর সহিত মিলিত হইয়াছে। শ্রীহট্ট, ছাতক ও সুনামগঞ্জ ইহার তীরে।

ভেরামোহানা—আজমিরীগঞ্জের উত্তরে কাল্‌নী ও সুর্ম্মা পরস্পর মিলিত হইয়া ভেরামোহানা নাম ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণে কড়িয়া আদমপুর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। আজ-মিরীগঞ্জ ইহার তীরে।

পৈন্দা—সুনামগঞ্জের ৫৬ মাইল দক্ষিণে সুর্ম্মা হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমে দুর্ল্লভপুরের নিকট রক্তি উপনদীর সহিত মিলিত হইয়া তথা হইতে পশ্চিমে কালাগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। তৎপর নয়াহালট্‌ নাম ধারণ করতঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে বলাই উপনদীর সহিত যাইয়া মিলিত হইয়াছে।

বলাই—রক্তি নদী পাট্‌লাইর সংযোগে বলাই নাম ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণে নয়াহালট্‌ নদীর সহিত যাইয়া মিলিত হইয়াছে। সে স্থান হইতে এই নদী আরও দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া পাগলাযোড়ে কংসউপনদীর সংযোগে ধনু নাম ধারণপূর্ব্বক আজমিরীগঞ্জের নীচে ভেরামোহানায় যাইয়া পতিত হইয়াছে।

কাল্‌নী—সুর্ম্মা হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে দিরাইচাঁদপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া আজমিরীগঞ্জের উত্তরে পুনর্ব্বার সুর্ম্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। দিরাইচাঁদ-পুর ইহার তীরে।

কুশিয়ারা—ভাঙ্গার নিকট হইতে দক্ষিণ পশ্চিমাভি-মুখে প্রবাহিত হইয়া বাহাদুরপুরে বিবিয়ানা ও বরাক নামে দুই প্রবাহে বিভক্ত হইয়াছে। তৎপর বিবিয়ানা পশ্চিমাভি-মুখে প্রবাহিত হইয়া মশাখালী নামক স্থানে কাল্‌নীতে পতিত হইয়াছে এবং বরাক প্রথমতঃ দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে হবিগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া সে স্থান হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া

কড়িয়া আদমপুরের নিকট ভেরামোহানায় পতিত হইয়াছে। সে স্থান হইতে এই নদী ধলেশ্বরী নাম ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ভৈরব বাজারের নিকট মেঘনা নাম ধারণ করতঃ দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। কুশিয়ারার তীরে—করিমগঞ্জ,ফেঁচুগঞ্জ,বালাগঞ্জ ; বিবিয়ানার তীরে—ইনাতগঞ্জ ; বরাকের তীরে—নবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুজাতপুর। ধলেশ্বরীর তীরে—লাথাই আউট্ পোষ্ট্। বরাকের দক্ষিণ পার্শ্বের উপনদী—ঝিরি, চিরি, বাদ্রি, মাদুরা ও জাটিঙ্গা উত্তর হইতে আসিয়া কাছাড় জিলায় বরাকে পতিত হইতেছে।

বরাকের বামপার্শ্বের উপনদী—টিপাই,সোনাই, ঘগ্‌রা, ধলেশ্বরী, প্রভৃতি।

সোনাই ও ঘগ্‌রা—সোনাই লুসাই পাহাড় হইতে এবং ঘগ্‌রা চাতল বিল হইতে বহির্গত হইয়া কাছাড় জিলায় বরাকে পতিত হইতেছে।

ধলেশ্বরী—লুসাই পাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে যাইয়া কাটাখাল নামক শাখা বিস্তার পূর্ব্বক কাছাড় জিলায় বরাকে পতিত হইতেছে। হাইলাকান্দি ইহার তীরে।

টিপাই—লুসাই পাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে কাছাড় জিলার দক্ষিণ-পূর্ব্বপ্রান্তে যাইয়া বরাকের সহিত মিলিত হইয়াছে।

শাখাবরাকের উপনদী—খোয়াই, করাঙ্গী, গোপ্লা প্রভৃতি।

খোয়াই—স্বাধীনত্রিপুরার পাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া

তরপ পরগণার মধ্যদিয়া হবিগঞ্জে বরাক নদীতে পতিত হই-তেছে। মুছিকান্দি, লস্করপুর সাইস্তাগঞ্জ, ও হবিগঞ্জ ইহার তীরে।

করাঙ্গী—ত্রিপুরা পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া তরপ পরগণা দিয়া টঙ্গির ঘাটে বরাকে পড়িয়াছে।

গোপ্লা—ত্রিপুরার পাহাড় হইতে বাহির হইয়া উত্তরাভি-মুখে মতিগঞ্জ ও সমসেরগঞ্জের নিকট দিয়া বহিয়া বরাকে পতিত হইতেছে।

কুশিয়ারার উপনদী—নটিখাল, জুরি ও মনু।

নটীখাল—স্বাধীন ত্রিপুরার পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরাভিমুখে করিমগঞ্জের নিকট যাইয়া কুশিয়ারা নদীতে পতিত হইতেছে।

জুরিনদী—ত্রিপুরার পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ফেচুগঞ্জে কুশিয়ারা নদীতে পতিত হইতেছে।

মনুনদী—ত্রিপুরার পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া স্বাধীন-ত্রিপুরার অন্তর্গত কৈলাসহর, ও মৌলবিবাজারের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া কুশিয়ারা নদীতে পতিত হইতেছে। ইহার তীরে কৈলাসহর ও মৌলবিবাজার। ইহার উপনদী ধলাই ত্রিপুরার পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া মৌলবিবাজারের কয়েক মাইল উপরে ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে।

সুর্ম্মার উপনদী—লুবা, কুইগাঙ্গ, চেঙ্গরখাল, পিয়াইন, বাড়েরা, খাইমারা, ধামালিয়া প্রভৃতি।

কুইগাঙ্গ ও চেঙ্গরখাল—জয়ন্তিয়ার পাহাড় হইতে দুইটী ক্ষুদ্র নদী উৎপন্ন হইয়া কুইগাঙ্গ নাম ধারণ করিয়াছে। তাহার সহিত জয়ন্তিয়ার নিকটস্থ নওয়াগাঙ্গ মিলিত হইয়া গোয়াইনগাঙ্গ নামে কতকদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া অবশেষে চেঙ্গরখাল নাম ধারণ পূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে সুর্ম্মানদীতে যাইয়া পতিত হইয়াছে।

পিয়াইননদী—জয়ন্তিয়ার উত্তরের পাহাড় হইতে বহি-র্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে ছাতকের নিকট সুর্ম্মানদীতে পতিত হইতেছে।

ধলেশ্বরীর উপনদী—সুতাং পার্ব্বত্য ত্রিপুরা হইতে বহির্গত হইয়া নাহাজীরবাজার ও বেকীটেকা হইয়া ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে।

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## জলবায়ু।

আসামের ভূমি সর্ব্বত্র সমোচ্চ নহে। অধিকাংশ স্থান পর্ব্বতময়, কতক জলাভূমি এবং অবশিষ্টাংশ সমতল। এই জন্য শীত গ্রীষ্মাদি সর্ব্বত্র সমান নহে। পর্ব্বতোপরি শীত-প্রধান দেশের ন্যায় অত্যন্ত শীত, সমভূমিতে গ্রীষ্মও কম নহে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই শীতই প্রবল। এ প্রদেশে যেরূপ প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, পৃথিবীর আর কোন স্থানেই সেরূপ বৃষ্টি হয় না। এমন কি চেরাপুঞ্জী নামক স্থানে বৎসরে প্রায় ৫৫০ ইঞ্চি বৃষ্টি-পাত হইয়া থাকে। এই জন্য বায়ু সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশে বৃষ্টির জলে বৃক্ষ পত্রাদি পচিয়া জল ও বায়ু দূষিত হইয়া

যায়। এইজন্য ঐ সকল স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু সমভূমিস্থ জিলাসমূহ নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর নহে। অধিত্যকা প্রদেশসমূহ অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। চৈত্রের শেষ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত একবার এবং আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে একবার মধ্যে মধ্যে ঝড় হয়। আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত বর্ষার জলে সমস্ত নিম্ন ভূমি প্লাবিত থাকে এবং প্রায়ই বন্যা হয়। কিন্তু ধলেশ্বরী ও ভেরামোহানা নদীর নিম্নাংশ ভিন্ন কুত্রাপি জোয়ার লক্ষিত হয় না।

---

## ভূমি ও ভূমিজদ্রব্য।

আসামের ভূমি সর্ব্বত্র সমান নহে। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী, দক্ষিণে নাগা পর্ব্বত, খাসিয়া পর্ব্বত, ও গারোপর্ব্বত শ্রেণী, ইহার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ একটী উপত্যকা। ব্রহ্মপুত্র নদ, তাহার উপনদী ও শাখাদি লইয়া এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কতক জলা, কতক সমতল এবং অবশিষ্টাংশ অরণ্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পূর্ণ। খাসিয়া প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণে সুর্ম্মা উপত্যকা; তাহার কতক ভূমিজলা এবং অবশিষ্টভাগ প্রায়ই সমতল। এই উভয় উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী ভূমি অত্যুচ্চ পর্ব্বতসমাকীর্ণ। ব্রহ্মপুত্র ও সুর্ম্মার উভয় পার্শ্ব হইতে ভূমি পর্ব্বতাভিমুখে ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

এপ্রদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। অধিত্যকা প্রদেশ ভিন্ন সর্ব্বত্রই প্রচুর শস্য ও ফলমূলাদি জন্মিয়া থাকে। সমতল ভূমিতে ধান্য, ইক্ষু, কলাই, শর্ষপ, তিল, তামাক, লঙ্কা, পাট, শণ, তিসি,

নানাপ্রকার তরকারি, পান, গোলআলু, প্রভৃতি শস্য এবং কলা, আম, কাঁটাল, গুবাক প্রভৃতি নানা প্রকার ফল জন্মে। পার্ব্বত্য ভূমিতে চা, তুলা, কমলালেবু, আনারস, তেজপত্র, গোলআলু প্রভৃতি এবং নানাপ্রকার মূল্যবান কাষ্ঠ, বাঁশ ও বেত প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

## আকরিক দ্রব্য।

লক্ষীম্পুর জেলার অন্তর্গত জয়পুরের নিকট, ঐ জিলার মাকুমের সমীপস্থ মার্ঘেরিটায়, শিবসাগর জিলার অন্তর্গত জাজী ও ডিসাই নদীর তীরে এবং সাফ্রে ও দিখু নদীর উপত্যকায়, খাসিয়া পাহাড়ের অন্তর্গত চেরাপুঞ্জি, লাকাডঙ্গ, চেলা ও মাওসিন্‌রাম নামক স্থানে এবং গারো পাহাড়ে পাথরিয়া কয়লা, লক্ষীম্পুর জিলার ব্রহ্মপুত্রের তীরে, চেরাপুঞ্জিতে এবং গারো পাহাড়ে চূণাপাথর, মার্ঘেরিটায় এবং শিবসাগর জিলায় কেরোসিন তৈল, লক্ষীম্পুরের অন্তর্গত জয়পুরে, ও বড়হাটের নিকট লৌহ, লক্ষীম্পুর জিলার সকল নদীতে, শিবসাগরে এবং দরঙ্গ জিলায় ভরলী ও ধনশ্রী নদীতে স্বর্ণরেণু, শ্রীহট্ট জিলায় করঙ্গী নামক ক্ষুদ্র নদীর ঝিণুক হইতে অধিক পরিমাণ মুক্তা (মতি) পাওয়া যায়।

## জন্তু।

গ্রাম্যজন্তু—গো, মেষ, মহিষ, হস্তী, অশ্ব, ছাগ, কুকুর প্রভৃতি।

আরণ্যজন্তু—হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, হরিণ,

বরাহ, বনগো, বানর, সর্প, প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার পক্ষী ও নানাপ্রকার মৎস্য প্রচুর পরিমাণে আছে।

## শিল্প।

শিল্পকার্য্যে আসামবাসীরা অপটু নহে। ইহাদের অনেক প্রকার শিল্পকার্য্য অত্যুৎকৃষ্ট ও প্রশংসার যোগ্য। শ্রীহট্টজিলায় হাতীর দাঁতের পাটী, পাখা, চিরুণী ও বাক্স, মুর্ত্তার বেতের উৎকৃষ্ট পাটী ও শপ, বেতের পেটেরা, উত্তম তাতিয়ানী বস্ত্র, ঐ জিলার রাজনগর নামক স্থানে উৎকৃষ্ট দা, রামদা, বটীদা, খড়্গ প্রভৃতি লৌহের দ্রব্য, এবং নঙ্গরপুরের তাতিয়ানী বস্ত্র, গৌহাটী, শিবসাগর, দরঙ্গ, নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে এড়ি ও মুগা নামে দুই প্রকার সূতার উৎকৃষ্ট বহুমূল্য পট্টবস্ত্র, কাছাড় ও মণিপুরে মণিপুরীদের নির্ম্মিত এক প্রকার মোটা সূতার উৎকৃষ্ট খেস এবং পিতলের বাটলাই প্রভৃতি এবং এতদ্ভিন্ন, সর্ব্বত্র নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় সামান্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

## পণ্যদ্রব্য।

রপ্তানী—আসাম হইতে চা, চর্ম্ম, রেশম, কার্পাস, মম, রবর, লাক্ষা, হস্তিদন্ত, মৃগনাভি, মহিষশৃঙ্গ ও পাট ইউরোপে প্রেরিত হয় এবং ঐ সকল জিনিষ ও ধান্য, কমলা, কমলামধু, তেজপাতা, এড়ি ও মুগাসূতার নানাপ্রকার বস্ত্র, চূণ ও চূণা পাথর, পাথরিয়া কয়লা, কেরোসিন তৈল, শুষ্ক মৎস্য, সাল,

গন্ধারী প্রভৃতি নানাপ্রকার মূল্যবান্ কাষ্ঠ, পাটী, শপ, বেতের পেটেরা, বাঁশের ছাতি, নলের চাটাই, বাঁশ ও বেত, এবং মণিপুরী বাটলাই ও খেস এবং রাজনগরের খড়্গ, রামদা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে রপ্তানী হয়।

আমদানী—নানাপ্রকার কাপড়, লবণ, ঔষধ, পুস্তক, লৌহজাতদ্রব্য, সুগন্ধিদ্রব্য, কাচের জিনিষ, পিতলের ও কাঁসার দ্রব্য, মাটীর বাসন, মদ্য, গাজা, আফিং, টিন ও টিনের বাক্স, কেরোসিন তৈল, নারিকেল, সুপারি, নানাপ্রকার ডাইল, লঙ্কা, পশারির জিনিষ, তৈল, চিনি, ছাতি, জুতা, এবং নানা অস্ত্র-শস্ত্র ও চর্ম্মজাত দ্রব্য প্রভৃতি।

প্রতিবর্ষে এই প্রদেশ হইতে ৫৭৩৫৫১৩৫্ টাকার দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানী হয় এবং প্রায় ৩১৪৮৭৩০৪্ টাকার দ্রব্য এখানে আমদানী হইয়া থাকে।

# তৃতীয় অধ্যায়।

## জিলা।

আসাম প্রদেশে ১২টী জিলা এবং ২৬টী মহকুমা আছে।

| জিলা | সদর ষ্টেশন | সবডিভিসন বা মহকুমা। | অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান | আয়তন (বর্গমাইল) | লোকসংখ্যা |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| লক্ষীম্‌পুর | ডিব্রুগড় | উত্তর লক্ষীম্‌পুর | জয়পুর, সদিয়া | ১১২৪ | ২৫৪০৫৩ |
| শিবসাগর | শিবসাগর | যোড়হাট গোলাঘাট | টিটাবড় | ২৮৫৫ | ৪৫৭২৭৪ |
| দরঙ্গ | তেজপুর | মঙ্গলদৈ | বিশ্বনাথ, প্রতাপগড় | ৩৪১৮ | ৩০৭৭৬১ |
| নওগাঁ | নওগাঁ বা নবগ্রাম | • | রহা, কলিয়াবড় | ৩৩৫৮ | ৩৪৭১৪১ |
| কামরূপ | গৌহাটী | বড়পেটা | নলবাড়ী, হাজো, পলাশবাড়ী | ৩৬৬ | ৬৩৪২৪৯ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| গোয়ালপাড়া | ধুবড়ী | গোয়ালপাড়া | গৌরীপুর, লক্ষ্মীপুর, বিলাসীপাড়া, | ৩৯৫৪ | ৪৫২৩০৪ |
| নাগাপাহাড় | কহিমা | মুকুকচঙ্গ | উখা, স্থামাগুটিং, লুমডিং | ৫৭১০ | ১২২৮৬৭ |
| খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় | শিলং | জোয়াই | চেরাপুঞ্জী, চেলা | ৬০৪১ | ১৯৭৯০৪ |
| গারোপাহাড় | তুরা | ০ | ০ | ৩২৭০ | ১২১৫৭০ |
| সিলেট | শ্রীহট্ট | করিমগঞ্জ, দক্ষিণশ্রীহট্ট (মৌলবী বাজার) হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | বালাগঞ্জ, আজমেরীগঞ্জ, ছাতক, নবিগঞ্জ, | ৫৪১৪ | ২১৫৪৫৯৩ |
| কাছাড় | সিলচর | হাইলাকান্দি, হাফলং (উত্তরকাছাড়) | লক্ষ্মীপুর | ৪২০০ | ৩৮৬৪৮৩ |
| উত্তরলুসাই | ফোর্ট আইজল | ০ | চাঙ্গশীল, সাইরঙ্গ, | ৩৫০০ | ৪৩৬৩৪ |

(১) ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের পর লুসাইর উত্তরাংশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইয়াছে। তাহা উত্তরলুসাই নামে অভিহিত। সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তার উপাধি পলিটিকাল অফিসার।

গবর্ণমেণ্ট আয়—আসামের বার্ষিক মোট গবর্ণমেণ্ট আয় এক কোটী বিশ লক্ষ টাকার কিছু উপর। তন্মধ্যে ভূমি-কর, ৫৩৬৯১৯০৲ টাকা, ষ্ট্যাম্প ও কোর্ট ফিঃ বাবতে ৮৪৭১৭৫৲ টাকা, আবগারি বাবতে ২৬৯০৬৭৫৲ টাকা, ইন্‌কম্ টেক্স প্রভৃতি ২৬০৬৩১৲ টাকা, ফরেষ্ট বিভাগে ৪৮৮৪৯৭৲ টাকা, আফিং বাবতে প্রায় ৪০১৭৪৫৲ টাকা, স্থানীয় কর ইত্যাদি ৬১১২১৪৲ টাকা, রেজেষ্টারি বাবতে ৪৭১৫৩৲ টাকা এবং অন্যান্য বাবতে বাকী টাকা আদায় হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষে খরচ প্রায় এক কোটী টাকা। সুতরাং খরচ বাদে ২০ লক্ষ টাকারও কিছু অধিক সঞ্চিত থাকে।

## প্রধান প্রধান স্থান সকলের প্রসিদ্ধির কারণ।

ডিব্রুগড়—লক্ষীমপুর জিলার সদরষ্টেশন; উপর আসামের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান।

সদিয়া—আসামের উত্তরপূর্ব্ব সীমায় ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে অবস্থিত। রাজ্যের সীমান্তভাগ রক্ষার জন্য, এখানে একদল সৈন্য ও একজন সামরিক পুলিশ কর্ম্মচারী বাস করেন। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমাতে এখানে একটী মেলা হয়; সেই মেলায় পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী মিস্‌মি, সিংপো প্রভৃতি জাতি মৃগনাভি, হস্তিদন্ত, লাক্ষা, কম্বল ও স্বর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বস্ত্র, লবণ, তণ্ডুল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। ইহার নিকটস্থ কুণ্ডিল নদীর তীরে প্রাচীন কৌণ্ডিল্য নগর বর্ত্তমান ছিল; প্রবাদ এই যে, এই স্থানে রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক নরপতির রাজধানী ছিল।

জয়পুর—ইহার নিকটে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শিবসাগর—এখানে শিবসাগর নামে একটী বৃহৎ সরোবর এবং তাহার তীরে এক শিবালয় আছে। এই সরোবরের নামানুসারেই ইহার নাম শিবসাগর হইয়াছে। কথিত আছে, এই সরোবর ও তাহার তীরস্থ শিবালয় আহমরাজ রুদ্রসিংহের পুত্র শিবসিংহ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। শিবসাগর এক সময়ে আহম রাজাদিগের রাজধানী ছিল। সহরের নিকটস্থ রংপুর নামক স্থানে এখনও সেই প্রাচীন রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে। স্থানটী অতি মনোরম।

রহা—কলঙ্গ ও কপিলী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই স্থান হইতে কার্পাস, রবর ও লাক্ষা নানা স্থানে রপ্তানী হয়।

তেজপুর—ইহার প্রাচীন নাম শোণিতপুর। আসামবাসীরা ইহাকে উষানগরীও বলিয়া থাকে। প্রবাদ এই যে, এই স্থানে বাণ রাজার পুরী ছিল। কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন তাঁহার কন্যা উষাকে বিবাহ করেন। এই স্থান হইতে এড়ি ও মুগা সুতার বস্ত্র নানা স্থানে প্রেরিত হয়। তেজপুর স্বাস্থ্যকর ও অতি মনোহর স্থান।

মঙ্গলদৈ—দরঙ্গের একটী সবডিভিজন। কামরূপ মুসলমানদিগ কর্তৃক বিজিত হইলে, রাজা রঘুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র বলিত নারায়ণ এই স্থানে আসিয়া রাজধানী করিয়াছিলেন। রাজকন্যা মঙ্গলাদেবীর নামানুসারে ইহার নাম মঙ্গলদৈ হইয়াছে। এস্থান হইতে বহুপরিমাণে এড়ি ও মুগা সুতার বস্ত্র নানা স্থানে প্রেরিত হয়।

বিশ্বনাথ—বিশ্বনাথ নামক একটী শিবমূর্ত্তির নামানুসারে ইহার নাম বিশ্বনাথ হইয়াছে। স্থানটী অতি মনোহর

বলিয়া আহমরাজগণ সময় সময় এখানে আসিয়া বাস করিতেন। এড়ি ও মুগা সুতার বস্ত্র এই স্থান হইতে রপ্তানী হয়।

গৌহাটী—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সর্ব্বপ্রধান নগর ও সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান। উক্ত উপত্যকার জজ কমিসনার এই স্থানে বাস করেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত উপত্যকার রাজকীয় অনেক প্রধান প্রধান আফিস এই স্থানে স্থাপিত আছে। আসামের রাজকীয় টেলিগ্রাফ বিভাগের মূল স্থান গৌহাটী। ইহার নিকটস্থ কামাখ্যা পর্ব্বতে কামাখ্যা দেবীর পুরী হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ।

ধুবড়ী—গোয়ালপাড়ার সদরষ্টেশন এবং আসামের একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান। এস্থান হইতে বহু পরিমাণ সাল ও গজারির খুটি এবং নানা প্রকার মূল্যবান্ কাষ্ঠ বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়। প্রবাদ এই যে, যে নেতাধুবী মন্ত্রবলে লক্ষীন্দরের মৃতদেহ পুনর্জ্জীবিত করিয়া ছিলেন, এই স্থানে তাঁহার বাড়ী ছিল। এই জন্য ইহার নাম ধুবড়ী হইয়াছে।

গোয়ালপাড়া—পূর্ব্বে গোয়ালপাড়া জিলার সদরষ্টেশন এই স্থানে ছিল। ইহা আসামের মধ্যে একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান। এস্থান হইতে প্রতিবর্ষে বহু পরিমাণে সাল ও গজারির খুটি, এবং নানা প্রকার মূল্যবান্ কাষ্ঠ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, শিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়।

শিলং—খাসিয়া পাহাড়ের উপরিস্থ একটী ক্ষুদ্র অধিত্যকা প্রদেশ। এস্থানে আসামের রাজধানী (১) স্থাপিত হই-

(১) যে নগরে রাজা অথবা রাজকীয় কোন প্রধান কর্ম্মচারীর বাস, তাহাকে রাজধানী বলে।

যাছে। আসামের চিফ্ কমিসনর্ সাহেব বাহাদুর এই স্থানে বাস করেন। আসামের রাজকীয় সমস্ত বিভাগের হেড্ আফিস্ এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত। এখানে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। ইহা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে সরল কাষ্ঠ নামে এক প্রকার কাষ্ঠ আছে, তাহা অশুষ্ক অবস্থায়ও অগ্নিস্পর্শে প্রদীপের ন্যায় প্রজ্বলিত হয়।

চেরাপুঞ্জী—এখান হইতে বহুপরিমাণে পাথরিয়া কয়লা, চুণাপাথর, কমলালেবু, তেজপত্র ও গোল আলু নানাস্থানে প্রেরিত হয়। এখানে যে পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে সেরূপ বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টির জল হইতে শরীর রক্ষার জন্য বর্ষাকালে ভদ্রলোকদিগের এক প্রকার রবরের পোষাক ব্যবহার করিতে হয়।

শ্রীহট্ট—সুর্মা উপত্যকার সর্ব্বপ্রধান সহর ও সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান। পূর্ব্বে এই স্থানে হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেন। তৎকালে এই নগরের নানাপ্রকার সমৃদ্ধি ছিল। তৎপর বিখ্যাত ফকির সাহজালাল এই স্থান অধিকার করেন। সহরের মিনারার টিলার উপর শেষ হিন্দুরাজা গৌরগোবিন্দের রাজ-বাটীর ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে। আর একটী ক্ষুদ্রটিলার উপর সাহজালালের কবর ও তদুপরি একটি ক্ষুদ্র মসজিদ্ বর্ত্ত-মান আছে; তাহা মুসলমানদিগের একটি পবিত্র স্থান। এস্থান হইতে তেজপত্র, বেতের পেটেরা, বাঁশের ছাতি ও মোড়া প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে নীত হয়।

সুনামগঞ্জ—সিলেটের একটি সবডিভিসন। এ অঞ্চল হইতে বহুপরিমাণে শুকমৎস্য ও ঘৃত নানাস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

আজমিরীগঞ্জ—একটী বাণিজ্যপ্রধান বন্দর। এখানকার মৎস্য, শুষ্কমৎস্য ও ঘৃতের কারবার অতি প্রসিদ্ধ। এখান হইতে প্রতি বর্ষে চট্টগ্রাম, নওয়াখালী প্রভৃতি স্থানে বহুপরিমাণে শুষ্কমৎস্য এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ঘৃত রপ্তানী হয় এবং প্রত্যহ ষ্টীমার ও নৌকাযোগে বহুপরিমাণ মৎস্য ময়মনসিং জিলার নানাস্থানে রপ্তানী হয়।

বালাগঞ্জ—একটি বাণিজ্যপ্রধান বন্দর। এস্থান হইতে নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ নৌকাযোগে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য বাজারে নীত হয়। এবং এখান হইতে প্রতিবর্ষে বর্ষাকালে বহুপরিমাণে উৎকৃষ্ট পাটী ও শণ নানাস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

ছাতক—একটী বিখ্যাত বাণিজ্যস্থান। এখানকার চূণার কারবার অতি প্রসিদ্ধ। প্রতিবর্ষে এখান হইতে লক্ষ লক্ষ মণ চূণা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কলিকাতা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়। ঐ চূণার কারবারে মহাজনেরা অতি শীঘ্র শীঘ্র ধনী হইয়া উঠিতেছেন। এখানকার নিকটস্থ পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু ও তেজপত্র জন্মে; তাহা ষ্টীমার ও নৌকাযোগে নানা স্থানে নীত হয়।

শিলচর—কাছাড় জিলার সদরষ্টেশন এবং প্রধান বাণিজ্য স্থান। এখান হইতে বহুপরিমাণ উৎকৃষ্ট চা ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়।

লক্ষ্মীপুর—কাছাড় জিলার অন্তর্গত একটী বাণিজ্যস্থান। ইহা মণিপুরীদের সহিত কাছাড়ের কারবারের প্রধান স্থান।

ফোর্টআইজল—উত্তরলুসাই জিলার প্রধান নগর।

রাজ্যের সীমান্তভাগ রক্ষার জন্য এখানে একদল সৈন্য রাখা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আসামের সমস্ত নগর ও উপনগরে অল্পাধিক পরিমাণে নানাদ্রব্যের কারবার হইয়া থাকে।

---

# চতুর্থ অধ্যায়।

## অধিবাসী।

হিন্দু—আসামে হিন্দুই প্রধান অধিবাসী এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন সভ্যজাতি। সুর্ম্মা উপত্যকা এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইহাদের নিবাস। সুর্ম্মা উপত্যকার হিন্দুদের এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুদের আচার ব্যবহার অনেকাংশে বঙ্গবাসীদের অনুরূপ। বিশেষতঃ শ্রীহট্টের হিন্দুদের আচার ব্যবহার বাঙ্গলার পূর্ব্বাংশের হিন্দুদের আচার ব্যবহার হইতে অধিক ভিন্ন নহে। এ জিলার লোকের সহিত বাঙ্গালার নিকটস্থ জিলা সমূহের ( ত্রিপুরা, ময়মনসিং প্রভৃতি ) লোকের বৈবাহিক সম্বন্ধ পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে; এখানে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতির মধ্যে বল্লালীয় কৌলীন্য প্রথা নাই এবং বৈদ্য ও কায়স্থে কোন ভেদ নাই; এখানকার অধিকাংশ হিন্দুই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুরা প্রায়ই শাক্ত ও শৈব। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ও রাঢ়া, দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট হইতে যাইয়া কামরূপে বাস করত কামরূপীয় ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়াছেন। গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও দরঙ্গ

জিলায় প্রাধানতঃ ইহাদের নিবাস। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ আহমবংশীয় রাজাদের দ্বারা আনীত হইয়া শিবসাগর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন নবদ্বীপ হইতে আগত গোস্বামীবংশীয় এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ আছেন; গুরুতা ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। বৈদ্য ও কায়স্থের সংখ্যা অতি অল্প। এই সকল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের আচার ব্যবহার অনেকাংশে বঙ্গবাসীদের অনুরূপ। নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুদের মধ্যে হিন্দু নিয়মের বহির্ভূত অনেক আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। আহম এবং কোচবংশীয়গণও হিন্দু বলিয়া পরিগণিত।

মুসলমান—হিন্দুদের পরে বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতাদিতে ইহারা শ্রেষ্ঠ। সমতল ভাগেই প্রধানতঃ ইহাদের নিবাস। শ্রীহট্ট জিলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই অধিক।

গারো—গারো ও খাসিয়া পাহাড়েই প্রধানতঃ ইহাদের বাস। ইহারা স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু, কিন্তু দেখিতে নিতান্ত কদাকার। ইহারা সাপ, বেঙ্, কুকুর প্রভৃতি সমস্ত জন্তুই ভক্ষণ করিয়া থাকে। কুকুরপিষ্টক ইহাদের অতিশয় প্রিয়। একটি কুকুরের উদরে আকণ্ঠ তণ্ডুলপূর্ণ করিয়া তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়া কুকুরপিষ্টক প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহারা যে পরিবারে বিবাহ করে, সেই পরিবারভুক্ত হইয়া যায় এবং শ্বশুরের মৃত্যু হইলে শাশুড়ীকে বিবাহ করিয়া সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়। ইহারা সালজঙ্ নামক এক দেবতার উপাসক।

আহম—ইহারা ব্রহ্মদেশীয় বিখ্যাত শান্ জাতির একটী শাখা। পূর্ব্বে ইহারা পঙ্গনামক রাজ্যে বাস করিত। পঙ্গরাজ্য আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরার পূর্ব্বসীমা দিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত

বিস্তৃত ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রহ্মদেশীয় রাজা আলোম্প্রা কর্ত্তৃক পঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। আহমগণ চুকুফ্ নামক একজন অধিনায়কের অধীনে পঙ্গরাজ্য হইতে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্ব্বাংশ অধিকার পূর্ব্বক ১২২৪ খৃষ্টাব্দে তথায় এক স্বাধীন রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহার পর ইহারা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করত হিন্দুরূপে পরিণত এবং সমস্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিস্তৃত হইয়াছে।

কোচ—ইহাদের আদি বাসস্থান কোচবিহার। ইহারা আহমদিগের আগমনের কিছুকাল পরে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমাংশ অধিকার পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে থাকে। সর্ব্ব প্রথমে হাজো নামক একজন সেনাপতির অধীনে আসিয়া ইহারা কামরূপ রাজ্যের কিয়দংশ জয় করে। তৎপর বিশ্বসিংহ কামরূপ রাজ্য অধিকার করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলে,ইহারা সেই সময় হইতে ক্রমে সমস্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহারা আহমদিগের ন্যায় হিন্দুজাতির ধর্ম্ম, সভ্যতা ও রীতি-নীতি গ্রহণ করিয়া একটী হিন্দু সম্প্রদায় রূপে পরিণত হইয়াছে।

খামতি—ইহারাও আহমদিগের ন্যায় শান্ জাতির একটী শাখা। আহমবংশীয় রাজাদের রাজত্ব সময়ে তাহাদের অনুমতিক্রমে আসামের পূর্ব্বসীমায় টেঙ্গাপাণী ও নবডিহিং নদীর পার্শ্বস্থ বারখামতি নামক স্থানে ইহারা একটি উপনিবেশ স্থাপন করে। সে স্থান হইতে ক্রমে লক্ষীমপুর জিলার সর্ব্বাংশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উক্ত জিলার পূর্ব্বাংশে এবং সদিয়ায়ই ইহাদের সংখ্যা অধিক। আহমরাজ গৌরীনাথ

সিংহের রাজত্ব সময়ে ইহারা তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হয়। আসামের উত্তরপূর্ব্বসীমাস্থিত অন্যান্য জাতি অপেক্ষা, শিল্পবিদ্যা, সভ্যতা ও জ্ঞানে ইহারা অনেক অগ্রসর হইয়াছে। ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা মহিষ ও গণ্ডারের চর্ম্মের ঢাল, এক প্রকার মোটা কাপড়, হস্তিদন্তের নানা প্রকার দ্রব্য এবং সোণারূপার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পারে। দা, তীর ও ধনু প্রভৃতি ইহাদের প্রধান অস্ত্র শস্ত্র।

সিংপো—লক্ষীম্পুর জিলার পূর্ব্বসীমায় টেঙ্গাপানী নদীর তীরে ইহাদের নিবাস। ইহারা গৌরীনাথ সিংহের রাজত্ব সময়ে ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় ও পরিশ্রমী। সিংপোরা লৌহ গলাইতে জানে এবং লৌহ দ্বারা নানা অস্ত্র-শস্ত্রাদি প্রস্তুত করে। ইহারা মহিষচর্ম্মের ঢাল এবং এক প্রকার মোটা সুতার কাপড় প্রস্তুত করিতে পারে। যুদ্ধ কালে ইহারা তীর, ধনু, দা, বন্দুক এবং মহিষচর্ম্ম নির্ম্মিত ঢাল ব্যবহার করে। ইহারা হঠাৎ রাত্রিতে অতর্কিতরূপে শত্রুর প্রতি আক্রমণ করিয়া থাকে। লুণ্ঠন এবং দাসসংগ্রহই ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। পূর্ব্বে ইহারা আসাম উপত্যকাস্থ অন্যান্য জাতির প্রতি আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত অত্যাচার করিত। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগের নিকট পরাজিত হইয়া ইহারা তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। তদবধি তাহাদের অত্যাচারও দূর হইয়াছে। ইহারা নাট নামক এক দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে।

মিস্‌মি—ইহারা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণস্থ খামতি এবং সিংপোদিগের বাসভূমির উত্তর হইতে উত্তরে ডিগারু নদী পর্য্যন্ত

ভূভাগে বাস করে। মিস্‌মি জাতি বাণিজ্যের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করে। ইহারা আসামের হাট হইতে গো মহিষাদি ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া পার্ব্বত্য জাতিদের নিকট বিক্রয় করে এবং পর্ব্বত হইতে একনিটাম্ ফেবোকের শিকড় ও মিস্‌মিতিতা নামক ঔষধ, মৃগনাভি, হস্তিদন্ত প্রভৃতি আনিয়া আসামের বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহারা খর্ব্বকায়, বলিষ্ঠ এবং অত্যন্ত সুশ্রী। তিব্বতদেশীয় তরবারি, ছুরি, বড়শা, তীর ও ধনু ইহাদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র।

চলিকাতা মিস্‌মি বা মিধি।—ইহাদের বাসভূমি পূর্ব্বে ডিগারু হইতে পশ্চিমে ডিবং নদীর পশ্চিম পার্শ্ব পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে সদিয়ার দক্ষিণ-প্রান্ত হইতে উত্তরে তিব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহারা অত্যন্ত প্রবঞ্চক; এই জন্য নিকটস্থ কোন জাতিই ইহাদিগকে বিশ্বাস করে না। ইহারা কোন কোন সময়ে হঠাৎ নীচে নামিয়া সমতল বাসীদিগকে আক্রমণ করে এবং ধৃত ব্যক্তিদিগকে বান্ধিয়া লইয়া যায়। ইহারা যুদ্ধকালে তিব্বতদেশীয় তরবারি, ছুরি এবং মহিষচর্ম্মনির্ম্মিত এক প্রকার ঢাল ব্যবহার করে।

কুকি—কাছাড়, নাগাপাহাড়, ও খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় প্রভৃতি স্থানে ইহারা বাস করে। ইহারা লুসাই জাতির একটী শাখা। রেন্‌খোল, খেল্‌মা, বঙ্‌লঙ্, এই তিন সম্প্রদায়ে ইহারা বিভক্ত। কুকিরা খর্ব্বাকৃতি, দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ এবং অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয়। ত্রিপুরার পাহাড়ই ইহাদের আদি বাসস্থান। ইহারা হঠাৎ গোপনে শত্রুর প্রতি আক্রমণ করে। এই আক্রমণে দা-ই ইহাদের প্রধান সহায়। ইহাদের এক সম্প্রদায়

প্রায় উলঙ্গ থাকে; ইহাদিগকে লেঙ্গ্‌টা কুকি বলে। ইহারা বন্য জন্তুর শিকারে অত্যন্ত নিপুণ; তীর, ধনু, বর্শা ও দা ইহাদের প্রধান অস্ত্র। ইহারা জীবোপাসক।

লুসাই—পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে ইহারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ও দুর্দ্ধর্ষ জাতি। কাছাড়ের দক্ষিণ হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণীতে ইহাদের নিবাস। লুণ্ঠন, নরহত্যা, দাস ও নরকপাল সংগ্রহ ইহারা গৌরবজনক মনে করিয়া থাকে। এই জাতি হইতেই কুকি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। লুসাইরা জড়োপাসক।

কাছাড়ী—কাছাড় ও নাগাপাহাড় জিলাই প্রধানতঃ কাছাড়ী দিগের বাসস্থান। ইহারা খর্ব্বাকৃতি, দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ, পরিশ্রমশীল, শান্ত স্বভাব ও কর্ম্মঠ। পর্ব্বত নিবাসী কাছাড়ীরা অপেক্ষাকৃত সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু যাহারা সমতল নিবাসী, তাহারা অতি নিরীহ।

নাগা—নাগারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—অঙ্গামী নাগা, রেঙ্গ্‌মা, ও কাঁচা নাগা। নাগাপাহাড় জিলা এবং স্বাধীন নাগাপাহাড় প্রভৃতি স্থানে ইহাদের নিবাস। কাঁচা নাগারা অপেক্ষাকৃত শান্ত। অঙ্গামী নাগারা সংখ্যায় ও বিক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ইহারা স্বভাবতঃ সাহসী কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ এবং অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়। ইহারা জীবোপাসক। কুকুরমাংস ও কুকুরপিষ্টক ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়।

মিকির—নাগাপাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, কামরূপ, নওগাঁ ও কাছাড় জিলায় ইহাদের অল্পাধিক পরিমাণে নিবাস। পাহাড়িয়া সমস্ত জাতির মধ্যে ইহারা সর্ব্বা-

পেক্ষা অধিক পরিশ্রমী ও শান্তিপ্রিয়। কৃষি এবং এড়ি ও মুগা সূতার বস্ত্র বয়ন করিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কথিত আছে, তুলারামের দেশ বলিয়া খ্যাত ধনশ্রী ও কপিলী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান, ইহাদের আদি বাসস্থান ছিল। অবশেষে কাছাড়ের রাজা এই প্রদেশ অধিকার করায়, ইহারা কামরূপ, নওগাঁ, নাগাপাহাড় এবং খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে সরিয়া গিয়াছে।

মিরি—লক্ষীমপুর ও দরঙ্গ জিলার ব্রহ্মপুত্র ও তাহার উপনদী সকলের পার্শ্বে ইহারা বাস করে। পার্ব্বত্য মিরিরা সুবর্ণশ্রী নদীর উভয় পার্শ্বে বাস করিয়া থাকে। কৃষিকার্য্য এবং বাণিজ্যই ইহাদের জীবিকা। ইহারা আসামী এবং পার্ব্বত্য আবরদিগের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে। ইহাদের আহারের কোন নিয়ম নাই।

আবর—ডিহং নদীর উভয় পার্শ্বে ইহাদের নিবাস। কৃষি এবং বাণিজ্যই ইহাদের প্রধান জীবনোপায়। ইহাদের রাজ্য শাসন প্রণালী অনেকাংশে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালীর অনুরূপ। ইহারা সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া শাসন সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। ইহারা বন দেবতা প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু এক ঈশ্বর সকলের কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। উদ্দাল নামক বৃক্ষের ত্বকে নির্ম্মিত এক প্রকার বস্ত্র এবং এক প্রকার মোটা সূতার কাপড় ইহাদের পরিধেয়। ইহারা আসামীয় এবং তিব্বতীয়দের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে।

দফ্‌লা—মিরিদিগের বাসভূমির পশ্চিমে ভরলী নদীর পূর্ব্বাংশে ইহাদের নিবাস। ইহারা মিরিদের অপেক্ষা খর্ব্বকায়

কিন্তু ইহাদের আকৃতি ও পরিচ্ছদ অনেকাংশে মিরিদের সদৃশ। আসাম এবং তিব্বত হইতে ইহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি আনীত হয়। ইহারা পূর্ব্বে নিকটস্থ গ্রাম সকলের উপর অত্যাচার করিত। এই অত্যাচার নিবারণার্থ বৃটিশ্‌গবর্ণমেণ্ট্ ইহাদিগকে প্রতিবর্ষে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সেই অবধি ইহাদিগকে টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করিয়াছেন। দফ্‌লারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে; কিন্তু নানা প্রকার দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

আকা—দফ্‌লা ভূমির পশ্চিমে ভরলী নদীর পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে ইহাদের নিবাস। মনুষ্য ভিন্ন প্রায় সর্ব্ব প্রকার জন্তুর মাংস, কচুপোড়া এবং এক প্রকার মোটা চাউলের ভাত ইহাদের আহার্য্য। কিন্তু শূকরের মাংসই ইহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য প্রিয় খাদ্য। ইহাদের এক সম্প্রদায় ঘোর অসভ্য, তাহারা নর-মাংসাশী। এই সকল মাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। আকারা কাপাচোর ও হাজারিকোয়াজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহারা অত্যুচ্চ পর্ব্বত ভূমিতে বাস করিয়া থাকে। আকারাজ আপনাদিগকে বাণরাজার বংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বে সমস্ত দরঙ্গ জিলা তাঁহাদের অধিকৃত ছিল। আকাদের রাজ্য-শাসন-প্রণালী অনেকাংশে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীর অনুরূপ তাহারা সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া রাজত্ব সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়ে মতামত প্রদান করিয়া থাকে। তীর, ধনু, বর্শা, দা

প্রভৃতি ইহাদের যুদ্ধাস্ত্র। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহারা হঠাৎ কোনও বিশেষ কারণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর ক্ষেপিয়া উঠিয়া বালিপাড়ার ফরেষ্ট আফিস লুটিয়া লয় এবং দুই জন বাঙ্গালী অফিসারকে ধরিয়া লইয়া যায়। কিন্তু অচিরেই সম্পূর্ণ প্রতিফল প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

মণিপুরী—কাছাড়, মণিপুর এবং শ্রীহট্ট জিলার অধিকাংশ স্থানে প্রধানতঃ ইহাদের নিবাস। ইহারা পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। ইহাদের অঙ্গ সুগঠিত এবং গৌরবর্ণ। ইহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, বুদ্ধিমান, এবং বলবীর্য্যসম্পন্ন। কৃষি এবং শিল্পই ইহাদের জীবিকা। পুরুষাপেক্ষা ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অধিক কর্ম্মক্ষমা এবং বলিষ্ঠা। পুরুষেরা শস্য বপন, শস্য সংগ্রহ, গৃহনির্ম্মাণ এবং স্ত্রীলোকেরা হাট, বাজার, বস্ত্র বয়ন এবং সমস্ত গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করে। ইহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী।

সিণ্টেঙ্গ—(জৈন্তাপুরী) খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ে ইহাদের নিবাস। কৃষিকার্য্যই ইহাদের জীবিকা। ইহারা সাহসী, বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও দেখিতে সুশ্রী।

খাসিয়া—খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে ইহাদের নিবাস। খাসিয়ারা সুশ্রী, বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ এবং পরিশ্রমী। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অধিক গৌরবর্ণা ও সুন্দরী। অধুনা ইহারা ইংরাজী শিক্ষা করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে।

টিপরা—(ত্রিপুরা) শ্রীহট্টের দক্ষিণস্থ পার্ব্বত্যভূভাগে অল্প পরিমাণে ইহাদের নিবাস। কিন্তু ত্রিপুরার পাহাড়ই ইহাদের প্রকৃত বাসস্থান। ইহারা কৃষিকার্য্য (জুম) করিয়া এবং

ছন বাঁশ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা চতুর্দ্দশ দেবতা নামে এক দেবতার পূজা করিয়া থাকে।
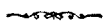
## ভাষা।

আসামে বাঙ্গালা, আসামী, মণিপুরী এবং খাসিয়া প্রভৃতি অনেক ভাষা প্রচলিত। তন্মধ্যে বাঙ্গালা ও আসামী ভাষাই অধিকাংশ লোকের চলিত ভাষা। গোয়ালপাড়ার অধিকাংশ ও শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার চলিত ভাষা বাঙ্গালা এবং লক্ষীম্পুর, শিবসাগর, দরঙ্গ, নওগাঁ, কামরূপ ও গোয়ালপাড়ার পূর্ব্বাংশে আসামী ভাষা প্রচলিত।

পূর্ব্বে খাসিয়াদের কোন লিখিত ভাষা ছিল না। সম্প্রতি ইংরেজী অক্ষরে খাসিয়া ভাষা লিখিত হইতেছে।

মণিপুরবাসীদের ভাষাকে মণিপুরী বলে। পূর্ব্বে ইহা দেবনাগরাক্ষরে লিখিত হইত; সম্প্রতি নবদ্বীপাগত গোস্বামীদের দ্বারা বঙ্গাক্ষর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

অন্যান্য অসভ্যদিগের কোন লেখ্য ভাষা নাই।

# ধর্ম্ম।

আসামে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, জীবোপাসক ও জড়োপাসক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকই বাস করে। হিন্দুদিগের মধ্যে বাঙ্গালী, মণিপুরী, আসামী ও কোচ, এই চারি সম্প্রদায়ের লোকই অধিক। শ্রীহট্ট, কাছাড়, ও গোয়াল-পাড়ার পশ্চিমাংশেই প্রধানতঃ বাঙ্গালীদিগের বাস। এতদ্ভিন্ন আহম ও কোচবংশীয় রাজাদের রাজত্ব সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ এবং অল্পসংখ্যক বৈদ্য ও কায়স্থ, কামরূপ, শিবসাগর প্রভৃতি স্থানে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। উভয় উপত্যকার ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণ এবং আহম ও কোচজাতীয় রাজবংশীয়গণ প্রায়ই শৈব ও শাক্ত। সুর্ম্মা উপত্যকার প্রায় সমস্ত নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু ও উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুর প্রায় অর্দ্ধাংশ এবং সর্ব্বত্র মণিপুরিগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম নামে এক প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে; উক্ত উপত্যকার নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুগণ প্রায়ই এই ধর্ম্মাবলম্বী। শঙ্করদেব—নামক একজন ব্রাহ্মণ এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। নওগাঁ জিলার বরদোয়ার গ্রামে শঙ্করদেবের জন্ম হয়। তিনি নবদ্বীপ হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আসিয়া চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুকরণে এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান শিষ্য মাধবদেবও আসিয়া তাঁহার সহায় হন।

শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই এই ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই ধর্ম্মাবলম্বীরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলে সাধারণ ভজনালয়ে

( নামঘরে ) একত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ও সংকীর্ত্তনে রত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তথায় দামোদর-প্রবর্ত্তিত দামোদরীয় নামে এক প্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষীয় ধর্ম্মেরই রূপান্তর মাত্র। মুসলমানের সংখ্যা সিলেট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া এবং কামরূপ জিলায়ই অধিক। এই সকল মুসলমান প্রায় সকলেই সুন্নিমতাবলম্বী। অধুনা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সংঘর্ষে দেশীয়দের মধ্যে অনেকে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে; ইহাদিগকে নেটিভ্ খ্রীষ্টান বলে; এই সম্প্রদায়ের মধ্যে খাসিয়াই অধিক। খামতি জাতি ভিন্ন অন্যান্য অসভ্যেরা জীবোপাসক অথবা জড়োপাসক। খামতিরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

---

## তীর্থ।

ব্রহ্মকুণ্ড—লক্ষীমপুর জিলার পূর্ব্বোত্তর দিকে মিস্মিপাহাড়ের মধ্যস্থ একটী গোলাকার প্রস্রবণবিশেষ। পুরাণে উল্লিখিত আছে, শান্তনুমুনির পত্নী অমোঘার গর্ভে ব্রহ্মার সংযোগে একটী জলময় পুত্র জন্মে; তাহা এই স্থানে নিক্ষেপ করা হয়; এই জন্য এই কুণ্ডের নাম ব্রহ্মকুণ্ড হইয়াছে। ইহা হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থ। যাত্রীদিগকে সদিয়া হইতে মিস্মিঘাট পর্য্যন্ত নৌকায় যাইয়া তথা হইতে মিস্মিদের সাহায্যে অরণ্যের মধ্যদিয়া হাটিয়া যাইতে হয়। যাইবার কালে কিছু লবণ, মদ্য অথবা অহিফেন লইয়া গিয়া মিস্মিরাজকে নজর দিলে, তিনি যাত্রীদের সাহায্যার্থ তাহাদের সঙ্গে এক এক জন লোক দেন। ঐ লোক তাহার পথ-প্রদর্শক

হয়, বস্ত্রাদি বহন করে এবং রাত্রি হইলে হস্তস্থিত দা দিয়া অরণ্য কাটিয়া বাচাই নির্ম্মাণ করতঃ প্রভুকে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। এইরূপে মিস্‌মিপাহাড়ের মধ্য-দিয়া ২।৩ দিনে ব্রহ্মকুণ্ডে উপস্থিত হওয়া যায়। আসিবার কালে ঐ সঙ্গী বেতনের পরিবর্ত্তে তাহাকে একখানা কৌপিন মাত্র পরাইয়া তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়।

কামাখ্যা—গৌহাটীর এক ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে কামাখ্যানামক পাহাড়ের মধ্যস্থিত দুর্গার প্রতিমূর্ত্তিবিশেষ। ঐ স্থান হিন্দুদিগের একটী মহাতীর্থ। পুরাণে উল্লিখিত আছে, বিষ্ণু চক্রাস্ত্র দ্বারা সতীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া নানাস্থানে নিক্ষেপ করিলে,ঐ সকল খণ্ড একান্নস্থানে পতিত হইয়া একান্নটী পীঠস্থানরূপে পরিণত হয়। ভগবতীর যোনিদ্বার এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। তাহাতে কামাখ্যা নামে দেবী এবং উমানন্দ নামে ভৈরবের উৎপত্তি হয়। সৌভাগ্যনামক কুণ্ডে স্নান করিয়া কামাখ্যা দর্শন করিতে হয়। অম্বুবাচীতে কামাখ্যাদর্শন প্রশস্ত।

ভুবনেশ্বরীর পুরী—কামাখ্যা পর্ব্বতের উপরিভাগে ভুবনেশ্বরী দেবতার পুরী। তাহা হিন্দুদিগের একটী তীর্থ। ভুবনেশ্বরী দুর্গার প্রতিমূর্ত্তিবিশেষ।

বশিষ্ঠাশ্রম—কামরূপের অন্তর্গত বশিষ্ঠ নামক পর্ব্বতের মধ্যস্থ একটী স্থান। কথিত আছে, বশিষ্ঠ ঋষি এইস্থানে বসিয়া তপস্যা করিতেন বলিয়া ইহার নাম বশিষ্ঠাশ্রম।

কেদারেশ্বর ও হয়গ্রীবমাধব—কামরূপের হাজো গ্রামের নিকটস্থ কেদার নামক পর্ব্বতের উপরিস্থিত। কেদারেশ্বর মহাদেবের এবং হয়গ্রীবমাধব বিষ্ণুর মূর্ত্তি।

অশ্বক্লান্ত—কামাখ্যাপর্ব্বতের নিকটস্থ একটী পর্ব্বতের নাম। উক্ত পর্ব্বতের উপরি জনার্দ্দন নামে বিষ্ণুর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া যাওয়ার কালে এস্থানে তাহার অশ্বগণ ক্লান্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এরূপ নাম হইয়াছে।

উমানন্দ—কামাখ্যা পর্ব্বতের নিকটস্থ ব্রহ্মপুত্রগর্ভস্থ উমানন্দ বা ভস্মাচল পর্ব্বতের উপরিস্থ শিবমূর্ত্তি বিশেষ। কথিত আছে, এই স্থানে কামদেব হরকোপানলে ভস্ম হইয়াছিলেন. এইজন্য ইহার নাম ভস্মাচল হইয়াছে।

পোয়ামক্কা—কামরূপের অন্তর্গত হাজো গ্রামে স্থিত একটী মস্‌জিদ। বাঙ্গালার নবাব সুজাউদ্দিন এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা মুসলমানদিগের একটী পবিত্র স্থান।

রূপনাথ—শ্রীহট্টের অন্তর্গত জয়ন্তিয়ার পাহাড়ের উপরস্থ শিবমূর্ত্তি বিশেষ। ঐ শিবের বাড়ী হইতে এক মাইল ব্যবধানে উচ্চতর পর্ব্বত গহ্বরে যোগনিদ্রা নামে এক অন্ধ গোপা (গুহা) তীর্থ আছে। যাত্রীদিগকে শুষ্ক কাষ্ঠ ও বংশাদি রচিত মসাল জ্বালাইয়া সুড়ঙ্গপথে পাণ্ডার সাহায্যে গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তীর্থ স্থান দর্শন করিতে হয়। প্রবাদ এই যে, সুড়ঙ্গপথে কামাখ্যা তীর্থের সহিত এই তীর্থের সংযোগ রহিয়াছে।

শ্রীহট্টের কালীঘাটের কালী—প্রবাদ এই যে, এস্থানে সতীর হস্ত পতিত হইয়াছিল। শ্রীহট্ট পীঠ বলিয়া স্থানটী শ্রীহট্ট নামে আখ্যাত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে মনারার টিলার নিম্নে ঐ পীঠ মন্দির প্রোথিত হইয়া গিয়াছে।

ফালজোরের কালী—শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত জয়ন্তিয়ার ফালজোর পরগণার প্রসিদ্ধ কালী বিশেষ। সতীর বামজঙ্ঘা এই স্থানে পতিত হওয়ায় এই স্থানটী একটী পীঠস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে। উক্ত অঙ্গ হইতে জয়ন্তী কালী এবং ক্রমদীশ্বর নামে ভৈরবের উৎপত্তি হয়। জয়ন্তী উক্ত কালীরই নামান্তর মাত্র। পূর্ব্বে এই কালীর নিকটে নরবলি হইত।

জয়ন্তেশ্বরী—জয়ন্তিয়ার (জয়ন্তার) নিজপাটে (রাজপুরীতে) স্থিত কালীমূর্ত্তি বিশেষ। অমাবস্যা তিথিতে পূজা ও বলি দেওয়ার জন্য এখানে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানে নরবলি হইত। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই নরবলি দেওয়ার অপরাধে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট জয়ন্তিয়ার রাজাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

মহাপ্রভুর বাড়ী—শ্রীহট্ট সহরের পূর্ব্বদিকে ঢাকাদক্ষিণ পরগণায়। ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্ববাসস্থান। জগন্নাথ মিশ্র গঙ্গাবাস উদ্দেশে সস্ত্রীক নবদ্বীপে যাইয়া বাস করেন। তথায় চৈতন্যের জন্ম হয়। কিন্তু সাধারণতঃ এ অঞ্চলে এই স্থানটী মহাপ্রভুর (চৈতন্যের) বাড়ী বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান তীর্থ। রথযাত্রা এবং ঝুলনের উপলক্ষে এখানে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

সিদ্ধেশ্বর—শ্রীহট্টের অন্তর্গত চাপঘাট পরগণার প্রসিদ্ধ শিবমূর্ত্তি বিশেষ।

নির্ম্মাই শিব—বালিশিরা পরগণায় পাহাড়ের পার্শ্বস্থ নির্ম্মাই

নামক স্থানের শিবমূর্ত্তি বিশেষ। কামনা সিদ্ধির জন্য অনেকেই এই শিবের নিকট মানসিক রাখিয়া থাকেন।

পণাতীর্থ—লাউড়ের পাহাড়ের উপরিস্থ প্রস্রবণ বিশেষ; বারুণী স্নানের সময় এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়; এ প্রদেশেই অদ্বৈত প্রভুর জন্ম। অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে উক্ত আছে যে, অদ্বৈত প্রভু স্বীয় জননীর তীর্থস্নান বাসনা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত এখানে সমস্ত তীর্থ আনিবেন বলিয়া পণ করিয়াছিলেন, এজন্যই ইহার নাম পণাতীর্থ (পনতীর্থ) হইয়াছে।

বিথঙ্গলের আখ্‌ড়া—হবিগঞ্জের অন্তর্গত বিথঙ্গল নামক গ্রামে অবস্থিত। এখানে রামকৃষ্ণ গোসাই নামক একজন সাধক মহাপুরুষের মতাবলম্বী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাস। ইহারা নিরাকার ব্রহ্মবাদী হইলেও রাধাকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন ও ভাগবতাদি পুরাণ পাঠ করিয়া থাকেন। এবং রামকৃষ্ণ গোসাইর পাদুকা স্থাপন করিয়া তাহার নিকট প্রত্যহ ভোগ দিয়া থাকেন। বাস্তবিক ইহারা রামকৃষ্ণ গোসাইরই উপাসক। উক্ত রামকৃষ্ণের আদিম আখ্‌ড়া মাছুলারা, ১৩০৪ সনের ভূমিকম্পে মঠ, মন্দির প্রাসাদাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে।

সাহাজালালের দরগা—শ্রীহট্ট সহরের মধ্যগত একটী কবরের উপরি নির্ম্মিত মসজিদ্ বিশেষ। প্রসিদ্ধ শ্রীহট্টজেতা ফকির সাহাজালালের কবরের উপরি এই মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা মুসলমানদিগের একটী পবিত্র তীর্থ।

মিরার পিঙ্‌ দরগা—কাছার জিলার একটী প্রসিদ্ধ দরগা। ইহা মুসলমানদিগের একটী পবিত্র স্থান।

# পঞ্চম অধ্যায়।

## টেলিগ্রাফ্‌।

আসামের প্রায় প্রত্তি নগর ও উপনগরেই টেলিগ্রাফ্‌ আফিস আছে। সুতরাং অধিকাংশ স্থান হইতেই অতি সহজে সংবাদ প্রেরিত হইতে পারে। নিম্নে প্রধান প্রধান লাইনের বিবরণ উল্লিখিত হইল।

১। গৌহাটী হইতে একটী লাইন দক্ষিণ দিকে শিলং, চেরাপুঞ্জী দিয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত যাইয়া তথায় ৪ শাথায় বিভক্ত হইয়াছে।

(১) প্রথম শাখা কাজল দারা, সমসেরনগর, মুন্সীর বাজার, মৌলবি বাজার ও কালীঘাট দিয়া হবিগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ হইতে মাদ্‌না পর্য্যন্ত গিয়াছে।

(২) দ্বিতীয় শাখা ছাতক দিয়া সুনামগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

(৩) তৃতীয় শাখা ফেচুগঞ্জ দিয়া বালাগঞ্জ পর্য্যন্ত।

(৪) চতুর্থ শাখা পূর্ব্বদিকে সিলচর পর্য্যন্ত যাইয়া আবার ৪ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথা—

(ক) সিলচর হইতে বদরপুর—করিমগঞ্জ—পাথারকান্দি—দুর্লভছড়া।

(খ) সিলচর হইতে দক্ষিণে হাইলাকান্দি—কাটিলছড়া—ঝাল্‌নাছড়া—চাঙ্গশীল—ফোর্ট্‌ আইজল।

(গ) সিলচর হইতে লক্ষীপুর—মণিপুর—তামু।

(ঘ) সিলচর হইতে কুম্বির পর্য্যন্ত।

২। গৌহাটী হইতে সোলপাড়া—ধুবড়ী—গৌরীপুর—বগ্রিবাড়ী—বিলাসীপাড়া।

৩। গৌহাটী হইতে গোলাঘাট পর্য্যন্ত। এইখানে ২ শাখায় হইয়াছে।

(১) গোলাঘাট হইতে দক্ষিণে ডিমাপুর—কহিমা—মণিপুর—মান্দালায়।

(২) গোলাঘাট হইতে শিকারীঘাট—বাদ্‌লিপাড়া।

৪। গৌহাটী হইতে তেজপুর—ওরেঙ্গ্‌—বিন্দুকুড়ি—বালিপাড়া।

৫। গৌহাটী হইতে সোনাপুর—নেলী—রহা—নওগাঁ—মিছ—শিলঘাট—ধনশ্রীমুখ।

৬। গৌহাটী হইতে শিবসাগর। তথায় ৩ শাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

(১) শিবসাগর হইতে ডিসাংমুখ,—নছিয়া—আমগুড়ি,—ছেলা—নাকাচারি—যোড়হাট।

(২) শিবসাগর হইতে সোনারি।

(২) শিবসাগর হইতে ডিব্রুগড়—রাঙ্গাগোড়া—ছুম্‌দুম্—সদিয়া।

৭। গৌহাটী হইতে কলিকাতা।

———

# পথ।

আসাম প্রদেশে পথ তিন প্রকার;—জলপথ, স্থলপথ, লৌহপথ।

## জলপথ।

১। ইণ্ডিয়া জেনারেল ষ্টীম্ নেভিগেশন কোম্পানির এক একখানা ষ্টীমার প্রত্যহ গোয়ালন্দ হইতে রওয়ানা হইয়া যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। এই ষ্টীমারযোগে অথবা গোয়ালন্দ হইতে রেলওয়ে যোগে পুড়াদহ এবং তথা হইতে উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে যোগে নবাবগঞ্জ—পার্ব্বতীপুর—কাউনিয়া দিয়া যাত্রাপুর পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে ষ্টীমারযোগে ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রায় সমস্ত জিলায়ই যাওয়া যায়।

ষ্টীমার ষ্টেশন—(আসামে) ধুব্ড়ী—বগ্ড়িবাড়ী—গোয়ালপাড়া (চাউলখাবানং দিয়া বড়পেটা)—দালগোমা—খোলাবান্ধা—পলাশবাড়ী—সোয়ালকুশী—গৌহাটী—রাঙ্গামাটী-ঘাট (স্থলপথে মঙ্গলদৈ)—ধিং—তেজপুর (স্থলপথে নওগাঁ)—শিলঘাট—গিলিধারীঘাট—বিশ্বনাথ—বিহালীমুখ—গামিরঘাট—লোহিতমুখ—ধনশ্রীমুখ—নিগৃটিং বা শিকারী ঘাট × (স্থলপথে গোলাঘাট দিয়া কহিমা)—কমলাবাড়ী—কোকিলামুখ × (রেইল-ওয়ে যোগে যোড়হাট)—জাঞ্জীমুখ—ডিখুমুখ—ডিসাংমুখ × (স্থল

---

(×) এই চিহ্নযুক্ত ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পার্শ্বস্থ বন্ধনীমধ্যে উল্লিখিত স্থানে যাওয়া যায়।

পথে শিবসাগর )—ডিহিংমুখ × ( স্থলপথে উত্তর লক্ষীম্পুর )—ডিব্রুগড় × ( রেইলওয়েযোগে সদিয়া।

২। উক্ত কোম্পানির আর এক একখানি ষ্টীমার প্রত্যহ গোয়ালন্দ হইতে রওয়ানা হইয়া পদ্মা—মেঘনা—ধলেশ্বরী—ভেরামোহানা— কাল্‌নী বিবিয়ানা— কুশিয়ারা— বরাক দিয়া কাছাড়ে সিলচর পর্যান্ত যাতায়াত করে।

ষ্টীমার ষ্টেশন—( আসাম প্রদেশে ) গোয়ালনগর—মাদনা × ( স্থলপথে বা জলপথে হবিগঞ্জ )—বিথঙ্গল—আজমিরী সার্কিল—ইনাতগঞ্জ—সেরপুর—মনুমুখ × ( জলপথে মৌলবিবাজার )—বালাগঞ্জ—ফেঁচুগঞ্জ × ( স্থলপথে শ্রীহট্ট )—নায়েরঘাট—বৈরাগীবাজার—সেওলাবাজার—করিমগঞ্জ—ভাঙ্গাবাজার—বদরপুর— শিয়ালটেক্— জাটিঙ্গামুখ— মাছুমপুর — সিলচর × (স্থলপথে মণিপুর )।

৩। উক্ত কোম্পানির আর এক একখানা ষ্টীমার প্রত্যহ গোয়ালন্দ হইতে রওয়ানা হইয়া পদ্মা—মেঘনা—ঘোড়াউৎরা—ধনু—বলাই—নয়াহালট্—পৈন্দা—সুর্ম্মা দিয়া শ্রীহট্টে গমনাগমন করে।

ষ্টীমার ষ্টেশন—( ময়মনসিং জিলায় ) দিলালপুর—নিকৃলিদামপাড়া— মিটামৈন— ইত্না—ধানপুর— বিরান্তর—( শ্রীহট্টে ) বলাই ও কংসের সঙ্গমস্থলে গাগ্‌লাযোড়—সুখিয়ার—সাচনা—জয়নগরবাজার—পাণ্ডাগঞ্জ—সুনামগঞ্জ—দোয়ারা

( × ) এই চিহ্নযুক্ত ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ব্রেকেটের মধ্যে উল্লিখিত স্থানে যাওয়া যায়।

—হরিপুর—ছাতক—কলাঙ্কা—গোবিন্দগঞ্জ—লামাকাজি-বাজার—বাইয়ারমুখ—শ্রীহট্ট।

---

## স্থলপথ।

স্থলপথ চারিপ্রকার।—গবর্ণমেণ্ট্ কর্তৃক নির্ম্মিত রাজপথ, লোকেলবোর্ডের রাস্তা, মিউনিসিপালিটীর রাস্তা ও স্থানীয় লোকের সাহায্যে নির্ম্মিত পথ।

নিম্নে প্রধান প্রধান রাজপথের স্থূল বিবরণ লিখিত হইতেছে।

১। গোয়ালপাড়া জিলার দক্ষিণ সীমায় যমুনার পূর্ব্বতটে কাকিডিপাড়া নামক স্থানের নিকট হইতে একটী লাইন উত্তরাভিমুখে বাহির হইয়া অল্প উত্তরে মাণিকের চক হইয়া উত্তরাভিমুখে ধুবড়ীর অপর পারে ফকিরগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গোহাটী পর্য্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে নওগাঁ দিয়া শিবসাগরের অন্তর্গত নিগৃটীং নামক ষ্টীমার ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে যোড়হাট, শিবসাগর ও ডিব্রুগড় হইয়া সদিয়ার অপর পারে ব্রহ্মপুত্রের তটে সংলগ্ন হইয়াছে।

উক্ত লাইন হইতে বামদিকে একটী ও দক্ষিণে ৩টি শাখা বাহির হইয়াছে।

(১) প্রথম শাখা যমুনার তটে গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত মাণিকের চক হইতে পূর্ব্বাভিমুখে তুরা পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে দক্ষিণাভিমুখে ময়মনসিং জিলায় প্রবেশ করিয়াছে।

(২) দ্বিতীয় শাখা—ধুবড়ীর নিকট ফকিরগঞ্জ নামক স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ধুবড়ী পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে উত্তরে গৌরীপুর এবং গৌরীপুর হইতে খাগড়াবাড়ী পর্য্যন্ত যাইয়া ২ শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা পশ্চিমে রঙ্গপুর এবং অন্য শাখা পশ্চিমোত্তরে কোচবিহার পর্য্যন্ত গিয়াছে।

(৩) তৃতীয় শাখা—গৌহাটী হইতে বরাবর দক্ষিণে শিলং, চেরাপুঞ্জী হইয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে পূর্ব্ব-দিকে করিমগঞ্জ ও শিলচর হইয়া মণিপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

(৪) চতুর্থ শাখা—নিগৃটীং ষ্টীমার ষ্টেশনের কিছু পশ্চিমে মূল লাইন হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণে গোলাঘাট পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে নাগা পাহাড়ের ডিমা-পুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণে শ্যামাগুটিং দিয়া কহিমা পর্য্যন্ত যাইয়া বরাবর দক্ষিণে মণিপুর গিয়াছে।

২। দ্বিতীয় মূল লাইন জল্লাইগুড়ি হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত ছাতুমা, সিদ্‌লি, বিজ্‌লি, কামরূপের অন্তর্গত নলবড়ী এবং দরঙ্গের অন্তর্গত মঙ্গলদৈ, তেজপুর ও প্রতাপগড় হইয়া উত্তরলক্ষীমপুর দিয়া লৌহিত্য নদের নির্গম-স্থলে ব্রহ্মপুত্রের তটে নিঃশেষিত হইয়াছে।

---

## রেইল্‌ওয়ে বা লৌহপথ।

আসামপ্রদেশে তিনটী রেইল্‌ওয়ে চলিয়াছে। যথা—(১) ডিব্রু-সদিয়া রেইলওয়ে, (২) কোকিলামুখ-যোড়হাট ষ্টেইট্

রেইলওয়ে এবং (৩) চেরা-কোম্পানীগঞ্জ ষ্টেইট্ রেইলওয়ে। এতদ্ভিন্ন আসামবেঙ্গল্ রেইলওয়ে নামে আর একটী রেইলওয়ে খোলা হইতেছে।

১। ডিব্রু-সদিয়া রেইলওয়ে—দৈর্ঘ্য ৫৪½ মাইল। এই লাইন ডিব্রুগড় ষ্টীমার ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ডিব্রুগড়ও মাকুমজংসন হইয়া সদিয়ার নিকটে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে তালাপ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

রেইলওয়ে ষ্টেশন—(ওয়ার্কশপ্) ডিব্রুগড়—লাহোয়াল্—ডিনজান্—চাবুয়া— পানিতলা— তিনসুকিয়া— মাকুমজংসন—বড়হাপজান—দমদমা সহর—তালাপ।

(১) মাকুম লাইন—(শাখা) দৈর্ঘ্য ২৩ মাইল। মাকুমজংসন হইতে দক্ষিণে মাকুম হইয়া মার্গারিটা পর্য্যন্ত গিয়াছে। ষ্টেশন।—মাকুমজংসন—ডিগ্‌বই—ডিহিংব্রিজ্—মার্ঘেরিটা।

২। কোকিলামুখ যোড়হাট ষ্টেইট্ রেইলওয়ে—দৈর্ঘ্য ২৮½ মাইল। এই লাইন কোকিলামুখ হইতে দক্ষিণে যোড়হাট এবং তথা হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে চিনামারা পর্য্যন্ত যাইয়া তথায় ২ শাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

(১) প্রথম শাখা চিনামারা হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে মোরিয়ানী বা মোরণবাড়ী পর্য্যন্ত।

(২) চিনামারা হইতে টিটাবড় পর্য্যন্ত।

৩। চেরা-কোম্পানিগঞ্জ ষ্টেইট্ রেইলওয়ে—দৈর্ঘ্য ৮½ মাইল। শ্রীহট্টের কোম্পানিগঞ্জ হইতে ভোলাগঞ্জ দিয়া চেরাপুঞ্জীর নিকটস্থ থারিয়াঘাট পর্য্যন্ত। ষ্টেশন।—কোম্পানিগঞ্জ—ভোলাগঞ্জ—থারিয়াঘাট।

৪। আসামবেঙ্গল রেইলওয়ে—দৈর্ঘ ৫৭৭ঃ মাইল। ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চাঁদপুর হইতে এক লাইন এবং চট্টগ্রাম হইতে এক লাইন আসিয়া কুমিল্লার দক্ষিণে লাক্‌সাম নামক স্থানে পরস্পর মিলিত হইয়া কুমিল্লা দিয়া উত্তরাভিমুখে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত আখাউড়া হইয়া মুকুন্দপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে উত্তরাভিমুখে শ্রীহট্ট জিলায় প্রবেশ করতঃ ঐ জিলার অন্তর্গত সাহাজীর হাট পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে বদরপুর পর্য্যন্ত যাইয়া তৎপর উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে নাগা পাহাড়ের অন্তর্গত লুম্‌ডিং পর্য্যন্ত গিয়াছে। সে স্থান হইতে এক লাইন উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে ডিমাপুর, টিটাবড় জংসন, মোরিয়ানিজংসন এবং জয়পুর হইয়া মাকুমজংসনে মাকুম লাইনে সংযুক্ত হইয়াছে।

রেইলওয়ে ষ্টেশন—(আসামে)—মন্তলা—ইটাখলা (জগদীশপুর)—সাহাজী-বাজার (ফতেপুর)—সাইস্তাগঞ্জ—দারাগাঁও—সাতগাঁও—শ্রীমঙ্গল—আলিনগর—সমসের নগর—তিলাগাঁও—কুলাউড়া—দক্ষিণ ভাগ—বড় লেখা—লাতু—করিমগঞ্জ—ভাঙ্গা—বদর পুর—বিক্রমপুর—দামছড়া—হারঙ্গাজো—জাটিঙ্গা—হাফ্‌লং—হাসংহাজো—নিরেবাংলা—মাইবাং—মুপা—লাংটিং—গাঁরেছো—লাংলডিছা—লুমডিং-জংসন—লাংছোলিএট্—ডিফু—ধনশ্রী—ডিমাপুর—বোকাজান—নাওজান—বড়পাথার—জামুগুড়ি—কমরবন্ধ আলি—টিটাবড়-জংসন—মরিয়ানী জংসন—নকচারি—সেলেং—নামটি আলি—শিবসাগর রোড্—লকুবা—মাত্রা—ডিপ্‌লিং—ডিলিবাড়ী—টিপুমিয়া—জয়পুর—লাংকাচি—মাকুম-জংসন।

(১) সিলচর শাখা লাইন—দৈর্ঘ্য ১৮½ মাইল। বদরপুর—শালচাপ্‌রা—সিলচর।

(২) গৌহাটী শাখা লাইন—দৈর্ঘ্য ১০৬½ মাইল। লুমডিং—লামসাখং—লঙ্কা—হজাই—যমুনামুখ—কামপুর—চাপরমুখ—ধরমতুল—নথুলা—ক্ষেত্রী—ডিগ্রু—পানি খাইটি—গৌহাটী।

---

## শিলং যাওয়ার পথ।

১। গৌহাটী হইতে দক্ষিণাভিমুখে টঙ্গাযোগে (এক প্রকার ঘোড়ার গাড়ী)।

২। শ্রীহট্ট হইতে স্থলপথে হাটিয়া কোম্পানিগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে রেইলওয়েযোগে ভোলাগঞ্জ হইয়া চেরাপুঞ্জীর নিকটস্থ থারিয়া ঘাট পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে থাবায় আরোহণ করিয়া শিলং যাওয়া যায়। থাবা এক প্রকার বাঁশের মোড়া। খাসিয়ারা আরোহীদিগকে ইহাতে বসাইয়া পৃষ্ঠে করিয়া বহিয়া দুরারোহ পর্ব্বতের উপরিভাগে লইয়া যায়।

৩। ছাতক হইতে নৌকাযোগে কোম্পানিগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে পূর্ব্ববৎ রেইলওয়ে যোগে থারিয়া ঘাট এবং তথা হইতে থাবায় শিলং যাওয়া যায়।

---

# ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

## করদ-মিত্র-রাজ্য।

আসামপ্রদেশে করদ-মিত্র-রাজ্য অধিক নাই। খাসিয়া পাহাড়ে চেরা, ভোয়াল, চেলা, খৈরিম, সেলিম, লেংগ্রিণ, মহা-

রাম, সোহিযাং, মাওছেনরাম, মালাইছমং, মারিও, নঙ্ছফো, নঙ্খলাও, নঙস্প্, নঙ্ষ্টেইন্, রামব্রাই, জেরাঙ্, ডোয়ারা নঙতাইর মেন, মাওদন্, মাওলঙ্ পাঙ্ছঙ্ গুট, লেঙ্গিয়ং, মাও ফ্লঙ্, নঙ্লই, ছহিওঙ্ ২৫টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিত্ররাজ্য (সামন্ত-ষ্টেইট্) আছে। ঐ সকলের পরিমাণ ফল ৩৯৯৭ বর্গমাইল। এই সকল রাজ্য সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালীতে শাসিত হয়। রাজ্যের অধ্যক্ষ বা সিম প্রজাদের বা দলপতিদের ইচ্ছানুসারে নির্ব্বাচিত হন। এই অধ্যক্ষনিয়োগ বৃটিশ্গবর্ণমেণ্টের অনু-মোদনসাপেক্ষ। অন্যায়াচরণের জন্য গবর্ণমেণ্ট্ যে কোন সিমকে পদচ্যুত করিতে পারেন। নরহত্যা ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি এই সীমেরা করিতে পারেন। নরহত্যা ও বিভিন্ন ষ্টেইট্সংক্রান্ত বিবাদ গবর্ণমেণ্ট্-কর্ম্মচারী দ্বারা বিচারিত হয়। এই সকল সিমেরা বৃটিশগবর্ণমেণ্ট্কে কোন প্রকার কর প্রদান করেন না এবং কোন রাজ্যের আয়ই এগার হাজার টাকার উপর নয়। ইহাদের কোন সৈন্য নাই।

মণিপুর—করদমিত্র রাজ্যের মধ্যে মণিপুরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই রাজ্য আসাম প্রদেশের সীমাবহির্ভূত হইলেও রাজনৈতিক সম্বন্ধে আসামগবর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট। মণিপুর-রাজ বার্ষিক ৫০০০০ সহস্র টাকা কর প্রদানপূর্ব্বক বৃটিশগবর্ণমেণ্টের করদ-স্বরূপ রাজ্য ভোগ করিয়া আসিতেছেন। এখানে বৃটিশগবর্ণ-মেণ্টের একজন পলিটিকেল্ এজেণ্ট্ বাস করেন। সম্প্রতি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের পর হইতে মণিপুরের নূতন রাজা নাবা-লক হওয়ায় রাজা ও রাজপরিবারবর্গকে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি দিয়া বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

# ৭ম অধ্যায়।

## বিশেষ বিবরণ।

### লক্ষীম্‌পুর।

আসামের উত্তরপূর্ব্বাংশে লক্ষীম্‌পুর জিলা। ইহার উত্তরে দফলা, মিরি, আবর ও মিস্‌মির পাহাড়; পূর্ব্বে মিস্‌মি ও সিংপো পাহাড়; দক্ষিণে পাটকৈ পাহাড় ও শিবসাগর জিলা; পশ্চিমে শিবসাগর ও দরঙ্গ।

ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত—প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা এই জিলা পূর্ব্বে ৩ ভাগে বিভক্ত ছিল। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে লক্ষীম্‌পুর ও সদিয়া এবং দক্ষিণে মটক। ব্রহ্মযুদ্ধের পর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে পুরন্দর সিংহকে উত্তরলক্ষীম্‌পুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। তৎপর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, স্বহস্তে ইহার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মোয়ামারিয়া জাতিই মটকের প্রাচীন অধিবাসী ছিল। আহমরাজ গৌরীনাথ সিংহের সময়ে ইহার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। তদবধি তাহাদের একজন সর্দ্দার আহমরাজকে কর দিয়া মটকের শাসনকর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধের পর উক্ত শাসনকর্ত্তা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করেন। ইহার মৃত্যুর পর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয় বিভাগ সদিয়া মটকের উত্তর। প্রাচীনকালে আহম রাজবংশীয়েরাই খোয়া উপাধি ধারণপূর্ব্বক এখানে রাজত্ব করিতেন। আসাম ব্রহ্মীয়দিগের অধিকৃত হইলে, একজন খামতি দলপতি সদিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট্ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ইহার শাসনকর্তৃত্ব স্থিরতর রাখেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই শাসনকর্ত্তা পদচ্যুত এবং তথাকার সৈন্যাধ্যক্ষের উপর শাসনভার অর্পিত হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে খামতি জাতি আর কতিপয় জাতির সহিত মিলিত হইয়া সদিয়া আক্রমণ করে এবং সেনাপতি, পলিটিকেল্ এজেণ্ট্, সুবাদার ও কতিপয় সৈন্যকে নিহত করে। কিন্তু শীঘ্রই ইংরেজ সৈন্যকর্ত্তৃক ইহাদের অধিকাংশ হত ও অবশিষ্ট দেশ-বহিষ্কৃত হয়।

নগর—ডিব্রুগড়—সদর ষ্টেশন, ডিব্রু নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এইস্থানে ইংরেজদিগের একটী ক্ষুদ্র গড় ছিল। এই জন্য ইহার নাম ডিব্রুগড় হইয়াছে। ইহা উপর আসামের মধ্যে একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান। উত্তরলক্ষ্মীমপুর, সবডিভিসন। জয়পুর ও সদিয়া অপর দুইটী নগর।

নদনদী—ব্রহ্মপুত্র এবং তাহার শাখা লৌহিত্যাই এই জিলার মূল নদী। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ইহারা নদ বলিয়া অভিহিত। সুবর্ণশ্রী, কুণ্ডিল, ডিগারু, টেঙ্গাপানি, নবডিহিং, ডিহং, ডিব্রু, বুড়িডিহিং, রাঙ্গা, ডিক্রং, ঢোল, হারহি ও ডিজমুর প্রভৃতি উপনদী।

পর্ব্বত—এই জিলায় কোন বৃহৎ পর্ব্বত নাই। পূর্ব্বাংশে এবং জয়পুরের নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়-শ্রেণী আছে।

খনিজ—জয়পুরের নিকট পাথরিয়া কয়লা, এবং মাকুমের নিকটস্থ মার্ঘেরিটায় পাথরিয়া কয়লা ও কেরোসিন তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের তীরে চূণাপাথর এবং জয়পুর ও বড়হাটের নিকট লৌহের আকর আছে। এ জিলার প্রায় সমস্ত নদীতেই বিশেষতঃ যে সকল নদী উত্তরের পাহাড় হইতে আসিয়াছে, তাহাতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। কথিত আছে, আহমবংশীয়দের রাজত্ব-সময়ে স্বর্ণরেণু সংগ্রহ করিবার স্বত্ব প্রতিবৎসর ২৭০০০ সাতাইশ সহস্র টাকায় বিক্রীত হইত। ইদানীং এই ব্যবসায় প্রায় লুপ্ত হইয়াছে।

অধিবাসী—বাঙ্গালী, আহম, কোচ, মুসলমান, খামতি, সিংফো, মিস্‌মি, আবর, কোল, মিরি, লালঙ্গ, ছুটিয়া, চরনিয়া, প্রভৃতি।

বন্যজন্তু—হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, শূকর, হরিণ, বন্য-গো প্রভৃতি।

পণ্যদ্রব্য—চাউল, লবণ, তৈল, বস্ত্র প্রভৃতি আমদানী এবং চা, মম, মৃগনাভি, রেশম, হস্তিদন্ত, পাথরিয়া কয়লা, কেরোসিন তৈল, ও চূণ প্রভৃতি রপ্তানী হয়।

কৃষিজদ্রব্য—কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে চা ই প্রধান। এতদ্ভিন্ন ধান্য ও তুলা, অল্প পরিমাণে জন্মে।

জলবায়ু—লক্ষীম্‌পুর জিলায় জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর। বিখ্যাত কালাজ্বর গৌহাটী হইতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

---

# শিবসাগর।

**সীমা**—উত্তরে দরঙ্গ ও লক্ষীমপুর, পূর্ব্বে লক্ষীমপুর, দক্ষিণে স্বাধীন নাগাপাহাড় ও নাগাপাহাড় জিলা, পশ্চিমে নাগাপাহাড় জিলা ও নওগাঁ।

ঐতিহাসিক বিবরণ—শিবসাগর ব্রহ্মপুত্রের ৮ মাইল দক্ষিণে ডিখু নদীর তীরে অবস্থিত। এই নগরের মধ্যস্থলে ১১৪ একার পরিমিত একটী বৃহৎ সরোবর আছে। ইহার তীরেই গবর্ণমেণ্টের আফিস্‌সমূহ অবস্থিত। কথিত আছে, এই সরোবর ও তাহার তীরস্থ শিবমন্দির ১৭২২ খৃষ্টাব্দে আহমবংশীয় রাজা রুদ্রসিংহের পুত্র শিবসিংহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শিবসাগরের অল্প দক্ষিণে রঙ্গপুর নামক স্থানে প্রাচীন আহমবংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল। রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রুদ্রসিংহ এই বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। ঘরগাঁ আহমবংশীয়দের পূর্ব্ব রাজধানী; ইহা শিবসাগরের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল।

নগর—শিবসাগর সদরষ্টেশন এবং জোড়হাট ও গোলাঘাট মহকুমা। তিনটি নগরই প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। এই সকল নগর হইতে এড়ি ও মুগা সূতার বস্ত্র রপ্তানী হইয়া থাকে। টিটাবড় রেইলওয়ে ষ্টেশন; ইহার নিকটে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দ্বীপ—মাজুলীচর; ইহার পরিমাণফল ৬৪১ বর্গমাইল।

নদনদী—ব্রহ্মপুত্রই মূল নদ; ধনশ্রী, বুড়ীডিহিং, ডিশাং, ডিখু, কাকোডাঙ্গা, ডিশাই, কোকিলা, জাঞ্জী, দারিকা, ডিমু প্রভৃতি উপনদী।

খনিজদ্রব্য—পাথরিয়া কয়লা, কেরোসিন তৈল, স্বর্ণ-রেণু ও লবণ। এ জিলায় ৪টী পাথরিয়া কয়লার খনি আছে। প্রধান ২টী নাগাপাহাড়ের নিকটে সাফ্রে ও ডিখু নদীর উপ-ত্যকায় এবং অপর ২টী যোড়হাটের ২৫ মাইল দক্ষিণে জাঞ্জী ও ডিসাই নদীর তটে।

শিল্পদ্রব্য—মুগা ও এড়িসূতার বস্ত্রবয়নই প্রধান শিল্প-কার্য্য।

কৃষিজদ্রব্য—চা, ধান্ত (১), মুগ, মাসকলাই, সরিষা, ইক্ষু, ও কার্পাস।

আরণ্যজন্তু—হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, হরিণ প্রভৃতি।

পণ্যদ্রব্য—চা, কার্পাস, রেসম, রবর, লাক্ষা, মম, হস্তি-দন্ত এবং মুগা, এড়িসূতার বস্ত্র প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে।

অধিবাসী—বাঙ্গালী, আহম, কোচ, মুসলমান, নাগা, মিকির, মিরি, খামতি, কাছাড়ী, কোল, মেরিয়া প্রভৃতি।

---

(১) শিবসাগর, দরঙ্গ, নওগাঁ, কামরূপ প্রভৃতি স্থানে এক প্রকার ধান্য আছে, তাহা হইতে "কোমল চাউল" নামে এক প্রকার সুগন্ধযুক্ত উৎকৃষ্ট চাউল জন্মে, তাহা কিছুকাল জলে ভিজাইলেই অন্ন প্রস্তুত হয়।

# দরঙ্গ।

**সীমা**—উত্তরে ভুটান, তোবাঙ্গ, আকা, ও দফলা জাতির বাসস্থান; পূর্ব্বে লক্ষীম্‌পুর; দক্ষিণে শিবসাগর, নওগাঁ ও কামরূপ; পশ্চিমে কামরূপ।

পৌরাণিক বিবরণ—তেজপুরের নিকটে "ভালুকপঙ্গ" নামে একটী স্থান আছে, এরূপ প্রসিদ্ধি যে, পূর্ব্বে এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ বাণরাজার রাজধানী ছিল। তৎকালে ইহা শোণিতপুর নামে উল্লিখিত হইত। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে অবগতি হয়, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন বাণরাজদুহিতা উষার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার লাভের জন্য যত্ন করায় বাণরাজ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ ঘোরতর যুদ্ধে বাণরাজকে পরাস্ত করিয়া প্রদ্যুম্ন ও উষার উদ্ধার সাধন করেন। বর্ত্তমান সময়ে দরঙ্গের উত্তর পার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য আকা-রাজবংশ আপনাদিগকে বাণরাজার বংশীয় বলিয়া চরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

নগর—তেজপুর সদরষ্টেশন। মঙ্গলদৈ মহকুমা। বিশ্বনাথ, প্রতাপগড়, হাউলীমোহনপুর, কলাহগাঁ। অন্যান্য প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। ভুটানের নিকটস্থ ওদালগুড়ি নামক স্থানে প্রতিবর্ষে একটী মেলা হয়; সেই মেলায় ভুটিয়া, তিব্বতীয়, খামতি, প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি আসিয়া ভুটিয়া কুকুর, অশ্ব, মৃগনাভি, কম্বল, স্বর্ণ, লাক্ষা, হস্তিদন্ত এবং চমরীগোর পুচ্ছ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া থাকে।

পর্ব্বত—এজিলায় কোন বৃহৎ পর্ব্বত নাই। জিলার সর্ব্বত্র বিশেষতঃ উত্তরভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে।

নদী—ব্রহ্মপুত্র এই জিলার দক্ষিণসীমা দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ভরলী, দিলাধারী, জিয়াধনশ্রী, ও ননই উপনদী।

খনিজ—ভরলী ও ধনশ্রী নদীতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়।

কৃষিজ—চা, ধান্য, শর্ষপ, ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতি।

শিল্প—মুগা ও এড়িসূতার বস্ত্রবয়নই প্রধান শিল্পকার্য্য।

বাণিজ্য—চা, রবর, এড়ি ও মুগার বস্ত্র, লাক্ষা, কাষ্ঠ প্রভৃতি রপ্তানী এবং বস্ত্র, লবণ, চাউল ও নানাপ্রকার মনোহারী দ্রব্য আমদানী হয়।

অধিবাসী—বাঙ্গালী, মুসলমান, খামতি, মিরি, কাছারী, মিকির, রাভা, আহম, কোচ প্রভৃতি।

---

## নওগাঁ।

সীমা—উত্তরে দরঙ্গ, পূর্ব্বে শিবসাগর ও নাগাপাহাড়, দক্ষিণে কাছাড় ও খাসিয়াজয়ন্তিয়া-পাহাড় এবং পশ্চিমে কামরূপ।

নগর—নওগাঁ বা নবগ্রাম সদর ষ্টেশন, কলঙ্গ নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত; এখান হইতে এড়ি মুগা সূতার বস্ত্র রপ্তানী হয়। কলঙ্গ ও কপিলী নদীর সঙ্গমস্থলে রহা; এই স্থান হইতে কার্পাস, রবর ও লাক্ষা রপ্তানী হয়। কলিয়াবড়, শিলঘাট, পুরাণীগুদাম, ডবকা ও চাপারী মুখ সাধারণ বাণিজ্য-স্থান। বরদোয়ার গ্রামে বিখ্যাত মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শঙ্করদেবের জন্ম হয়।

পর্ব্বত—মিকিরপাহাড় পূর্ব্বে কালিয়ানী নদী হইতে পশ্চিমে যমুনা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৩৫০০ ফিট উচ্চ। কামাখ্যাপাহাড় ব্রহ্মপুত্র ও কলঙ্গ নদীর মধ্যস্থ।

হ্রদ—গরঙ্গা, কাছধরা, মের, মরিকলঙ্গ, মরা-কলঙ্গ ও পকারিয়া প্রভৃতি।

নদী—ব্রহ্মপুত্র এবং তাহার শাখা কলঙ্গ ও সোনাই।

উপনদী—কপিলী, কিলিঙ্গ, যমুনা, বড়পানি প্রভৃতি।

উৎপন্ন—চা, কার্পাস, ধান্য, মুগ, কলাই, ইক্ষু প্রভৃতি।

পণ্যদ্রব্য—চা, কার্পাস, লাক্ষা, রবর প্রভৃতি রপ্তানী এবং বস্ত্র, লবণ ও চাউল আমদানী হয়।

খনিজ—জংথন নামক স্থানে লবণের খনি এবং কোন কোন স্থানে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অধিবাসী—বাঙ্গালী, আহম, কোচ, নাগা, মিকির, মিরি, লাঙ্গল, কাছাড়ী প্রভৃতি।

জলবায়ু—নওগাঁর জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

---

## কামরূপ।

সীমা—উত্তরে ভূটানের পাহাড়, পূর্ব্বে দরঙ্গ ও নওগাঁ, দক্ষিণে খাসিয়া পাহাড়, এবং পশ্চিমে গোয়ালপাড়া।

নগর—গৌহাটী সদরষ্টেশন, ব্রহ্মপুত্রের বাম তীরে অব-

স্থিত; ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নগর ও সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান; উক্ত উপত্যকায় অনেক প্রধান প্রধান আফিস্ এইস্থানে স্থাপিত আছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জজ কমিসনর এইস্থানে বাস করেন। ইহার নিকটস্থ কামাখ্যাপর্ব্বতে প্রসিদ্ধ কামাখ্যা দেবীর মন্দির হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান। গৌহাটীর প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায়, রাজা নরক ও তৎপুত্র ভগদত্তের রাজধানী এ স্থানে ছিল। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভগদত্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র বজ্রদত্ত যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব অবরুদ্ধ করায়, অর্জ্জুনের সহিত তাহার ভয়ানক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। বড়পেটা মহকুমা; চাউলখাবা নদীর তীরে। দেওয়ানগিরি জিলার উত্তর প্রান্তে; এখানে প্রতিবর্ষে একটী বৃহৎ মেলা হয়; সেই মেলায় ভুটিয়া প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি স্বর্ণকণা, রৌপ্য, সীস, চাকু, কম্বল, ঘোড়া, মূল্যবানপ্রস্তর, ও মোটা-কাপড় প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ধান্য, শুষ্কমৎস্য, লা, রেশম প্রভৃতি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। পলাশবাড়ী ও হাজো বাণিজ্য-স্থান।

হ্রদ—এড়িয়া, আটিয়াবাড়ী, চাতলা, চিকানী, হাজোস্থতি, দিপার ও হেলেঙ্গী প্রভৃতি।

পর্ব্বত—এজিলায়, মিকির, বশিষ্ঠ, ফতাশীল, চূণশালী, গ্রীনউড্, কামাখ্যা, দীর্ঘেশ্বরী, কেদার, হাজো, মাধব প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাহাড় আছে।

নদী—ব্রহ্মপুত্র এই জিলার মধ্য দিয়া গোয়ালপাড়ার প্রবেশ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মনাস, পাগলামনাস, সরু-মনাস, চাউলখাবা, লাখাইতারা, বড়নদী, সোনা-পুর, বাটা, কুলসী, সিংগ্রা প্রভৃতি কতকগুলি উপনদী আছে।

দেবালয়—কামরূপে ৩৫টী দেবালয় আছে। তন্মধ্যে কামাখ্যা, কেদার হয়গ্রীবমাধব, উমানন্দ, শুক্রেশ্বর, এবং ভুবনেশ্বরী দেবতার দেবালয়ই প্রধান।

অধিবাসী—বাঙ্গালী, আহম, কোচ, মিকির, লালুঙ, কাছাড়ী, গারো, চরনিয়া, মুসলমান প্রভৃতি।

আরণ্যদ্রব্য—শালকাষ্ঠ, বেত, লা, গন্, রঙ্ প্রভৃতি।

বন্যজন্তু—হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, মহিষ, হরিণ, শূকর প্রভৃতি।

কৃষিজ—ধান্য, কার্পাস, চা, শর্ষপ, কলাই, তিল, মুগ, মসুর, শণ, ইক্ষু তিসি প্রভৃতি।

পণ্যদ্রব্য—চা, কার্পাস, শালকাষ্ঠ, শর্ষপ, কলাই, লা, গম, রেশম, এড়ি ও মুগা সূতার কাপড় প্রভৃতি রপ্তানী এবং বস্ত্র লবণ, তৈল, চাউল প্রভৃতি আমদানী।

---

## গোয়ালপাড়া।

সীমা—উত্তরে ভুটান, পূর্ব্বে কামরূপ, দক্ষিণে গারোপাহাড় এবং পশ্চিমে রংপুর, কোচ-বিহার ও জলপাইগুড়ি।

নগর—ধুবড়ী সদর ষ্টেশন; ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরে অবস্থিত। এরূপ জনপ্রবাদ যে, চাঁদসদাগরের পুত্র লক্ষীন্দরকে সর্পে দংশন করিলে, যে নেতাধুবী মন্ত্রবলে তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, এস্থানে তাহার বাড়ী ছিল; এইজন্য ইহার নাম ধুবড়ী হইয়াছে। গোয়ালপাড়া মহকুমা। উভয় নগরই প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। গৌরীপুর, লক্ষ্মীপুর, বিলাসী-পাড়া, বগ্রীবাড়ী, বিজনী ও সিদ্‌লি অপরাপর বাণিজ্য-স্থান। গোয়ালপাড়ার কাঠের কারবার অতি প্রসিদ্ধ; প্রতি-বর্ষে বহুপরিমাণ কাষ্ঠ এস্থান হইতে ঢাকা, গোয়ালন্দ, ময়মন-সিংহ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়।

হ্রদ—উপদ, তামরঙ্গা ও সারসবিল নামে তিনটীই প্রধান। উপদ বিলের পরিমাণ ১২ বর্গ মাইল, তামরঙ্গার পরি-মাণ ৭ বর্গ মাইল এবং সারসবিলের ৬ বর্গ মাইল।

পর্ব্বত—ভৈরবচূড়া, জাঙ্গ্রাজান্‌স, শ্রীসূর্য্য (১), হুলুকান্দা, পঞ্চরত্ন ও অজাগর প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে।

নদী—ব্রহ্মপুত্রই একমাত্র নদ। মনাস, গঙ্গাধর, স্বর্ণকোষ, চাম্পামতী, টিপকাই, বামনাই, কালা-দরণা, জিঙ্গিরাম, দুধনাই, কৃষ্ণাই, জিনারী প্রভৃতি উপনদী।

---

(১) কথিত আছে, শ্রীসূর্য্য পর্ব্বতের উপরি উঠিয়া প্রাচীন হিন্দু জ্যোতি-র্ব্বিদগণ গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

উৎপন্ন দ্রব্য—ধান্ত, মুগ, মটর, মসুর, অরহর, কলাই, খেসারি, যব, গম, বুট, তিল, পাট, ইক্ষু, শণ, চা প্রভৃতি।

অরণ্যজাত—শাল, গজারি প্রভৃতি কাষ্ঠ, লা, হস্তিদন্ত রং প্রভৃতি।

পণ্যদ্রব্য—ধান্য, কলাই, পাট, লা, রেশম, বেত, তামাক, মাদুর, লবঙ্গ, পিপ্পলী, গজারি কাষ্ঠের খুটি এবং নানা প্রকার মূল্যবান কাষ্ঠ বঙ্গদেশে রপ্তানী হয়। আমদানীর মধ্যে বস্ত্র, লবণ, তৈল, কেরোসিন, এবং নানাপ্রকার ধাতবদ্রব্য, চর্ম্মজাতদ্রব্য, মনোহারীদ্রব্য প্রভৃতি।

অধিবাসী—বাঙ্গালী, মুসলমান, কোচ, আহম, গারো, কাছাড়ী, ভুটিয়া, রাভস প্রভৃতি।

---

## নাগাপাহাড়।

সীমা—উত্তরে নওগাঁ ও শিবসাগর, পূর্ব্বে স্বাধীন নাগাপাহাড়, দক্ষিণে মণিপুর ও কাছাড় এবং পশ্চিমে নওগাঁ।

পৌরাণিক বৃত্তান্ত—মহাভারতে উল্লিখিত আছে, অর্জ্জুন যখন তীর্থপর্য্যটনোপলক্ষে নানাস্থানে ভ্রমণ করেন, তখন তিনি নাগরাজ কৌরব্যের তনয়া উলূপী এবং মণিপুররাজ চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণি গ্রহণ করেন। উলূপীর গর্ভে ঐরাবতের এবং চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের উৎপত্তি হয়। মাতামহগৃহে ঐরাবত নাগরাজ্যের এবং বভ্রুবাহন

মণিপুর রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। পরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় অর্জ্জুন অশ্বরক্ষকরূপে মণিপুরে আসিয়া স্বীয় পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে, উলুপী পাতাল হইতে অমৃতমণি আনাইয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করেন। অনেকে এই নাগাজাতির বাসস্থানকেই সেই প্রাচীন নাগরাজ্য বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। নাগাদের বাসস্থান এবং মণিপুর পরস্পর যেরূপ নিকটবর্ত্তী, তাহাতে এই অনুমান অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

নগর—কহিমা সদর ষ্টেশন। মুকুক্চঙ্গ মহাকুমা। ডিমাপুর, উখা, শ্যামাগুটিং লুম্‌ডিং অপরাপর প্রসিদ্ধ স্থান।

পর্ব্বত—বারেল ও রেঙ্গমা পর্ব্বতশ্রেণীই প্রধান। বারেলশ্রেণী ২০০০ হইতে ৬০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ এবং কাছাড় হইতে পাঠকৈ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রেঙ্গমাশ্রেণী কালিয়ানী হইতে ধনশ্রী নদী পর্য্যন্ত ভূভাগে বিস্তৃত আছে।

নদী—ধনশ্রী এবং যমুনাই উপনদী; অন্য কোন মূল নদ নদী নাই। ধনশ্রীর উপনদী—দয়াঙ্গ, কালিয়ানী বা কল্যাণী, নহর, দেওপানী, দিফুপানী। যমুনার উপনদী ডিবরু, জরগতি, পথ্‌রাদেশ।

অধিবাসী—নাগা, কুকি, মিকির, কাছাড়ী, আহম এবং ঐতন্ত্র প্রভৃতি।

বস্তুতঃ নাগারাই এই জিলার প্রধান অধিবাসী। ইহারা অঙ্গামী, রেঙ্গমা ও কাঁচানাগা, এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অঙ্গামী নাগারা জিলার দক্ষিণাংশে বাস করে।

ইহারা সংখ্যায় ও বিক্রমে অন্যান্যদের অপেক্ষা প্রধান। ১৮৩২খৃঃ হইতে অঙ্গামী নাগারা ইংরাজ রাজ্যে ও ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে; সেই সময় হইতে ১৮৫১খৃঃ পর্য্যন্ত উহাদিগকে দমন করিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অন্যূন ১০ বার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ উহারা সার্ভেদলের অধ্যক্ষ হলকোম্ সাহেব ও তাঁহার সঙ্গের ৮০ জন লোকের প্রাণ সংহার করে।

বন্যজন্তু----হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্যগো, হরিণ, শূকর প্রভৃতি।

পণ্যদ্রব্য—তুলা, মম, হস্তিদন্ত, প্রভৃতি রপ্তানী এবং বস্ত্র, লবণ, লৌহ প্রভৃতি আমদানী হয়।

---

## খাসিয়া ও জয়ন্তিয়াপাহাড়।

সীমা—উত্তরে কামরূপ ও নওগাঁ, পূর্ব্বে কাছাড়, দক্ষিণে শ্রীহট্ট, পশ্চিমে গারোপাহাড়। আসামের মধ্যে এই জিলা আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

দেশীয় লোকেরা ইহাকে কারিখাসী ও কারিসিণ্টেঙ্গ্ বলিয়া থাকে। ইহা তিন অংশে বিভক্ত। যথা—খাসিয়া-পাহাড়ে ইংরেজ অধিকার ও ইংরেজ-সামন্তষ্টেইট এবং জয়ন্তিয়া-পাহাড়।

ঐতিহাসিক বিবরণ।—১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নঙ্গক্লাওর রাজা

সুর্ম্মাভেলী হইতে আসাম পর্য্যন্ত পাহাড়ের উপর দিয়া পথ প্রস্তুত হইতে দিবেন বলিয়া বৃটিশগবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিবদ্ধ হন। তদনুসারে লেপ্টেনাণ্ট বেডিং ফিল্ড ও বার্লটন সাহেব তথায় যাইয়া অবস্থিতি করেন। কোন কারণ বশতঃ খাসিয়াদের সহিত তাঁহাদের মনান্তর ঘটে। এই হেতু ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে খাসিয়ারা সঙ্গীয় সাহেবদিগের সহিত তাঁহাদিগকে নিহত করে। পুনঃ পুনঃ যুদ্ধের পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে খাসিয়ার শেষ রাজা সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তিয়ার রাজা ইন্দ্রসিংহ ইংরেজাধিকারের ৩ জন প্রজাকে ধরিয়া কালীর নিকট বলি দেওয়ায়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট্ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জয়ন্তিয়াপাহাড় স্বরাজ্যভুক্ত করেন। রাজাকে তাঁহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত মাসিক ৫০০্ টাকা বৃত্তি দিয়া শ্রীহট্টে রাখা হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট্ সিণ্টেঙ্গ্দিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। পরে ইন্‌কম্‌ট্যাক্স্ ও ষ্ট্যাম্প্ প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া পাহাড় অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু শীঘ্রই ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট্ জয়ন্তিয়ার পাহাড় পুনরধিকার করেন; ১৮৬৩ খৃঃ।

নগর—শিলং সদরষ্টেশন ও আসাম গবর্ণমেণ্টের রাজধানী। আসামের চিফ্‌কমিসনর এখানে বাস করেন। আসামের রাজকীয় সমস্ত বিভাগের হেড্ আফিস এইস্থানে স্থাপিত আছে। এখানে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। ইহার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। জোয়াই জয়ন্তিয়া পাহাড়ের

অন্তর্গত একটী সব্‌ডিভিসন। চেরাপুঞ্জী ও চেলা অন্য দুইটী প্রসিদ্ধ স্থান।

পর্ব্বত—এ জিলায় নিম্নলিখিত কয়েকটী পর্ব্বতশ্রেণীই প্রধান। যথা—

(১) শিলংশ্রেণী—৬৪৪৯ ফিট উচ্চ
(২) ডিঙ্গী বা ডিঙ্গি—৬৪০০ ফিট উচ্চ
(৩) মাওথাড্‌রাসান্—৬২৯৭ ফিট উচ্চ
(৪) লাওসিন্‌নিয়া—৫৭৭৫ ফিট উচ্চ
(৫) লাইট্‌মাওডো—৫৩৭৭ ফিট উচ্চ
(৬) লাওবেড়সাট্—৫৪০০ ফিট উচ্চ
(৭) লাওবা—৪৪৬৫ ফিট উচ্চ
(৮) লিংকারডেম্—৫০০০ ফিট উচ্চ
(৯) লুম্‌বাইয়ঙ্গ—৪৬৪৬ ফিট উচ্চ
(১০) মাওসিন্‌রাম্—৫৮১০ ফিট উচ্চ

নদী—নৌকাচলাচলযোগ্য কোন নদী নাই। নিম্নে কয়েকটী ক্ষুদ্র উপনদীর নাম লিখিত হইল।

যাদুকাটা, মুগাই, ধলাই, ভোগপানী, পিয়াইন, লুবা, প্রভৃতি দক্ষিণাভিমুখে শ্রীহট্টে প্রবেশ করিয়াছে এবং কপিলী, বড়পানী, কুলসী, সিংগ্রা নদী উত্তরাভিমুখে যাইয়া ব্রহ্মপুত্র এবং তাহার উপনদী ও শাখা নদীতে পতিত হইতেছে।

খনিজদ্রব্য—পাথরিয়া কয়লা ও চূণাপাথর প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চেরাপুঞ্জী, চেরা, লাকাডঙ্গ ও মাওসিন্‌রাম প্রভৃতি স্থানে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে লৌহের আকর আছে। পূর্ব্বে খাসিয়ারা ঐ সকল আকর হইতে লৌহ সংগ্রহ করিত, কিন্তু ইদানীং তাহারা সে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছে।

উৎপন্ন—কমলা, গোল আলু, আনারস, ইক্ষু, সুপারি, কার্পাস, তেজপত্র ও পান প্রভৃতি।

পণ্যদ্রব্য—চূণাপাথর, কমলালেবু, তেজপত্র, কার্পাস, গোল-আলু, কমলামধু, লাক্ষা, সুপারি ও রপ্তানী এবং চাউল, শুষ্কমৎস্য, কাপড়, লবণ, তামাক, নানাপ্রকার ধাতবদ্রব্য, লৌহজাতদ্রব্য, চর্ম্মজাতদ্রব্য প্রভৃতি আমদানী হয়।

অধিবাসী—খাসিয়া, সিণ্টেঙ্গ্ (জৈন্তাপুরী) মিকির, গারো, কুকি প্রভৃতি।

বন্যজন্তু—হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, ব্যাঘ্র, বন্যগো, ও ভল্লুক, হরিণ প্রভৃতি।

---

# গারোপাহাড়।

সীমা—উত্তরে গোয়ালপাড়া, পূর্ব্বে খাসিয়া পাহাড়, দক্ষিণে ময়মনসিং এবং পশ্চিমে রংপুর ও গোয়ালপাড়া। দেশীয় লোকেরা ইহাকে গারোয়ানা বা গওয়ানা বলিয়া থাকে।

ঐতিহাসিক বিবরণ—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশগবর্ণমেণ্ট্ প্রথম এই স্থানের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন উইলিয়মসন সাহেব তুরাতে শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তদবধি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১০০ খানা গ্রাম বশ্যতা স্বীকার করে। অবশিষ্টেরা স্বাধীন ছিল। ঐ সনে স্বাধীন গারোরা সার্ভেদলের একজন কুলিকে হত্যা করায়, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট্ সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাদের গ্রাম সকল অধিকার করত প্রত্যেক ঘর হইতে নির্দ্দিষ্টহারে কর (হাউস টেক্স) আদায়ের বন্দোবস্ত

করেন। ঐ সঙ্গে কাপ্তেন উড্‌থর্প সমস্ত প্রদেশ জরিপ করিয়া তাহার এক খানা ম্যাপ প্রস্তুত করেন।

নগর----তুরা সদরষ্টেশন।

পর্ব্বত----তুরাপাহাড় জিলার প্রায় মধ্যদিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত; ইহার প্রধান শৃঙ্গ প্রায় ৪৫০০ ফিট উচ্চ, হিন্দুগণ উক্ত শৃঙ্গের নাম কৈলাশ রাখিয়াছেন। আরবেলা-পাহাড় তুরাপাহাড়ের উত্তরে তাহার সহিত সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত।

নদী----কৃষ্ণাই, কালু, ভোগাই, সোমেশ্বরী ও নেতাই; এই কয়টী উপনদী এই জিলা দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রথমে ২টী উত্তরাভিমুখে গোয়ালপাড়ায় এবং শেষোক্ত ৩টী দক্ষিণাভিমুখে ময়মনসিং জিলায় প্রবেশ করিয়াছে।

খনিজ—পাথরিয়া কয়লা ও চূণাপাথর।

উৎপন্ন—শালকাষ্ঠ, কার্পাস, লাক্ষা, মম ও রবর।

পণ্যদ্রব্য—তূলা, মরিচ, মম, গালা, রবর, কাষ্ঠ, প্রভৃতি রপ্তানী এবং লবণ, কাপড়, গো, শূকর, ছাগল, মোরগ প্রভৃতি আমদানী হয়।

অধিবাসী—গারো, রবা, হাইজঙ্গ, কোচ, রাজবংশী, জলু, মেচ, মুসলমান প্রভৃতি।

বণ্যজন্তু—হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, মহিষ, বন্যগো, হরিণ, শূকর প্রভৃতি।

## শ্রীহট্ট।

সীমা—উত্তরে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়াপাহাড়, দক্ষিণে স্বাধীনত্রিপুরাপাহাড় ও ত্রিপুরা জিলা,

পশ্চিমে ময়মনসিং ও পূর্ব্বে কাছাড়। ঐ জিলা আয়তনে তৃতীয় স্থানীয় হইলেও ধনমান ও সভ্যতাদিতে আসামের সমস্ত জিলার শীর্ষস্থানীয়। বস্তুতঃ ইহা সর্ব্বাংশে বাঙ্গালার অনুরূপ। ইহার প্রাচীন নাম শ্রীহাট ও শিলাতল ছিল।

দৈর্ঘ্য—পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ৯০ মাইল।

বিস্তার—উত্তরদক্ষিণে প্রায় ৭২ মাইল।

ঐতিহাসিক বিবরণ—শ্রীহট্টে পূর্ব্ব হিন্দুরাজত্ব ছিল। সর্ব্বশেষ হিন্দুরাজা গৌরগোবিন্দের সময়ে ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ফকির সাহজালাল একদল মুসলমান সৈন্য সহ আসিয়া শ্রীহট্ট জয় করেন এবং সেকেন্দরগাজিকে তাহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এই সময়ে শ্রীহট্ট ৩ ভাগে বিভক্ত ছিল;— গৌর (শ্রীহট্ট), লাউড় এবং জয়ন্তিয়া। সাহজালাল কেবল গৌর অধিকার করিয়াছিলেন; লাউড় ও জয়ন্তিয়া তখনও স্বাধীন ছিল।

লাউড়ের শেষ রাজা গোবিন্দ কোন কারণে দিল্লীতে গমন করেন এবং তথায় তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার প্রপৌত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বানিয়াচুঙ্গে যাইয়া বসতি করেন। বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দিখাঁর সময়ে বানিয়াচুঙ্গের রাজার উপর ৪৮ খানা বড় নৌকা যোগাইবার ভার ছিল। উক্ত বংশীয় দেওয়ান আজমনরজা সাহেব এখনও বানিয়াচুঙ্গে বাস করিতেছেন।

শ্রীহট্ট সহরে মনারার টিলার উপর রাজা গৌরগোবিন্দের

রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ পতিত আছে। সাহজালাল সাহেবের মৃত্যুর পর তাহার মৃতদেহ শ্রীহট্ট সহরস্থ একটী ক্ষুদ্র টিলার উপরি কবর দেওয়া হয়। পরে সেই কবরের উপরি একটী মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা সাহজালালের দরগা নামে বিখ্যাত।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার অন্যান্য স্থান সহ শ্রীহট্ট বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়। পরে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাহা আসাম গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত হইয়াছে। জয়ন্তিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। অবশেষে জৈন্তার রাজা ইন্দ্রসিংহ বৃটিশ অধিকারের তিন জন প্রজাকে ধরিয়া কালীর নিকট বলি দেওয়ায়, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশগবর্ণমেণ্ট তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া নিম্নতলভাগ শ্রীহট্টের এবং পার্ব্বত্যভাগ খাসিয়া-জয়ন্তিয়াপাহাড় জিলার অন্তর্গত করিয়াছেন; পূর্ব্বে জয়ন্তিয়া নারীদেশ নামে অভিহিত হইত। পুরাণে উল্লিখিত আছে, অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বসহ তথায় উপস্থিত হইলে ঐ প্রদেশের অধীশ্বরী প্রমীলা তাঁহার অশ্ব বান্ধিয়া রাখিয়াছিলেন। অবশেষে অর্জ্জুন তাহাকে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া ঘোটক মুক্ত করিতে সমর্থ হন। জয়ন্তিয়ার স্ত্রীলোকেরা অতি সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাত।

নগর—শ্রীহট্ট সদরষ্টেশন; সুর্ম্মানদীর উত্তরতীরে অবস্থিত; সুর্ম্মাভেলীর সর্ব্বপ্রধান সহর ও সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান। মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে সাহজালালের সেনাপতি সৈয়দ নাসিরউদ্দিনের ভদ্রাসনবাড়ী বলিয়া ইহা নিষ্কর আছে। পুরাণে উল্লিখিত আছে, সতীর গ্রীবাদেশ এইস্থানে পতিত হইয়াছিল। তাহাতে মহালক্ষ্মী দেবী ও সর্ব্বানন্দভৈরবের উৎ-

পজি হয়। কিন্তু ঐ পীঠস্থান এক্ষণে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

করিমগঞ্জ, দক্ষিণ শ্রীহট্ট (মৌলবিবাজার) সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ সবডিভিসন এবং বাণিজ্যস্থান। করিমগঞ্জ হইতে চা, কাষ্ঠ এবং জলঢুপের সুমিষ্ট আনারস রপ্তানী হয়। মৌলবিবাজারের অন্তর্গত চুয়াল্লিশ পরগণায় উৎকৃষ্ট শীতলপাটী, ও শপ এবং রাজনগরে খড়্গ, রামদা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লৌহজাতদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুনামগঞ্জ হইতে বহু পরিমাণে শুষ্ক-মৎস্য ও ঘৃত রপ্তানী হয়। বালাগঞ্জ, আজমিরীগঞ্জ, ছাতক, ফেচুগঞ্জ, সমসেরগঞ্জ ও রসুলগঞ্জ বাণিজ্য প্রধান বন্দর।

---

## পর্ব্বত।

শ্রীহট্টে কোন বৃহৎ পর্ব্বত নাই; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি আছে। নিম্নে প্রধান প্রধান গুলি উল্লিখিত হইল।

রঘুনন্দন—ত্রিপুরা জিলার পূর্ব্বসীমা দিয়া উত্তরে বেঘোড়া ও উচাইল পরগণার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। তথা হইতে তরপ পরগণার দক্ষিণ সীমা দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে। সর্ব্বাধিক উচ্চতা ১০০০ ফিট।

সাতগা ও দিনারপুরের পাহাড়—পং তরপ ও পং পুটিজুরির পূর্ব্বসীমা দিয়া দক্ষিণে রঘুনন্দন হইতে উত্তরে দিনারপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সর্ব্বাধিক উচ্চতা ৬০০ ফিট।

বালিশিরা ও চোতলীর পাহাড়—বালিশিরা পরগণার পূর্ব্বসীমা দিয়া উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। সর্ব্বাধিক উচ্চতা

৭০০ ফিট। এই পাহাড়ে বহুপরিমাণ চায় আবাদ হইতেছে।

ষাঁড়েরগঞ্জ বা লঙ্গলার পূর্ব্বের পাহাড়—লঙ্গলা পরগণার পূর্ব্বসীমায়। সর্ব্বাধিক উচ্চতা ৬০০ ফিট।

ইটার পাহাড়—ইটা পরগণার পূর্ব্বসীমায় উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। সর্ব্বাধিক উচ্চতা ৬০০ ফিট।

প্রতাপগড়ের পাহাড়—প্রতাপগড় পরগণায় উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। সর্ব্বাধিক উচ্চতা ১৫০০ ফিট।

পাথরিয়ার পাহাড়—পাথারিয়া পরগণায় উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। সর্ব্বাধিক উচ্চতা ৮০০ ফিট।

এতদ্ভিন্ন শ্রীহট্ট জিলার দক্ষিণপূর্ব্ব সীমায় ছত্রচূড়া, ভানুগাছ পরগণায় ভানুগাছ, রাজকান্দির পাহাড় এবং বেযোড়া পরগণায় ইটাখলার পাহাড় প্রভৃতি অনেক পাহাড় আছে।

বিল বা হাওর—হাকালুকি করিমগঞ্জের পশ্চিমসীমায়; জুরি নদী ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। হাইলহাওর ও কাউয়া দীঘির হাওর মৌলবিবাজারের অন্তর্গত। শোণ ও রাতা করিমগঞ্জের অন্তর্গত। ঘুঙ্গিয়াজুরি হবিগঞ্জের নিকট। মকারহাওর নবিগঞ্জের উত্তরপশ্চিমে। দেখার হাওর সুনামগঞ্জের অন্তর্গত।

নদী ও উপনদী—বরাক এবং তাহার শাখা কুশিয়ারা, বিবিয়ানা, কালনী, সুর্ম্মা, পৈন্দা, ভেরামোহানা এবং ধলেশ্বরী এই জিলার মূলনদী। লুবা, কুইগাঙ্গ, চেঙ্গড়খাল, পিয়াইন, বাড়েরা, খাইমারা, ধামালিয়া,

নটীখাল, জুড়ি, মনু, গোপ্লা, খোয়াই, রত্নি, বলাই সুতাং ও করাঙ্গী প্রভৃতি উপনদী।

কৃষিজদ্রব্য—ধন্য, ইক্ষু, গোল আলু, সাগরগঞ্জ আলু, মুখীকচু, শর্ষপ, তিসি, পাট, শণ, মাসকলাই, মুগ, সুমিষ্ট আনারস, কমলালেবু, তেজপত্র, সুপারি, পান, চা, কার্পাস, প্রভৃতি।

শিল্পদ্রব্য—হাতীর দাঁতের পাটী, পাখা, চিরুণী, মুর্ত্তার বেতের পাটী, শপ, বেতের পেটেরা ও মোড়া, তাতিয়ানীবস্ত্র, রাজনগরের লৌহের খড়্গ, রামদা প্রভৃতি।

পণ্যদ্রব্য—চা, চূণা, তেজপাতা, কমলালেবু, কমলামধু, আগড়আতর, ধান, চাউল, কার্পাস, চর্ম্ম, ঘৃত, মৎস্য, শুষ্কমৎস্য, রবর, গালা, হস্তিদন্ত, মুক্তা, মম, মহিষশৃঙ্গ, পাটী ও শপ, কাষ্ঠ, বেত, বাঁশ, গুঁড়, চাটাই প্রভৃতি রপ্তানী এবং বস্ত্র, তৈল, লবণ, কেরোসিন তৈল, মদ্য, গাজা, আফিং, চর্ম্মজাতদ্রব্য, লৌহজাত দ্রব্য, অন্যান্য ধাতবদ্রব্য, কাচের জিনিষ, ঔষধ, মনোহারীদ্রব্য, ও মুদীর জিনিষ প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে।

অধিবাসী—হিন্দু, মুসলমান, মণিপুরী, খাসিয়া, সিন্টেঙ্গ, খৃষ্টান, টিপরা প্রভৃতি।

বন্যজন্তু—হস্তী, ব্যাঘ্র, বন্যবরাহ, মহিষ, হরিণ প্রভৃতি।

আরণ্যদ্রব্য—চা, কার্পাস, হস্তিদন্ত, তেজপত্র, রবর, গালা, কমলা, কমলামধু, জারৈল, নাগেশ্বর, চাম্বল প্রভৃতি কাষ্ঠ, বেত, বাঁশ প্রভৃতি।

---

## কাছাড় ( হেড়ম্বদেশ )

কথিত আছে, হিড়িম্বানাম্নী রাক্ষসী এই স্থানে বাস করিত। তাহার গর্ভে ভীমের ঔরসে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। ঘটোৎকচ এই প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়। হিড়িম্বার বাসস্থান বলিয়া এই প্রদেশ হেড়ম্বদেশ নামে অভিহিত হইয়াছিল। তৎপর কাছাড়ী জাতির বাসস্থান বলিয়া ইহার নাম কাছাড় হইয়াছে।

সীমা—উত্তরে নওগাঁ ও নাগাপাহাড়, পূর্ব্বে মণিপুর, দক্ষিণে উত্তরলুসাইপাহাড় এবং পশ্চিমে শ্রীহট্ট ও জয়ন্তিয়া পাহাড়।

ঐতিহাসিক বিবরণ—১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ের রাজা গোবিন্দচন্দ্র, মণিপুররাজ গম্ভীর সিং এবং ব্রহ্মার রাজার মধ্যে ভয়ানক বিবাদ হয় এবং অবশেষে ব্রহ্মরাজ কাছাড় অধিকার করেন। তখন গোবিন্দচন্দ্র শ্রীহট্টে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজের সহিত বৃটিশগবর্ণমেণ্টের যুদ্ধারম্ভ হয়। তৎকালে গোবিন্দচন্দ্র আপন রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য ইংরাজগবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মগেরা কাছাড় ছাড়িয়া পলায়ন করে। ১৮২৬ খৃঃ ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানে গোবিন্দ চন্দ্রের সহিত ইংরেজদিগের যে সন্ধি হয়, তদনুসারে গোবিন্দচন্দ্র স্বপদে পুনঃ স্থাপিত হন।

তুলারাম সেনাপতি নামে কাছাড় রাজের একজন প্রধান

সেনাপতি উত্তরকাছাড়ে একটী স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করেন। তাঁহার সহিত গোবিন্দচন্দ্রের ক্রমাগত ৪ বৎসর যুদ্ধ হয়। অবশেষে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কাছাড়রাজ নিহত হন। তিনি অপুত্রক থাকায় ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট্ তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া কাপ্তান ফিসারকে ঐ প্রদেশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ নিযুক্ত করেন। ১৮৩৬ খৃঃ কাছাড় ঢাকা-বিভাগের অন্তর্গত হয়। ২৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তুলারামের মৃত্যুর পর উত্তরকাছাড় অধিকার করিয়া নওগাঁর অন্তর্গত করা হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নাগাপাহাড়, একটী স্বতন্ত্র জিলা রূপে পরিণত হইলে, উত্তর কাছাড় বিভক্ত হইয়া নাগাপাহাড়, নওগাঁও কাছাড় জিলার অন্তর্গত হইয়াছে।

কাছাড়ী জাতি—ফিসার সাহেব অনেক অনুসন্ধানে স্থির করিয়াছেন, পূর্ব্বে ইহারা কামরূপে বসতি করিত এবং তথা হইতে দক্ষিণে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। অবশেষে কোচদিগের উৎপাতে সেইস্থান ত্যাগ করিয়া কিছু কাল ডিমাপুরে এবং তৎপর তথা হইতে আসিয়া কাছাড়ের উত্তরভাগে বাস করিতে থাকে; অবশেষে ইহাদের একজন রাজা ত্রিপুরারাজের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া যৌতুক-স্বরূপ কাছাড় প্রদেশ প্রাপ্ত হন, এবং তৎপর কাছাড়ে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

নগর—সিলচর সদরষ্টেশন; বরাকের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত, প্রতি বৎসর পৌষ মাসে এখানে একটী মেলা বসে, তখন মণিপুরী দেশীয় ঘোটক আমদানী হয়। হাফলং সবডিভিসন, উত্তরকাছাড়ের অন্তর্গত। ধলেশ্বরীর তীরবর্ত্তী

হাইলাকান্দি অপর একটী সবডিভিজন। বরাকের উত্তর-পার্শ্বস্থ লক্ষ্মীপুর একটী প্রসিদ্ধ বাজার, ইহা মণিপুরীদিগের সহিত কাছাড়ের কারবারের প্রধান স্থান। সোনাইমুখ, কাঠ, বেত ও বাঁশ প্রভৃতির কারবারের প্রধান স্থান। বারুণী-স্নানের দিন সিদ্ধেশ্বরে একটী মেলা হইয়া থাকে।

বিল—চাতলা ও বাকৃরী হাওরই প্রধান। এতদ্ভিন্ন ডুবরি, কোয়া, করকরিয়া, পুমা, থাপানী প্রভৃতি বিল আছে।

পর্ব্বত—বরাইল পাহাড় খাসিয়া পাহাড় হইতে কাছাড়ের উত্তরাংশ দিয়া স্বাধীন নাগাজাতির বাসস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ইহার উচ্চতা ২৫০০ ফিট হইতে ৫০০০ ফিট পর্য্যন্ত। ভুবনপাহাড় বরাকনদীর দক্ষিণ তীরে জিলার পূর্ব্বপ্রান্তে। এতদ্ভিন্ন রেংটি, টিলাইন ও সিদ্ধেশ্বর প্রভৃতি পাহাড় আছে।

নদী—বরাকই মূলনদী। উপনদী—সোনাই, ঘগরা, ধলেশ্বরী, ঝিরি বা ঝিলম, ছাটিঙ্গা, চিরি, বাদ্রি ও মাদুরা প্রভৃতি।

অধিবাসী—বাঙ্গালী, মণিপুরী, হিন্দুস্থানী, কাছাড়ী, কুকী, নাগা, মিকির ও খাসিয়া।

ভূমিজাতদ্রব্য—চা, ধান্য, সুপারি, ইক্ষু, সর্ষপ, তিসি, কলাই প্রভৃতি।

আরণ্যজন্তু—হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, মহিষ, হরিণ, ভল্লুক, খাটাশ, শূকর প্রভৃতি।

পণ্যদ্রব্য—রবর, মম, কার্পাস, হস্তিদন্ত, আৈরল, নাগেশ্বর প্রভৃতি কাষ্ঠ, চা, বেত প্রভৃতি রপ্তানী এবং বস্ত্র, লবণ, লৌহজাত দ্রব্য, নানা মনোহারী জিনিষ, ও নানা প্রকার ডাইল, লঙ্কা প্রভৃতি মুদির জিনিষ আমদানী হয়।

---

## উত্তরলুসাই।

সীমা—উত্তরে কাছাড় ও মণিপুর, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে দক্ষিণলুসাই, পশ্চিমে স্বাধীন ত্রিপুরাপাহাড়।

ঐতিহাসিক বিবরণ—লুসাইরা অত্যন্ত পরাক্রমশালী, উগ্রস্বভাব ও সমরপ্রিয়। ইহারা ১৮৭১ খৃঃ হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার বৃটিশরাজ্যের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে এবং কাছাড়স্থ কাতলাছড়া ও আলেকজান্দ্রাপুর চাবাগিচা আক্রমণ করত আলেকজান্দ্রাপুরের বাগিচার সাহেবকে বধ করে এবং তাহার সপ্তম বর্ষীয়া একটী কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। এই জন্য ১৮৭১ খৃঃ তাহাদের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। লুসাইরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সন্ধিবদ্ধ হন।

ইহার কিছুকাল পরে ইহারা পুনর্ব্বার কুকিছড়া ও নাগাছড়া চা বাগিচার উপর অত্যাচার করায়, বৃটিশগবর্ণমেণ্ট তাহাদের রাজ্যের উত্তরাংশ অধিকার করিয়া ব্রাউন সাহেবকে শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন। ইহাতে তাহারা আরও ক্ষেপিয়া

উঠিয়া ব্রাউন সাহেবকে বধ করে। ইহাতে বৃটিশগবর্ণমেণ্ট্ তাহাদের দমনের জন্য ১৮৯০।৯১ খৃষ্টাব্দে তাহাদের রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করেন। এবং প্রধান দলপতি ও রাজাকে বন্দী করিয়া সম্পূর্ণরূপে দেশ অধিকার করেন। তদবধি উক্ত প্রদেশের উত্তরাংশ আসাম গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন হইয়া উত্তরলুসাই নামে অভিহিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তার উপাধি পলিটিকেল্ অফিসার। প্রদেশটী এখন পর্য্যন্ত নিয়মিত-রূপে শাসিত হয় নাই এবং নিয়মিতরূপে কোন কর আদায় হইতেছে না। আসামবেঙ্গল রেইলওয়ে খোলা হইলে যখন চট্টগ্রাম জিলা আসামভুক্ত করা হইবে, তখন দক্ষিণলুসাই গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত করিয়া সমগ্র লুসাইজনপদ লইয়া একটী বৃহৎ জিলা গঠিত করিয়া তাহার সুশাসন জন্য সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে।

নগর—ফোর্ট আইজল সদরষ্টেশন। রাজ্যের সীমান্ত-ভাগ রক্ষার জন্য তথায় একদল সৈন্য রাখা হইয়াছে। উত্তরলুসাই জিলার পলিটিকেল্ অফিসার এই স্থানে বাস করেন। চাঙ্গশীল, সাইরঙ্গ, ও লালবোড়াঙ্গ অপরাপর সৈনিক নিবাস।

পর্ব্বত—লুসাই পর্ব্বতশ্রেণী এই প্রদেশে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত আছে।

নদী—টিপাই, ধলেশ্বরী ও সোনাই প্রভৃতি নদী এই জিলায় উৎপন্ন হইয়া কাছাড়ে বরাকে পড়িয়াছে।

বাজার—টিপাই নদীর সঙ্গমস্থলে টিপাইমুখ ও সোনাই

নদীর তীরস্থ সুনাইর হাট এবং ধলেশ্বরী তীরস্থ কাছুয়া ছয়া নামক স্থানই লুসাইদিগের ক্রয়বিক্রয়ের প্রধান স্থান।

---

## মণিপুর।

সীমা— উত্তরে নাগাপাহাড়, পূর্ব্বে ব্রহ্মার অন্তর্গত শান প্রদেশ, দক্ষিণে লুসাইজনপদ এবং পশ্চিমে কাছাড় জিলা।

নিজ মণিপুরের দৈর্ঘ্য—উত্তরদক্ষিণে প্রায় ৩৮ মাইল, বিস্তার—পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ২২ মাইল এবং পরিমাণ ফল প্রায় ৮০০ বর্গ মাইল। কিন্তু অধীনস্থ অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির বাসস্থান সহ মণিপুরের দৈর্ঘ্য উত্তরদক্ষিণে প্রায় ১০০মাইল এবং বিস্তার পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ৮০ মাইল এবং পরিমাণ ফল প্রায় ৮০০০ বর্গ মাইল।

লোকসংখ্যা—১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গণনায় লোকসংখ্যা ২২১০৭০ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ১০৯৫৫৭ জন।

ঐতিহাসিক বিবরণ—১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আসামের ভূতপূর্ব্ব চিফ্ কমিসনর কুইন্টন্ সাহেব রাজকীয় কোন বিশেষ প্রয়োজনোপলক্ষে মণিপুর রাজ্যে যাইয়া পার্সনেল এসিষ্টান্ট্ কসিন্স, পলিটিকেল্ এজেন্ট্ গ্রীমউড্, সেনাপতি স্কীন্ ও তাহার সরকারী সেনানী সিম্‌সন ও ব্রেকেন্‌বারি প্রভৃতি সাহেবের সহিত রাজসৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হন। তন্নিবন্ধন বৃটিশ গবর্ণমেন্ট্ কহিমা, সিলচর ও তামুর পথে তিনদল সৈন্যপ্রেরণ

করিয়া মণিপুরীদিগকে যুদ্ধে পরাজিত এবং অপরাধীদিগকে বন্দী করেন। সামরিক বিচারে সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ ও মন্ত্রী টেঙ্গাল জেনারেলের প্রাণদণ্ড এবং মহারাজ কুলচন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হয়। এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ শ্রীহট্টে নির্ব্বাসিত হন। অনন্তর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট্ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নরসিংহের নাবালগ প্রপৌত্র চূড়াচাঁদকে মণিপুর রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পলিটিকেল্ এজেণ্ট্ দ্বারা রাজ্যশাসন করিতেছেন। প্রস্তাবিত ঘটনার অনেক পূর্ব্ব হইতে মণিপুররাজ ইংরাজগবর্ণমেণ্টের সহিত সন্নিবদ্ধ হইয়া বার্ষিক ৫০০০০্ টাকা কর দিয়া রাজ্যভোগ করিয়া আসিতেছেন।

নূতন রাজাকে কতিপয় কঠিন নিয়মে আবদ্ধ করিয়া রাজ্য প্রদান করা হইয়াছে। তদনুসারে তাঁহার রাজ্যে শান্তি রক্ষার্থ ১৩০০ ইংরেজসৈন্য থাকিবে।

নগর—মণিপুর বা ইম্ফল্ রাজধানী; লোগটক হ্রদের তীরে অবস্থিত। মণিপুরের টাট্টু ঘোড়া অতি উৎকৃষ্ট। এখানকার খাঞ্জাই বা পলোখেলা এবং লাইছারীর (কুমারীর) নাচ অতি প্রসিদ্ধ।

নদী—বরাকই এই প্রদেশের একমাত্র মুলনদী। এতদ্ভিন্ন কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনদী আছে। যথা—

মুক্রু ও ইরাং লুসাই পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া বরাকের সহিত মিলিত হইতেছে। মণিপুরনদী রাজধানীর নিকট দিয়া বহিয়া ইরাবতী নদীতে পতিত হইয়াছে। লেংবা ও সেমী টাক্তা প্রভৃতি অপরাপর নদী।

পর্ব্বত—এরাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাহাড় আছে। এই সকল পাহাড় দেশের মধ্যদিয়া উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত আছে। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৭।৮ হাজার ফিট উচ্চ হইবে।

উপত্যকা—মণিপুর উপত্যকা রাজধানী ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ভূমি ব্যাপিয়া আছে।

কৃষিজ—ধান্য, তুলা, শর্ষপ, তামাক, আলু, আনারস, গোলমরিচ প্রভৃতি।

খনিজ—লৌহ, লবণ ও পাথরিয়া কয়লা, নানা প্রকার উৎকৃষ্ট প্রস্তর, সাজিমাটী প্রভৃতি। মণিপুর রাজ্যে উপত্যকা ভূমিতে প্রায় সর্ব্বত্র কূপ খনন করিয়া লবণ উত্তোলিত হইয়া থাকে।

শিল্প—মণিপুরী খেস, পিতলের বাটলাই এবং নানা-প্রকার সোণা রূপার অলঙ্কার, রেশমী বস্ত্র এবং নানাপ্রকার কাষ্ঠের কাজ।

আরণ্য দ্রব্য—নাগেশ্বর, জারৈল, সেগুন, দেবদারু, ওক প্রভৃতি কাষ্ঠ, স্বভাবজাত চা, রবার, মম, হস্তিদন্ত, বেত, বাঁশ, গণ্ডারের খড়্গা ও চর্ম্ম, হরিণশৃঙ্গ, গুটিসূতা প্রভৃতি।

আরণ্যজন্তু—হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লূক, বানর, বন্যগো, হরিণ প্রভৃতি।

পণ্যদ্রব্য—টাট্টু ঘোড়া, রেশম, মণিপুরীখেস, মম, বেত, চাবীজ, হস্তিদন্ত, রবার, বাটলাই প্রভৃতি রপ্তানী এবং কাপড়, লবণ, পিতল ও কাঁসার দ্রব্য, সুপারি, তামাক, পশমি কাপড়, গন্ধমসল্লা প্রভৃতি আমদানী হয়।

অধিবাসী—মণিপুরী, মুসলমান, নাগা, কুকি, লুসাই

প্রভৃতি। তন্মধ্যে মণিপুরীই প্রধান অধিবাসী। ইহারা অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের সন্তান। (পৌরাণিক বিবরণ নাগাজাতির বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে)।

ভাষা—মণিপুরের প্রচলিত ভাষাকে মণিপুরী ভাষা বলে। এই ভাষা পূর্ব্বে দেবনাগরাক্ষরে লিখিত হইত। কিন্তু অধুনা নবদ্বীপের গোস্বামীদের দ্বারা বাঙ্গালা অক্ষর প্রচলিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম—মণিপুরীরা হিন্দু। ইহারা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। ঝুলন, রাস প্রভৃতি বৈষ্ণব পর্ব্বের উপলক্ষে ইহারা নৃত্য, গীত ও সঙ্কীর্ত্তনাদিতে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিয়া থাকে।

---

# অষ্টম অধ্যায়।

## শাসনপ্রণালী।

ভারতে বৃটিশ অধিকার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।—গবর্ণরের শাসনাধীন প্রদেশ, লেপ্টেনাণ্ট্ গবর্ণরের শাসনাধীন প্রদেশ এবং চিফ্ কমিসনরের শাসনাধীন প্রদেশ। চিফ্ কমিসনরীয় প্রদেশের মধ্যে আসামই সর্ব্বপ্রধান। ইহার সর্ব্বপ্রধান শাসন কর্ত্তার উপাধি চিফ্ কমিসনর। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের অধীন থাকিয়া রাজ্যশাসন করেন। ইঁহার দুই জন সেক্রেটরি আছেন; তাঁহারা চিফ্ কমিসনরের আদেশানুসারে সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

আসামগবর্ণমেণ্টের কোন ব্যবস্থাপক সভা নাই। এ প্রদেশের সমস্ত আইন ভারতগবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তুত

হয়। কিন্তু রাজস্ব ও শাসন সম্পর্কীয় অনেক কার্য্য চিফ্‌কমি-সনরের ইচ্ছানুসারেই সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং এতৎসম্বন্ধে ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া তিনি নিজেই কোন বিশেষ আইন প্রস্তুত করিতে পারেন। বিচার সম্বন্ধীয় মূল ক্ষমতা কলিকাতাস্থ হাইকোর্টের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু পার্ব্বত্য জিলাসমূহের বিচারবিভাগ হাইকোর্টের অধীন নহে। ঐ সকল জিলার সেসন বিচারের আপিল চিফ্‌কমিসনর সমীপে হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়ার মহাল সকল চিরস্থায়ী বন্দো-বস্তী। অন্যান্য জিলার সমস্তভূমি গবর্ণমেণ্টের খাস; প্রজাদের সহিত ঐ ভূমির সাময়িক বন্দোবস্ত করা হয়। স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট্‌ খাজানার হার নির্দ্দিষ্ট করেন।

---

## বিভাগ (ডিপার্টমেণ্ট্‌)।

আসামের শাসন সম্পর্কীয় ও অন্যান্য রাজকার্য্য কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত। প্রতি বিভাগের প্রধান কার্য্যকারক চিফ্‌ কমিসনরের অধীন থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করেন। প্রত্যেক বিভাগেরই হেড্‌ আফিস শিলঙ্গে অবস্থিত।

রাজস্ব ও বিচার সম্বন্ধীয় বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র কার্য্যকারক নাই। চিফ্‌ কমিসনরের অধীনে প্রধান সেক্রেটরিই ঐ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। একজন ইনস্পেক্টর জেনারেল, আব্‌-গারি, ষ্টাম্প, জেইল, পোলিশ, ও রেজেষ্টরি প্রভৃতি বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। আর কৃষি ও বন্দোবস্ত সম্পর্কীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন ডিরেক্টর আছেন। এত-

ব্যতীত শিক্ষা, পাব্লিক ওয়ার্ক, চিকিৎসা, বন ও ডাক প্রভৃতি আরও অনেক বিভাগ আছে।

## রাজস্ব, ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিভাগ

চিফ্‌ কমিসনরের অধীনে প্রত্যেক জিলায় এক একজন ডিপুটী কমিসনর, তাঁহার অধীনে প্রতি মহকুমায় আসিষ্টান্ট্‌ কমিসনর ও একষ্ট্রা আসিষ্টান্ট্‌ কমিসনর প্রভৃতি স্থানীয় কার্য্যকারক নিযুক্ত থাকিয়া রাজস্ব, ফৌজদারি, ও দেওয়ানী সম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীহট্ট জিলায় স্বতন্ত্র জজ ও মুন্সেফই দেওয়ানী বিচারক।

সুর্ম্মাভেলীর সেসনবিচার শ্রীহট্টের সেসন জজ, ব্রহ্মপুত্র-ভেলীর সেসন বিচার তথাকার জজ কমিসনর, ও পার্ব্বত্য জিলা সমূহের সেসনবিচার স্থানীয় ডিপুটি কমিসনর সম্পাদন করেন।

## অন্যান্য বিভাগ।

শিক্ষা—এই বিভাগের সর্ব্ব প্রধান কার্য্যকারকের উপাধি ডিরেক্টর। ইহার অধীনে সুর্ম্মাভেলীতে একজন এবং ব্রহ্মপুত্রভেলীতে ৩ জন ডিপুটি ইনস্পেক্টর আছেন। তাঁহাদের অধীনে প্রতি সবডিভিসনে এক এক জন সব ইনস্পেক্টর নিযুক্ত আছেন। ইহারা স্কুল্ পরিদর্শন ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

পাবলিকওয়ার্ক—গবর্ণমেণ্টের বাড়ী, রাস্তা, পোল ইত্যাদি প্রস্তুত ও মেরামত ইহাদের কার্য্য। দ্বিতীয় সেক্রেটরিই এই বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যকারক। তাঁহার অধীনে প্রতি জিলায় এক এক জন একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, তাঁহার অধীনে সব-ইঞ্জিনিয়ার ও সব-ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে ওভরসিয়ার নিযুক্ত আছেন।

চিকিৎসা—ডেপুটি সার্জ্জন জেনারেল এই বিভাগের প্রধান কার্য্যকারক। তাঁহার অধীনে প্রত্যেক জিলায় এক এক জন সিবিল সার্জ্জন, তাঁহার অধীনে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা রোগীর চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

পোলিশ—ইনস্পেক্টর জেনারেল অন্যান্য বিভাগের সহিত এই বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। ইঁহার অধীনে প্রতি জিলায় এক এক জন ডিষ্ট্রিক্টসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ এবং তাঁহাদের অধীনে প্রত্যেক মহকুমায় ইনস্পেক্টর, সব-ইনস্পেক্টর, প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত থাকিয়া দেশের শান্তিরক্ষা এবং তৎসম্পর্কিত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

বন (ফরেষ্ট)—কনসারভেটার এই বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। ইঁহার অধীনে প্রতি জিলায় ডেপুটি বা আসিষ্টাণ্ট অথবা একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কনসারভেটার এবং তাঁহাদের অধীনে ফরেষ্টার, হেড গার্ড প্রভৃতি কার্য্যকারক নিযুক্ত থাকিয়া বনকর আদায়, বনরক্ষা ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

ডাক—আসামে ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল এই

বিভাগের প্রধান কার্য্যকারক। ইঁহার অধীনে কতিপয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ইনেস্পেক্টর প্রভৃতি নিযুক্ত আছেন। ইঁহারা পোষ্টাফিস পরিদর্শন ও তৎসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

টেলিগ্রাফ—আসামে ডিভিসনেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী। ইঁহার অধীনে কতিপয় ...ষ্ট্যাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও সব আসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি কার্য্যকারক আছেন। তাঁহারা লাইন পরিদর্শন ও এই বিভাগের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

লোকেল বোর্ড—গবর্ণমেণ্ট ও চা কর সাহেব ও অন্যান্য সাহেবদিগের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা এই সভা গঠিত। ডেপুটিকমিসনর এবং সবডিভিসনেল আফিসারই এই সভার সভাপতি (চেয়ারম্যান)। স্থানীয় লোকের স্বাস্থ্য, সুবিধা, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য পথপ্রস্তুত ও মেরামত, পুষ্করিণী খনন, চিকিৎসালয় ও স্কুলস্থাপন প্রভৃতি এই সভার কার্য্য।

মিউনিসিপালিটী—প্রধান প্রধান সদরষ্টেশনে মিউনিসিপালিটী আছে। ইহা গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় লোকের নির্ব্বাচিত সভ্যদ্বারা গঠিত। সভ্যগণের মধ্য হইতেই তাঁহাদের ইচ্ছামতে সভাপতি (চেয়ারম্যান) নিযুক্ত হইয়া থাকেন। স্থানীয় লোকের সুবিধার জন্য পথ, ঘাট প্রভৃতির নির্ম্মাণ, জলাশয় খনন, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি ইঁহাদের কার্য্য।

# পরিশিষ্ট।

## আসামের প্রধান কমিসনরগণের নাম এবং

## শাসনের সময়।

| নাম। | শাসনকাল। |
| --- | --- |
| কর্ণেল্ আর্ এইচ্ কিটিঙ্গ্ ... ... | ১৮৭৪ খৃঃ—১৮৭৮খৃঃ |
| স্যার্ এস্ সি বেলি ... ... ... | ১৮৭৮—১৮৮১ |
| সি এ ইলিয়ট্ ... ... ... | ১৮৮১—১৮৮৩ |
| ডব্লিউ ই ওয়ার্ড্ ... ... ... | ১৮৮৩- ১৮৮৩ |
| সি এ ইলিয়ট্ ... ... ... | ১৮৮৩—১৮৮৫ |
| ডব্লিউ ই ওয়ার্ড্ ... ... ... | ১৮৮৫—১৮৮৭ |
| ডি ফিট্জ্ পেট্রিক্ ... ... ... | ১৮৮৭—১৮৮৯ |
| জে ওয়েষ্ট লেণ্ড্ ... ... ... | ১৮৮৯—১৮৮৯ |
| জে ডব্লিউ কুইণ্টন্ ... ... ... | ১৮৮৯—১৮৯১ |
| বিগ্রেডিয়ার্ জেনারেল্ কলেট··· ... | ১৮৯১—১৮৯১ |
| ডব্লিউ ই ওয়ার্ড ... ... ... | ১৮৯১— |

---

সমাপ্ত।

ফুল্লরাচণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

# শ্রীশ্রী৺ফুল্লরা মহাপীঠের ইতিবৃত্ত।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ ওঝা, রাজপুরোহিতের
উপদেশানুসারে
লাভপুর মধ্য-ইংরাজী স্কুলের
প্রধান পণ্ডিত
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
ও
শ্রীকুমুদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার
দ্বারা সঙ্কলিত।

---

শ্রীকুমুদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।
লাভপুর, বীরভূম।

---

কলিকাতা,
১১৯, ওল্ড বৈটকখানা বাজার রোডস্থিত
ব্যানার্জি প্রেসে,
জে, এন্, ব্যানার্জি এণ্ড সন্ দ্বারা মুদ্রিত।

---

১৩০৭ সাল।

# শ্রীশ্রী৺ফুল্লরা মহাপীঠের ইতিবৃত্ত।



স্তোত্র।

প্রণমামি শৈলসুতা হেরম্ব-জননি
প্রণত-পালিকা বিশ্বজন প্রসবিনি ॥
ভবাব্ধি অকূল দেখে ত্রাস পেয়ে মনে।
শরণ লয়েছি তব ও রাঙ্গা চরণে ॥
কি আছে নূতন কথা স্তব করিবার।
তরিবার তরণী তারিণী-পদ সার ॥
পুরাও মনের বাঞ্ছা ব্রহ্ম-সনাতনি।
কিছু নাহি জানি আমি জগত-জননি ॥
আমার লেখনী-অগ্রে আবির্ভূতা হয়ে।
আপনার ইতিবৃত্ত লেখ বিস্তারিয়ে ॥
জনশ্রুতি অনুসারে তন্ত্রযোগ ধরি।
ফুল্লরার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করি ॥

# ফুল্লরা মহাপীঠের ইতিবৃত্ত।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয় মুদীরয়েৎ॥

প্রজাপতি দক্ষ শিব-রহিত যজ্ঞ আরব্ধ করিলে সতী লীলাপ্রকাশের জন্য সাতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া মহাদেবের নিকট পিতৃ-যজ্ঞ দর্শনের বাসনা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বিশ্বেশ্বর সে বিষয়ের অনুমোদনে অনিচ্ছুক হইলেও তিনি পিতৃ-যজ্ঞ দর্শনে গমন করিলেন।

মহারাজ দক্ষের রাজভবনে সুবিস্তৃত-প্রাঙ্গণ মধ্যে মহতী সভা হইয়াছে; মহাদেব ব্যতীত ত্রিলোকের সকলেই যজ্ঞস্থলে সমবেত। দক্ষ প্রজাপতি সেই মহাসভা স্থলে সর্ব্বসমক্ষে শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন, পিতৃ-মুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া পাতিব্রত্যের আদর্শ দেখাইবার জন্য সতী দক্ষকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক

দেহত্যাগ করিলেন; শিবদূত তৎক্ষণাৎ কৈলাসপতিকে সংবাদ প্রদান জন্য কৈলাসধামে গমন করিল।

কৈলাসেশ্বর ধূর্জ্জটী, দূতমুখে সতীর দেহত্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যথিত ও ক্রোধান্বিত হইলেন, তাঁহার জটাসমূহ বিলোড়িত ও তন্মধ্যস্থ পতিত-পাবনী সুরধুনী আন্দোলিত হইতে লাগিলেন; অঙ্গের ভূষণ নাগগণ গর্জ্জন করিতে লাগিল; নয়ন হইতে ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নিশিখা জ্বলিতে লাগিল; এইরূপ ক্রোধ-ভরে ও উন্মত্তবেশে তিনি দক্ষের যজ্ঞস্থলে গমনপূর্ব্বক যজ্ঞভঙ্গ করিলেন। অন্নদামঙ্গলে শিবের যজ্ঞভঙ্গকালীন বেশ উত্তমরূপ বর্ণিত আছে, যথাঃ—

"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভবম্ ভবম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজূট সংঘট, গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে।
দীনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নিভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥"

দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া মহাদেব সতী-অঙ্গ স্কন্ধে করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; বিশ্বম্ভরের এরূপ ভাব দেখিয়া বিশ্বরাজ্যের রক্ষার নিমিত্ত নারায়ণ স্বকীয়

চক্রাস্ত্রদ্বারা সতী-অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতে লাগিলেন; ছিন্ন অঙ্গ যে যে স্থানে পতিত হইতে লাগিল, তথায় একএকটী ভৈরব ও দেবীর সংগঠন হইয়া মহা-পীঠের উৎপত্তি হইল এবং তত্তৎস্থান পরম পবিত্র পুণ্য-ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

প্রমাণ যথাঃ—

"অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাতেন বিষ্ণুচক্রক্ষতেন চ।
একপঞ্চাশতং পীঠং শক্তিভৈরবদেবতা॥"

তন্ত্রচূড়ামণি।

পীঠমালাতে অন্যান্য পীঠের বিষয় লিখিত আছে, এস্থলে সে সকল বিষয় আলোচ্য নহে। অট্টহাস ও ফুল্লরা মহাপীঠের বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

# ফুল্লরা মহাপীঠ।

পীঠমালার প্রমাণ যথা :—

অট্টহাসে * চৌষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরাস্মৃতা।
বিশ্বেশোভৈরবস্তত্র সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কঃ॥

অট্টহাসে সতীর ছিন্ন ওষ্ঠ পতিত হইয়া শ্রীশ্রী৺ফুল্লরা নাম্নী দেবীর উদ্ভব হইয়াছে, এখানকার ভৈরবের নাম

---

* অট্টহাস তিনটী; মহাপীঠ, সিদ্ধপীঠ ও উপপীঠ। কুব্জিকাতন্ত্রে ও সংগৃহীত প্রাণতোষিণী তন্ত্রে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুব্জিকাতন্ত্রের ৭ম পটলে শিববাক্য :—

মহাপীঠ।

"অট্টহাসে চৌষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরাস্মৃতা।
বিশ্বেশোভৈরবস্তত্র সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কঃ॥"

উপপীঠ।

"অট্টহাসে মহানন্দো মহানন্দা মহেশ্বরী।"

বিশ্বেশ ভৈরব, ইনি মাতার মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অধিষ্ঠিত।

এই মহাপীঠের চতুর্দ্দিকে তিনচারি ক্রোশের মধ্যে চারিটী অনাদিলিঙ্গ আছেন; দক্ষিণে রাখণ্ডেশ্বর, পশ্চিমে দেবেশ্বর, উত্তরে দণ্ডেশ্বর ও পূর্ব্বে জল্পেশ্বর। কোপাই, বক্রেশ্বর ও আগয়া এই তিনটী নদী কোনও একস্থানে মিলিত হইয়া মহাপীঠের দক্ষিণে উত্তরবাহিনী হইয়াছে তদনন্তর পূর্ব্বাভিমুখে গমনপূর্ব্বক গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। মহাপীঠের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে সুগভীর পঙ্ক-সমন্বিত স্বচ্ছতোয় বিস্তীর্ণ জলাশয় আছে, তাহার নাম দেবিদহ (মাতার ক্রীড়াস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ)। ইহা কাহারও খনিত কিম্বা কোনও নদীর দহ অথবা অন্য কোন প্রকার কৃত্রিম দহ নহে; ইহার পঙ্কের নীচে এক-খানি নৌকা আছে অনুসন্ধান করিলে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে এই দহে নীল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইত এবং পূর্ব্বোক্ত নৌকাযোগে পদ্ম

---

সিদ্ধপীঠ।

"অট্টহাসে চ চামুণ্ডা তন্ত্রে শ্রীগৌতমেশ্বরী।"

উমানন্দ তীর্থস্বামী, দুর্গানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহাত্মগণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত পুস্তকদ্বয় হইতে উক্ত প্রমাণ সংগৃহীত ও মীমাংসিত হয়।

সংগৃহীত হইত। সকল ঋতুতেই এখান হইতে নির্ম্মল, সুস্বাদু ও সুশীতল জল প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণস্থ নদীতে পতিত হয়।

মহাপীঠের * অনতিদূরে যোগিনীতলা বলিয়া একটী স্থান আছে; এই স্থানটী বর্ত্তমান মেলাস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম ও দফাদার নামক পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এবং মাতার মহাশ্মশান বলিয়া প্রসিদ্ধ; সাধু সন্ন্যাসিগণ এখানে রাত্রিতে জপ সাধনাদি করিয়া থাকেন। গ্রামে কোনরূপ দৈব উৎপাত বা মহামারী উপস্থিত হইলে উক্তস্থানে মাতার সন্তোষ সাধনার্থে বলিপ্রদান ও যথা-

---

* মহাপীঠের লক্ষণ।

যোজনাভ্যন্তরে লিঙ্গঃ উত্তরবাহিনী নদী।
সমীপস্থ শ্মশানঞ্চ ব্রবীমি পীঠ লক্ষণং॥

এখানকার চারিটী অনাদিলিঙ্গের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। মহাপীঠের দক্ষিণে উত্তরবাহিনী নদীও আছে, আর যোগিনী-তলা মহাশ্মশান।

| অনাদি। | | | স্থান নির্দ্দেশ। | | |
|---|---|---|---|---|---|
| রাখণ্ডেশ্বর | ... | ... | রাখরেশ্বর গ্রামে অবস্থিত। | | |
| দেবেশ্বর | ... | ... | দেয়াশ | ,, | ,, |
| জম্পেশ্বর | ... | ... | জুগুটীয়া | ,, | ,, |
| দণ্ডেশ্বর | ... | ... | দাঁড়কা | ,, | ,, |

রীতি পূজাদি করিলে গ্রামের অমঙ্গল দূরীভূত হয়। এখানে দরিয়া গির্ শব সাধন করিয়া সিদ্ধ হন (দরবার গিরি গোস্বামী ও বাকুল নিবাসী রামসাগর ওঝা তাঁহার উত্তর সাধক ছিলেন)।

মহাপীঠের ঐশানভাগে যুদ্ধডাঙ্গা বলিয়া একটী স্থান আছে; প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে এইস্থানে অসুর বধ হইয়াছিল, এখনও স্থানটী দেখিলে পুণ্যভূমি বলিয়া বোধ হয়। এই মহাপীঠের আর একটী অপূর্ব্বভাব এই যে, বিকৃতচিত্ত অথবা শোকাতুর ব্যক্তিও এখানে প্রবেশ করিলে প্রকৃতিস্থ হয়; পুনর্ব্বার-স্থানান্তরিত হইলে মনও পূর্ব্বরূপ বিকৃত হয়।

বাকুলনিবাসী ওঝা বংশীয় ব্রাহ্মণগণ এই মহাপীঠের সেবাইত; ইঁহারা রাজপুরোহিত নামে খ্যাত, * ইঁহাদেরই হস্তে মাতার ভোগ পাক হয়। মিশ্রবংশীয় অপর দুইজন সেবাইত আছেন তাঁহারা সাধারণের পূজাদি করিয়া থাকেন।

---

* বর্ত্তমান রাজপুরোহিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা অতি সদাশয়, সচ্চরিত্র, দয়ালু ও ভক্ত; এমন কি একাধারে এরূপ গুণ অতি অল্প লোকেরই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বদা মাতার কার্য্যেই ব্যস্ত থাকেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় ইঁহারও উপর মাতার বিশেষ কৃপা আছে।

# মহাপীঠের পুর্ব্ব বৃত্তান্ত।

প্রাচীনকালে এই স্থানটী সহর সামলাবাদ নামে বিখ্যাত ছিল; এই সহরের পল্লীর নাম গণেশপুর, ডিহি-বাকুল, শ্রীবাকুল, অট্টহাস, ফুলিয়ানগর, কর্ম্মাবাজ ও সবরাজপুর (অন্যান্য পল্লীর নাম লুপ্ত হইয়াছে)।*

---

* উক্তপল্লী সকলের বর্ত্তমান নাম ও স্থান নির্দ্দেশ :—

(১) গণেশপুর—যাহাতে ফুল্লরা মাতার রাজপুরোহিত ও অন্যান্য লোকের বাস, অর্থাৎ বর্ত্তমান বাকুল গ্রাম।

(২) ডিহিবাকুল—মজুমদার পুষ্করিণীর পশ্চিম, যাহাতে বুড়িকালীমাতার পূজা হয়। ইহা বাকুল সীমানার মধ্যে।

(৩) শ্রীবাকুল—চিতুরো গ্রামের পশ্চিম, এক্ষণে যাহাকে শ্রীবাঁধ কহে।

(৪) অট্টহাস—শ্রীশ্রী৺ফুল্লরা মহাপীঠ; দেবিদহ ইহার অন্তর্গত।

(৫) ফুলিয়ানগর—ইহা কোন স্থানে, তাহা এপর্য্যন্ত স্থির হয় নাই।

(৬) কর্ম্মাবাজ—বাকুলের পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ মনসাতলা ও পতিতডাঙ্গা।

(৭) সবরাজপুর—এখানে কতকগুলি ইতর লোকের বাস, অবশিষ্ট পতিতডাঙ্গা।

তথাকার গৃহাদি সমভূমি হইয়া গিয়াছে এখন কেবল একটী বৃহৎ জলাশয়ের চিহ্নমাত্র বিদ্যমান আছে, ঐ নগরের শেষরাজার নাম দিনমনি মিছির সিংহ বাহাদুর, ইনি সাতিশয় প্রতাপশালী ও জাতিতে মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং মিথিলা হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদিগকে বৃত্তিপ্রদান পূর্ব্বক এখানে বাস করান। এক্ষণে নিকটবর্ত্তী আটখানি গ্রামে প্রায় চারিশত মৈথিল ব্রাহ্মণ বাস করেন।

শ্রীশ্রী৺ফুল্লরা দেবী সহরের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন; সংসার পরিবর্ত্তনশীল, ক্রমে সহরটী ভগ্ন হইয়া বনভূমিতে পরিণত হয়।

---

### সহরটী ভাঙ্গিবার কারণ।

কর্ম্মাবাজে একজন ক্রিয়াবান, বিদ্বান ও কুলবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁহার শান্তি স্বস্ত্যয়ন প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ছিল। একদিবস রাজা দিনমনি বাহাদুর ঐ ব্রাহ্মণের অসাধারণ শক্তির কথা শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞীকে কহিলেন প্রিয়ে! আমরা ধন্য এবং আমার রাজ্য পর্য্যন্ত ধন্য; কারণ রাজ্যমধ্যে পাঠক বংশোদ্ভব যথার্থ ক্রিয়াবান একজন ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহার স্বস্ত্যয়ন দ্বারা

আমরা সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা পাইব। নৃপতির বাক্যে মহিষীও আনন্দিত হইলেন।

যাহাহউক দৈববল খণ্ডনীয় নহে, কথায় বলে 'দৈবেন হ্রিয়তে মতিঃ'। রাণী মনে করিলেন, ব্রাহ্মণের স্বস্ত্যয়ন দ্বারা যদি সম্মুখস্থিত নারিকেল বৃক্ষের অগ্রভাগ সহসা ভগ্ন হইয়া পড়ে তবেই জানিব যে, ব্রাহ্মণ যথার্থ ক্রিয়াবান নচেৎ লোকে হুজুগ করিয়া একটা সামান্য লোককেও সিদ্ধপুরুষ সাজাইতে পারে। দুই দিবস পরে মহিষী রাজাকে কহিলেন মহারাজ! আমার মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য সেই ব্রাহ্মণকে আনাইয়া যজ্ঞ করাইতে হইবে, রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াবান ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিলেন। ব্রাহ্মণ তৎপরদিবস প্রত্যূষে তপোবল যোগ দিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় দিবস হোম সমাপ্তি সময়ে সকলে গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়মান আছেন এরূপ সময়ে সেই ব্রাহ্মণ, রাণীর মনোবাসনা সিদ্ধ হউক বলিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন, তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থিত নারিকেল বৃক্ষের অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইল; তদ্দর্শনে সকলে চকিত হইয়া একি হইল, কেন এরূপ হইল বলিয়া ইহার পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, পরে প্রকাশ পাইল যে, রাণীর নারিকেল মাথি খাইবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল; তচ্ছ্রবণে রাজা উচ্চহাস্য করিয়া

উঠিলেন, সভাসদগণও হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। কেননা সামান্য কারণের জন্য এই কাণ্ড।

এদিকে ক্রিয়া সন্তুপ্ত ব্রাহ্মণ সকলের হাস্যাবলোকনে কহিলেন রে দুর্ব্বুদ্ধে স্ত্রৈণ রাজা! সামান্য কর্ম্মে আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য যজ্ঞ? আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি পুত্রকামনায় অথবা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি মানসে যজ্ঞ আরব্ধ করিয়াছ? আমি এই যজ্ঞে আপনার তপোবল পর্য্যন্ত যোগ দিয়াছি। তুমি আমাকে সাধারণের ন্যায় অর্থলোভী মনে করিয়াছ? আমরা তুচ্ছ অর্থে বা ঐহিক সুখে সুখী নহি। প্রত্যুত পরমার্থ লাভের নিমিত্ত অহরহঃ পরম পুরুষের আরাধনা করি; এই কথা বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া নৃপতিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন—'স্বরাজ্যে নির্ম্মূল হও'।

অনন্তর তিনি রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমে গমন করিলেন, নৃপতি ব্রাহ্মণকে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত অবলোকন করিয়া সজল নয়নে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন এবং ক্ষণকাল পরে কহিলেন :—

"লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ।
দৈবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ॥
অতোন শোচামি মনুষ্যলোকে।
ললাটলেখা ন পুনঃ প্রযাতি॥"

এইরূপে মহারাজ অশেষবিধ অনুতাপ করিলেন।

কিছুদিবস পরে রাণী গর্ভবতী হইলেন রাজার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ক্রমে দশম মাস পূর্ণ হইল, রাজা পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার মানসে সাতিশয় ব্যগ্র হইলেন, রাজ্যের চতুর্দ্দিকে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল, একদিবস মহিষী প্রসব বেদনায় অধীরা হইয়া সূতিকাগৃহে গমন করিলেন কিন্তু সন্তান প্রসবে অসমর্থ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সংসারে বিরাগ উপস্থিত হওয়াতে রাজা সকল বিষয়ে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক তপঃস্বাধ্যায় নিরত হইয়া ঈশ্বরে মন সমর্পণ করিলেন। তেজস্বী ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হইবার নয়! রাজ্যমধ্যে শত্রু সকল প্রবল হইয়া উঠিল; দুর্ব্বৃত্তগণ চতুর্দ্দিকে উপদ্রব করিতে লাগিল; হস্তী, অশ্ব, সৈন্য, মন্ত্রী, সভাসদ সকলই অন্তর্হিত হইল; ক্রমে ক্রমে রাজ্য হতশ্রী হইয়া পড়িল, দস্যুগণ অর্থলোভে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত ভগ্ন করিয়া ফেলিল; প্রজাগণ দস্যু কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া দেশান্তরে গমন করিতে লাগিল; ঐ সময় মহামারী উপস্থিত হইয়া অনেক লোককে শমন সদনে প্রেরণ করিল; এখনও সেস্থানে নরাধিবাসের চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। কোথাও দেওয়ালের ভিত্তি, কোথাও কুলাল চক্র কোন কোন স্থানে মৃত্তিকা প্রোথিত ঘটাদি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মৃত্তিকা খনন করিতে গিয়া অর্থ প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে সহরটী ভাঙ্গিয়া হিংস্র জন্তুপূর্ণ নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইল; তখন হরিণগণ দলে দলে শস্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণকে বিরক্ত করিতে লাগিল। সাল, তমাল, তাল, তিন্তিড়ী, বিল্ব, বকুল প্রভৃতি বিটপীশ্রেণী বনের শোভা ছিল, এখনও সে সকলের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সময়ে শ্রীশ্রী৺ফুল্লরাদেবী এক বৃক্ষমূলে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। (উক্তরূপ একটী বৃক্ষমূলে এক্ষণে বিশ্বেশ ভৈরব বিরাজমান আছেন) সে সময়ে মাতার পূজা ভোগের কোন নিয়ম ছিল না; যথাসময়ে ফুলজল মাত্র দিয়া পূজা হইত।

এইভাবে বহুদিবস গত হয়, তদনন্তর বুধগয়ার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মঠস্থিত মুণ্ডিত সাধু শ্রীকৃষ্ণানন্দ গির্ জগন্মাতাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবার প্রত্যাশায় কাশীধামে গমন করিয়া ৺কেদার নাথের মন্দিরে হত্যা দিতে উদ্যত হন। গিরি গোস্বামীর প্রতি মহাদেবের স্বপ্নাদেশ হইল যে, তুমি অট্টহাসে (ফুল্লরা মহাপীঠে) গমন করিলে জগন্মাতার সাক্ষাৎ দর্শন পাইবে। এই কথা শ্রবণ-মাত্রেই মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ গির্ কালব্যাজ না করিয়া কাশী হইতে গমনোদ্যত হইলেন, তাঁহাকে গন্তুকাম অবলোকন করিয়া দণ্ডীগণ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন,—

মরণ মঙ্গলং যত্র স কাশী কঃ পরিত্যজেৎ।

যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে অনুমানের আশ্রয় কে করে? এই বলিয়া তিনি কাশী হইতে বহির্গত হইলেন। দেবীর ধ্যানপরায়ণ সাধু দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া লাভপুর পল্লীতে উপস্থিত হইলেন, গ্রামের ঐশান্যভাগে একটী পতিত ডাঙ্গা ছিল তথায় কুটীরাবদ্ধ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তথায় অবস্থান করিতে করিতে উক্ত সন্ন্যাসী ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; প্রাণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিংস্র জন্তু সমাকুল নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কোথায় মা জগজ্জননি বিশ্বেশ্বরি! অকিঞ্চন সন্তানকে দেখা দাও মা! পিতা কেদারনাথের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া অরণ্যে রোদন করিতে এসেছি মাগো দেখা কি দিবিনা? মা! আমি তোমার স্তব বা স্তুতি, ন্যাস বা যোগ, ধ্যান বা পূজা কিছুই জানি না; ব্রত, সংযম, ক্রিয়া, ভক্তি এ সকলেরও কিছুই অবগত নহি। হে লম্বোদরি লম্বোদর জননি! নিরালম্ব ব্যক্তিকে আশ্রয় দাও মা!

এইরূপে মাতার নাম গান করিতে করিতে তিনি উন্মত্ত প্রায় হইলেন, সে সময় কেহ কেহ তাঁহাকে ক্ষেপা গোসাঞী বলিত; অশিক্ষিত অশিষ্ট বালকগণ তাঁহার গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিত কেহ বা কুৎসিত বাক্য বলিত। গোস্বামী তন্ময় হইয়া কাহার বাক্যে

রোষ বা দুঃখ প্রকাশ করিতেন না। জ্ঞানিগণ তাঁহাকে দেখিয়া মহাত্মা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার হাস্যময় মুখমণ্ডল ও প্রেমময় অঙ্গ নিরীক্ষণ করিলে শরীর পুলকিত হইত; তিনি ভক্তিযুক্ত গীত, প্রলাপবৎ বক্তৃতা, রোদন ও নৃত্য করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তারা বলিয়া নয়ন জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেন। মাতার ভোগের জন্য যাহা কিছু সংগৃহীত হইত তাহাতেই মাতার ভোগ দিয়া অতিথিগণকে প্রসাদ বিতরণ পূর্ব্বক নিজে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদিন নিশাকালে দেবীর স্বপ্নাদেশ হইল "কলিতে আগম সম্মত ক্রিয়া ব্যতীত আমার সাক্ষাৎ পাইবার কোনও উপায় নাই, ইহা শিব বাক্য; আমি শিব বাক্যের মর্য্যাদা সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকি"। তদবধি কৃষ্ণানন্দ গির্ কুলাচার রত হইয়া ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলেন।

এক দিবস জনসংবাদ বর্জ্জিত কানন মধ্যে ক্রিয়া করিতেছিলেন, তৃতীয় তত্ত্বের পঞ্চম সময়ে পাত্র বন্দনা করিতেছেন। এমন সময়ে কাননের একপ্রান্তে একটী অপূর্ব্ব তেজোরাশি দর্শন করিলেন, তদ্দর্শনে তিনি সাশ্রুনয়নে কহিলেন আপনি দেব কি দেবী বিশেষ করিয়া পরিচয় দেন, আমার নয়নদ্বয় তেজোরাশি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে না এবং আমি কিছুমাত্র স্থির করিতে

পারিতেছি না। এতদিনের পর বুঝি পিতা কেদার-নাথের বাক্য সত্য হইল? মাগো মূর্ত্তিমতী হও মা! দীন-দয়াময়ী সন্ন্যাসীর কাতর বাক্যে বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্ম শ্রীজয়দুর্গা মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন, মূর্ত্তি যথাঃ—কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈঃ ইত্যাদি। এবম্বিধরূপ অবলোকন করিয়া সন্ন্যাসী আনন্দার্ণবে ভাসমান হইলেন, হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া তিনি স্তব আরম্ভ করিলেন।

মাগো শৈলসুতে শিব সিমন্তিনি! তুমি দৈত্য-গণকে ভীষণ সমরে সংহারপূর্ব্বক দেবরাজকে ত্রিলো-কীর ইন্দ্রত্বপদে সংস্থাপিত করিয়াছ, কলিযুগের পাপাত্মা জীবগণের উদ্ধারের জন্য কৈলাসনাথের মুখ নিঃসৃত কতই পদ্ধতি বাহির করিয়াছ, তুমি কেবল আমাদের উপাস্য হইয়াই এক পঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছ, নচেৎ তোমার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরি-গ্রহের অপর কোন কারণ নাই; ইত্যাদি বাক্যে স্তব করিয়া তিনি বন্য কুসুমে মাতার পদবন্দনা করিলেন। জগজ্জননী কৃষ্ণানন্দের পূজায় ও স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন তুমি যখন নয়ন মুদ্রিত করিয়া আমার ধ্যান করিবে তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে, এই কথা বলিয়া পূর্ব্বমত তেজোরাশি হইয়া অদৃশ্য হইলেন।

অনন্তর উক্ত সন্ন্যাসী, জঙ্গল কাটিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রশস্ত দুইটী রাস্তা প্রস্তুত করিলেন, সামান্যরূপ ভোগ

দিয়া অতিথি সেবা হইবে বলিয়া ঘোষণা দিলেন। তখন গোস্বামীর সহিত মাতার পূর্ব্ব সেবাইতগণের সম্বন্ধ ও প্রণয় ঘনীভূত হইল।

এই সময়ে মাতার ভোগের * জন্য একটী সামান্য-রূপ মন্দির নির্ম্মিত হয়, হিংস্র জন্তুর ভয়ে কেহ তথায় রাত্রিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেন না। সন্ধ্যার সময় মাতার আরত্রিক সমাপ্ত করিয়া প্রাগুক্ত সন্ন্যাসী, অপরাপর সাধু ও আগন্তুক লোকজন সকলেই ডাঙ্গাস্থিত সন্ন্যাসীর কুটীরে গমন করিতেন এবং সেবাইত ব্রাহ্মণ-গণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিতেন, রাত্রিতে কেহ অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেন না।

ক্রমে ক্রমে এখানে অতিথি সৎকারের জন্য দুইটী গৃহ নির্ম্মিত হয়; ভোজন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ সজ্জনের অবারিত দ্বার এবং অপর আগন্তুকগণও প্রসাদ পাইয়া থাকেন। মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ গির্ অত্যন্ত ক্রিয়াবান্ লোক ছিলেন, তাঁহার নিত্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে বিলম্ব হইত বলিয়া অতি অপরাহ্নে ভোগ হইত, এখন ঠিক সময়ে ভোগ হইয়া থাকে।

---

* বিনা আসবে ও শিবাভোগ ব্যতীত মাতার ভোগ হয় না, ইহা দেবীর স্বপ্নাদেশ। স্ত্রীলোকে ভোগের জল আনিতে পায় না।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে কৃষ্ণানন্দ গির্ স্বীয় কীর্ত্তিকলাপ বজায় রাখিবার জন্য একটী বিপ্র-বালককে সন্ন্যাসোচিত সংস্কারাদি করিয়া নিজ পঞ্চমুণ্ডী আসনে গদীয়ান করিলেন। উক্ত বালকের নাম শিবানন্দ গির্। কৃষ্ণানন্দের ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তি হইলে শিবানন্দও স্বীয় গুরুদেবের ন্যায় তেজঃপূর্ণ হইয়া উঠিলেন; মাতার সহিত তাঁহারও কথোপকথন হইত। এইরূপে দেবীর মাহাত্ম্যের কথায় দেশ বিদেশ প্রতিধ্বনিত হইলে দণ্ডী, পরম হংস, বানপ্রস্থ, কুলাবধৌত, নানকপন্থী, অঘোরপন্থী, গোরক্ষপন্থী প্রভৃতি মহাত্মাদিগের আগমন হইতে লাগিল।*

উক্ত সাধু সন্ন্যাসিগণের আগমনে স্থানটী এমন আনন্দময় হয় যে, ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, না হইবে কেন? অগ্নিযোগে লৌহেরও দাহশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ পুরাণ, কেহ বেদপাঠ, কেহ গীতা, কেহবা প্রণব উচ্চারণ করিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলিয়া একটী মতের পুষ্টিসাধনে যত্নবান্ হন। কমলকরে কেহ কমলাক্ষ, কেহ রুদ্রাক্ষ, কেহ জীবপুত্র, কেহ স্ফটিক, কেহবা মহাশঙ্খমালা ধারণপূর্ব্বক আনন্দ উপভোগ করেন। তখন মনে হয়,

---

* এখনও সময়ে সময়ে অনেক মহাত্মার আগমন হয়।

কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। কোন কোন সাধু, শাস্ত্র-সম্মত উপদেশ বাক্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে সৎপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন, কেহ বা রুগ্ন ব্যক্তি-দিগের জন্য নানাবিধ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চিরব্যাধি উন্মুলিত করেন। সাধুগণের মুখনিঃসৃত অমৃতায়মান বচন পরম্পরা শ্রবণ করিলে পাষণ্ডদিগেরও হৃদয় ভক্তি-রসে দ্রবীভূত হয় এবং তাহারা ক্রমশঃ অসৎ পথ পরি-ত্যাগ ও সৎপথের পথিক হইয়া থাকে; শান্তিপ্রিয় সাধুগণের পরোপকারই পরম ধর্ম্ম।

শিবানন্দ গিরির ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর তদীয় শিষ্য গণপৎ গির্ মহাপীঠের গদীয়ান হন, তিনি মহাবল-শালী ও বীরপুরুষ ছিলেন, বনবরাহ প্রভৃতি বনচারী হিংস্র জন্তুদিগকে অনায়াসেই ধৃত করিতেন। গণপৎ গির্ অত্যন্ত সাধুপুরুষ ছিলেন।

গণপৎ গিরির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহার শিষ্য সরস্বতী গির্ মহাপীঠের গদীয়ান হন, তিনি একজন সাধক ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; তাঁহার সমসাময়িক ডিহি-বাকুল নিবাসী দিগম্বর পাঠকও সিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন; ইনি জাতিভয়ে গুপ্তকৌল ছিলেন, সরস্বতী গিরির ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত তাঁহার ক্রিয়ার সামঞ্জস্য ছিল এবং উভয়ের বিশেষ মিত্রতা ছিল।

এক দিবস পাঠক মহাশয়ের গৃহে ব্রাহ্মণ ভোজন ছিল। সরস্বতী গির্ যন্ত্রপূরিত সুধা লইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন; একে সন্ন্যাসী, তাহাতে পীঠাধীশ; সুতরাং ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, নমো নারায়ণায় শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, গোস্বামীও ব্রহ্ম নারায়ণায় বলিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন।

এমন সময়ে পাঠক মহাশয় গোস্বামীর আগমন বার্ত্তা শ্রবণে পরমানন্দরসে আপ্লুত হইয়া তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন। সরস্বতী গির্ সাধার আসব দেখাইয়া দিগম্বর পাঠককে কহিলেন, এস একটুকু আনন্দ উপভোগ করি। পাঠক মহাশয় গোস্বামীর বাক্যে বিশেষ মনোযোগ করিলেন না, কারণ তাঁহার গৃহে সমাগত মৈথিল ব্রাহ্মণগণ সকলেই বেদমার্গানুগামী ও উগ্রতপস্বী; পাছে তাঁহাদের ঘৃণা হয় বলিয়া অপরদিকে লক্ষ্য করিলেন এবং লঘুস্বরে গোস্বামীর প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। গোস্বামী আসব পানে অর্দ্ধ মুদ্রিত নেত্রে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন তোমার জন্য অদ্য ঈশ্বরীর প্রসাদ সুধা আনিয়াছিলাম, কৌল হইয়া ব্রহ্মনিবেদিত দ্রব্যে অশ্রদ্ধা? তুমি নির্ব্বংশ হও এই বলিয়া অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক সুধাধার ভগ্ন করিলেন। তদ্দর্শনে পাঠক মহাশয় গোস্বামীকে কহিলেন, রে ভণ্ড-

উপস্থি। তুমি অযথা ক্রোধ প্রকাশ করিতেছ কেন? প্রকৃত সাধুত্ব তোমাতে জন্মে নাই। তুমি দেখিলে না যে, বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত; তাঁহাদের সমক্ষে যেমন আমার গুপ্তসাধন ব্যক্ত করিলে, তেমনি পিপীলিকায় তোমার চক্ষু দুইটী খুলিয়া খাইবে; এই অভিশাপ বাক্য শ্রবণে সন্ন্যাসী তথা হইতে অনুতাপ করিয়া চলিয়া গেলেন, ঐ ঘটনার কিয়দ্দিবস পরেই দিগম্বর পাঠকের পুত্র অনন্তরাম পাঠক জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া সহসা কালীবেদীর নিকট পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন, পরে দিগম্বর পাঠকও ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

সরস্বতী গির্ মহাপীঠে মাতার সেবাকার্য্য করিতে থাকেন, একদা তাঁহার মনে একটী ভাবের উদয় হইল; তিনি মনে করিলেন আমি কামজয়ী হইয়াছি, ঈশ্বরী সর্ব্বান্তর্যামিনী, তিনি সন্ন্যাসীর দর্পচূর্ণ করিবার জন্য নানাবিধ ছলনা করিতে লাগিলেন, দন্তধাবন ছলে সন্ন্যাসীকে মোহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহাও বিফল হইল, উক্ত স্থান অদ্যাপি দাঁতনতলা বলিয়া খ্যাত।

একদা কার্ত্তিক মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইতেছে, সুতরাং অতি দুর্দ্দিন বলিতে হইবে। প্রবল ঝড়বৃষ্টি ও দারুণ শীত বশতঃ কেহই বিশেষ কার্য্য

ব্যতিরেকে গৃহের বাহির হইতে পারে না, এরূপ দুর্দ্দিন অবশ্যই ঈশ্বর ইচ্ছায় বলিতে হইবে। ঐ দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে জগন্মাতা. ছলনা করিবার জন্য নবযুবতীর বেশ ধারণপূর্ব্বক হস্তে পূজার দ্রব্য সামগ্রী ও পুষ্প লইয়া একাকিনী আর্দ্রবস্ত্রে ডাকিতে লাগিলেন কে আছেন গো! আমার পূজা করিয়া দেন। আমার সঙ্গে কেহ নাই, চতুর্দ্দিক মেঘাচ্ছন্ন, তাহাতে অবিরত ঝড়বৃষ্টি; এই ঘোর জঙ্গলে আমার বড় হইতেছে। সরস্বতী গির গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন এস এস ভয় কি? মাতা হিরণ্ময়ীর কি গমন মাধুরী! বৃষ্টিতে বসন আর্দ্র হওয়াতে রূপের মাধুরী আরও প্রকাশিত হইয়াছে; হর মন-মোহিনী সুমধুর বাক্যে সাধুর মন আকর্ষণ করিলেন।*

সাধু মায়ায় মোহিত হইয়া কতরূপ কথা আরম্ভ করিলেন, কহিলেন কি বল্লে তোমার ভয় হইয়াছে? দেবতার দুর্যোগে তোমার ভয় কি? আমরাও ত মানুষ বটি, মাতা কহিলেন চতুর্দ্দিক ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, তাহাতে আপনারা সন্ন্যাসী; এখানে মেয়েছেলে নাই, আর আমি স্ত্রীজাতি। এখানে থাকিলে অপযশ ঘোষিত হইবে;

---

* জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যনাম
একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

কতলোকে কত বলিবে। শীঘ্র আমার পূজা করিয়া দেন; সন্ন্যাসী এই কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন।

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার শ্বশুর শাশুরী আছেন?

মাতা উত্তর করিলেন, আমি তাঁহাদিগকে কখনও দেখি নাই।

সাধু—তোমার নাম কি?

মাতা—আমি মা বাপের আদরের ছেলে; সুতরাং অনেকে অনেক নামে ডাকিয়া থাকে।

সাধু—তোমার স্বামীর বয়স কত এবং তিনি কি কার্য্য করেন?

মাতা—তাঁহার বয়সের অন্ত নাই! ভিক্ষাই তাঁহার একমাত্র সম্বল। গাঁজা ভাঙ্গ খান আর ছাই ভস্ম মাখিয়া থাকেন।

সাধু—তবে তোমার পিতা, দেখিয়া শুনিয়া তোমাকে এরূপ পাত্রে সমর্পণ করিলেন কেন?

মাতা—পিতা অতিশয় পাষাণহৃদয়; তাই আমার মত কন্যাকে এরূপ পাত্রে অর্পণ করিয়াছেন, এমন স্বামীর কপালেও আগুন?

সাধু—আচ্ছা, তুমি বলিলে আমার স্বামীর ভিক্ষাই সম্বল; তবে তোমার উদর পূর্ত্তি হয় কিরূপে?

মাতা—যে দেখে, সেই আদরপূর্ব্বক খাইতে দেয়; যত্ন ও শ্রদ্ধা করিয়া না দিলে আমি গ্রহণও করি না।

সাধু—তোমার এত কষ্ট? তবে তুমি এই খানেই থাক; আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব এবং ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিব।

মাতা—আমিতো চিরকালের জন্য তোমার ঘরে বদ্ধা আছি, এখন আমার পূজা করিয়া দাও, বেলা অবসান হইতেছে।

সন্ন্যাসী, দেবীর মায়া ভেদ করিতে না পারিয়া স্মরপীড়িত হইয়া ধারণে উদ্যত।

দেবী—রে ভণ্ডতপস্বি! জ্ঞান পাইয়াও জ্ঞানান্ধ হইলি? দিগম্বর পাঠকের বাক্য সত্য হউক অর্থাৎ পিপীলিকায় তোর চক্ষু দুইটী খুলিয়া খাউক এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

সরস্বতী গির্ হা হতোঽস্মি বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন, ব্রহ্মবাক্য মিথ্যা হইবার নয়; আমার বাহ্যদৃষ্টি যায় যাউক আমি অন্তরেই দেখিব। কিছু দিবস গত হইলে তিনি একদিন ভয়ানক জ্বরাক্রান্ত হইয়া অজ্ঞান হইলেন এবং তদবসরে জঙ্গলের এক প্রকার কাষ্ঠ-পিপীলিকায় তাঁহার চক্ষু দুইটী উপড়াইয়া খাইল। তাহাতেই তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

সরস্বতী গিরির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইলে বুধ গয়া হইতে তদীয় শিষ্য হরিহর গির্ আসিয়া গদি গ্রহণ করেন; ইনি সাতিশয় ভক্তিমান, সাধুপুরুষ ও মাতার কৃপা পাত্র ছিলেন। হরিহর গিরির শিষ্য রঘুনাথ গিরি; ইনি রসায়ন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। লাভপুর নিবাসী বাবু লক্ষীকান্ত সরকার ইঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান ও ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। রঘুনাথ গিরির একজন গৃহী শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম মন্মুলাল সিংহ, ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন; নবাব সরকারে দেওয়ানী করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রঘুনাথ গিরি মহাপীঠের বিশেষ উন্নতি করেন। তাঁহার শিষ্য ডম্বরু গিরি, পুরন্দরপুর সন্নিহিত বিহারিয়া কালীতলায় তাঁহার সমাধি হয়। ডম্বরুগিরির প্রধান শিষ্য দরবার গিরি ও অপর শিষ্য জহর গিরি; রাম গির্, শ্যাম গির্, বাসকি গির্ ও হরিহর গির্ ইঁহারা দরবার গিরির শিষ্য ছিলেন। শ্যামগিরি মোহদরী গ্রামের সন্নিহিত মনিয়ারা গ্রামে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সশিষ্যে বাস করিতেন, অতিথি সেবাই তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য ছিল। রাখণ্ডেশ্বরে গুরুশিষ্যের দুইটী শিবস্থাপন আছে। বাসকি গির্ মুর্সিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভাণ্ডারদহার বিল সমীপবর্ত্তী কালীতলার অধিকারী ছিলেন; দরবার গিরির কনিষ্ঠ শিষ্য নারায়ণ গির্, এই মহাপীঠে গদীয়ানী

করেন। দরবার গিরির সময়ে মহাপীঠের পূর্ব্বদিকস্থ বাকুরি জমি ও ফুলবাগান নামক আম্রবাগান প্রস্তুত হয়।

দরবার গিরি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন; তাঁহার সময়ে বাকুল নিবাসী রামসাগর ওঝা, মহাপীঠের রাজপুরোহিত ছিলেন তাঁহারা মহাসুখে পরমানন্দে কালযাপন করিতেন। কোন দিবস অন্নব্যঞ্জন ভালরূপ রন্ধন না হইলে রাজপুরোহিত রহস্য করিবার জন্য গোস্বামীকে কহিতেন বাবা! আজিকার তুল্য কোনদিন অন্নব্যঞ্জন মিষ্ট হয়না; গোস্বামী তৎক্ষণাৎ কহিতেন, বাবা সাগর! আজ সাক্ষাৎ জগদম্বা খাইয়াছেন অর্থাৎ অমৃত হইয়াছে। আবার কোনও দিবস ভালরূপ রন্ধন হইলেও কেহ যদি বলিতেন অদ্য রন্ধন ভাল হয় নাই, গোস্বামী তৎক্ষণাৎ বলিতেন আজকার পাকের কথা আর বলিওনা; নুনে পুড়িয়াছে, হলুদে ডুবিয়াছে, এমন কি অন্ন ব্যঞ্জন খাইবারই যো নাই।

তিনি মধ্যে মধ্যে টাকা দাদন করিতেন, খত পত্র লেখার পর টাকা ও খত খাতককে দিতেন এবং বলিয়া দিতেন বাবা যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিও, আমার ঘরে থাকিলে ইন্দুর বানরে নষ্ট করিবে।

তিনি কাহার প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন যে, সুদের জন্য ছাই পাইলেও লইতে হয়; একদিবস কোনও খাতকের গৃহে উপস্থিত হইয়া কতকগুলি কার্পাস দর্শন

পূর্ব্বক তাহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, এত কার্পাস থাকিতে আমার সুদ বন্ধ! এই বলিয়া সেই কুশী সমেত কার্পাস চাদরে বন্ধন করিয়া মহাপীঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন আজ বেটার নিকট হইতে সুদ আদায় করিয়াছি; পরে চাদর উন্মুক্ত হইলে সকলে কার্পাস দর্শন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন দরবার গিরি বহুতর দান ধর্ম্ম করিয়াছিলেন, তিনি গরিব দুঃখী লোক দেখিলেই তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র দান করিতেন।

দরবার গিরির পর তৎশিষ্য নারায়ণ গিরি মহাপীঠের গদীয়ান হন। তাঁহার গদীয়ানীর শেষাবস্থায় কৈলাস গিরি নামক একজন পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী আসিয়া নারায়ণ গিরিকে তাড়াইয়া দিয়া কিছুদিন গদীয়ানী করেন।

বিশ্বেশ ভৈরবের নিকট মৃত্তিকানির্ম্মিত স্তূপাকার অশ্ব ছিল * কৈলাস গিরি ঐ সমুদয় অশ্ব স্থানান্তরিত করিয়া পশ্চিমদিকের সঙ্কীর্ণ পথটী প্রশস্ত করেন, সে সময় শ্রীশ্রী৺ ফুল্লরা দেবী একটী ফলপুষ্প রহিত অজ্ঞাত-নামা বৃক্ষমূলে বিরাজমান ছিলেন। মাতার মন্দির নির্ম্মানের প্রস্তাব হইলে বৃক্ষটী কিরূপে উত্তোলন করা যায় ইহাই চিন্তার বিষয় হইল।

---

* এখনও ভৈরবের পশ্চাতে ঘোড়ার প্রকাণ্ড স্তূপ আছে।

এক দিবস বৈশাখ মাসের সায়াহ্ন সময়ে উক্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষটী প্রবল ঝড়ে উৎপাটিত হইয়া মাতার নিকট হইতে এক বিঘা তফাতে পড়িয়া ছিল; তৎপরে ইষ্টক-দ্বারা দেবীর মন্দির গ্রথিত হইতে আরম্ভ হয়; কড়িবর্গা পড়িবে এমন সময়ে কৈলাস গিরি উন্মাদরোগগ্রস্ত (ঘোটক স্থানান্তরিত করণাপরাধে) হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত বিবাদ করিতে লাগিলেন। নারায়ণ গিরির সহিত ইঁহার গদি সম্বন্ধে মোকর্দ্দমা হয়, নারায়ণ গিরি ডিক্রী পাইয়াও দখল পান নাই; কারণ বয়োবৃদ্ধ ও সহায় শূন্য ছিলেন। পরে কৈলাস গিরি চলিয়া গেলে লাভ-পুরস্থ ভদ্র লোকগণ পুনরায় নারায়ণ গিরিকে মহাপীঠের গদীয়ান করেন। নারায়ণ গিরির সময় একটী শিবমন্দির নির্ম্মিত হয়; ঐ মন্দিরে নারায়ণ গিরির নাম খোদিত আছে। উহা ১২৫৯ সালে প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমান সূর্য্যকুণ্ড পুষ্করিণী ইহার বায়ুকোণে অবস্থিত।

নারায়ণ গিরির পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পর সদানন্দ গির্ গদীয়ান হন। তিনি কিছুদিন মহাপীঠে অবস্থান করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে এখানকার ভদ্রলোকগণ লাভপুর নিবাসী গুরুদয়াল মুখোপাধ্যায়কে মহাপীঠের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পর সূর্য্যনারায়ণ ভারতী নামক এক পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী এবং তাঁহার ভৈরবী মনমোহিনী

সন্ন্যাসিনী এখানে উপস্থিত হন, সকলে মনস্থ করিয়া উক্ত সূর্য্যনারায়ণ ভারতীকে মহাপীঠের গদীয়ান করেন। তিনি দক্ষিণ ভাগের পুরাতন পুষ্করিণীটীর পঙ্কোদ্ধার ও ভোগ পাকের জলকষ্ট নিবারণ জন্য বায়ুকোনে সূর্য্যকুণ্ড নামক একটী নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করান। উক্ত ভারতীর দুই চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে লছমন গির নামক এক সাধু মহাপীঠে আসিয়া অবস্থান করিতেন; তিনি সূর্য্যনারায়ণ ভারতীর পঞ্চত্বের দশ বার বৎসর পরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তৎকালে ভারতীর শক্তি মনমোহিনী সন্ন্যাসিনীর হস্তে ভাণ্ডার জিম্মা হয়।

কিছু দিবস গত হইলে রঘুবর দাস গোস্বামী মহাপীঠে আসিয়া উপস্থিত হন; ইনি নির্ম্মল হৃদয় ও সদাচার সম্পন্ন ছিলেন, যথার্থ সাধুত্ব ইঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। দাতৃত্ব, দয়া, বিদ্যা, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান ছিল। লোককে খাওয়ান সম্বন্ধে ইঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল, কোনও বস্তুতেই ইঁহার স্বার্থ বা লাভ ছিলনা। তিনি মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন।

সন ১৩০৪ সালের পৌষ সংক্রান্তির দিবস দিবা ছয় দণ্ডের সময় মহাপীঠের বর্ত্তমান রাজপুরোহিত যোগেন্দ্র নাথ ওঝা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পূর্ব্ব রাত্রিতে গোস্বামীর সামান্যরূপ জ্বর হইয়াছে। গোস্বামী সহসা

কহিলেন, পুরোহিত মহারাজ! হামার আজ মরণক্যা দিন হ্যায়, দেখ হামারা হাত দেখ। ধাতু নাই! মায়ীক্যা দরজা পর লে চল। মাতাজির দুয়ারে লইয়া যাওয়া হইলে তিনি স্তব আরম্ভ করিলেন ঃ—নিরালম্বো লম্বোদর জননী কংযামি শরণম্, চরণ দেও মায়ী! মাতার প্রসাদী মাল্য গলায় দেওয়া হইলে কহিলেন এহি হামারা পথক্যা সম্বল হুঁয়াহে, হাম কঁহিকো নাহি ডরতা। অনন্তর কহিলেন রাজপুরোহিত মহারাজ! দেখতো পঞ্জিকা সংক্রামণক্যা কেত্তা দের হ্যায়। রাজপুরোহিত পঞ্জিকা দেখিয়া কহিলেন মহারাজ! দুই প্রহর রাত্রির সময়। তচ্ছ্রবণে কহিলেন ওবৃত দের হ্যায়, হাম ঐহি বক্‌তা মরেগা।

তখন তিনি বসিয়া জপ করিতেছিলেন, নিশ্বাস নাভিত্যাগ করিয়া বক্ষঃস্থলে উঠিয়াছে। প্রাণবায়ুকে যেন সংক্রামণ কাল পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া রাখিলেন; সে সময় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহু ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; সেরূপ অবস্থাতেও তিনি যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর সকলের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন ও মিষ্টান্ন আনাইয়া সকলকে জল খাওয়াইয়া ছিলেন। আমার ভাল হইয়াছে বলিয়া তিনি সকলকে বিদায় দিলেন, নিকটে থাকিলেন ভোলানাথ গির ও রাজেন্দ্র নামক একটী সাধু এবং

অপর একজন প্রাচীন বৈরাগী।* সংক্রামণকাল উপস্থিত হইলে তিনি কহিলেন রাজেন্দ্র! ঘণ্টা মার এবং আমার মিতা রামজি ডাঙ্গায় আছেন তাঁহাকে সংবাদ দাও। ( লাভপুরের দক্ষিণস্থ ডাঙ্গায় উক্ত সন্ন্যাসীর আশ্রম )।

ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাধু রামজি উপস্থিত হইলেন; ইঁহার প্রকৃত নাম কালিকানন্দ। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া রঘুবর দাস কহিলেন, মিতা! হামারা সখা ভগবদ্গীতাকো হামারা বক্ষমে ধর দেও; এই বলিয়া বিষ্ণুর সহস্র নাম আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, নাম সমাধার পরেই আর বাক্য নাই; সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিল। তাঁহার ভাণ্ডারা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন এবং কুমারী ও সধবাভোজন অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল; ইনি ভারতের যাবতীয় হিন্দুতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

এই মহাপীঠে লাভপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩০০ সালে দুইটী শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এবং সন ১৩০২ সালে শ্রীশ্রী৺ ফুল্লরা-

---

* উক্ত বৈরাগীর নাম উত্তম দাস। ইনি এখনও মহাপীঠে অবস্থিতি করেন।

দেবীর পুরাতন মন্দির ভগ্ন করিয়া স্বব্যয়ে প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বিপুল যশের অধিকারী হইয়াছেন। পুরাতন মন্দিরটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল; কৈলাশ গিরি তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন, তাহার পর সূর্য্যনারায়ণ ভারতী ছাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এই মহাপীঠের পশ্চিমাংশে লাভপুর গ্রাম; এ গ্রামে অনেক সম্পন্ন ভদ্রলোকের বাস। ইঁহারা সকলেই সদাচার সম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান; গ্রামবাসী অনেক লোকেই দুইবেলা মহাপীঠে উপস্থিত হইয়া প্রণাম বন্দনাদি করিয়া থাকেন। অভ্যাগত অতিথি সজ্জনের ভোজন সম্বন্ধে এখানে অবারিত দ্বার। শিবাভোগ এখানকার প্রধান দৃশ্য; শিবাভোগ সম্পন্ন হইলেই মাতার ভোগ হয়। যদি কোন কারণে কোনও দিন শিবাভোগ না হয় তবে পুনরায় ভোগমন্দির ধৌত ও পরিষ্কৃত করণান্তর বিশুদ্ধভাবে নূতন পাত্রে রন্ধন করিয়া সুধাদ্বারা সংশোধন পূর্ব্বক শিবাভোগ দিতে হয়। শিবাভোগ দ্বারা ভক্তের প্রার্থনার শুভাশুভ ফল জানা যায়। লাভপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিলাল দত্ত, মাতার ভোগমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে মিষ্টান্নাদি দ্বারা শিবাভোগ প্রদান করেন। কারণ তাঁহার একটী চক্ষুতে ভয়ানক পীড়া হইয়া দৃষ্টিপক্ষে বড়ই ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল; তিনি অন্যরূপ চিকিৎসার

বন্দোবস্ত না করিয়া মাতার নিকট পড়িয়াছিলেন, অঙ্গনের ও খুঁটার ধূলি চক্ষুতে লইতেন; তাহাতেই তাঁহার চক্ষু এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এইরূপে অনেকে নানারূপ অচিকিৎস্য রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

আশ্বিন মাসে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীর দিন মাতার ষোড়শোপচারে পূজা হয়। তাহাতে নানারূপ ধূমধাম হইয়া থাকে। বিজয়ার দিবস বহু লোকের সমারোহ হয় এবং অনেকে বলি দিয়া থাকেন। ঐ দিবস সন্ধ্যার সময় গ্রামবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই মহাপীঠে উপস্থিত হইয়া প্রণাম বন্দনাদি করিয়া থাকেন।

---

## শিবাভোগ সম্বন্ধে রহস্য।

শিবাভোগ ও সুধা ব্যতীত মাতার ভোগ হয়না একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আজ প্রায় পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন বৎসর হইল, বর্ত্তমান রাজপুরোহিতের পিতামহ, ভূতপূর্ব্ব রাজপুরোহিত শ্রীযুক্ত রামসাগর ওঝা, মহাপীঠের পূজা ও মাতার ভোগাদির ভার স্বীয় ভ্রাতা রামরাম ওঝাকে অর্পণ করিয়া জেলা মুর্সিদাবাদের অন্তর্গত সাউপাড়া গ্রামে রামায়ণ গান করিতে গমন করেন।

দৈবক্রমে উক্ত রামরাম ওঝার হস্তের নখে বেদনা হইয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহাতে অশুচি নিবন্ধন শিবাভোগ বন্ধ হইল; লাভপুর নিবাসী ভদ্রলোকগণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন এবং তাঁহারাও উপবাসী থাকিয়া সর্ব্বদাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে মাতার ভোগ হইবে? কোতলঘোষা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ তর্কালঙ্কারকে আনাইয়া মাতার প্রীতির জন্য পূজা ও যজ্ঞ আবদ্ধ করাইলেন; কিন্তু তাহাতেও তিন দিবস পর্য্যন্ত এখানে শিবারব হইল; তখন তর্কালঙ্কার মহাশয় রাম-সাগর রাজপুরোহিতকে আনিবার প্রস্তাব করিলেন, সকলেই তাহাতে সম্মত হইয়া লাভপুর নিবাসী অদ্বৈত দাস নামক জনৈক বৈষ্ণবকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন তুমি সাউপাড়া গ্রামে উপস্থিত হইয়া সাগরকে যে অবস্থায় পাও সেই অবস্থায় লইয়া আসিবে। কিছুতেই সেখানে বিলম্ব করিবে না। আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই অদ্বৈত দাস গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। অনবরত অবিশ্রান্ত চলিয়া তিনি সাউপাড়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে সাগর ওঝা রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, মা যেন শিয়রে বসিয়া কহিলেন সাগর! উঠ, আমি আজ তিনদিন কিছুই খাই নাই; তিন দিন আমার ভোগ হয় নাই। স্বপ্নাবস্থায় মাতার আদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি সম্প্রদায়ের সকল লোককে জাগ্রত করিয়া কহিলেন,

আমি স্বপ্ন দেখিলাম মায়ের তিন দিন ভোগ হয় নাই। আমি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছি না, আমার চিত্ত কিছুতেই স্থির হইতেছে না; বোধ হইতেছে যেন কেহ কোন অমঙ্গলের সংবাদ লইয়া আসিতেছে যাহা হউক আমি কল্য তারিখে উপবাস করিব। কেহ কেহ কহিলেন স্বপ্ন কেবল চিন্তার বিকার মাত্র। বায়ুরুক্ষ অথবা শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে অনেকে স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন; তজ্জন্য আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না।

এইরূপে কথোপকথনে যামিনী প্রভাত হইল, ক্রমে বেলা বৃদ্ধি হইতে লাগিল; সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে স্নান আহ্নিক ও আহারাদি করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি কহিলেন “এ স্বপ্ন আমার মিথ্যা হইবার নহে; তোমরা সকলে আহারাদি কর, আমি কিছুই খাইব না, আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে, এমন স্বপ্ন আমি কখনও দেখি নাই।”

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে সকলে অদ্বৈত দাসকে অদূরে দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন দেখ! অদ্বৈত দাস কি সংবাদ লইয়া আসিতেছে? অদ্বৈত দাস নিকটে গিয়া প্রণাম করিলে রাজপুরোহিত মহাশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে অদ্বৈত দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ৺ মহাপীঠের কুশল বল দেখি।— গ্রামস্থ সকলে ভাল আছেত? অদ্বৈত দাস কহিলেন

প্রভো! তিন দিন মায়ের ভোগ হয় নাই, আজ কি হইতেছে বলিতে পারি না; বোধ হয় হইবে না কারণ শিবারব নাই।

এই কথা শুনিয়া রাম সাগর ওঝা আহ্নিকের ঝোলা মাত্র সঙ্গে লইয়া কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত না করিয়া যাত্রা করিলেন এবং অবিশ্রান্ত চলিয়া ঐ দিবস সন্ধ্যার সময় মহাপীঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তখনও মাতার ভোগ হয় নাই। সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সকলেরই মনে ধারণা হইল যে, মা এইবার নিশ্চই ভোগ গ্রহণ করিবেন। হরিনারায়ণ তর্কালঙ্কার মহাশয় রাজপুরোহিতকে কহিলেন, আপনি কিছু মিষ্টান্ন লইয়া মা, মা রবে শিবাগণকে একবার ডাকুন দেখি,—রাজপুরোহিত মিষ্টান্ন লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গদগদ ভাষে কহিলেন;—মা বিশ্বেশ্বরি! আর কি তোর দয়া হবে না মা? তোর দুঃখী সন্তানকে পেটের দায়ে দূরদেশে গমন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু মা! তথায় থাকিতে পাইলাম না; মা! তুমি যাহা কর সকলই মঙ্গলের জন্য; মা! আর কাঁদাইও না।—একবার দেখা দাও মা।—এই বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজপুরোহিতের কি আশ্চার্য্য ভক্তি! সঙ্গে সঙ্গেই শিবারব হইল; শিবা মা নিকটে আসিলেন কিন্তু ভোগ

গ্রহণ করিলেন না। তখন সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইল; সকলেরই মনে হইল, শিবারব পর্য্যন্ত ছিল না এখন রব হইয়াছে এবং দেখাও দিয়াছেন; তবে রাজপুরোহিত খাও মা বলেন নাই, তাই ভোগ গ্রহণ করিলেন না; একবার দেখা দাও মা বলিয়াছিলেন তাই দেখা দিলেন। রাজপুরোহিত এবং হরিনারায়ণ তর্কালঙ্কার ঐ রাত্রি মহাপীঠেই অতিবাহিত করিলেন। যামিনী প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর ভোগমন্দিরের পুনঃসংস্কার করিয়া রাজপুরোহিত ভোগ পাক করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তর্কালঙ্কার মহাশয় মাতার ও ভৈরবের প্রীতির জন্য হোম যজ্ঞাদি আরব্ধ করিলেন। পুরোহিত মহাশয় কহিলেন, যাবৎ ভোগ না হয় তাবৎ যেন হোমাগ্নি নির্ব্বাপিত করা না হয়; যদি মা ভোগ গ্রহণ না করেন তবে ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব এই আমার প্রতিজ্ঞা। তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন, তোমারও যে দশা আমারও সেই দশা। উভয়ের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া শতাধিক ব্রাহ্মণ মা রাখ, মা রাখ শব্দে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন ব্রহ্মহত্যা কি মা চক্ষে দেখিবেন?

এদিকে ভোগের অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে সুধাদ্বারা শোধন করিয়া পুরোহিত মহাশয় ভোগ লইয়া বাহির হইলেন দেখিয়া, সকলে বাত সঞ্চালিত কদলীবৃক্ষের

থায় কাঁপিতে লাগিলেন। রাজপুরোহিত ভোগ হস্তে এস মা শিবারূপিনি! ভোগ গ্রহণ কর মা! আর কাঁদাইওনা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতেই শিবা মা ঊর্দ্ধ-শ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া ভোগমন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং ভোগ গ্রহণ করিলেন; তখন সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মা মা বলিয়া দেবীর প্রাঙ্গন ধূলিতে গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রসাদ লইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন, তখন হোমাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। ব্রহ্মহত্যা রক্ষা পাইল!!

( ২ )

একবার রঘুবর দাস তীর্থ যাত্রা করিলে লাভপুর নিবাসী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট ভাণ্ডার জিম্মা হয়; উক্ত ব্যক্তি উচ্ছিষ্ট হস্তে ভোগের দ্রব্যাদি স্পর্শ করায় এক দিবস শিবাভোগ বন্ধ হয়; রাম সাগর রাজপুরোহিতের পুত্র অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজপুরোহিতের পিতা তিনকড়ি রাজপুরোহিত ভাবিয়া স্থির করিলেন, ভোগের দ্রব্যাদির দোষে ভোগ নষ্ট হইয়াছে; তৎপরে পুনরায় বিশুদ্ধভাবে নূতন ভোগ প্রস্তুত করিয়া শিবা-ভোগ প্রদত্ত হইল, ইহা প্রায় চৌদ্দ পনর বৎসরের ঘটনা।

---

# মহাপীঠের বর্ত্তমান অবস্থা।

বর্ত্তমান সময়ে মহাপীঠে গদীয়ান কেহ নাই, তবে মধ্যে মধ্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হইয়া থাকে। এক্ষণে সূর্য্যনারায়ণ ভারতীর ভৈরবী মনোমোহিণী সন্ন্যাসিনীর হস্তে ভাণ্ডার জিম্বা আছে। একজন উপযুক্ত গদীয়ান হইলে মহাপীঠের রক্ষাণাবেক্ষণ ও কার্য্যাদির সুচারু বন্দোবস্ত হইবে। সুতরাং একজন উপযুক্ত গদীয়ানের নিতান্ত প্রয়োজন।

---

লাভপুর নিবাসী জমীদার ৺গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, মহাপীঠের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর ঘাট বাঁধাইয়া দিতেছেন, মাতার এই পুষ্করিণীর ঘাট বাঁধা হইলে স্থানের শোভা ও লোকজনের নামিবার বিশেষ সুবিধা হইবে। আশা করি ইনি শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাধা করাইয়া মাতার অনুগ্রহভাজন হইবেন।

---

# পরিশিষ্ট।

মাঘীপূর্ণিমায় মহামেলা স্থাপন।

পূর্ব্বে এই মহাপীঠে কোনরূপ উৎসবাদি ছিল না, ১৩০৬ সালের ৩রা ফাল্গুন মাঘীপূর্ণিমায় একটী মহামেলা নূতন স্থাপিত এবং মহা উৎসব ও অত্যন্ত ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই কার্য্যটী আমাদের আশাতীত হইয়াছে, প্রথম বৎসরেই এরূপভাবে লোকের সমারোহ হইবে ও নানারূপ দ্রব্যের দোকান মেলাস্থানে আসিবে তাহা আমরা মনে করি নাই। তবে স্থানটী মহাপীঠ, এই জন্যই আমাদের অন্তরের আশা পূর্ব্বাপর বলবতী ছিল এবং কার্যটীও আশাতীত হইয়াছে। প্রায় সকলেই এইকার্য্যে মহা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমায় ৺ মাতার মহাপূজা ও মহামেলা বিষয়ক উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় এবং সাধারণ ভদ্রলোকগণ, বিশেষ উৎসাহের সহিত সমভাবে উদ্যোগী ও বিদ্বেষ বিহীন হইয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে যত্নবান হইবেন। এই কার্য্যটী মাতার ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে। আমি যাঁহাদের

সাহায্যে এবং উৎসাহে যেরূপভাবে এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

মেলার প্রথম সূচণা কি প্রকারে হয়।

সন ১৩০৫ সালের মাঘ মাসে এক দিবস বৈকালে আমি এবং লাভপুর স্কুলের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, স্কুলের কার্য্য সমাপনান্তে একত্রে বসিয়া কথোপকথন করিতেছি, ইত্যবসরে মনোমধ্যে এক অভাবনীয় বিষয়ের উদ্রেক হইল; মনে হইল গ্রামের নিকটে মহাপীঠ এবং সাক্ষাৎ জগন্মাতা বর্ত্তমান থাকিতে আমরা সামান্য ক্ষণের জন্যও সে স্থান দর্শন করিতে যাই না; আমরা পরস্পর এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে মহাপীঠে গমন করিয়া আরত্রিক প্রভৃতি সন্দর্শন ও মাতার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক জীবন সার্থক করিব। তৎপরদিবস অবধি আমরা দুইজনে প্রত্যহই অপারাহ্নে মহাপীঠে গমন করিয়া থাকি।

মহামায়ার কি ইচ্ছা! এইরূপভাবে সাত আট মাস গত হইতে না হইতেই আমরা উভয়েঁ (সন ১৩০৬ সালের ভাদ্র মাসে) এক দিবস বৈকালে মহাপীঠস্থ জঙ্গল মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি, ইত্যবসরে সহসা আমার মনোমধ্যে একটী নূতন দুঃসাধ্য বিষয় উপস্থিত হইয়া

মনকে মাতাইয়া তুলিল। কি জানি কিরূপ হইয়াছিল এক্ষণ তাহা কিছুই স্মরণ হইতেছে না; সকলই মাতার ইচ্ছা বলিতে হইবে। সে বিষয় আর কিছুই নহে; মনে করিলাম, "স্থানীয় বা দূরবর্ত্তী স্থানে যেখানে মহাপীঠ বা অপর কোন তীর্থ আছে, সেই স্থানে কোন না কোন সময়ে একটী মেলা হয়। ৺কুল্লরা একটী মহাপীঠ; এখানে দেশ বিদেশ হইতে বহুলোক সমাগত হয় অথচ অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানে মেলা বা অপর কোনও প্রকার ধূমধাম নাই। প্রত্যুত এখানে মেলা সংস্থাপিত হইলে মহাপীঠের শোভা এবং মাহাত্ম্য আরও বর্দ্ধিত হইবে"। তৎক্ষণাৎ এই বিষয় আমার সহগামী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়কে জ্ঞাপন করিয়া উভয়ে অনেক বাদানুবাদের পর এই স্থির করিলাম যে, মাঘী পূর্ণিমায় এই মেলা স্থাপন করিতে হইবে। তিনিও পরম আহ্লাদিত ও উৎসাহিত হইয়া আমার উৎসাহ বীজে বারি সেচন করিলেন; ক্রমে সেই বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ফলবান বৃক্ষরূপে পরিণত হইল।

প্রথম হইতেই আমরা দুইজনে সাতিশয় আগ্রহ, যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের আর্থিক বল এরূপ নাই যে, নিজেই এই মহাকার্য্যের ব্যয়ভার বহন করি,—সুতরাং সাধারণের সাহায্য ব্যতীত এই মহাকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না

ইহা স্থির করিয়া একদিবস গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণকে মহাপীঠে সমবেত করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলাম; প্রায় সকলেই উৎসাহ প্রদান করিলেন, কিন্তু খরচ পত্রের অভাব পূরণ করিতে স্বীকৃত বা সম্মত হন নাই। এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সাহস ছিল যে, ইঁহারা সকলেই বিশেষ উৎসাহিত হইয়া যোগদান করিবেন এবং খরচ পত্রের অভাব পূরণ করিতে স্বীকৃত হইবেন, কিন্তু গ্রাম হইতে এই অভাব পূরণের আশায় বঞ্চিত হইয়াও আমি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। স্থানান্তর হইতে এই মেলার কার্য্যে সাহায্য পাইবার জন্য সাধারণকে জানাইবার অভিপ্রায়ে দুই প্রকারের পত্র ছাপাইলাম; প্রথম 'বিজ্ঞাপন-পত্র' ও দ্বিতীয় 'নিমন্ত্রণ পত্র'।

ক্রমে শারদীয়া পূজার দিন সমাগত হইল; আনন্দময়ীর আগমনে প্রত্যেক হিন্দু সন্তান, মঙ্গল ঘট ও পল্লব দ্বারা মাতার শুভাগমন সূচক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। ক্রমে পূজা শেষ হইল, বিশ্বজননী সকলকে কাঁদাইয়া ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন; উৎসবের চিহ্নমাত্র রহিল না। সকলেই আবার আগামী শারদীয় সপ্তমীর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন কিন্তু আমরা যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি তাহাতে শীঘ্রই আনন্দ উপভোগ করিব বলিয়া আমাদের মন ততদূর চঞ্চল হইল না।

এই সময়ে পূজা উপলক্ষে সকলেই স্ব স্ব কার্য্যস্থান হইতে অবকাশ পাইয়া গৃহে উপস্থিত আছেন এই ভাবিয়া পূজার সন্ধের সময়েই, প্রথমে মেলার বিজ্ঞাপন পত্র ও পরে নিমন্ত্রণ পত্র স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। লাভপুর নিবাসী শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রথমাবধিই নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে পত্র প্রেরিত হয়, তজ্জন্য তিনি সকলেরই নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইনিও একজন এ বিষয়ের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

মাতার লীলাখেলার কি বিচিত্র গতি! তিনি আমাদিগকে কখনও হতাশ এবং নিরুৎসাহিত করিতেন, কখনও বা আমাদের শুষ্ক মনোমরুতে সুশীতল বারি সেচন করিয়া আনন্দার্ণবে ও উৎসাহ সলিলে উদ্ভাসিত করিতেন; তাহার কারণ আর কিছুই নহে। কোন কোন ব্যক্তির নিরুৎসাহ বাক্যই অগ্নিস্বরূপ হইয়া আমাদিগের অন্তর দগ্ধ করিত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাহা নির্ব্বাপিত হইত।

ক্রমে মাতার মহাপূজার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, মাতার পূজার আমদানীও আরম্ভ হইল; এবং আমাদের মনের আশা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হইবে এরূপ ধারণা হইল; তখন বিশেষ উৎসাহী হইয়া মেলাস্থানের চালা প্রভৃতি প্রস্তুত করণের উপযোগী

দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলাম কিন্তু পূর্ব্ব হইতেও এ বিষয়ের কতক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম বলিয়া আমাদিগকে সে সময় তত কষ্ট পাইতে হয় নাই। পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি আমাদিগকে নানারূপ উপহাস ও নিরুৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং মেলা বন্ধ করিবার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে নিরস্ত হইয়া প্রায় সকলেই আমাদিগের সহিত যোগদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সকল বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিতে থাকিতে মহা-মায়ার মহাপূজার দিন,—সেই মহাআনন্দের দিন ৩রা ফাল্গুন আসিয়া উপস্থিত হইল। ১লা ফাল্গুন ত্রয়োদশীর দিবস হইতে মাতার ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; পূজার কার্য্যাদির ভার লাভপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপর অর্পিত ছিল, তিনি প্রথমাবধিই মেলার কথা শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়া এ কার্য্যে আমাদের সহায়তা করিয়াছিলেন; এমন কি, যখন যে স্থান হইতে যে দ্রব্য আনয়নের প্রয়োজন হইয়াছিল তখন সেই দ্রব্য অতি যত্নের সহিত ভক্তিভাবে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট এই কার্য্যের ভার থাকায় আয়োজনের কোনরূপ ত্রুটী হয় নাই। কারণ তিনি এ বিষয়ে বিশেষ পটু এবং গ্রামে কোন মাঙ্গলিক কার্য্য উপস্থিত

হইলে সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়া সকল বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। ইনি একজন সচ্চরিত্র ও সদাচারী ব্রাহ্মণ, ইঁহার গুণে আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। মাতা ইঁহাকে দীর্ঘজীবি করুন, তাহা হইলে ইঁহাদ্বারা গ্রামের অনেক উপকার সাধিত হইবে এবং বৎসর বৎসর এই পূজার বিশেষ সাহায্য হইবে।

১লা, ২রা ও ৩রা ফাল্গুন, মাতার যোড়শোপচারে পূজা হইয়াছিল, তদুপলক্ষে দাঁড়কা নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাদাস ভট্টাচার্য্য (বাচস্পতি) ও চহটা নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষ যত্নের সহিত পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

দোকানদারদিগের জন্য মেলাস্থানে আনুমানিক প্রায় দুইশত চালা প্রস্তুত হয়; কিন্তু প্রথম বৎসরে এরূপ বৃহৎ মেলা হইবে, তাহা আমরা মনে করি নাই। আমাদের চালা দেখিয়া সকলেই চমকিত হইয়াছিলেন; বাস্তবিক বিস্ময়ের কারণ বটে, কেন না এত বেশী দোকান এবং লোকজন প্রথম বৎসরে আসে না। ৩রা ফাল্গুণই সমস্ত চালা পূর্ণ হইয়া যায়, তৎপরে আমরা আয়োজন করিয়া নূতন চালা প্রস্তুত করিয়া দিই; এমন কি চালার আয়োজনের অভাবে অনেক দোকানদারকে আমরা অভ্যর্থনা করিতে বা স্থান দিতে সমর্থ হই নাই।

আগামী বৎসরের জন্য তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, সকলেই তাহাতে আসিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। প্রায় তিনশত দোকানদার মেলাস্থানে উপস্থিত থাকিয়া নানারূপ দ্রব্যের বেচা কেনা করিয়াছিল এমন কি শেষ পর্য্যন্ত তাহারা দ্রব্যাদি যোগাইতে পারে নাই। তজ্জন্য দোকানদারগণ বড়ই দুঃখীত হইয়াছিল; সকলেই আগামী বৎসরের জন্য রীতিমত প্রস্তুত হইয়া আসিতে স্বীকৃত হইয়াছে। এই মেলা ১০ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত ছিল, সকল দোকানদারকেই ৪।৫ দিন মাতার ভাণ্ডার হইতে সিধা দেওয়া হইয়াছিল এবং কেহ কেহ সিধা না লইয়া প্রসাদ পাইয়াছিলেন এইরূপ ব্যবস্থায় সকলেই বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে।

এই মেলা উপলক্ষে তিন দিবস (৫ই, ৬ই, ৭ই ফাল্গুন) বীরভূম জেলার অন্তর্গত থুপসাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ হাজরার যাত্রারদলের গান হইয়াছিল; দলটী অল্পদিনের গঠিত হইলেও সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছিল। মেলাস্থানে অপরাপর দিবস কীর্ত্তন ও অন্যান্য প্রকার গানের ত্রুটী হয় নাই। ৩রা ফাল্গুন মহাপূজার দিন অবধি নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের হরিনাম সংকীর্ত্তনের দল উপস্থিত হইয়া হরিনাম গানে মেলাস্থল মাতাইয়া তুলিয়াছিল।

লাভপুরস্থ জমিদার স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র বন্দ্যো-

পাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মেলার প্রথমাবস্থা হইতেই বিশেষ উদ্যোগী হইয়া সরলভাবে সকল বিষয়ের সুচারু বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদাই ঐ সকল কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিলেন; তজ্জন্য ইঁহারা অবশ্যই যশস্বী হইয়াছেন। এত অল্প বয়সে ইঁহাদের ধর্ম্মে এরূপ আস্থা হইবে তাহা আমরা মনে করি নাই। সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন এবং অনেক বাধা বিঘ্ন নিবারণ করিয়াছিলেন, ৺ফুল্লরামাতা ইঁহাদের মঙ্গল করুন। এই গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিলাল দত্তের পুত্র শ্রীহৃষীকেশ দত্ত প্রথমাবধিই বিশেষ উদ্যোগী ও উৎসাহী থাকিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।

মেলার সময় আমার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাণ্ডারের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলাম, লাভপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার সহকারী ছিলেন। লাভপুর স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ললিতকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এই সকল কার্য্যের সুব্যবস্থার ও পরিদর্শনের ভার অর্পিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় আমদানী জমা ও খরচের ভার গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। ইঁহারা সকলেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া স্ব স্ব কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া সাধারণের প্রীতি-ভাজন হইয়াছেন। আমি ইঁহাদের উপর ঐ সকল কার্যের ভার প্রদান পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া মেলাস্থানের তত্ত্বাবধান করিতাম।

মহাপীঠের রাজপুরোহিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা স্বয়ং মাতার ভোগ পাক ও আনুসঙ্গিক দুই তিন জনকে সঙ্গে লইয়া সাধারণ লোককে প্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন; তাঁহার সদাশয়তায় ও অতিরিক্ত পরিশ্রমগুণে কেহই নৈরাশ হয় নাই। ইঁহার ধর্ম্ম নিষ্ঠা ও অচলা ভক্তি দেখিয়া আমরা সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। মা জগদম্বার কৃপায় সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে; আমরা কেবল উপলক্ষ মাত্র।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মাতার ইচ্ছায় এই মেলা যেরূপ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, প্রথম বৎসরে এরূপ মেলা আমরা দেখি নাই। এক্ষণে মাতার নিকট প্রার্থনা এই যে, বৎসর বৎসর মেলাটী অধিকতর জাঁকজমক বিশিষ্ট হউক এবং আমরা সকলেই যেন মাতার পূজা ও মেলায় বরাবর এইরূপ ভাবে পরিশ্রম করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি।

আগামী "২১শে মাঘ রবিবার মাঘীপূর্ণিমায়" শ্রীশ্রী৺ ফুল্লরা মাতার দ্বিতীয় বর্ষের মহাপূজা ও মহামেলা হইবে। সাধারণের আগমন প্রার্থনীয়।

শ্রীকুমুদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়
লাভপুর।

# মন্তব্য।

আমি সন ১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে লাভপুর গ্রামে আসিয়া তদবধি এখানকার মধ্যইংরাজি স্কুলের হেডপণ্ডিতের কার্য্য করিতেছি; এখন গ্রামস্থ সকলের সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মিলেও শ্রীযুক্ত কুমুদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। ইনি বাটীতে থাকিয়া উক্ত স্কুলের অন্যতম ইংরাজী শিক্ষকের ও পোস্টমাস্টারের কার্য্য করিয়া থাকেন। ইঁহার ন্যায় সরল ও গুণী ব্যক্তি অতি বিরল; ইঁহার সদ্গুণে আকৃষ্ট হইয়া আমি ইঁহার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। আমরা উভয়ে পরামর্শ করিয়া প্রায় সকল কার্য্যই করিয়া থাকি এবং তাহাতে অনেক স্থলে সুফল ফলিয়া থাকে।

শ্রীশ্রী৺ফুল্লরা মাতার মেলা যেরূপে স্থাপিত হয় এবং আমরা তদ্বিষয়ে যেরূপ ভাবে যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। মেলার বৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত কুমুদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমার অধিক কিছু বক্তব্য নাই। স্থানীয় মেলার প্রায় সকলেই উৎসাহিত, আহ্লাদিত ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন কেবল কতকগুলি লোকের অন্যায় ব্যবহারে আমরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত

হইয়াছি; আশা করি সকলেই আগামী মেলায় নিজ নিজ কুস্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমভাবে উৎসাহী হইয়া আনন্দ উপভোগ করিবেন।

স্থানীয় যত গুলি মেলা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাদের একটীও এই মেলার সমকক্ষ নহে। এক বৎসরেই মেলা উত্তমরূপ জমিয়াছে। বৎসর বৎসর মাতার ইচ্ছায় ইহা আরও বর্দ্ধিত হইবে। আমরা যেন সকলেই বরাবর তাহাতে আনন্দ উপভোগ করি, মাতার নিকট এই প্রার্থনা।

এখন হইতে লোকে মেলার দিন আসিতেছে, মেলার দিন আসিতেছে বলিয়া আশ্বাসিত হইতেছে; আবার কবে ২১সে মাঘ সমাগত হইবে, আবার কবে সেই জন শূন্য প্রান্তর, জনাকীর্ণ ও বিপনি পূর্ণ হইবে, সকলেই তাহার জন্য লালায়িত। আশা করি মাতা সকলের আশা পূর্ণ করিবেন। মা জগদম্বে! তোমার এই অভাগা সন্তানকে যেন পদ প্রান্তে স্থান দিতে বিস্মৃত হইও না, ইহা শেষ প্রার্থনা।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়,
হেডপণ্ডিত,—লাভপুর ম, ইং, স্কুল।

## শ্রীশ্রী৺ ফুল্লরা মাতার মহাপূজা ও মহামেলা উপলক্ষে গ্রাম হইতে সংগৃহীত চাঁদার তালিকা।

| নম্বর | নাম। | ঠিকানা। | | চাঁদা। | | মন্তব্য। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | গ্রাম। | জেলা। | টাকা। | চাউল। | |
| ১ | শ্রীযুক্ত যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় | লাভপুর | বীরভূম | ১০৲ | ১/০ মণ | |
| ২ | ,, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | ,, | ,, | ৫৲ | ॥০ | |
| ৩ | ,, হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ,, | ,, | ৫৲ | ॥০ | |
| ৪ | ,, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | ,, | ,, | ২৲ | ॥০ | |
| ৫ | ,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় | ,, | ,, | ১৲ | ৷৶০ | |
| ৬ | ,, শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় | ,, | ,, | ১ | ।০ | |
| ৭ | ,, মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় | ,, | ,, | ... | ৷৵০ | |
| ৮ | ,, নন্দলাল সরকার | ,, | ,, | ১০ | ।০ | |
| ৯ | ,, গুরুদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় | ,, | ,, | ১৲ | ।০ | |
| ১০ | ,, দমুজেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় | ,, | ,, | ১৲ | ।০ | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১ | ,, | যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ,, | ,, | ১৲ | ... | |
| ১২ | ,, | ব্রজেন্দ্রলাল সরকার | ,, | ,, | ১৲ | /৫ | |
| ১৩ | ,, | যোগীন্দ্রনাথ সরকার | ,, | ,, | ১ | ‖০ | |
| ১৪ | ,, | পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় | ,, | ,, | ১৲ | /১ | |
| ১৫ | ,, | বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ,, | ,, | ১৲ | ... | |
| ১৬ | ,, | দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | ,, | ,, | ‖০ | ‖০ | |
| ১৭ | ,, | কালিদাস মুখোপাধ্যায় | ,, | ,, | ‖০ | ... | |
| ১৮ | ,, | চন্দ্রশেখর সরকার | ,, | ,, | ‖০ | \|০ | |
| ১৯ | ,, | হরিদাস সরকার | ,, | ,, | ‖০ | /৫ | |
| ২০ | ,, | অরিন্দম মুখোপাধ্যায় | ,, | ,, | ‖০ | /৫ | |
| ২১ | ,, | অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় | ,, | ,, | ‖০ | ... | |
| ২২ | ,, | নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ,, | ,, | ‖০ | ... | |
| ২৩ | ,, | আশুতোষ মুখোপাধ্যায় | ,, | ,, | ১৲ | ... | |
| ২৪ | ,, | গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ,, | ,, | ১৲ | ... | লাভপুর ডাক্তার। |
| | | | | মোট | ১৮৲ | ৬৸ | |

| নম্বর। | নাম। | ঠিকানা। | | চাঁদা। | | মন্তব্য। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | গ্রাম। | জেলা। | টাকা। | চাউল। | |
| | জের | ... | ... | ৩৮৲ | ৬৮ | |
| ২৫ | শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সরকার | লাভপুর | বীরভূম | ॥০ | ⁄৫ | |
| ২৬ | ,, বিন্দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় | ,, | ,, | ২৲ | ... | হেডমাষ্টার, হাজারিবাগ স্কুল। |
| ২৭ | ,, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় | ,, | ,, | ।⁄১৫ | ⁄৫ | |
| ২৮ | ,, জগৎতারণ মুখোপাধ্যায় | ,, | ,, | ।⁄০ | ... | |
| ২৯ | ,, ফুলরাচরণ রায়চৌধুরী | ,, | ,, | ... | ⁄৫ | |
| ৩০ | ,, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় | ,, | ,, | ।০ | ⁄২॥ | |
| ৩১ | ,, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় | ,, | ,, | ।০ | ... | |
| ৩২ | ,, তারিনীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ,, | ,, | ৵০ | ... | |
| ৩৩ | ,, স্বর্ণময়ী দেবী | ,, | ,, | ৶০ | ... | |
| ৩৪ | ,, গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য | ,, | ,, | ॥০ | ⁄৫ | |
| ৩৫ | ,, বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় | ,, | ,, | ॥০ | ... | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩৬ | ,, | কুমুদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় | ,, | ,, | ১৩।৫ | ।০ | অস্থিত প্রদান। |
| ৩৭ | ,, | উপেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী | ,, | ,, | ।০ | ৴২॥ | |
| ৩৮ | ,, | হরিলাল দত্ত | ,, | ,, | ১৲ | ।০ | |
| ৩৯ | ,, | ফকীরচন্দ্র দত্ত | ,, | ,, | ১৲ | ।০ | |
| ৪০ | ,, | হৃষীকেশ দত্ত | ,, | ,, | ৮৲ | ... | |
| ৪১ | ,, | সুরেন্দ্রলাল দত্ত | ,, | ,, | ।০ | ৴৫ | |
| ৪২ | ,, | নন্দলাল দত্ত | ,, | ,, | ... | ৴৫ | |
| ৪৩ | ,, | ভিখারীলাল দত্ত | ,, | ,, | ৶০ | ... | |
| ৪৪ | ,, | বিহারীলাল দত্ত | ,, | ,, | ।৶০ | ... | |
| ৪৫ | ,, | বেণীমাধব চন্দ | ,, | ,, | ।০ | ৴২॥ | |
| ৪৬ | ,, | কালাচাঁদ চন্দ | ,, | ,, | ।০ | ।০ | |
| ৪৭ | ,, | প্রতাপচন্দ্র চন্দ | ,, | ,, | ।০ | ৴২॥ | |
| ৪৮ | ,, | কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ড | ,, | ,, | ১৲ | ৴৫ | |
| ৪৯ | ,, | মিছারাম কুণ্ড | ,, | ,, | ॥০ | ... | |
| | | | | মোট ... | [illegible] | [illegible] | |

| নম্বর। | নাম। | ঠিকানা। | | চাঁদা। | | মন্তব্য। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | গ্রাম। | জেলা। | টাকা। | চাউল। | |
| | জের | ... | ... | ৬৭৸৶ | ৮৸৫ | |
| ৫০ | শ্রীযুক্ত ব্রজলাল রুজ | লাভপুর | বীরভুম | ৶০ | ... | |
| ৫১ | ,, মুকুন্দলাল রুজ | ,, | ,, | ।০ | ... | |
| ৫২ | ,, গোপালচন্দ্র রুজ | ,, | ,, | ।০ | ... | |
| ৫৩ | ,, হরিলাল রুজ | ,, | ,, | ৶০ | ... | |
| ৫৪ | ,, প্রতাপচন্দ্র সূত্রধর | ,, | ,, | ৷০ | ... | |
| ৫৫ | ,, ব্রজলাল ভাণ্ডারী | ,, | ,, | ।০ | ... | |
| ৫৬ | ,, কুঞ্জলাল স্বর্ণকার | ,, | ,, | ৶০ | ... | |
| ৫৭ | ,, গণেশচন্দ্র স্বর্ণকার | ,, | ,, | ।০ | ... | |
| ৫৮ | ,, অনিরুদ্ধ স্বর্ণকার | ,, | ,, | ৷০ | ... | |
| ৫৯ | ,, অরিন্দম স্বর্ণকার | ,, | ,, | ১০ | ... | |
| ৬০ | ,, রামচাঁদ বাউড়ি | ,, | ,, | ৵০ | /৩ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬১ | ,, গিরীশচন্দ্র সৌ | ,, | ,, | ১৲ | /১ |
| ৬২ | ,, বিষ্ণুচন্দ্র সৌ | ,, | ,, | ... | /০॥ |
| ৬৩ | ,, মুকুন্দলাল সৌ | ,, | ,, | ... | /২॥ |
| ৬৪ | ,, কালীনাথ সৌ | ,, | ,, | ৵০ | ... |
| ৬৫ | ,, মাখনলাল সৌ | ,, | ,, | ৵০ | /২॥ |
| | | | মোট ... | ৭২।০ | ২/৬॥ |

## স্থানান্তর হইতে সংগৃহীত চাঁদার তালিকা।

| সংখ্যা। | নাম। | ঠিকানা। |  | চাঁদা। |  | মন্তব্য। |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | গ্রাম। | জেলা। | টাকা। | চাউল। |  |
| ১ | শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনাথ রায় | লালগোলা | মুর্সিদাবাদ | ৫৲ | ... |  |
| ২ | „ বৈকুণ্ঠনাথ সেন | সয়দাবাদ | „ | ২০৲ | ... | বহরমপুর কোর্ট, |
| ৩ | „ ব্রজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় | একডালী | „ | ১৲ | ... | প্রসিদ্ধ উকিল। |
| ৪ | „ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | „ | „ | ১৲ | ... |  |
| ৫ | „ ত্রৈলক্যনাথ অধিকারী | পাঁচথুপি | „ | ২৲ | ... |  |
| ৬ | „ যতীন্দ্রনাথ রায় | সাণ্ডড়া | „ | ২৲ | ... |  |
| ৭ | „ হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় | দাঁইহাট | বৰ্দ্ধমান | ২৲ | ... |  |
| ৮ | „ নিস্তারিনী দাসী | গোমাই | „ | ১৲ | ... |  |
| ৯ | „ কাৰ্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ | মৌরী | „ | ।৵১০ | ... |  |
| ১০ | „ নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | বাকুলিয়া | হুগলী | ২৲ | ... |  |
| ১১ | „ গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় | গোবরডাঙ্গা | ২৪ পরগণা | ২৲ | ... |  |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১২ | ,, | গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | খোর্ণা | দিনাজপুর | ২৲ | ... | |
| ১৩ | ,, | সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | রামনগর | বীরভূম | ২৲ | ... | |
| ১৪ | ,, | নিত্যানন্দ রায় | বসোয়া | ,, | ৮৲ | ... | |
| ১৫ | ,, | সোনারাম ভট্টাচার্য্য | বিপ্রটিকুরী | ,, | ১৲ | ... | |
| ১৬ | ,, | রঘুরাম ভট্টাচার্য্য | ,, | ,, | ১৲ | ... | |
| ১৭ | ,, | সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় দীঃ | ,, | ,, | ৫/১৫ | ॥৫ | |
| ১৮ | ,, | গিরিজাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় দীঃ | মেলানপুর | ,, | ৫৲ | ২৸১ | |
| ১৯ | ,, | ধনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার | কাদপুর | ,, | ১৲ | ... | |
| ২০ | ,, | নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য | ,, | ,, | ২৲ | ... | |
| ২১ | ,, | চন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী | ,, | ,, | ॥০ | ... | হেডপণ্ডিত, |
| ২২ | ,, | হংসেশ্বর চক্রবর্ত্তী | ,, | ,, | ॥০ | ... | বরাকর মঃ ইংস্কুল। |
| ২৩ | ,, | বিহারীলাল মণ্ডল | ,, | ,, | ।০ | ... | |
| ২৪ | ,, | উপেন্দ্রলাল পাঠক দীঃ | দোনাইপুর | ,, | ৫৶১৫ | ... | |
| ২৫ | ,, | মধুসূদন দাস | গোপালপুর | ,, | ১৲ | ... | উকিল, বোলপুর। |
| | | | | মোট ... | ১২৮৶০ | ৩।৭ | |

| নম্বর। | নাম। | ঠিকানা। | | চাঁদা। | | মন্তব্য। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | গ্রাম। | জেলা। | টাকা। | চাউল। | |
| | জের | ... | ... | ৭২৬৶০ | ৩।৭ | |
| ২৬ | শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ মিত্র | গোপালপুর | বীরভূম | ৩৲ | ... | মোক্তার, রাজমহল। |
| ২৭ | „ হরিশচন্দ্র মিত্র | „ | „ | ১৲ | ... | |
| ২৮ | „ বিশ্বম্ভর মিত্র | „ | „ | ১৲ | ... | |
| ২৯ | „ রাধামাধব সিংহ | „ | „ | ১৲ | ... | |
| ৩০ | „ তিনকড়ি মিত্র | „ | „ | ॥০ | ... | |
| ৩১ | „ রাধারমন ঘোষ | „ | „ | ।০ | ... | |
| ৩২ | „ প্রতাপচন্দ্র দাস | „ | „ | ।০ | ... | |
| ৩৩ | „ ত্রৈলোক্যনাথ মিশ্র | মহুগ্রাম | „ | ॥০ | ... | |
| ৩৪ | „ সতীশচন্দ্র মিশ্র | „ | „ | ॥০ | ... | |
| ৩৫ | „ কালাচাঁদ চন্দ্র দীঃ | „ | „ | ৪/১৫ | ... | |
| ৩৬ | „ সারদাপ্রসাদ ঘোষাল দীঃ | মল্লুলি | „ | ৩৸৶০ | ১।৭ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩৭ | „ ভগবানচন্দ্র মণ্ডল | „ | „ | ।● | ... |
| ৩৮ | „ সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দীঃ | কানাইপুর | „ | ১৲ | ৸৬ |
| ৩৯ | „ গুরুদাস রায় দীঃ | সেকমপুর | „ | ২৶● | ... |
| ৪● | „ ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য | চহটা | „ | ১৲ | ... |
| ৪১ | „ হেরম্বলাল ভট্টাচার্য্য | „ | „ | ॥● | ... |
| ৪২ | „ জগদানন্দ ভট্টাচার্য্য দীঃ | „ | „ | ... | ॥৫ |
| ৪৩ | „ শশিভূষণ পাঁড়ে দীঃ | নিমড়া | „ | ১৷৶● | ... |
| ৪৪ | „ গৌরসুন্দর পান দীঃ | কুনেড়া | „ | ।● | ॥৫ |
| ৪৫ | „ কৈলাসনাথ ঘোষ দীঃ | ভালাস | „ | ।৵● | ২৵● |
| ৪৬ | „ নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ | „ | „ | ॥● | ... |
| ৪৭ | „ রামেশ্বর মণ্ডল দীঃ | উপর ডাঙ্গাল | „ | ।৵১৫ | ১৵● |
| ৪৮ | „ ঈশ্বরচন্দ্র দেবাংশী দীঃ | নাম ডাঙ্গাল | „ | ১॥৵● | ১।● |
| ৪৯ | „ পাঁচকড়ি পাল দীঃ | বিষ্ণপুর | „ | ১৵১৫ | ... |
| ৫● | „ শ্যামরতন পাঠক দীঃ | কেশেরা | „ | ৩।● | ... |
| | | মোট | ... | ১●২৸৫ | ১১।● |

| ক্রমিক। | নাম। | ঠিকানা। | | চাঁদা। | | মন্তব্য। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | গ্রাম। | জেলা। | টাকা। | চাউল। | |
| | জের | ... | ... | ১০২৮৫ | ১১।• | |
| ৫১ | শ্রীযুক্ত নীলমাধব চক্রবর্ত্তী দীঃ | আমনাহার | বীরভূম | ।০ | ।৷• | |
| ৫২ | ,, কালিদাস ঘোষাল দীঃ | ইন্দাশ | ,, | ৪/০ | ... | |
| ৫৩ | ,, মনোমোহন দত্ত দীঃ | সারিপা | ,, | ১৷৷• | ... | |
| ৫৪ | ,, হরিদাস মণ্ডল দীঃ | লড্ডা | ,, | ... | ৪/৫ | |
| ৫৫ | ,, মধুসূদন দাস দীঃ | তিলটিকুরী | ,, | ২৶০ | ... | |
| ৫৬ | ,, গিরীশচন্দ্র মণ্ডল | খএরবুনি (১) নং | ,, | ।• | ... | |
| ৫৭ | ,, বিপ্রদাস সরকার দীঃ | খএরবুনি (২) নং | ,, | ৸০ | ... | |
| ৫৮ | ,, শ্রীকৃষ্ণ মজুমদার দীঃ | ময়সাপুর | ,, | ... | ১/৫ | |
| ৫৯ | ,, ইন্দ্রনারায়ণ পাল দীঃ | কাঁদোরা | ,, | ... | ১।০ | |
| ৬০ | ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস দীঃ | পলসা | ,, | ১৻১০ | ১।০ | |
| ১ | ,, নিধিরাম মণ্ডল দীঃ | সাওড়াপুর | ,, | ২৲/• | ৷৷• | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬২ | ,, রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী দীঃ | মারকোলা | ,, | ৪৷৵০ | ... |
| ৬৩ | ,, বৈকুণ্ঠ মণ্ডল দীঃ | নালিতপুর | ,, | ... | ১৷৷০ |
| ৬৪ | ,, কাত্তিকচন্দ্র সাহা দীঃ | তালবোনা | ,, | ... | ৵৯ |
| ৬৫ | ,, ত্রিছারাম মিশ্র দীঃ | বড়গোলা | ,, | ৮৵০ | ৷৷৫ |
| ৬৬ | ,, ব্রজলাল মণ্ডল | ,, | ,, | ।০ | ... |
| ৬৭ | ,, বঙ্কুবিহারী দাস দীঃ | ছোটগোলা | ,, | ৮৵৫ | ... |
| ৬৮ | ,, অক্ষয়চন্দ্র মণ্ডল দীঃ | আরার | ,, | ১২.৫ | ... |
| ৬৯ | ,, ত্রৈলোক্যনাথ মণ্ডল দীঃ | বালকা | ,, | [illegible] | ... |
| ৭০ | ,, খুদিরাম রায় দীঃ | নাড়িগ্রা | ,, | ১।৵০ | ... |
| ৭১ | ,, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দীঃ | তুবসা | ,, | ৬১২ | ... |
| ৭২ | ,, মাখনলাল মিত্র দীঃ | সুজিপুর | ,, | ৷৵১০ | ৵৮ |
| ৭৩ | ,, মানদাপ্রসাদ মণ্ডল দীঃ | কামার মাঠ | ,, | ... | ১৵৫ |
| ৭৪ | ,, সাতকড়ি মণ্ডল দীঃ | ঘাটিগোড় | ,, | ... | ১৵০ |
| ৭৫ | ,, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দীঃ | কদগ্রাম | ,, | ... | ৷৷৫ |
| | | | মোট ... | ১২৬৷৵০ | ২৫৷২ |

| নম্বর। | নাম। | ঠিকানা। | | চাঁদা। | | মন্তব্য। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | গ্রাম। | জেলা। | টাকা। | চাউল। | |
| | জের | ... | ... | ১২৬৶/০ | ২৫।২ | |
| ৭৬ | শ্রীযুক্ত গোপীনাথ মণ্ডল দীঃ | আলেপুর | বীরভূম | ... | ।৫ | |
| ৭৭ | „ বিহারীলাল সেন | মহুলা | „ | ১৲ | ... | |
| ৭৮ | „ নন্দলাল মণ্ডল দীঃ | ছাতিরা | „ | ৷৴১০ | ... | |
| ৭৯ | „ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | ভ্রমরকোল | „ | ১৲ | ... | |
| ৮০ | „ সন্ন্যাসীচরণ পাল দীঃ | বুনিয়া | „ | ৷৵০ | ১/৮ | |
| ৮১ | „ ঈশ্বরচন্দ্র পাঠক দীঃ | চিতুরো | „ | ।০ | ১/২ | |
| ৮২ | „ গগনচন্দ্র সরকার | মহুলা | „ | ।০ | ... | |
| ৮৩ | „ যোগেশচন্দ্র মজুমদার দীঃ | গোবিন্দপুর | „ | ৫৸৶০ | ... | |
| ৮৪ | „ হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় | খাঁয়েরপাড়া | „ | ৷০ | ... | |
| ৮৫ | „ বাঞ্ছারাম মণ্ডল দীঃ | আলতোড় | „ | ... | ১/৮ | |
| ৮৬ | „ দীনবন্ধু মণ্ডল দীঃ | ইসেথপুর | „ | ... | ৷০ | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮৭ | ,, | গুরুদাস চৌবে দীঃ | কাপর্সুন্দি | ,, | ... | ॥৹ | |
| ৮৮ | ,, | সাতকড়ি ঘোষ দীঃ | সালমপুর | ,, | ।৶৹ | ২৴৹ | |
| ৮৯ | ,, | জানকীনাথ সাধু | উদো | ,, | ১৲ | ... | |
| ৯০ | ,, | রামলাল মণ্ডল দীঃ | নায়েকপুর | ,, | ।৵৹ | ... | |
| ৯১ | ,, | হরিলাল পাল দীঃ | মোরদিঘী | ,, | ১১০ | ॥৭ | |
| ৯২ | ,, | কৈলাসনাথ রায় দীঃ | ব্রাহ্মণডিহি | ,, | ১।৵৹ | ... | |
| ৯৩ | ,, | সাতকড়ি ঘোষ দীঃ | ডিবুর | ,, | ৬৴১০ | ... | |
| ৯৪ | ,, | ত্রৈলোক্যনাথ মণ্ডল দীঃ | বাকুল | ,, | ॥১০ | ১॥৮ | |
| ৯৫ | ,, | সত্যশরণ সরকার | বরিও | সাঁওতাল পঃ | ।৹ | ... | |
| ৯৬ | ,, | সুরেন্দ্রনাথ কবিরাজ দীঃ | মানপুর | বীরভূম | ... | ॥৹ | |
| ৯৭ | ,, | নীলমনি মুখোপাধ্যায় | বসোয়া | ,, | ১৲ | ... | |
| ৯৮ | ,, | ললিতকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় | মঙ্গলডিহি | ,, | ১৲ | ... | হেডমাষ্টার, লাভপুর স্কুল। |
| ৯৯ | ,, | ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় | কুলিয়াড়া | ,, | ১৲ | ... | ইং পণ্ডিত, |
| | | | মোট | ... | ১৪৪॥৹ | ৩৬৴৹ | লাভপুর সার্কেল। |

| নম্বর। | নাম। | ঠিকানা। গ্রাম। | জেলা। | চাঁদা। টাকা। | চাউল। | মন্তব্য। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | জের ... | .... | ... | ১৪৪॥৹ | ৩৬/৹ | |
| ১০০ | শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় | সাঙ্গুলডিহা | ,, | ১৲ | ... | হেড পণ্ডিত, লাভপুর স্কুল। |
| ১০১ | ,, হরেন্দ্রনাথ মজুমদার দীঃ | কাগাশ | ,, | ৸৹ | ... | |
| | | মোট | ... | ১৪৬।৵৹ | ৩৬/৹ | |

জমা

| | | | খরচ |
|---|---|---|---|
| ১। | গ্রামস্থ চাঁদা ... ... ... | ৫৮৸৶১৫ | খরচ ... ২৯২৸৶৹ |
| ২। | স্থানান্তর হইতে সংগৃহীত চাঁদা ... ... | ১৪৬।৵৹ | |
| ৩। | প্রণামি ... ... ... ... | ৩৭।৹ | (খরচের জায় দেওয়া অনাবশ্যক বোধে লিখিত হইল না।) |
| ৪। | উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিক্রয় জমা (চাউল ও সরঞ্জামাদি) | ২৭৲ | |
| | | ২৭৯॥৶১৫ | |

নিজ হইতে প্রদত্ত ( অস্থিত টাকা ) ... ১৩।৫

——————

২৯২৸৶০

সবলগে দুইশত বিরনব্বই টাকা পনর আনা মাত্র।

☞ অনেক স্থান হইতে প্রেরিত চাঁদা কার্য্যকারকগণের নিকট উপস্থিত না হওয়ার জমা হইল না।
এবিষয়ে তাঁহারা ক্ষমা করিবেন।

শ্রীকুমুদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়.

লাভপুর।